

Acc. No. 147

Shelf No. A 1 4 R 2

Title

SubTitle

Satkriyāsāra Dīpikā
and
Sainikara Dīpikā
Copies - 2

Role

✓ ✓
 Author

Editor

Comment.

Transl.

Compiler

gopalabhatta goswami

Bhaktisiddhanta Saraswati

Edition

3rd

Publisher

Ananta Vasudeva

Place

Kalikata

Year

1935

Ind. Yr.

gan

449

Lang.

Sanskrit

Script

Bengali

Subject

Acc No 147 e-1

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সংক্রিয়ামার-দীপিকা



(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বৈষ্ণবদশসংস্কারপদ্ধতিঃ)

শ্রীগোরপার্শদপ্রবরণ

শ্রীমদগোপালভট্টগোষামিনা

কৃত

বুলভাষানুবাদসমলঙ্কতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-দশমাধস্তনপুরুষবর্ষণে শ্রীধ্রুমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষকেণ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যেণ শ্রীকৃপানুগবরণে ঙ্গ বিষ্ণুপাদুষ্ঠোত্তর-
শতশ্রী শ্রীমন্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোষামিপ্রভৃণা

সম্পাদিতা

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠতো বিষ্ণাভূষণোপাধিকেন
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারিণা প্রকাশিতা চ

ভৈক্ষ্যং সপাদরৌপ্যকম্] গৌরাঙ্গাঃ ৪৪৯ [তৃতীয়-সংস্করণম্

ভূমিকা

শ্রীমন্নহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' সম্পাদন করেন। বর্তমান 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী "সংক্রিয়াসার-দীপিকা" নামক দর্শসংস্কারের একটি পদ্ধতি ও 'সংস্কার-দীপিকা' নামক বৈশাখ-পদ্ধতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অবৈষ্ণব-স্মৃতিলেখক বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' সম্পাদনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' নামক স্মৃতিপ্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পূর্বে হইতেই 'ভবদেব-পদ্ধতি' ও 'সংক্রিয়াসার-দীপিকা' সংস্কার-বিধি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

স্মার্ত ভট্টাচার্যের সংস্কার-তত্ত্ব-নিবন্ধ কোন দিন ব্যবহার-জগতে প্রচলিত ছিল না। স্মার্ত বিচারের প্রাবল্যে 'সংক্রিয়াসার-দীপিকা'রও বহুল প্রচলনের অভাব ছিল। কমলাকরভট্ট-রচিত অবৈষ্ণব-বিচারপর 'নির্ণয়-সিদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্যের 'নৃসিংহ-পরিচর্যা' ও শ্রীকেশব ভট্টের 'স্মৃতি-নিবন্ধ' গ্রন্থের প্রচার থাকিবার কথা জানিতে পারা যায়।

যে রূপ স্মার্ত ভট্টাচার্যের লেখনীতে অবৈষ্ণবপর স্মৃতির বিচার বৈষ্ণবপর বিচার হইতে পৃথগরূপে নির্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বৈষ্ণবপর শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার হইতেও অবৈষ্ণবপর স্মৃতির বিচারের পৃথগরূপে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবপর স্মৃতির প্রচলন-হেতু বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলনে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। বহুদেব-যাজন, প্রৈতশ্রাদ্ধ ও একাদশাদি ব্রহ্মবিষয়ক বিচারে বৈষ্ণব-স্মৃতির সহিত অবৈষ্ণব-স্মৃতির মিল নাই। বৈষ্ণব-সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থের অভাব-নিবন্ধন কিছুদিন হইতে স্মার্তাচারই বৈষ্ণবাচার বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বৈষ্ণব-সংসারে অবৈষ্ণবাচার আদরের বস্তু নহে, ইহার শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ আলোচনাও ভোগী ভক্তিবিরোধী সমাজে অপ্রীতিকর হওয়ায় বৈষ্ণব-সদাচার-বিষয়ক গ্রন্থের প্রচার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের আশা-ভরসা এই গ্রন্থের পুনঃ প্রচারে

নির্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রসার যাহাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করে, তাহারাই ভক্তির কথাকে আদর করিতে পারিবে না, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে সদাচার-প্রথাই অমানিশার অন্ধকারে গন্তব্য-পথের পরম প্রয়োজনীয় প্রবতারা-সদৃশ।

বহির্মাথ কৰ্মজ্ঞান স্বাস্থ্য-প্রকোপ কেবল যে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সংসারে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছিল—এরূপ নহে; পরন্তু ভারতের সর্বত্র বৈষ্ণব-স্মৃতির বিচার ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। এজন্যই সংক্রিয়াসারের বহুল প্রচার ছিল না। শুদ্ধভক্তিশ্রোতের পুনঃপ্রবর্তক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চেষ্টায় এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ অনেক দিন পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব-বিশ্বাসের অনুকূলে ভক্তিসদাচার স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছে।

বহুদিন হইতেই এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর গ্রন্থের অভাব সদাচারপালনকামী ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ, বি-এল মহোদয় সংক্রিয়াসারের এই বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্ত প্রচুর পরিমাণে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশী চেষ্টা না থাকিলে এই গ্রন্থের এইরূপ স্মৃষ্টি সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি এই গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্যের সহায়তা করিয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

‘সংক্রিয়াসার-দীপিকা’-গ্রন্থের সহিত ‘বেশাশয়-পদ্ধতি’-গ্রন্থটীও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।

শ্রীজগন্নাথগোড়ীয় মঠ, ময়মনসিংহ

১লা বৈশাখ, ১৩৪২

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী



শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাঙ্গ নমঃ

সংক্রিয়া-সার-দীপিকা

গ্রন্থতাৎপর্যলোকা

বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাত্মকাঃ

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং জগতাং সেব্যমীশ্বরম্ ।

শ্রীকৃষ্ণং পুরমানন্দমনন্যাভীষ্টদায়কম্ ॥১॥

বক্তি গৃহিদ্বিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ ।

পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ সংক্রিয়াসারদীপিকাম্ ॥২॥

শ্রীমদগোপালভট্টোহয়ং সাধুনামাজ্জয়া ভূশম্ ।

ভগবদ্বর্নরক্ষার্থং ভক্তানাং বৈদিকী তু যা ॥৩॥

সর্বজগতের সেব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ঐকান্তিকগণের অর্থাৎ একমাত্র
শ্রীগোবিন্দোপাসকগণের অভীষ্টদায়ক, রসিকভক্তগণের নিত্যসুহৃৎ
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক শ্রীমদগোপালভট্টগোস্বামী সাধুদিগের
আজ্ঞাক্রমে একান্তগোবিন্দোপাসক গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি ও অগ্র্য বর্ণ-
সঙ্ঘাদি ভক্তগণের সর্বতোভাবে ভগবদ্বর্নরক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবদ্বর্নের
উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের জন্ত সংক্রিয়াসার-
দীপিকানাম্নী বৈদিকী বিবাহাদি-সংস্কারপদ্ধতি বলিতেছেন ॥ (১-৩) ॥

কৃত। যাপ্যানিরুদ্ধেন ভীমভট্টেন যা কৃত।

শ্রীমদগোবিন্দানন্দেন কশ্মিণাং পদ্ধতিঃ কৃত। ১৪॥

শ্রীনারায়ণভট্টেন কশ্মিঠানাস্তু বৈদিকী ।

ভট্ট শ্রীভবদেবেন হিন্দোপানাস্তু যা কৃত। ১৫॥

বর্ণাশ্রমাস্ত্যজাদীনাং বেদৈঃ পৌরাণিকাদিভিঃ ।

মন্ত্রাদিধর্মশাস্ত্রোক্তৈর্বাচনৈঃ স প্রমাণকৈঃ ॥ ১৬॥

শ্রীমদগোবিন্দভক্তানাং সেবা-নামাপরাধতঃ ।

কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃ-দেবার্চনং বিনা ॥ ১৭॥

তত্র সম্বন্ধলোকার্থঃ

নহ্যপরগ্রন্থকারবদ্ গ্রন্থকর্তৃত্বেনাস্বাধিষ্ম স্বনাম নিবন্ধমনু-
চিতং, “অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মনুতে” ইতি দোষ-
শ্রবণ-ভয়াৎ, তথাপি স্বযুথ্যানাং সাধনামাশ্রয়া স্বনাম নিবন্ধম্,

শ্রীঅন্ধ্রভট্ট, শ্রীভীমভট্ট ও শ্রীগোবিন্দানন্দভট্ট কশ্মিগণের জন্ম
বৈদিকী-পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণভট্ট মহাকশ্মিশালি-
গণের এবং শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কশ্মিগণের জন্ম বৈদিকী পদ্ধতি
রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই পদ্ধতিও তঁজুপ বৈদিকীই ॥ (৪, ৫) ॥

বর্ণাশ্রমাস্ত্যজ ও অস্ত্যবর্ণোৎপন্ন শ্রীগোবিন্দভক্তগণের জন্ম বেদ,
পুরাণ ও মন্ত্রাদি-ধর্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবা-নামা-
পরাধবর্জনে লক্ষ্যপূর্বক পিতৃ-দেবার্চন বর্জন করিয়া এই
পদ্ধতিগ্রন্থ রচিত হইল ॥ (৬, ৭) ॥

• “অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম ব্যক্তি ‘আমি—কর্তা’ এইরূপ মনে করে”—
শ্রীগীতাক্ত এই বাক্য হইতে শ্রুত অপরাধের ভয়ে সাধারণ গ্রন্থকারের
দ্বায় গ্রন্থকাররূপে আমাদিগের নিজ নাম উল্লেখ করা অনুচিত। তথাপি

—শ্রীমদগোপালভট্টনামায়ং কোহপি জীবঃ । শ্রীমদগোপাল-
ভট্টেহেন জ্ঞাপিতং (যদযং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণারবিন্দ-মকরন্দ-
সততপায়িত্বেন সদেব সাধুনিদেশবর্তীতি ।

প্রণামশ্লোকার্থঃ

এবং বিশিষ্টোহয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রণম্য । শ্রীকৃষ্ণশ্লোকার্থঃ পুরৈব
(অন্যত্র) ব্যাখ্যাতঃ । কিং বিশিষ্টং ?—সচ্চিদানন্দং গুণাতী-
তানির্বচনীয়পরমমনোহরলাবণ্যঘনং সুখস্বরূপমতএব জগতাং
সেব্যম্ । তত্রায়ং ভাবঃ,—জগৎসেব্যত্বেন অনিত্যাণিমাদি-
সকলবৈভবসুখপরিপূর্ণতয়াঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং ব্রহ্মাদীনাং
সর্বেষাং তথা শ্রীবিরাডাদিসর্বাবতারানাঞ্চ সেবনীয়ং, যত
ঈশ্বরঃ জগদীশ্বরমিত্যর্থঃ । গুণাতীতত্বাৎ ষড়্গুণশালী শ্রীভগ-

নিজসম্প্রদায়ী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে নিজ নাম প্রদত্ত হইল । এই
ব্যক্তি শ্রীমান্ গোপালভট্ট-নামক কোন এক জীব । ইনি সতত শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য-পাদপদ্মসুধাপানকারী বলিয়া সর্বদাই সাধুদিগের আজ্ঞার
বশবর্তী—এই ভাব শ্রীমদগোপালভট্টপদের দ্বারা সূচিত হইতেছে ।

এতাদৃশ এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামসূচক (বলিতেছেন) ।
শ্রীকৃষ্ণশব্দের অর্থ, সূক্ষ্মই (অন্যত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ-
শ্রীকৃষ্ণ ?—সচ্চিদানন্দঃ, গুণাতীত, অনির্বচনীয়, পরমমনোহর লাভণ্যের
মূর্তি ; সুখস্বরূপ ;—অতএব জগতের সেব্য । ভাবার্থ এই :—
'জগতের সেব্য' এই বিশেষণ হইতে তিনি নিত্য অণিমাди সকল
বৈভব-সুখে পরিপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ব্রহ্মাদি সকলের এবং
শ্রীবিরাট প্রভৃতি সকল অবতারগণের সেবনীয়, যেহেতু তিনি ঈশ্বর

বান্ কৃষ্ণঃ সর্বাভতারাণাং মৎশ্চাদীনাংপি সেব্যঃ। অপরং কিং
 বক্তবাং—নিত্যং পরপদধামঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরস্ত শ্রীমহাবিষ্ণোরপি
 সেবনীয়ঃ, অন্তেষাং ব্রহ্মাদিদেবানাং কা বাগ্ভা। যতঃ,
 পরমানন্দং পরমাণাং জগন্নিবাসিনাং মধ্যেস্থতিশয়োত্তমশ্লোক-
 লোককাষ্ঠানাং রসিকভক্তাণাং সততসুখানুভবস্বরূপ আনন্দো
 যস্মিন্ তং, অতঃ কারণাদনন্তাভীষ্টদায়কমনন্তানাং শ্রীকৃষ্ণৈক-
 চিত্তানাং বাঞ্ছিতকৃষ্ণসুখবৈভবপ্রদং, ন ত্বন্যবৈষ্ণবানাং—কা
 কথাংপরেষাম্ ॥১॥

প্রয়োজনশ্লোকার্থঃ

শ্রীসংক্রিয়াসারদীপিকায়ামনন্তানাং কেবলং শ্রীগোবিন্দো-
 পাসকানাং গৃহিদ্ভিজাদীনামিত্যেনেং গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-

অর্থাৎ জগদীশ্বর ; যতঃপর্যায়শালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ গুণাতীত বলিয়া সকল
 অবতারগণের, মৎশ্চাদি অবতারেরও সেব্য ; অধিক কি বলিব ?—
 তিনি পরপদধাম বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ এবং কারণশায়ী মহা-
 বিষ্ণুরও সেবনীয়,—ব্রহ্মাদি অপর দেবতাগণের কি কথা ? যেহেতু, তিনি
 পরমানন্দ-ত-পরম-গণের অর্থাৎ জগৎবাসিগণের মধ্যে একান্তরূপে
 উত্তমশ্লোকশ্লোকামুনিষ্ঠ রসিকভক্তগণের নিত্য সুখানুভবস্বরূপ 'আনন্দ'
 ষাহাতে বর্তমান তাদৃশ, এই কারণে তিনি অনন্তাভীষ্টদায়ক—অনন্ত অর্থাৎ
 শ্রীকৃষ্ণৈকতানগণের অভিলষিত কৃষ্ণসুখবৈভবপ্রদানকারী, অন্য বৈষ্ণব-
 গণের নহেন—অবৈষ্ণবদিগের ত কথাই নাই ॥১॥

সংক্রিয়াসারদীপিকাগ্রন্থে অনন্তগণের অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগোবিন্দের
 উপাসক গৃহিব্রাহ্মণাদির—[গৃহিদ্ভিজাদিপদের দ্বারা কেবল

শুদ্ধ-সঙ্কবাস্ত্যজাদীনাং ভক্তানাং কেবল-সদগুরুরূপদিষ্ট-
 শ্রীভগবন্মন্ত্রদীক্ষিতানাং ভূশমত্যর্থং বিশেষতশ্চ (১) যথা
 স্মাত্তথা শ্রীভগবদ্বাক্ষরকার্থং পদ্ধতিং বক্তি (২)। অয়মর্থঃ,—
 নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম-পিতৃদেবার্চনকর্মভ্যোহুতিশয়ঃ শ্রীভগ-
 বদ্বাক্ষরঃ। (স চ) শ্রীসদগুরুশ্রীভগবন্মামমন্ত্রদীক্ষিতবস্তুং
 বর্গাশ্রমাদিলোকং যথা ন ত্যজতি তন্নিমিত্তং বিশেষত ইয়ং
 মতা। ননু সর্বকর্ম্মমতেভ্যঃ শ্রীভগবদ্বাক্ষরনৈষ্ঠিকমতং শ্রেষ্ঠম্।
 অতঃ (৩) শ্রীভগবদ্বাক্ষরানুষ্ঠিতা বৈদিকী পদ্ধতিঃ কর্ম্মপদ্ধতিভ্যো-
 হুতিশয়শ্রেষ্ঠতমা ॥ (২-৩)।

শ্রীসদগুরুকর্তৃক উপদিষ্ট শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্রে দাক্ষিত গৃহস্থ
 ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য-শুদ্ধ-সঙ্কর-অন্ত্যজাদি ভক্তগণকে বুঝিতে
 হইবে]—ভূশ অর্থাৎ সর্বতোভাবে শ্রীভগবদ্বাক্ষর-রক্ষার জগু উহার
 বিশেষ বা বৈশিষ্ট্যহেতু এই পদ্ধতি বলিতেছেন। তাৎপর্য্য এই—
 শ্রীভগবদ্বাক্ষর নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্ম্ম ও পিতৃদেবার্চন কর্ম্মসকল
 হইতে বিলক্ষণ ; শ্রীসদগুরু নিকট শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্রে দীক্ষিত
 বর্গাশ্রমাদি লোকগণকে সেই ভগবদ্বাক্ষর যাহাতে ত্যাগ না করে তহুদেঃশু
 ইহা বিশেষভাবে অভিপ্রেত ; সকলকর্ম্মিগণের মত অপেক্ষা শ্রীভগবদ্বাক্ষর-
 নিষ্ঠগণের মত শ্রেষ্ঠ, অতএব শ্রীভগবদ্বাক্ষরে অনুষ্ঠিত বৈদিকী পদ্ধতি কর্ম্ম-
 পদ্ধতিসমূহ হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ॥ (২-৩) ॥

(১) বিংশমতো বিশেষাৎ, ভগবদ্বাক্ষরশ্রান্ত অশ্রান্ত উৎকর্ষাক্ষেতোঃ—ভগবদ্বাক্ষরের
 বিশেষ অর্থাৎ অশ্রান্ত অপেক্ষা উৎকর্ষহেতু ; বিশেষ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য রাখিয়া।

(২) ভগবদ্বাক্ষরকার্থং তাং পদ্ধতিং বক্তি যা বৈদিকী তু বৈদিক্যেব ইত্যম্বয়ঃ

(৩) যত ইতি পাঠান্তরম্।

বিষয়-স্লেখার্থঃ

শ্রীভগবদ্বাক্ষরক্ষা—তৎকথা বিশিষ্যতে । পূর্বে ঋক্‌সামাথর্ব-
যজুর্বিদাং মতানুযায়িনী য়া (বৈদিকী) পদ্ধতিঃ কশ্মিণা
শ্রীমদনিরুদ্ধভট্টেন কৃতা ; অতঃপরং শ্রীভীমভট্টেন কশ্মিণা সদা-
মন্তবৎ কশ্মৈকান্তিনা যা পদ্ধতিঃ কৃতা ; তথা শ্রীমদ্-
গোবিন্দানন্দভট্টেন যা পদ্ধতিঃ কৃতা, কশ্মিণাং সর্বকশ্ম-
নিপুণানাং ; অতঃপরং শ্রীনারায়ণভট্টেন কশ্মঠানাতিশয়-বেদজ্ঞ-
হেন মহাকশ্মশালিনাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা ; শ্রীভবদেবভট্টেন
ছন্দোগানাং সামবেদোক্তকশ্মনিপুণানাং যা পদ্ধতিঃ কৃতা ;
অতঃপরং শ্রীদ্রাবিড়ীয়েঃ ঋক্‌সামযজুর্বেদবিদ্বিঃ পুরাণনানা-
শাস্ত্রজ্ঞৈর্ভট্টবৃন্দৈর্যা যা কশ্মিণাং পদ্ধতিঃ কৃতা । যথা বেদৈ-
বেদোক্তপ্রমাণবচনৈঃ, পৌরাণিকাদিভিরিত্যনেন পুরাণোপ-

শ্রীভগবদ্বাক্ষরক্ষার বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইতেছে । পূর্বে কশ্মী শ্রীমদনিরুদ্ধ
ভট্ট ঋক্‌-সাম-অথর্ব-যজুর্বিদগণের মতানুসারে, বৈদিকী পদ্ধতি রচনা
করিয়াছেন ; তৎপরে উন্নতপ্রায় একান্ত কশ্মী শ্রীভীমভট্টও পদ্ধতি
লিখিয়াছেন ; শ্রীগোবিন্দানন্দভট্টও সর্বকশ্মনিপুণগণের জন্ত পদ্ধতি
করিয়া গিয়াছেন ; অতঃপর শ্রীনারায়ণভট্ট একান্ত বৈদিক মহাকশ্মি-
গণের জন্ত পদ্ধতি বিধান করিয়াছেন ; শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কশ্ম-
নিপুণগণের জন্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন ; তৎপরবর্ত্তিসময়ে ঋক্‌-
সাম-যজুর্বেদবিদ পুরাণাদি-নানাশাস্ত্রজ্ঞ দ্রাবিড়দেশীয় ভট্টবৃন্দ কশ্মিগণের
জন্ত পদ্ধতি করিয়াছেন । যেসকল বেদোক্ত প্রমাণবাক্য, সপ্রমাণ পুরাণ-
উপপুরাণ-ভাগবত-আগম-যামল-রামায়ণ-অপরশাস্ত্রাদি-বাক্য ও মন্বাদি-

পুরাণ-ভাগবতাগম-যামল-রামায়ণাপরশাস্ত্রাদিবচনৈস্তথা মঘাঙ্ক-
 ষ্টাদশধর্মশাস্ত্রোল্লবচনৈঃ সপ্রমাণকৈস্তথা তাভ্যঃ পদ্ধতিভ্যঃ
 শ্রীভগবদ্ধর্মরক্ষাকুরূপৈঃ সারাতিসূত্রৈঃ সপ্রমাণবচনৈর্ময়া শ্রীমদ্-
 গোবিন্দভক্তানাং বর্ণাশ্রমাস্ত্যজাদীনাং,—অদিপদেন কানীন-
 গোলক-জারজাদীনাং গ্রহণং, শ্রীমদগোবিন্দভক্তহৈনানন্যশরণানাং
 গ্রহণং—সেবা-নামাপরাধতঃ (১) নিবৃত্তি-চতুর্থার্থে তসি,—
 পদ্ধতিরিয়ং কৃত্য,—কিন্তু পিতৃ-দেবাচ্চ'নং বিনা ॥(৪-৭) ॥

পিতৃদেবার্চননিষেধপ্রমাণবাক্যে
 প্রথমং শ্রীনারায়ণোপনিষদ্বাক্যং

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণশ্রমাদি-শৈবশাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি-
 ব্যতিরেকেণানন্যশরণবর্ণাশ্রম সঙ্করাস্ত্যজাদীনাং গৃহস্থ-
 ভক্তানাং পিতৃ-দেবাচ্চ'নাদিকং কাপি বেদে লোকে

অষ্টাদশ-ধর্মশাস্ত্রোল্লব বাক্যের দ্বারা, তদ্রূপ পুরোক্ত পদ্ধতিসমূহ হইতেও
 ভগবদ্ধর্মরক্ষাকুরূপ সারাতিসার সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা বর্ণাশ্রমাস্ত্যজ
 ব্রাহ্মণাদি ও অস্ত্যজ-কানীন-গোলক-জারজাদি শ্রীগোবিন্দভক্তগণের অর্থাৎ
 অনন্যশরণগণের জন্ম সেবা-নামাপরাধ-নিবারণে লক্ষ্য-সাধিয়া—
 (সেবা-নামাপরাধ শব্দে নিবৃত্তিচতুর্থী-অর্থে তদ্-প্রত্যয়) —এই পদ্ধতি
 বিহিত হইল,—কিন্তু পিতৃ-দেবার্চন বর্জনপূর্বক ॥ (৪-৭) ॥

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমস্থিত শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি
 ব্যতীত অনন্যশরণ (একান্ত গোবিন্দোপাসক) বর্ণাশ্রমী, সঙ্কর

(১) সেবা-নামাপরাধতঃ সেবা-নামাপরাধেভ্যঃ, সেবা-নামাপরাধনিবারণায়েত্যর্থঃ,
 মশকার্য ধুম ইতিবচতুর্থী । নিবৃত্তিচতুর্থী—তাদর্থ্যে চতুর্থীত্যর্থঃ । সেবা-নামাপরাধ-
 নিবারণের নিমিত্ত । নিমিত্তচতুর্থীতি পাঠাস্তম্ ।

ধর্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি । এতেষামেতস্মিন্
কৃতে সত্যাপি সেবা-নামাপরাধো জায়তে ।

তত্র প্রথমমথর্ষবেদ-শ্রীনারায়ণোনিষদ্-প্রমাণমাহ, --

“ওঁ অথ পুরুষো হ'বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি
প্রজাঃ সৃজেরন্ । নারায়ণাব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো
জায়তে, নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্বা দেবতাঃ সর্বে ঋষয়ঃ
সর্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপত্তন্তে । নারায়ণে
প্রলীয়ন্তে ।” “অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মাচ নারায়ণঃ
শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো রুদ্রশ্চ নারায়ণো বসবোহ-
শ্বিনো চ নারায়ণঃ সর্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো

ও অন্তঃপ্রজাদি গৃহস্থ ভক্তগণের পিতৃ-দেবার্চনাদিকর্ম বেদশাস্ত্র, ধর্ম-
শাস্ত্র, আগম, স্মৃতি, পুরাণাদিতে ও লোকব্যবহারে (বা লৌকিকশাস্ত্রে)
কোথাও বিহিত হয় নাই । বরং পিতৃ-দেবার্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে
অনন্তশরণগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে ।

(পিতৃ-দেবার্চননিষেধে প্রথম প্রমাণ) এই বিষয়ে প্রথমে অথর্ষবেদীয়
শ্রীনারায়ণোনিষদের প্রমাণ কথিত হইতেছে—

“পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন--“প্রজা সৃষ্টি করিব”,
তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল । নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন,
নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন ; নারায়ণ হইতেই দ্বাদশ আদিত্য,
রুদ্রগণ, সকল দেবতা, সকল ঋষি, ও সকল প্রাণী উদ্ভূত হন এবং
নারায়ণেই বিলীন হন । অতএব একমাত্র নারায়ণই নিত্য দেবতা,
ব্রহ্মাও নারায়ণ, শিবও নারায়ণ ; ইন্দ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল

দিশশ্চ নারায়ণোহধশ্চ নারায়ণ উর্দ্ধশ্চ নারায়ণো মূর্ত্তোহমূর্ত্তশ্চ
নারায়ণোহস্তর্ষ্বিহিশ্চ নারায়ণঃ । নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্বৃতং
যচ্চ ভাব্যম্ । অথ নিত্যো নিষ্কলো নিরাখ্যাতো নির্বিকল্পো
নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ ।
য এবং বেদ,

বোধঞ্চ সারথিং কৃত্বা মনঃপ্রগ্রহবান্ পুমান্ ।

প্রয়াতি পরমং পারং বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়ম্ ।

বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়মিতি” ॥১॥ (ক)

ঋষি, কাল, সকল দিক্, অধঃ, উর্দ্ধ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অস্তঃ ও বাহু—সকলে
নারায়ণ । এই সমগ্র বিশ্ব,—যাহা হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্ত—
নারায়ণ । এই নারায়ণ নিত্য, নিষ্কল, নিরাখ্যাত (অনির্ভ্রচনীয়),
নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেবতা, এক বা অদ্বিতীয়—অপর কেহ
দ্বিতীয় নাই । যিনি এরূপ অবগত হন তিনি বুদ্ধিকে সারথি এবং
মনকে প্রগ্রহ করিয়া ‘পরম’, ‘পার’, ‘অব্যয়’, ‘পদ’ বিষ্ণুকেই সূনিশ্চিত
প্রাপ্ত হন” ॥১॥

(ক) গ্রন্থান্তরে এই উপনিষদের পাঠভেদে ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয় ।

তথা কঠোপনিষদি চ—

বিজ্ঞানসারথিৰ্বশ্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাজ্ঞা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১৩৯—১১ ॥

সংক্রিয়ানারদীপিকা

নারায়ণোপনিষদ্বাক্যব্যাখ্যা

ননু সৰ্ব্বমূলভূতহেনানন্যতয়া সৃষ্টিঃ পূৰ্ব্বঃ স্থিতিসময়ে
মহাপ্রলয়ে চ সদাস্থায়িতয়া শ্রীমন্নারায়ণো নিত্যঃ, শ্রীব্রহ্মাদীনাং
সৰ্বলোকানাং সেবনীয়ো নাগোহপরঃ। অত্র প্রমাণহেনা-
থৰ্ববেদে শ্রীমদঙ্গিরসা যা শ্রীনারায়ণোপনিষৎ স্পষ্টীকৃত্য তস্মা
অর্থমাহ—ওঁ অথ পুরুষ ইতি। ইহ সংসারে, বৈ নিশ্চিতং
ভূতভবিষ্যৎবর্তমানকালত্রয়ে প্রণবচ্ছন্দসামহমিতি বচনাৎ “ওঁ”
স্বয়মেব নারায়ণঃ। অয়মর্থঃ,—নরি ভবা যে পুত্রপৌত্রাদি-
রূপেণ ত্তে নরাঃ, তেবাং নরাণাং মনুষ্যমাত্রাণাময়নমাশ্রয়ো যঃ

সকলের মূলস্বরূপতা ও অনন্যতাহেতু সৃষ্টির পূর্বে, স্থিতিকালে,
মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী বলিয়া শ্রীনারায়ণ নিত্য, এবং ব্রহ্মাদি সৰ্বলোকের
সেবনীয়, অপর কেহই নহে। এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদঙ্গিরা
অথৰ্ববেদে যে নারায়ণোপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অর্থ কথিত
হইতেছে :—‘ছন্দোগণের মধ্যে আমিই প্রণব’ এই বাক্যানুসারে এই
সংসারে ভূতভবিষ্যৎবর্তমান-কালত্রয়ে ‘ওঙ্কার’ স্বয়ংই সুনিশ্চিত নারায়ণ।

পুনস্তুত্রৈব—

ইন্দ্রিয়েভাঃ পরং মনো মনসঃ সৰ্বমুত্তমম্ ॥ ৩
সম্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ।
যজ্ঞজ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তরমৃতং চ গচ্ছতি ॥ ২।৬।৭,৮ ॥

এবং গোপালপূর্বতাপিত্যাং—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনোনামেকো বহুনাং যো বিদধতি কামন।
তং পীঠগং যেহনুভগ্নি ধীরাস্তেবাং স্মখং শাখতং নেতরেবাম্ ॥
এতদ্বিকোঃ পরমং পদং, যে নিত্যোদযুক্তান্তং যজ্ঞন্তি ন কামাৎ।
তেবামনৌ গোপরূপঃ প্রবহাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব ॥

পুরুষঃ স স্বামিতুল্যতয়া প্রভুঃ সেব্যঃ স্তব্যঃ পূজ্যঃ স্মরণীয় ইত্যাদি, কোহপ্যপরো নাস্তি প্রভুঃ, স নারায়ণঃ পুরুষোহথ মহাপ্রলয়ানন্তরং সন্দাহকাময়ত মনুসা সিসৃক্ষা ক্রিয়তে । তৎ কিং ?—প্রজাঃ সৃজ্যে ইতি । এবং মনুসি কৃতে সতি ততস্তদা তস্মান্নারায়ণাবৃক্ষা জায়তে ভবতি, তেন ব্রহ্মণা প্রজাঃ সৃজেরন্ । প্রজা ইতি বহুবচনেনৈব ব্রহ্মণো মানস-দেহজাভ্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবং নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে 'সগগস্তথা সপরিবারা দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে, তথা রুদ্রাঃ স্বভূতগণসহিতা রুদ্রাণীভিঃ সমমেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে । অপরা গণেশাদিদেবতা-স্ত্রয়স্ত্রিংশৎ-কোটয়ো নারায়ণাৎ ক্রমশো ভবন্তি । তথা সর্বে ঋষয়ো দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষ্যাভ্যাঃ শ্রীনারায়ণাৎ স্যুঃ । তথা স্থাবরজঙ্গমাदीনি ভূতানি সর্বাণি শ্রীনারায়ণাদেব সমুৎপত্ত্বন্তে

ন্ব অর্থাৎ পুরুষে পুত্রপৌত্রাদিরূপে জাতগণ 'নর', সেই নরগণের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের 'অয়ন' বা আশ্রয় যে পুরুষ তিনিই স্বামিতুল্য বলিয়া প্রভু, সেব্য, স্তব্য, পূজ্য, স্মরণীয় ইত্যাদি,—অপর কোন প্রভু নাই । সেই নারায়ণ-পুরুষ মহাপ্রলয়ের অন্তে কামনা করিলেন অর্থাৎ 'আমি প্রজা সৃষ্টি করিব' এইরূপ মনে সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন । এইরূপ ইচ্ছা হইলে তখন সেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, নারায়ণ সেই ব্রহ্মার দ্বারা লোক সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মার মানস ও দেহজ সর্বপ্রকার প্রজা সৃষ্ট হয়—ইহা বহুবচনান্ত প্রজা-শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে । এইরূপে নারায়ণ হইতে সগগ ইন্দ্র, সপরিবার দ্বাদশ আদিত্য, স্বভূতগণ ও রুদ্রাণী সহিত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন । গণেশাদি তেত্রিশকোটি অপর দেবতা-গণ নারায়ণ হইতে ক্রমশঃ উৎপত্তি লাভ করেন । তদ্রূপ দেবর্ষি-

সম্যক্ প্রকারেণোৎপন্নানি ভবন্তি । অতঃপরং শ্রীনারায়ণে
প্রলীয়ন্তে । অয়ং ভাবঃ,—সৃষ্টেরনন্তরং স্থিতয়ে তেন পরিপালিতা
ভবন্তি; অথানন্তরং শ্রীনারায়ণে প্রলীয়ন্তে, মহাপ্রলয় একস্মিন্বেব
শ্রীনারায়ণে শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ সৰ্ব্বজীবমাত্রা অক্ষয়ত্বেন প্রকর্ষণে
লীনা ভবন্তি পুনরাবৃত্তেঃ । অত্র প্রমাণমাহ শ্রীমহাভারতে,—

যতঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে ।

যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥

আদিযুগাগমে জগৎসৃষ্টিঃ প্রথমম্ । যতঃ শ্রীনারায়ণাৎ
সৰ্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদ্যখিলজীবা ভবন্তি, যস্মিংশ্চ নারায়ণে —
চকারাৎ স্থিতিসময়ে ততঃ পরিপালিতাঃ সন্তুষ্টিষ্ঠন্তি, পুনরে
যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে যস্মিন্ শ্রীনারায়ণে প্রলয়ং যান্তি পুনরাবৃত্তয়ে
প্রবিশন্তি ।

মহর্ষি-রাজর্ষিবৃন্দ নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত হন । স্বাবরজঙ্গমাди प्राणिसकल
নারায়ণ হইতে সম্যক্ প্রকারে উৎপত্তি লাভ করে । পরে সকলেই
শ্রীনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হয় । ভাবার্থ এই—সৃষ্টির পরে স্থিতিকালে নারায়ণ-
দ্বারা পালিত হইয়া মহাপ্রলয়ে একমাত্র নারায়ণেই ব্রহ্মাদি সকল জীব-
মাত্রই অক্ষয়ত্বহেতু পুনরাবৃত্তিকালপর্যন্ত প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হইয়া থাকে ।

এস্থলে শ্রীমহাভারতের প্রমাণ—‘কল্পপ্রারম্ভে, সত্যযুগে তুতসকল
যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করে, পুনঃ কল্পশেষে প্রলয়ে যাঁহাতে লীন হয়
(তিনিই শ্রীনারায়ণ) ।’ আদিযুগাগমে অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির প্রথমে যে
শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদি অখিল জীব জন্ম গ্রহণ করে; চ-কার
হইতে—স্থিতিকালে পরিপালিত হইয়া যে নারায়ণে অবস্থান করে;
পুনরায় পুনরাবৃত্তির জন্ত যুগক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে যে নারায়ণে প্রবিষ্ট হয় ।

নারায়ণস্ত বিশ্বরূপত্বং

এবংশিষ্ট একো দেবঃ শ্রীনারায়ণঃ সর্বলোকে সর্বদা-
পূজ্যত্বেন বিরাজমানো, যতো নিত্যোইবিনাশী মহাপ্রলয়েইপি
সদাস্থায়ীতি শেষঃ। অতো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। অয়মর্থঃ,—
শ্রীব্রহ্মাদিসর্বারাধ্যত্বেন শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীব্রহ্মা,—চকারাৎ
গণেশাদয়ত্রিংশৎকোটিদেবতাগণাঃ,—অপরমানস-দেহ-
জাদি পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিসহিতঃ পৃথগীশ্বরো ন ভবতি।
এবং সর্বত্রাশ্চেষ্টব্যমিতি। শিবশ্চ নারায়ণঃ, শিবো মহা-
প্রলয়কর্তা, চকারাৎ স্বকীয়গণসহিতঃ। তথা শক্রশ্চ নারায়ণঃ,
শক্রেণ মহেন্দ্রশ্চকারাৎ সর্বপরিবারযুক্তঃ। তথা রুদ্রাশ্চ
নারায়ণঃ, রুদ্রা—একাদশ রুদ্রাশ্চকারাৎ স্বভূতগণ-রুদ্রাণী-
বৃন্দসহিতাঃ। বসবোইশ্বিনো চ নারায়ণঃ, বসবোইষ্টবসবঃ
সগণাঃ, অশ্বিনো চ অশ্বিনীকুমারো চকারাৎ সঙ্গিসহিতো।
তথা সর্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ, সর্বর্ষিত্বেন দেবর্ষি-মহর্ষি-
রাজর্ষ্যাদয়শ্চকারাৎ মুনিতপস্বিবালখিল্যগণাঃ সিন্ধুসাধ্যচারণ-

এতাদৃশ একমাত্র দেবতা শ্রীনারায়ণ অখিল জগতে নিতাপূজ্যরূপে
বিরাজমান, যেহেতু তিনি নিত্যা, অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও নিত্যাস্থায়ী।
অতএব ব্রহ্মাও নারায়ণ তাৎপর্য এই—শ্রীনারায়ণ শ্রীব্রহ্মাদি-সকলের
আরাধ্য বলিয়া, অত্যাশ্রয় মানস-দেহজ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিসহিত ব্রহ্মা
ও গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র ঈশ্বর
নহেন। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। স্বকীয়গণ-সহিত মহা প্রলয়কর্তা
শিব, সর্বপরিবারসহিত ইন্দ্র, স্বভূতগণ ও রুদ্রাণীসহিত একাদশ রুদ্র,

গন্ধৰ্বদৈত্যযাতুধানকিন্নরাদয়শ্চ । তথা কালশ্চ নারায়ণঃ,
 কালস্বরূপপুরুষশ্চকারাৎ চতুর্দশম-চিত্রগুপ্তাদিসহিতঃ । এবং
 দিশশ্চ নারায়ণঃ, দিশঃ—পূর্বাগ্নিযাম্যনৈঋতপশ্চিমবায়ব্যো-
 ত্তরেশানা। অর্কো^১ দিশশ্চকাগাৎ ইন্দ্রানলর্ষ্মনৈঋতবরুণবায়ু-
 কুবেরেশাস্তত্তদিক্‌পালাঃ সগণাঃ । অধশ্চ নারায়ণঃ, অধোহ তল-
 বিতলসুতলতলা তলমহীতলরসাতলপাতালানি সপ্ত ভুবনানি,
 চকারাদতলাদিসপ্তভুবনবাসিলোকাঃ সগণাঃ, অপরে তত্র লোকে-
 শ্বর-শ্রীমদনন্তকৃষ্ণাদি-ভগবন্মূর্তি-বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যা-দয়ঃ ।
 তথোর্ধ্বঃ নারায়ণঃ, উর্ধ্বঃ—ভূর্লোক-ভুর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-
 তপোলোক-সত্যলোকনামানি সপ্ত ভুবনানি, চকারাৎ সত্যলোকা-
 দিসপ্তভুবনেশ্বরঃ স্বকীয়গণসহিতাঃ শ্রী ব্রহ্মেन्द्रাদয়ঃ । এবং
 মূর্ত্যামূর্তৌ চ নারায়ণঃ, মূর্তৌ—গণ্ডকীজ-শালগ্রামা অপরো

সগণ অষ্টবসু, সঙ্গিসহিত অশ্বিনীকুমারবয়, সকল দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণ,
 মুনি-তপস্বি-বালখিল্যগণ, ^১সিদ্ধ-সাধা-চারণগণ, গন্ধৰ্ব-দৈত্য-যাতুধান-
 কিন্নর প্রভৃতি—নারায়ণ । সেইরূপ চতুর্দশম-চিত্রগুপ্তাদি-সহিত কাল-
 পুরুষ, পূর্ব-অগ্নি-দক্ষিণ-নৈঋত-পশ্চিম-বায়ু-উত্তর-ঈশান অষ্ট দিক্, সগণ
 ইন্দ্রাদি দিক্‌সালগণ—নারায়ণ । অধঃ নারায়ণ,—অধঃ অর্থাৎ অতল-
 বিতল-সুতল-তলাতল-রসাতল-পাতাল সপ্ত ভুবন, অতলাদি-সপ্তভুবনবাসী
 লোকগণ সগণে, এবং সেই লোকের অধীশ্বর শ্রীঅনন্তদেব, কৃষ্ণাদি-
 ভগবন্মূর্তি, বরুণ-নাগপুরুষ-নাগকন্যা-প্রভৃতি । উর্ধ্ব নারায়ণ,—উর্ধ্ব অর্থাৎ
 ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এই সপ্ত ভুবন, স্বগণ-সহিত সপ্ত ভুবনের
 অধীশ্বর শ্রীব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি । মূর্তি এবং অমূর্তিও নারায়ণ ; মূর্তি—গণ্ডকীজাত

ঘটাদিস্তথাশৈলাদ্যষ্টপ্রতিমাস্বরূপদেবতা-বৃন্দং চকারাদুপদেবতা-
 গণসহিতম্ । অমূর্ত্তঃ—পরলোকগত-শ্রাদ্ধার্হপিতৃলোকিকী ক্রিয়া,
 চকারাৎ কব্যবালাদ্যর্চা, তথা বলি-বৈশ্বদেবতপর্ণাদিক্রিয়া ।
 তথান্তর্বহিষ্চ নারায়ণঃ, অন্তঃ—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতসপ্তলোক-পাতালস্থ-
 শ্রীব্রহ্মেন্দ্রাদিনানা দেবতাসুরর্ষি-মুনিতপস্বিসিদ্ধচারণগন্ধর্ষকিন্নরা -
 অপ্সরোগণদানব-পুণ্যজন প্রেতভূতপিশাচাদিগণ-নাগসর্পোরগস্থাৱর-
 জঙ্গমজীবভূতমনুষ্য-গবাদিচতুষ্পদপশু-পঞ্চনখদ্বিশফৈকশফ-শ্বেদজ-
 ক্রিমিশলভাদয়শ্চ পৃথিবীজলাদিসপ্তস্বপি লবণাদিসপ্তসমুদ্র-
 জম্বাদিসপ্তস্বীপস্থ-নদনদীচর্য্য অপরলোকাদয়শ্চকারাৎ লোকা-
 লোকপর্বত-কাঞ্চনভূমি-তিমিরভূম্যাদয়ঃ ; বহিঃ—ব্রহ্মাণ্ডাবহি-
 রন্ধকারসমূহ-মহত্ত্বাহঙ্কার-বীজ-কারণরূপাকাশ-বায়ুতেজোবারি-

শালগ্রাম, ঘটাদি, শৈলাদি অষ্টপ্রকার প্রতিমাস্বরূপ দেবতাবৃন্দ ও উপ-
 দেবতাগণ ; অমূর্ত্ত—পরলোকগত শ্রাদ্ধার্হ পিতৃগণের ক্রিয়া, কব্য-
 বালাদি-অর্চা, বলি, বৈশ্বদেবতপর্ণাদি ক্রিয়া । অন্তঃ, বহিঃ—নারায়ণ ;
 অন্তঃ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্ত ভুবনে ও সপ্ত পাতালে অবস্থিত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি
 নানা দেবতা, অসুর, ঋষি, মুনি, তপস্বী, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ষ, কিন্নর,
 অপ্সরোগণ, দানব, পুণ্যজন, যক্ষ, প্রেত, ভূত, পিশাচ, নাগ, সর্প, উরগ,
 স্থাবর-জঙ্গমজীব, মনুষ্য, গবাদি চতুষ্পদ পশু, পঞ্চনখ, দ্বিশফ, একশফ,
 শ্বেদজ, ক্রিমি, শলভাদি, জলে স্থলে লবণাদি সপ্ত সমুদ্র ও জম্বু প্রভৃতি সপ্ত
 স্বীপস্থ নদ-নদীবাসী অপর লোকসমূহ, লোকালোকপর্বত, কাঞ্চনভূমি,
 তিমিরভূমি প্রভৃতি ; বহিঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অন্ধকারসমূহ, মহত্ত্ব,
 অহঙ্কার, বীজ, কারণরূপ আকাশ-বায়ু-তেজ-বারি-ভূমি প্রভৃতি,

ভূম্যাদয়ঃ, চকারাচ্চতুর্বিংশতিতত্ত্ব-তত্ত্বৎ কারণপঞ্চভূতমাত্রাদয়ঃ ;
এতে শ্রীনারায়ণ এব ।

সর্বমিদং নারায়ণ ইত্যস্তার্থঃ

শ্রীনারায়ণাৎ সর্বমিদং ৩ বিশ্বং যদ্বুতং যদভূৎ, চকারাৎ
যদ্ ভবতি, যদ্ ভাব্যং যদ্ববিষ্ণতি । তথানন্তরং কিঞ্চিন্মাত্রমপি
ভিন্নতরং বস্তু নাস্তি,—অতএব নারায়ণঃ, নারায়ণশ্চায়ং
নারায়ণে ব্রহ্মাদিঃ । অথ নিত্যঃ কোটি-কোটিমহাপ্রলয়েহপি
বিরাজমানত্বেন; তথা নিষ্কলঃ, অয়মর্থঃ—সর্বৈ ইমে শ্রীনারায়ণশ্চ
কলাঃ, স্বয়ং তু পূর্ণস্বরূপঃ । ১

যথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৭)—

কলাঃ সর্বৈ হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ সুরা ইত্যাদি ।

তথা নিরাখ্যাতঃ সর্বত্র বিরাজমানত্বেহপি স্বমায়য়া লোকানাং-
প্রকটঃ । তথা নিবিবকল্পঃ কিঞ্চিন্মাত্রমপি বিকল্পভাবরহিতত্বা-

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, উহাদেহ কারণ, পঞ্চভূত ও মাত্রাদি ; ইহারা সকলেই
নারায়ণ ।

শ্রীনারায়ণ হইতে এই সমগ্র জগৎ—যাহা অতীত, যাহা বর্তমান,
ও যাহা ভাবী । অতঃপর নারায়ণ হইতে ভিন্ন কিছুমাত্র বস্তু নাই,
অতএব নারায়ণ অর্থাৎ এই ব্রহ্মাদি সমস্ত নারায়ণের বলিয়া—নারায়ণ ।
কোটিকোটি মহাপ্রলয়েও বিরাজমান বলিয়া শ্রীনারায়ণ নিত্য ; তিনি
নিষ্কল অর্থাৎ অপর সমস্ত শ্রীনারায়ণের কলা, কিন্তু তিনি স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ ।
যথা শ্রীভাগবতে (১।৩।২৭)—প্রজাপতিবৃন্দ-সহিত দেবগণ সকলে
শ্রীহরির কলা, ইত্যাদি । তিনি নিরাখ্যাত অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান

দ্বৈতঃ সৰ্বেশ্বরঃ । অতো নিরঞ্জনোঃজনশূন্যহাং ব্রহ্মস্বরূপঃ ।
তথা শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ । (১) অতো দেব একঃ শ্রীনারায়ণঃ ।
অত্রায়ং ভাবঃ,—সৰ্বজগন্নিবাসিনাং ব্রহ্মেন্দ্রাদিসকল-
দেবতাসুর মনুষ্যাাদীনাং পূজনীয়াদিভেদেদেব একঃ
শ্রীনারায়ণ এব, ন দ্বিতীয়ঃ কোহপ্যপরোহস্তীত্যর্থঃ ।

পরম-পার-অব্যয়-পদানি বিষ্ণুঃ

এবমেনে প্রকারেণ দেবাসুরমনুষ্যাাদীনাং মধ্যে যঃ কশ্চিৎ
দারপুত্রাদিকলিলো মহাগৃহস্থোহপি পুমান্ যদি মনঃপ্রগ্রহবান্
সন্ বোধঞ্চ সারথিং কৃৎস্বা তং শ্রীনারায়ণং বোধুং শ্রীসদগুরুং
করোতি, পশ্চাৎ সাধুসঙ্গতঃ সব্যবসায়ী ভবতি, তদা স পুমান্
শ্রীনারায়ণং তত্ত্বাদিকঞ্চ বেদ জানাতি । পশ্চাদন্তকালে
বিষ্ণুখ্যং পরমং পারং অব্যয়ং পদং প্রয়াতি । অত্রায়মর্থঃ,—
যখনন্তস্য পুরুষস্য সাধুজ্যাতিমুক্তিচতুষ্টয়েচ্ছা মনসি বর্ততে

হইয়াও স্বমায়ায় লোকের নিকট অপ্রকট । তিনি নির্বিকল্প—বিকল্প-
ভাবের লেশমাত্র-রহিত বলিয়া সৰ্বেশ্বর অদ্বৈত । তিনি নিরঞ্জন—
অঞ্জনশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ । অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ অদ্বৈত
দেবতা । তাহার এই—সৰ্বজগন্নিবাসী ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সকল
দেবতা-অসুর-মনুষ্য-প্রভৃতির পূজনীয়াদি বলিয়া শ্রীনারায়ণই
একমাত্র অভীষ্টদেব—দ্বিতীয় অন্য কেহ নাই ।

এই প্রকারে দেবতা-অসুর-মনুষ্যাদির মধ্যে যে-কোন স্ত্রী-পুত্রাদি-

(১) পাঠান্তরে স্থঃ—সৰ্বদেবাসুরমনুষ্যাদিবৎ দুঃখী ন ভবতীতি সর্দৈব পূর্ণানন্দ-
ময়ত্বেন স্থখী । অর্প-আদিহাদচ-প্রত্যয়েন স্থখ-আনন্দময় ইত্যর্থঃ ।

তদা তত্তদাচরণং কুব্ধন তত্তনুমুক্তিরূপং পদং প্রাপ্নোতি ।
 তদ্বিশেষাৎ—সায়ুজ্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী স তু যোগা-
 ভ্যাসেন বিষ্ণুখ্যমব্যয়ং প্রয়াতি,—অবিনাশিনি শ্রীমন্-
 নারায়ণে (জ্যোতিব্রহ্মরূপে) প্রবিশতি নির্বাণহেতুহাৎ ; তথা
 সারূপ্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী পুরুষঃ স তু তদ্যোগা-
 ভ্যাসেন বিষ্ণুখ্যং পরমং প্রয়াতি,—সর্বাযবালঙ্কারাদিভিঃ
 শ্রীনারায়ণমনোহরস্বরূপতাং প্রাপ্নোতি ; তথা সালোক্যা-
 ভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী পুমান্ স তু তদ্যোগাভ্যাসেন
 বিষ্ণুখ্যং পদং প্রয়াতি,—শ্রীমন্নারায়ণলোকং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং
 পরং পদং প্রাপ্নোতি, যথা “যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদেব পরমং
 পদমিতি” ; সান্নিধ্যাভিলাষী যঃ কশ্চিদ্ যোগী জনঃ স তু

সম্বন্ধস্তিষ্ঠে (বা স্ত্রী-পুত্রাদিসমন্বিত) গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি মনকে প্রগ্রহ ও
 বুদ্ধিকে সারথি করিয়া সেই শ্রীনারায়ণকে জানিবার জন্ত শ্রীসদগুরু-
 পদাশ্রয় করেন এবং পরে সাধুসঙ্গে সাধু-অধ্যবসায়-বিশিষ্ট হন, তখন
 তিনি শ্রীনারায়ণ ও তাঁহার তত্ত্বাদি অবগত হইতে পারেন এবং পরে
 ‘পরম’, ‘পার’, ‘অব্যয়’, ‘পদ’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন ।

ইহার অর্থ এই—যদি অনন্ত পুরুষের সহিত সায়ুজ্যাাদি মুক্তিচতুষ্টয়ের
 ইচ্ছা মনে থাকে, তখন তিনি তদনুসারে আচরণ করিয়া সেই সেই মুক্তি-
 রূপ পদ প্রাপ্ত হন । তাহার বিশেষ এই—যে যোগী সায়ুজ্যাভিলাষী,
 তিনি যোগাভ্যাসদ্বারা ‘অব্যয়’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নির্বাণহেতু
 অবিনাশী শ্রীনারায়ণে প্রবিষ্ট হন; সেইরূপ সারূপ্যাভিলাষী যোগী পুরুষ
 তদনুরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা ‘পরম’ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সর্ব অঙ্গ ও

তদযোগাভ্যাসেন বিষ্ণুখ্যং পারং প্রয়াতি,—শ্রীমন্নারায়ণ-
সান্নিধ্যপার্ষদতাং প্রাপ্নোতি ।

অপরং বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়মিত্যশ্চায়মর্থঃ,—

যে কেচিৎ সদগুরুদীক্ষানন্তরং সৎসঙ্গশ্রীভগবৎকর্মশিক্ষাতিশয়-
শুদ্ধান্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণৈকতানাদিমহামহিমানন্তশরণাসক্তভাবে
ইহলোকে শ্রীভগবচ্ছবণাদিনানাবিধিভক্তিসাধনৈর্নৈককর্ম্যভাবে
তদাসানুদাসবদাচরণং কুর্বন্তঃ পশ্চাদ্বেহে পঞ্চং প্রাপ্তে সতি
বিষ্ণুখ্যং পদমব্যয়ং প্রয়াস্তীতি যৎ (তৎ) কিম্ ?—ইহৈবৈবং-
বিধাঃ শ্রীকৃষ্ণৈকতানাদয়োহনন্তভক্তা জীবদ্দশায়াং শ্রবণাদভক্তি-
নৈষ্ঠিকত্বেন যথোচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাসুখা তত্তদুপাসনাপ্রভাবত-
স্তত্তদব্যয়মবিনাশি পদং শ্রীবৃন্দাবনাদি বৈষ্ণবং ধাম প্রাপ্য
তত্র তত্র ধাম্নি দাসবদনিশং শ্রীভগবৎসেবাং কুর্বন্তীত্যর্থঃ ।

অলঙ্কারাদি সহিত শ্রীনারায়ণের মনোহরস্বরূপ প্রাপ্ত হন; যিনি
সালোক্যাভিলাষী যোগী পুরুষ, তিনি তাদৃশ যোগাভ্যাসের দ্বারা 'পদ'
বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাখ্য পরপদ শ্রীনারায়ণধামে গমন করেন,
যথা "যথায় গমন করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই পরম পদ";
যে যোগী পুরুষ সান্নিধ্যাভিলাষী, তিনি সেই যোগাভ্যাসবলে 'পার'
বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সান্নিধ্যে পার্ষদতা লাভ করেন ।

'বিষ্ণুখ্য অব্যয় পদ'—এই দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই—ঈহারা সদ-
গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণানন্তর সাধুসঙ্গ ও শ্রীভগবৎকর্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয়
শুদ্ধান্তঃকরণ, শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠাদিহেতু মহামহিম অনন্তশরণ আসক্ত ভাবুক,
ঈহারা ইহলোকে শ্রীভগবৎকথাশ্রবণাদি বিবিধ বিধিভক্তিসাধনের দ্বারা

ভগবৎপূজনে সর্বেষাং পূজা তুষ্টিশ্চ

অতএব শ্রীনারায়ণে ব্রহ্মেন্দ্রাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবতাবন্দা-
র্চনাদিকল্প নিরূপিতমতি নিশ্চিতং, যতোহভ্যর্চিত্তে শ্রীনারায়ণে
সতি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে দেবর্ষিত্বতাদয়শ্চ সর্বেহপি পিতৃলোকাশ্চ
পূজিতা ভবন্তি, সর্বতোভাবেন সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ ।

তত্ত্ব প্রথমং প্রমাণম্

তদাহ শ্রীবিষ্ণুযামলসংহিতায়াং—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরৌহর্চিতাশ্চ

তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ ।

সর্বে গ্রহাস্তরনিসোমকুজাদিমুখ্যা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ক ॥

নৈকস্ম্যা-ভাবে শ্রীভগবানের দাসানুদাসের গ্রাম আচরণপূর্বক দেহের পঞ্চত্ব-
প্রাপ্তিতে যে 'অব্যয়পদ বিষ্ণু'কে প্রাপ্ত হন, তাহা কিরূপ? এতাদৃশ-
শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অনন্তভক্তগণ এই সংসারে জীবদশায় যেরূপ শ্রবণাদিভক্তি-
সাধননিষ্ঠ হইয়া ভগবৎচ্ছিষ্টভোজী দাসরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ
সেইসকল উপাসনাপ্রভাবে তাদৃশ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী পদ অর্থাৎ
শ্রীবন্দাবনাদি বৈষ্ণবধাম লাভ করিয়া তথায় দাসরূপে অহর্নিশু ভগবৎ-
সেবা করিয়া থাকেন ।

অতএব ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চনাদি শ্রীনারায়ণের
পূজারই সুনিশ্চিত অন্তর্গত, সুতরাং শ্রীনারায়ণ সমাক্ অর্চিত হইলে
ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, দেবর্ষি, ভূতগণ এবং পিতৃলোকও পূজিত ও
সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ।

যস্ম শ্রীভগবতঃ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরশ্চেতি বহুবচনেনৈব
সৰ্বাঃ দেবতা সৰ্বে পিতরৌর্হিচ্চিতা ভবন্তি, শ্রীমদ্গোবিন্দ-
পূজনতন্তুষ্ठाः সম্ভৃতাশ্চ স্যুঃ । চকারাদস্মরদানবযক্ষরাক্ষসপ্রেত-
ভূতপিশাচোপদেবাদয়ঃ । এতে - সৰ্বে ঋষয়ো ভূতাঃ সৰ্ব-
প্রাণিনঃ, সলোকপালা ইত্যনেন ইন্দ্রাদিলোকপালা এতেষাং
গণাস্তথা সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদয়ো নবগ্রহাঃ স্বগণসহিতাঃ ; অপরে
যে বৈনায়ক-শকুনী-পূতনা-মুখমণ্ডিকা-ক্ষুরা-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধি-
কোগ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধগ্রহাদয়ঃ সৰ্বে গ্রহাঃ—কেবলমাত্রৈক-
শ্রীমন্নারায়ণপূজনে সমস্তোষপূজিতাঃ স্যুস্তং গোবিন্দমহং
ভজামি । কথম্ভূতং—আদিপুরুষং যৎপরঃ কোহপি নাস্তীত্যর্থঃ ।

(উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎপূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্ট বিষয়ে এখানে চারিটি
প্রমাণ (ক-ঘ) উল্লেখ করা হইতেছে)—

— শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় কথিত আছে,—‘ঈহার পূজার দ্বারা
দেবতাসকল, পিতৃসকল, ঋষিসকল, ভূতসকল, লোকপালসকল এবং
সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলপ্রমুখ গ্রহগণ পূজিত ও তুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ
গোবিন্দকে আমি ভজন করি’ । (ক) ।

যে শ্রীভগবান্ গোবিন্দের পূজার দ্বারা বিবুধগণ, পিতৃগণ এবং
সকলদেবতা অর্চিত ও সন্তুষ্ট হন । চ-শব্দে—অস্মর-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-
প্রেত-ভূত-পিশাচাদি উপদেবতাগণ । ইহারা সকলে, ঋষিগণ, ভূত
অর্থাৎ সকলপ্রাণী, সলোকপাল-শব্দে ইন্দ্রাদি-লোকপাল—ইহাদের গণ,
স্বগণসহিত সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গলাদি নবগ্রহ, বৈনায়ক-শকুনী-পূতনা-মুখমণ্ডিকা-
ক্ষুরা-রেবতী-বৃদ্ধরেবতী-বৃদ্ধিকোগ্রা-মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ-বৃদ্ধগ্রহাদি অশ্রু গ্রহ-

দ্বিতীয়ঃ প্রমাণম্

কিঞ্চ, শ্রীভাগবতে (৪।৩।১৩৪)—

যথা তরোন্মূলনিষেচনেন
 তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
 প্রাণোপহারীচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
 তথাচ সর্ববাহ্নমচ্যুতেজ্যা ॥ খ ॥

তরোন্মূলস্য মূলনিষেচনেন মূলে অতিশয়পূর্ণজলাভিষেকেন
 তৎস্কন্ধভুজোপশাখাস্তস্মৈ বৃক্ষস্য স্কন্ধো বৃহচ্ছাখা তদুত্ত্বা ভুজা
 মহত্তরশাখা, উপশাখা ইত্যেনে ৷ বৃহত্তরশাখাভ্যঃ ক্রমতঃ
 কিঞ্চিন্মূলাস্ততঃ কিঞ্চিন্মূলতরাস্ততঃ কিঞ্চিন্মূলতমাঃ পত্রান্তা
 উপশাখাঃ কথ্যন্তে ; যথৈতাঃ সর্বাস্তু তৃপ্যন্তি। প্রাণোপহারাৎ
 দশপ্রাণানাং প্রাণাপানোদান-সমান-ব্যান-নাগ-কূর্ম-কৃকর-দেব-
 দত্ত ধনঞ্জয়ানামুপহারাৎ ভোজনপ্রথমত একদ্বিত্রিচতুষ্টয়সপ্তধা

সকল কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণপূজায় পরমসন্তোষে পূজিত হন। সেই
 গোবিন্দকে আমি ভজন করি। গোবিন্দ কিরূপ?—যিনি আদিপুরুষ,
 যাহাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদি কেঁহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৪।৩।১৩৪)—‘মূলে, জলসেবদ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধ,
 ভুজ ও উপশাখাসকল যেরূপ তৃপ্ত হয়, প্রাণে উপহার প্রদানদ্বারা
 ইন্দ্রিয়সকলের যেরূপ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুতের পূজাতে
 সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।’ (খ)।

বৃক্ষের মূলে জল-নিষেক অর্থাৎ অতি পূর্ণভাবে জলাভিষেকের দ্বারা
 বৃক্ষের স্কন্ধ বা বৃহচ্ছাখা, উহা হইতে বহির্গত ভুজ বা মহত্তর শাখা,

সর্বসম্পূর্ণভোজনসন্তোষাৎ (১) স্বান্তাদিসর্বেন্দ্রিয়াণাং যথা চ
সন্তৃপ্তির্ভবতি। তথৈব—এবশব্দস্যার্থোহতিনিশ্চয়ং—অচ্যুতেজ্যা
অচ্যুতঃ কাপি চ্যুতো ন ভবতি কোটিকোটিমহাপ্রলয়েহপি সদা
নিত্যস্থায়ী আদিপুরুষত্বাৎ—তস্মৈজ্যা পূজা সর্বার্থং ভবতি।
অয়মর্থঃ,—তস্মিন্নেকস্মিন্ শ্রীমদচ্যুতে সম্পূজিতে সতি দেবতা-
পিত্রাদয়ঃ সর্বেহতিশয়সন্তুষ্টত্বপূজিতাঃ স্যুঃ—নাত্র সন্দেহঃ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

কিঞ্চ উত্তরগীত্যাং (মহাভারতে ভীষ্মপর্বণি)—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোহহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।

মৎপূজনেন সর্বার্চা স্মাদ্ধ্বং নাত্র সংশয়ঃ ॥ গ ॥

উপশাখা অর্থাৎ বৃহত্তর শাখা হইতে ক্রমশঃ কিছু কিছু ন্যূন, ন্যূনতর,
ন্যূনতম পত্র পর্যন্ত শাখাসকল—ইহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করে;
প্রাণোপহার হইতে—প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান-নাগ-কূর্ম-কুকর-
দেবদত্ত-ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণে উপহার হইতে অর্থাৎ ভোজনের প্রথম
হইতে এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ভাবের রসপরিপূর্ণ-ভোজন
জনিত সন্তোষ হইতে মন প্রতৃতি সকল ইন্দ্রিয়ে যেরূপ সম্যক তৃপ্তি
হয়; সেইরূপই—এই-শব্দের অর্থ অতিনিশ্চয়—অচ্যুতের অর্থাৎ
আদিপুরুষ বলিয়া যিনি কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও নিত্যস্থায়ী এবং
কোথাও চ্যুত হন না, তাঁহার পূজাতে সকলের পূজা হয়। ভাবার্থ
এই—সেই একমাত্র অচ্যুত সম্যক পূজিত হইলে সকল দেবতা ও
পিতৃগণ নিঃসন্দেহে অতিশয় সন্তোষের সহিত পূজিত হন।

(২) সত্ত্বং রসঃ, সর্বসম্পূর্ণং রসপূর্ণম্।

দেবানাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটীনাং বহুবচনহাৎ, আদিপদেন ঋষিপিতৃদৈত্যাদীনাং গ্রহণম্ । তথা বর্ণাদীনাঞ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণ-
ক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাণামাদিপদেনাশ্রমাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-
সন্ন্যাসীনাং, চকারাৎ সঙ্করান্ত্যজাদীনাং সর্বেষামহং পূজ্যো নাপরঃ
কোহপি । অতএব হে অর্জুন ! ধ্রুবমিতি নিশ্চয়ং মৎপূজনেন
ময়ি পূজিতে সতি সর্বার্চা সকলদেবতর্ষিপিতৃবর্ণাশ্রমাদীনাং
পূজা ভবত্যত্র সংশয়ো নাস্তীতি ভাবঃ ।

চতুর্থং প্রমাণম্

কিঞ্চ, যথা ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ
পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কস্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্বেকার্য্যঃ,

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে উত্তরগীতায়—‘আমি দেবাদির ও বর্ণাদির
পূজ্য । আমার পূজাতে নিশ্চয় সকলের পূজা হয়, ইহাতে সন্দেহ
নাই’ । (গ) ।

দেবশব্দে বহুবচন্যহেতু তেত্রিশকোটি দেবতা, আদি-পদে ঋষি-
পিতৃ-দৈত্য প্রভৃতি, বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, আদি-শব্দে
ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস চারি আশ্রম, চ-কার হইতে সঙ্কর-
অন্ত্যজাদি,—সকলের আমিই পূজ্য, আর কেহই নহে । অতএব হে
অর্জুন ! আমি পূজিত হইলে সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-বর্ণাশ্রমাদির
নিশ্চিত পূজা হয়—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদেও এইরূপ—‘ওঁ কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দধন, কৃষ্ণ-
আদিপুরুষ, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ কস্মাদিমূল, কৃষ্ণ সকলের একমাত্র

কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণেহনাদিস্তস্মিন্নজাণান্ত-
বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতীতি ॥ ঘ ॥

ইহ সংসারে, বৈ অতিসত্যং, কৃষ্ণশব্দার্থঃ পুরৈব ব্যাখ্যাতঃ ;
সচ্চিদানন্দঘনঃ স হি—শুদ্ধসত্ত্বং (সৎ), অদ্বয়জ্ঞানং (চিৎ),
অনির্বচনীয়সুখরসসন্দোহলাবণ্যাди (আনন্দং) ইতি সর্ব-
বৈভবাঃ,—এতৈর্ঘনো নবীনমেঘপুঞ্জবৎ শ্রীমচ্ছ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ।
যতঃ শ্রীকৃষ্ণেহনাদিন বিদ্যতে ব্রহ্মাণ্ডান্তবাহ্যে আদির্ঘন্যাৎ সঃ ।
অতএব স শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষো যৎপরঃ সর্বারাধ্যঃ কোহপি
পুরুষো নাস্তি । অতঃ কারণাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ (এব) পুরুষোত্তমো
নাগ্ৰঃ । যথা শ্রীপুরুষোত্তমত্বমাহ শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৫:৮)—
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি-লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

প্রভু, কৃষ্ণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণের প্রভু ও পূজ্য,
কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী
বাস্তি তৎসমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করিয়া থাকেন । (ঘ) ।

এই সংসারে, বৈ অতিনিশ্চয়, কৃষ্ণশব্দের অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত
হইয়াছে । সচ্চিদানন্দঘন—কৃষ্ণ সৎ বা শুদ্ধসত্ত্ব, চিৎ বা অদ্বয়জ্ঞান,
আনন্দ বা অনির্বচনীয়-সুখরস-সন্দোহলাবণ্যাदि, এই সকল বৈভব ;—
এই সকলের দ্বারা ঘন অর্থাৎ মূর্তিমান, নূতনমেঘপুঞ্জের স্থায় শ্রীশ্যামসুন্দর-
বিগ্রহ । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অনাদি—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যাহার
আদি নাই ; অতএব তিনি আদিপুরুষ—যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য
কোন পুরুষ নাই । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—আর কেহ নহে ।

যস্মাৎ ব্রহ্মেন্দ্রাদীন্দ্রগোপপর্যন্তসর্বভূতাত্মকঞ্চ কৃৎস্নং
 জগৎ ক্ষরং বিনাশি, অহং তদতীতো নিত্যত্বান্তুষ্টিম্নো যতো
 নিত্যধামস্থায়ী সदैব। তথা অক্ষরাদপি অবিনাশিনো মহা-
 প্রলয়েহপি মদংশকলাস্বরূপ-শ্রীমদ্বিরাডাদি-সর্বাবতারাদপ্যু-
 ত্তমোহহং, যতঃ সর্বাবতারী বিরাট্, তস্মাদহং শ্রেষ্ঠঃ ;—
 এতৎপ্রকটলীলয়োক্তম্। চকারাদন্তুলীলয়া তু ভবদ্রথা-
 রোহান্মন্তোহপি (১) মম পরমানন্দসন্দোহোহবিরতাপরিমিত-
 তৌর্য্য-নিষেবিত-রস-সুখস্বরূপানন্দমন্দির-সুখধামা। তত্রাহং
 বিশুদ্ধসত্ত্বেন শ্রীমৎপরমানন্দময়ঃ সততং শ্রীমদঙ্গবিহারী ভূত্বা
 নিবসামি। তত্র (অহং) কৈশিচত্তত্তৎসুখভজননিষ্ঠৈর্মদ্রসিক-
 ভক্তৈশ্চেয়ো ন তু সৰ্বৈঃ। অতঃ কারণাৎ লোকে চতুর্দশ-
 ভুবনে বেদে ঋক্‌সামাথর্বযজুঃসারে, চকারাৎ ভারতপুরাণোপ-
 পুরাণাগম-রামায়ণ-ধর্মশাস্ত্র-বেদান্তাদিষট্‌সিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে

“যেমন শ্রীভগবদ্গীতার” (১৫।১৮) শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব কথিত
 হইয়াছে—‘যেহেতু আমি ক্ষরবস্তুর অতীত, অক্ষরবস্ত হইতেও উত্তম,
 অতএব বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ’। যেহেতু
 ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি হইতে ইন্দ্রগোপকীট পর্যন্ত সর্বভূতাত্মক সমগ্র জগৎ ক্ষর
 বা বিনাশশীল, আমি নিত্য বলিয়া উহার অতীত, সর্বদা নিত্যধামস্থায়ী।
 সেইরূপ অক্ষর অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও অবিনাশী আমার অংশকলাস্বরূপ
 শ্রীবিরাডাদি সকল অবতার হইতেও উত্তম, সর্বাবতারী বিরাট্ হইতেও
 আমি শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রকটলীলাসূত্রে কথিত হইল। কিন্তু চ-কারদ্বারা

(১) ভবদ্রথারূঢ়াদিতি পাঠান্তরম্।

চেতুস্তং যার্থোঁন । কিং তৎ ?—মামুতে চতুরশীতিলক্ষ-
 যোনিভ্রমণসংসৃতিবন্ধনাদুদ্ধর্ষা • সেব্যসেবকত্বেন ভজনমার্গে
 কোহপ্যন্তঃ সেব্যো নাস্তীতি নিশ্চিত্য মন্তুজননিষ্ঠোপাসকানা-
 মন্যশরণানাং (১) • প্রোৎসাহায় নাম্না শ্রীপুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ
 প্রকার্ষেণ খ্যাতোহস্মি । অত্রায়ং ভাবঃ,—হে অর্জুন ! মদন্য-
 ভক্তস্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দানস্তাচুতা-দি-
 নামধেয়শ্রবণমাত্রেন বাহ্যান্তঃপরমানন্দিতো ভবতি । অতএব
 তৎসেব্য-প্রভুত্বেনাহমেব শ্রীপুরুষোত্তমো • নাহ্যঃ কোহপ্যপর
 ইত্যর্থঃ ।

জ্ঞাপিত নিত্য অপ্রকট অন্তর্লীলাসারে—তোমার (অর্জুনের) রথাক্রম
 আমার স্বরূপ অপেক্ষা আমার পরমানন্দরাশি অবিরাম অশেষ-তোষা-
 সম্বন্ধিত রসময়, সুখস্বরূপ আনন্দনিকেতন, সুখের আধার । আমার
 বিশুদ্ধসত্ত্বতাহেতু আমি পরমসৌন্দর্যানন্দময়স্বরূপে নিত্যবিগ্রহে উঁহাতে
 সর্বদা অবস্থিত । নিত্যানন্দবিগ্রহস্বরূপে আমি সুখস্বরূপের ভজননিষ্ঠ
 কোন কোন রসিকভক্তগণের মাত্র জ্ঞেয়—সকলের নহি । এই কারণে
 চতুর্দশভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে, ঋক্সামাথর্ষযজুঃসার্ব্বে ভারত-পুরাণ-উপ-
 পুরাণ-আগম-রামায়ণ-ধর্মশাস্ত্র-বেদান্তাদিষট্-সিদ্ধান্তশাস্ত্রাদিসারে, বেদেও
 ইহা যথার্থরূপে উক্ত হইয়াছে যে, ভজনমার্গে আমি ভিন্ন অপর কেহ
 চৌরশীলক্ষ যোনি ভ্রমণরূপ সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধারকর্তা নাই—
 ইহা নিশ্চয় করিয়া আমার ভজননিষ্ঠ অনন্যশরণ উপাসকগণের প্রকৃষ্ট
 উৎসাহের জন্য আমি শ্রীপুরুষোত্তম বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ । ভাবার্থ

(১) মন্তুজননিষ্ঠ.....

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কৰ্মাদিমূলং, হা উ ইতি গানবিশেষেণ বেদবিস্তিগী য়তে । কৰ্মাণি,—নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি, কৰ্ম-ত্রয়ার্থঃ পুরৈব ব্যাখ্যাতঃ । আদিপদেন গণেশাদিনানাং দেবতৌ-পদেবতাদিপূজা, পিতৃলোকেশ্রাদ্ধতৰ্পণাদিক্রিয়া, অপরযাগ-যজ্ঞদানব্রতহোমতপোযোগাদয়শ্চ । এতেষাং সৰ্বকৰ্মণাং মূলং মূলস্বরূপঃ । যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ একস্মিন্নভ্যৰ্চিত্তে সতি নিত্য-নৈমিত্তিক কামা-বিবুধাদিপূজন-পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যাগযজ্ঞদান-ব্রত হোমতপোযোগাদি সকলং পরিপূৰ্ণং স্মাৎ, তত্ত্বৎ-কৰ্ম-ফলো-দয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণার্চনাৎ ভবতি, নাত্র সন্দেহঃ ।

এই—হে অৰ্জুন! আমার একান্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নারায়ণ-বাসুদেব-মুকুন্দ-অনন্ত-অচ্যুতাদি নাম শ্রবণমাত্রে অন্তরে বাহিরে পরমানন্দিত হন। অতএব তাঁহার সেব্য প্রভুরূপে আমিই শ্রীপুরুষোত্তম—অপর কেহ নহেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কৰ্মাদিমূল। হা উ প্রভৃতি শব্দ বেদগানে গীত হইয়া থাকে। কৰ্মসকল—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য; কৰ্মত্রয়ের অর্থ পূৰ্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আদি-পদে—গণেশাদি নানা-দেবতা-উপদেবতা-পূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তৰ্পণাদি ক্রিয়া, অগ্ন্যাগ্নি যাগ-যজ্ঞ-দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি; এই সকল কৰ্মের মূলস্বরূপ। এক শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি অভ্যৰ্চিত হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতাদিপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধাদি-যাগ-যজ্ঞ-দান-ব্রত-হোম-তপো-যোগাদি সমস্তই পূৰ্ণতা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণার্চন হইতেই সেই সেই কৰ্মসকলের ফলোদয়ও হইয়া থাকে—সন্দেহ নাই। সৰ্বকৰ্মা—সকল দেবতা-ঋষি-পিতৃ-মহুষ্ণ-দৈত্যাতির একমাত্র আৰ্য বা পূজনীয় প্রভু।

কৃষ্ণ সর্বৈকপূজ্যত্বং

সর্বৈককার্য্যঃ সর্বৈবষাং সকলদেবতর্ষিষিতৃমনুষ্যদৈত্যাदीনামেকঃ
(আৰ্য্যঃ) স প্রভুঃ পূজনীয়ঃ । অন্তেষাং কা বার্তা—স শ্রীকৃষ্ণঃ
কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ । কো ব্রহ্মা, অকারো বিষ্ণুঃ, শংকুং
মহাদেবো, গুণত্রয়-সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াধিকারিণামেতেবাম্ । আদি-
পদেন সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার-মরীচ্যঙ্গিরঃ-পুলস্ত্য-পুলহ-
ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-স্বায়ম্ভুব-মহাদীনাং ব্রহ্মপুত্রাণাং, এতৎ-
পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রবৃদ্ধপ্রপৌত্রাদ্যন্তবানামখিল প্রজাপতি-দেবতর্ষি-
মুনি-মনুষ্যাসুরাদি তির্ষ্যগ্-যোন্তাদিসন্তবানাং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং
স্বাবরজঙ্গমাदीনাং গ্রহণং, তেষামীশো বিরাট্‌স্বরাদি মুখঃ
আদির্ষেষাং তেষাং—বিরাডাদীনাং, শ্রীমদনন্ত-কারণার্ণবশায়ি-
ক্ষীরোদশায়ি-গর্ভোদশায়ি-মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-রামত্রয়
বুদ্ধ-কঙ্ক্যাপরবিধাপরিমিতাবতারাণাং, तथा परमपदस्थायिनः
श्रीवैकुण्ठनाथश्चापि, तथा गोलोकधाम्नि ईश्वरस्य प्रभुः श्रीकृष्णः ।

অপরের কি কথা?—সেই শ্রীকৃষ্ণ কাশংকৃদাদীশপ্রমুখ প্রভুগণেরও
পূজ্য । ক ব্রহ্মা, অ বিষ্ণু, শংকুং মহাদেব—ত্রিগুণের অধিষ্ঠানে
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ইহাদের ; আদিপদে—সনক-সনাতন-সনন্দন-
সনৎকুমার-মরীচি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-ভৃগু-বশিষ্ঠ-দক্ষ-নারদ-স্বায়ম্ভুব-
মহু প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রগণ, ইহাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র-
তদ্বংশীয়গণ, সকল প্রজাপতি-দেবতা-ঋষি-মুনি-মনুষ্য-অসুরাদি-তির্ষ্যগ্-
যোনি প্রভৃতি হইতে জাতগণ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বাবর-জঙ্গমাদি ।
ইহাদের ঈশ্বর বিরাট্ মুখ বা আদি ইহাদের, সেই বিরাডাদি শ্রীঅনন্ত-

অতো ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহস্থিতানাং সন্দেশাং পূজ্যঃ । অতস্তস্মিন্
 শ্রীকৃষ্ণঃ অভ্যর্চন প্রসন্নো সত্যজ্ঞাণ্ডান্তর্বাহে যন্মঙ্গলং যদ্যৎ
 (তৎসর্বমিত্যর্থঃ) ; অন্যকর্মা করণেন প্রত্যসায়ো ন ভবতি
 তস্য কৃতিনঃ,—কিন্তু স হি কৃতী মননশীলোহনগ্রহণো (১)
 বিবেকী সর্বার্থপরিপূর্ণঃ যন্মঙ্গলং সর্বকল্যাণং তল্লভতে ।

পিতৃদেবার্চননিষেধে দ্বিতীয়ঃ প্রমাণঃ

কিঞ্চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবার্চনাদিকম্ ।

বিষ্ণুমন্ত্রোপ দৃষ্টশ্চেন্ন কুর্যাৎ কুশধারণম্ ॥২॥

চেদ্ যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টো লোকমাতস্তদা পিতৃদেবার্চনা-
 দিকং ন কুর্যাৎ । পিতৃপদেন সকলপিতৃমাতৃলোকস্য গ্রহণং,
 তস্মার্চনমিত্যেতেন শ্রীকৃতপর্ণাদিকৃতাং, দেবার্চনমিত্যেতেন

কারণার্ণবশায়ি-ক্ষীরোদশায়ি-গর্ভোদশায়ি-মৎস্ত-কূর্ম-বরাহ-নরসিংহ-বামন-
 রামত্রয়-বুদ্ধ-কঙ্কি ও অপরাপর অসংখ্য অবতারগণের, তদ্রূপ পরমপদস্থায়ী
 শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরও, তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ গোলোকআমেরও প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ ।
 অত্রএব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত স্কুলের পূজ্য । সুতরাং
 সেই শ্রীকৃষ্ণ অতুল অর্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে
 যাহা কিছু মঙ্গল,—[অন্য কর্মসকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর
 কোন প্রত্যবায় হয় না]—সেই সমস্ত সর্বাভীষ্টপরিপূর্ণ কল্যাণ
 অনগ্রহণ মননশীল বিবেকী কৃতী জন লাভ করিয়া থাকেন ।

(পিতৃদেবার্চননিষেধে দ্বিতীয় প্রমাণ) —স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—‘যদি

(১) মননশীলঃ ।

গণেশাদিসর্বদেবানাং পূজনং, আদিপদেন নিত্যনৈমিত্তিক-
কাম্যাগ্রপরং নামাপরাধজনকং সমস্তং কর্ম; তথা সঙ্কল্পং—
তত্ত্বং কর্মফলোদ্দেশ্যকারকমনোহনুসঙ্কারণং; তথা দানং—
ফলাকাঙ্ক্ষত্বেন বাক্যরচনয়া যদানং; তথা কুশধারণং,—
চকারাদপরাগি শ্রীভগবদ্বাক্ষ্মনিষিদ্ধানি যানি যানি কর্ম্মাণি
তান্যপি ন কুর্যাদিত্যন্বয়ঃ।

অত্র পূর্বপক্ষঃ

ননু মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতয়া বর্ণাদিমনুষ্যমাত্রস্য
ঋণানি ষট্ তদধীনত্বঞ্চ ভবতি। যথা বিষ্ণুঃ,—

দেবতাপিতৃবন্ধু নামৃষিভূতনৃগান্তথা।

ঋণী স্মাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ ॥

মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃদেবার্চনা
ও কুশধারণ করিবেন না' ॥২॥

লোকমাত্রই যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তখন তিনি পিতৃদেবার্চনা
করিবেন না। পিতৃশব্দে—সকল পিতৃমাতৃলোকের গ্রহণ, তাহার
অর্চন—অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদি কৃত্য; দেবার্চন-পদে গণেশাদি সকল
দেবতার পূজা; আদি-শব্দে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধ-
জনক অর্পণ যাবতীয় কর্ম্ম; সঙ্কল্প—বিবিধ কর্ম্মফলের উদ্দেশ্যে
মনঃস্থাপন; দান—ফলাকাঙ্ক্ষরূপে বাক্যরচনাপূর্বক দান; কুশধারণ,
এবং চ-কার হইতে ভগবদ্বাক্ষ্মে নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, তৎসমস্তও
করিবেন না।

উত্তরপক্ষে মুকুন্দসেবয়া সর্বানুগ্যং

তত্ত্ব শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণগৃহস্থাদি-নরমাত্রস্ত
ন স্মাদিত্যাহ শ্রীভাগবতে (১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃগাং পিতৃগাং নায়ং কিঙ্করো ন ঋণী চ রাজন্ ।

সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহত্য কর্তম্ ॥

যঃ কশ্চিদ্ বর্ণাশ্রমাদিস্থো মানুষমাত্রঃ, সর্বাত্মনা (ইত্যস্ত) অয়মর্থঃ,—শ্রীসদ্গুরু-পঞ্চসংস্কারপূর্বক শ্রীভগবন্নামমন্ত্রো-পদিষ্টানন্যশরণত্ব শ্রীভগবদ্বর্ষিশিক্ষাদৃঢ়তরনিষ্ঠাবিবেকত্ব-সদা-ভজনপ্রভাপনির্ভয়তে (১) বেদস্মৃতিপুরাণাদ্যুক্ত-সংসারিক-নিত্য-নৈমিত্তিককামাশ্রপসর্বকর্ষ্মসু তত্তৎসর্বকর্ষ্মকর্তৃত্বং বিহার, যত

(এস্থলে আপত্তি) —কিন্তু মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্ত বচন-প্রমাণে চতুর্কর্ণাদি মনুষ্যমাত্রের ছয়প্রকার ঋণ ও তাহার দায়িত্ব আছে। যথা, বিষ্ণু-সংহিতায়—‘বর্ণাদি ভীষ জন্মমাত্রই দেবতা-পিতৃ-বন্ধু-ঋষি-প্রাণি-মনুষ্যের নিকট ঋণী ও তাহাদের অধীন হয়।’

আপত্তির খণ্ডন) —কিন্তু শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ গৃহস্থাদি মনুষ্যমাত্রের তাহা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৪১) এই কথা বলেন,—‘হে রাজন্! যিনি অপর কর্ম পরিহার করিয়া শরণ্য মুকুন্দের সর্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী ও কিঙ্কর হন না।’

বর্ণাশ্রমাদিতে অবস্থিত যে-কোন মনুষ্য, সর্বতোভাবে অর্থাৎ শ্রীসদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভ-

(১) নির্ভয়তা (?), নির্ভয়ত্বাৎ, নির্ভরতঃ ।

অকর্তা—অহঙ্কারবিমুক্তাত্মা কর্তাহুমিতি মন্যতে ইতি শ্রীয়াৎ,
 কেবলং শ্রীভগবান্ মুকুন্দ এব পূজ্যতয়া শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যঃ
 সেব্যো বন্দনীয় ইত্যাদি, এতদ্ব্যতিরেকেণ তু সর্বং কৰ্ম ব্যর্থং
 নশ্বরত্বাদিতি শুদ্ধান্তঃকরণত্বমিতি বিচারেণ (২) কর্তং সেবা-
 নামাপরাধজনকং নিত্যাদি সমস্তং কৰ্ম, পরিহায় সর্বতোভাবেন
 ত্যক্ত্বা, অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বাহে শ্রীমুকুন্দং বিনা কোহপি শরণ্যো
 নাস্তি ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সর্বলোকানামর্ভঃ শরণ্যং শরণ্যোগাং,
 শ্রীমদ্গুরুদীক্ষাসময়তঃ স্বয়ং বিক্রীতভূতাত্ম আত্মসাৎকৃন্মহিমং (৩)
 কৈবল্যৈকং শ্রীমমুকুন্দং,—মুকুন্দশব্দশ্রুতঃ পুরা স্বাখ্যাতে
 যথাবসরং,—শরণং গতো ভববন্ধনাম্মুক্তো ভবন্ ভূত্যবৎ সেবাং
 কর্তুং তদাসহেনোপস্থিতঃ, স দেবর্ষিভূতাপ্তনৃগাং—দেবত্বেন

পূর্বক অনল্যশরণতাদ্বারা, শ্রীভগবদ্বর্ষশিক্ষাকালে দৃঢ়তর নিষ্ঠা-
 বিবেকদ্বারা ও নিত্যভজন-প্রভাবে নির্ভয় হইয়া বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদিতে
 উপদিষ্ট সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি সকল কর্মে সেই সেই
 কর্মের কর্তৃত্ব পরিহার করিয়া ; কারণ, 'অহঙ্কারবিমুক্ত ব্যক্তি আপনাকে
 কর্তা মনে করে'—এই বিচারে স্বয়ং অকর্তা। একমাত্র পূজ্যবলিয়া
 শ্রীভগবান্ মুকুন্দই শ্রবণ-কীর্তন-সেবা-বন্দনাদির একমাত্র বিষয় এবং
 এতদ্ব্যতীত নশ্বরতাহেতু সমস্ত কর্মই ব্যর্থ, ইহাই শুদ্ধান্তঃকরণতা—এই
 বিচারে সেবা-নামাপরাধজনক নিত্যাদি সমস্ত কর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ
 করিয়া ; এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে শ্রীমুকুন্দ বিনা ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি

(২) শুদ্ধান্তঃকরণমিতি বিচারেণ (?), শুদ্ধান্তঃকরণমতিবিচারেণ ।

(৩) বিক্রীতভূতাত্মস্বাৎকৃন্মহিমং (?)

ব্রহ্মেন্দ্রাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিনাং, ঋষিভ্যেন দেবর্ষিমহর্ষিরাজর্ষা-
দীনাং, ভূতভ্যেন স্থাবরজঙ্গমাदीনাং জীবানাংমাগুভ্যেন দারকণ্ডা-
পুঞ্জপৌত্রাদিসহোদরসগোত্রাদীনাং, নৃণামিত্যুনেন মনুষ্যমাত্রাণাং,
পিতৃণামিত্যুনেন সকুলপিতৃলোকানাং, চকারাদুপদেৱতাদীনাং,
ন ঋণী নাধমর্গো, ন কিঙ্করো ন সেবক ইত্যতিনিশ্চয়তঃ ।

ঋণিকঙ্করশব্দতাৎপর্যম্

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ ! ঋণিকঙ্করয়োনির্গলিতার্থঃ কথ্যতে
তৎ শৃণু,—দেবতানাং তর্পণপূজাদিক্রে কৃতে সতি লোকস্তেষাং
কিঙ্করো ভবতি, এবং সর্বত্র ; তথা ঋষীণাং তর্পণপূজনে, তথা
ভূতানাং সর্বজীবমাত্রাণাং অন্নজলাদিভিঃ সন্তুর্পণমাগুনাং স্বকীয়-

অপর কেহ সর্বজীবের শরণ্য নাই—অতএব শরণার্থ ; সদৃশকর নিকট
দীক্ষাভের সময় হইতে দীক্ষিতজনকে বিক্রীতভৃত্যরূপে স্বয়ং আত্মসাৎ-
কারি-মহিমময়, কৈবল্যের একমাত্র বিষয় শ্রীমুকুন্দের—মুকুন্দ-শব্দের
অর্থ, যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শরণলাভ-পূর্বক ভববন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের দাসরূপে সেবা করিতে উপস্থিত ; তিনি
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবগণের, দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণের,
স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতগণের, স্ত্রী-কণ্ডা-পুঞ্জ-পৌত্রাদি-সহোদর-সগোত্রাদি-
গণের, মনুষ্যমাত্রের, সকল পিতৃপুরুষের ও উপদেবতাদির অনিশ্চিতই
ঋণী ও সেবক হন না ।

হে রাজন্ ! ঋণি-কঙ্কর-শব্দের তাৎপর্য বলিতেছি, শ্রবণ
কর । লোক দেবতাদির তর্পণ-পূজাদি করিলে, তাঁহাদের কিঙ্কর হয়,
তদ্রূপ সকলের । ঋষিগণের তর্পণ-পূজা, অন্ন-জলাদির দ্বারা সকল

সেবাবহিস্মুখানাং মহাপ্রলয়কালপর্যন্তম্ । তত্তদেবতোপাসকানা-
মপি (তান্) বিহায় অপরোপদেবতাদিসেবনাপরানেকশতশত-
নিন্দ্যকর্মকর্তৃত্বেন মন্যায়ামোহিতধিয়াং তেষাং চতুরশীতিলক্ষ-
ষোনিভ্রমণমবশ্যমেব ভবতি, নাত্র সন্দেহঃ । তথা মহাগুরৌ পিতরি
জীবতি সতি ভক্ত্যা তৎসেবনাদিকং বিনা, তস্মিন্ যথাকালে
যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্যে সতি তন্মুতাং প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব-
জীবেষু ভূরিভোজনাচরণব্যতিরেকেণ,—যদি তু মদন্তাস্তদা
ব্রাহ্মণাদিজীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনান্নজলাদি-
নিবেদনং বিনা, তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্নহাপ্রসাদচরণো-
দকাদিনিবেদনবাক্যং বিনা চ—মদ্বহিস্মুখভাবতস্তর্পণশ্রাদ্ধাদি-
ক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচনাসংঘাতব্রতং যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদিবাক্য-
রচনাসংঘাতক্রিয়াপরাণাং কর্মিণাং তে তথা পিতৃলোকান্ যান্তি

পত্নীদেবার্চনাদিদ্বারা কর্মলোলুপ কর্মিগণের মৃত্যুর পরে স্বর্গাদিলোক-
গমন এবং নশ্বরত্বহেতু তথা হইতে পুনরাবর্তন হইয়া থাকে । ইহা
শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । যথা শ্রীগীতায় (৯ঃ৫)—
'দেবব্রহ্মগণ দেবলোক, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতলোক,
আমার সেবকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়।' পূজা-জপ-বজ্র-হোম-তর্পণাদি-
দ্বারা ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাগণে একান্তভাববিশিষ্ট দেবব্রতগণ অন্তকালে
সেই সকল দেবতার ধামে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরাবর্তনও হয় ।
আমার সেবাবহিস্মুখ এতাদৃশ বিবিধ দেবোপাসকগণ আমার মায়ায়
মোহিতবুদ্ধি হইয়া সেই সকল উপাশ্রকেও পরিত্যাগ-পূর্বক অপর
দেবাদের সেবা ও অপরাপর বহু শতশত নিন্দ্য কর্মের কর্তৃত্বহেতু

তৎকর্মবশাৎ । তথা ভূতেষু ভূত-প্রেত-পিশাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-
ডাকিনী-যোগিনীগণ-ক্ষেত্রপালাদিগণ-কবন্ধপগণ-ভৈরবগণাদ্যুপ-
দেবতারূন্দেষু নানামূর্ত্তিবিবিধপ্রকারেষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে
ভূতেজ্যা ভূতানি ভূতাদীনাং যানি যান্তি স্থানানি তানি যান্তি ।
তথাহনন্তশরণেণ কেবলমেকং মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ-
যাজিনো মদাসভক্তাঃ, তে তু মাং নিত্যমব্যয়ং নিজধামবিরাজ-
মানং পরমানন্দসন্দোহার্গঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপবিগ্রহং যান্তি ।
অয়মর্থঃ,—যতোহনন্তশরণানাং সেব্যোহহং ন তু দৈবমিশ্রাণাং,

মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত চোরাশীলক্ষ্যোনি অবশ্যই ভ্রমণ করিয়া থাকে—
ইহাতে সন্দেহ নাই । আমার ভক্তগণ পরমপূজ্য পিতার
জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদি, পরে পিতার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণাদি
জীবমাত্রকে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে সহজলভ্য অন্ন-জলাদি এবং সেই
পিতাকে শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীভগবচ্চরণামৃত প্রদান করিয়া
থাকেন । অপরে পিতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদি,
পরে যথাকালে যথাতথ্য পঞ্চম প্রাপ্ত হইলে পিতার মৃত্যুতে বর্ণাশ্রমী
প্রভৃতি সকল জীবকে ভূরিভোজন করাইয়া থাকে । অধিকন্তু তাঁহার
ভগবৎসেবাবিমুখতাবশতঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বাক্যরচনাসংঘাতক্রিয়াপরায়ণ
কর্ম্ম হয় । ইহার পিতৃত্বত—তাদৃশকর্ম্মফলে পিতৃলোকে গমন করিয়া
থাকে । ভূতেজ্যাগণ অর্থাৎ নানাপ্রকার মূর্ত্তিবিশিষ্ট ভূত-প্রেত-পিশাচ-
বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনী-ক্ষেত্রপাল-কবন্ধ-ভৈরবাদি উপদেবতা-
বৃন্দের পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভূতাদির বিবিধ স্থান প্রাপ্ত হয় । অনন্তশরণ-
ভাবে কেবল আমার যজনশীলগণই—মদ্বাজী আমার দাস ভক্ত ।
ইহারা নিজ-ধামে বিরাজমান পরমানন্দরাশি-বারিধি ঘনশ্যামসুন্দর নিত্য

অতএব মন্নিজসেবকত্বেন মদ্বামোপেত্য যথৈবেহ মদ্যাজিনস্তথা
মন্নিজধান্নি তে মদ্বাসা মম তত্তৎসেবাং কুর্বন্তীত্যর্থঃ—নাত্র
সন্দেহঃ।

পিতৃদেবার্চননিষেধে তৃতীয়ঃ প্রমাণঃ

তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াং—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।

দৈবং কস্ম তথা পৈত্রং ন কুর্ঘ্যাদৈষ্ণবো গৃহী ॥৩॥

দৈবং দেবপূজাদিকং কৃত্যং, পৈত্রং পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকৃত্যম্;
ব্রহ্মচার্যাदीনাং করণাকরণয়োঃ কো বিচারঃ?—কিন্তু গৃহী
গৃহস্থোহপি বৈষ্ণবঃ সদগুরুকেবলবিষ্ণু নামমন্ত্রোপদিষ্টঃ অনগ্র-
শরণত্বেন কেবলশ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কস্ম
ন করিষ্যতীত্যর্থঃ।

অবায় সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ আমার নিকট গমন করেন। অর্থ এই—যেহেতু
আমি অনগ্রশরণগণের সেবা,—দৈবমিশ্রগণের সেবা নহি; অতএব
তাঁহারা আমার সেবক বলিয়া ইহলোকে আমার ধাম আশ্রয়-পূর্বক
যেমন আমার সেবা করেন, আমার নিজধামে আপমন-পূর্বকও সেইরূপ
আমার বিবিধ সেবা করিয়া থাকেন—সন্দেহ নাই।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে তৃতীয় প্রমাণ)—বশিষ্ঠসংহিতায় আছে,—‘বৈষ্ণব-
গৃহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব ও পৈত্র কস্ম করিবেন
না ॥ ৩ ॥ । দৈব-অর্থে—দেবপূজাদি কৃত্য, পৈত্র-অর্থে—পিতৃশ্রাদ্ধ-
তর্পণাদি কৃত্য। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির করা-না-করা বিচারের কি কথা?
সদগুরুর নিকট কেবল বিষ্ণু নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ-বৈষ্ণবও

পিতৃদেবার্চননিষেধে চতুর্থঃ প্রমাণং

তথা রুদ্রযামলে চ—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্ ।

বিষ্ণুভক্তস্ত কুরুতে হপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥৪॥

ইতরেষাং শ্রীবিষ্ণোর্দেবাধিদেবাং ভিন্নতরগণেশাদীনাং, মনসা—
—আবাহনবিসর্জনাদিভিস্তত্তদেবতামূর্ত্যাদিপূজা দূরে তিষ্ঠতু,
কেবলং মানসেন দেবতাপূজনং, চকারাৎ তথা নিত্যনৈমিত্তিক-
কাম্যাপরপিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকং কৰ্ম্ম চ । অন্তেষাং কা কথা—
শ্রীবিষ্ণুভক্তস্তমোহাৎ ভ্রম-প্রমাদাদ্বা যদি কুরুতে তদা সেবা-
নামাপরাধতোহধঃপততি । কিং তৎ ?—তত্তৎকৰ্ম্মরজ্জুভিবদ্ধস্য
পুনঃপুনর্জন্মরগতঃ কদাপ্যর্কগমনং কদাপ্যাধোগমনম্ । স এবং-
বিধো ভবতি ।

অনন্তশরণতাহেতু কেবল শ্রীবিষ্ণুপূজাদি বিনা নিত্যাদি কিছু কৰ্ম্মই
করিবেন না ।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে চতুর্থ প্রমাণ)—তদ্রূপ রুদ্রযামলেও—‘বিষ্ণুভক্ত যদি
মনেও অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে ‘অপরাধহেতু’ পতিত
হন ॥’ ৪ ॥ অপরেও অর্থাৎ দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্নতর
গণেশাদি দেবগণের ; আনে অর্থাৎ আবাহন-বিসর্জনাদিপূর্কক সেই
সকল দেবতার মূর্ত্যাদিপূজা দূরে থাকুক, কেবল মানসেও অগ্ৰদেবতার
পূজা ; চ-কার হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য, অগ্ৰাণ্ড পিতৃশ্রাদ্ধ-
তর্পণাদি কৰ্ম্ম । অগ্ৰ কি কথা—বিষ্ণুভক্ত যদি মোহ, ভ্রম বা প্রমাদ-
বশতঃ এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি সেবা-

পিতৃদেবার্চননিষেধে পঞ্চমঃ প্রমাণং

পাঠ্যে—

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামনা ।

প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যোগঃ সন্তুদেবাদিপূজনম্ ॥

শুদ্ধপূতঃ সদা কাঞ্চঃ কুশধারণবর্জিতঃ ।

কামসঙ্কল্পরহিতশ্চান্তর্বাহুহরির্যতঃ ॥

বৈষ্ণবো নাশ্চিবিধানর্চয়েভাংশ্চ নো নমেৎ ।

ন পৈশ্চেত্তান্ গায়েচ্চ ন নিন্দেন্ন স্মরেত্তথা ॥

তেষাং ন ভঙ্কেদুচ্ছিষ্টমনশ্চো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ ।

ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৫॥

বৈষ্ণবানাং স্মার্তকল্পিতপ্রায়শ্চিত্তনিষেধঃ

অনন্তশরণত্বেন শ্রীবিষ্ণুরেব সেব্যো যস্য তস্য তু সঙ্কল্পো
নাস্তি, দানং নাস্তি, কামনা বিবিধমানসেপ্সিতক্রিয়া নাস্তি ।
চুকারাৎ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদেবতাপূজা-পিতৃ-শ্রাদ্ধতর্পণাদিহোম

নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন। তাহা কিরূপ ?—সেইসকল
কর্ম্মরঞ্জিতারা বদ্ধ ব্যক্তির কখনও উর্দ্ধগমন, কখনও অধোগমন হয় ।
ঐ সকল কর্ম্মকারী তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় ।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে পঞ্চম প্রমাণ)—পদ্মপুরাণে—‘বৈষ্ণবের সঙ্কল্প,
দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত, যোগ নাই । কিন্তু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদির সেবা
অবশ্য কর্তব্য । কৃষ্ণসেবক সর্বদা শুদ্ধ, পবিত্র, কুশধারণ-রহিত, কাম-
সঙ্কল্পশূন্য—কারণ, তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি । বৈষ্ণব অগ্নিদেবতাকে
পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের

ব্রতযজ্ঞাদীনি বিবিধকর্মাণি ন সন্তি । যাগো নাস্তি । সঙ্কল্প-
দানযাগশব্দস্বার্থঃ পূর্বং কল্পিতঃ । দৈববশান্মহাপাতকপাতকাতি-
পাতকোপপাতকানুপাতকাদি-কর্ম্মপ্রত্যবায়-পরিহারার্থং যৎ
প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি ।

সাত্ত্বতপ্রায়শ্চিত্তবিধানং

কিন্তু চকারাদেব তৎ প্রাপ্যতে । কিং তৎ ?—কেবলং
শ্রীগুরুগোবিন্দতস্তদভাবে তৎপত্ন্যাস্তদভারে তৎপুত্রাৎ, তদভাবে
সতীর্থে গুরুভ্রাতুস্তদভাবে সজ্জাতীয়ানশরণসাধুতঃ পুনঃপঞ্চসংস্কার-
পূর্বক শ্রীভগবনামমন্ত্রগ্রহণং, পুনঃসংস্কারাতিশয়শুদ্ধস্য তস্য
শ্রীবিষ্ণুপূজনং, তন্নামাদিশ্রবণকীর্তনস্মরণবন্দনাদিপূর্বক মহোৎ-

গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ করিবেন না । ‘হে দেবর্ষে ! অনন্ত,
নিষ্ঠাবান, মুনি, বৈষ্ণব অন্তদেবসেবকের সঙ্গ যত্নপূর্বক করিবেন না ॥’ ৫ ॥

(বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্ত্তকল্পিত প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ)—অনন্তশরণতাহেতু শ্রীবিষ্ণুই
যাঁহার সেব্য, তাদৃশ বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কার্যনা অর্থাৎ মনের
অভিলষিত বিবিধ ক্রিয়া নাই । চ-কার হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-
কাম্য-দেবতাপূজা-পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি-হোমব্রত-যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মও
নাই, যাগ নাই । সঙ্কল্প, দান ও যাগ-শব্দের অর্থ পূর্বে বিচারিত
হইয়াছে । দৈব-বশতঃ সংঘটিত মহাপাতক, পাতক, অতিপাতক,
উপপাতক, অনুপাতকাদি কর্ম্মের প্রত্যবায় পরিহারের জন্ত যে-সকল
(স্মার্ত্তবিধানোক্ত) প্রায়শ্চিত্ত, তাহাও বৈষ্ণবের নাই । কিন্তু চ-শব্দের
দ্বারা অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তের প্রাপ্তি স্থচিত হইতেছে । তাহা এই—
শ্রীগুরুগোবিন্দ, তদভাবে তৎপত্নী, তদভাবে তৎপুত্র, তদভাবে সতীর্থে

সবাদিকং করণীয়ম্—(১) তথা, সত্বদেবাদিপূজনং সতামন্য-
কাৰ্ণাদীনাং ভূদেবানাং শ্রীহরিনামমন্ত্র-গায়ত্রীমন্ত্রপূতানাং
পূজনং স্নানভোজনপান-তাম্বুলস্কন্ধনবস্ত্রাদিভির্যথাবিধিসেবনম্ ।

গুরুভ্রাতা, তদভাবে স্বজাতীয়াশয় অনন্তশরণ সাধু হইতে পুনঃ পঞ্চ-
সংস্কার-পূর্বক শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র-গ্রহণ, পুনঃসংস্কারে অতিশয় শুদ্ধ হইয়া
শ্রীবিষ্ণুপূজা এবং শ্রীভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনাদি কৰক
মহোৎসবাদি কর্তব্য ।

[নারদপঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজসংহিতায় সাত্ত্বত-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা
এইরূপ আছে,—একমাত্র শরণাগতিই পরম প্রায়শ্চিত্ত । অথবা,
শ্রীবাসুদেবকে স্মরণ-পূর্বক কৰ্ম্মায়ক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য । বিষ্ণুস্তোত্রের
দর্শন, স্পর্শন, সেবা, স্মরণ, অন্ন-পানাদি, বাক্য, পদরজঃ, পদজল,
শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদ ও ভগবৎকীর্তনাদির দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে । ইহাতে
এইরূপে অবৈষ্ণবের দর্শন-স্পর্শন প্রভৃতির পরিশুদ্ধি বিশেষভাবে হইয়া

(১) নারদপঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজসংহিতায় সাত্ত্বতপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা এবং বর্ততে,—
প্রায়শ্চিত্তং তু পরমং প্রপত্তিস্তত্ত্ব কেবলম্ । কীৰ্ঘ্যাৎ কৰ্ম্মায়কং বাপি বাসুদেবমনু-
স্মরনং । বিষ্ণুছোদ্বিষ্ণুভক্তস্তৃদৃষ্ট্যা স্পর্শেন সেবয়া । ১ স্মরণেনান্নগানাত্তৈর্গিরাপাদরজো-
হৃদ্বিঃ । বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নাত্তৈস্তথা তৎকীর্তনাদিভিঃ । ২ অন্নাগবতদৃষ্টাদেঃ শুদ্ধি-
রেষা বিশেষতঃ । কৃতা যজ্ঞাঃ সমস্তাশ্চ দানানি চ তপাংসি চ । প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ
নিত্যমর্চয়তা হরিম্ ॥—(৩।২২-২৫) ॥ বৃত্তিভাগবতানাং হি সৰ্ব্বা ভগবতঃ ক্রিয়াঃ ।
প্রায়শ্চিত্তিরিয়ং তস্তাঃ সৈব যৎ ক্রিয়তে পুনঃ ॥—(পরিঃ ২।৫২) ॥ পূর্বেবামুক্তরেবাঞ্চ
স্তাসৌ নাশায় পাপ্মনাম্ । সৰ্ব্বেষামপরাধাণাময়ং হি ক্ষমাপণং পরম্ ॥ (পরিঃ ৩।৭৩) ॥

পঞ্চান্তরে শ্রীভাগবতে (৩।১।১৬)—প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরায়ুধম্ ।
ন নিস্পুনস্তি রাজেন্দ্র সুরাকুস্তমিবাস্তসা ।

আদিপদেন যথাপরিমিতং যথাশক্তি মনুষ্যাদিসর্বজীবসন্তর্পণমন্ন-
জলাদিভিরিত্যর্থঃ। এমমেন প্রকারেণ বৈষ্ণবঃ সদা শুদ্ধঃ
সদা পূঃ, যতোহন্তুর্বাহ্যহরিরনন্যাশ্রয়ত্বাৎ। অতঃ কামসঙ্কল্প-
রহিতঃ কুশধারণবর্জিত।

অনন্তশরণতাবিবেকঃ

কাঞ্চোহপি এবন্তুতোহনন্যঃ শ্রীকৃষ্ণং বিনা যন্ত্যাশ্চো নাস্তি
সেব্যত্বেন, তথা নৈষ্ঠিকঃ শ্রীভগবদ্বাক্ষ্মনিষ্ঠানিপুণঃ, তথা মুনি-

থাকে। শ্রীহরির নিত্য অর্চনকারী ব্যক্তিসকল যজ্ঞ, দান, তপস্বা
ও প্রায়শ্চিত্ত অশেষভাবে করিয়া থাকেন। ভগবৎসদ্বন্ধিনী যাবতীয়
ক্রিয়া ভাগবতগর্ভের রত্নিই বটে। ঐ সকলের পুনরুত্থানই প্রায়শ্চিত্ত।
শ্রীভগবানে গ্রাস বা আত্মসমর্পণ তাদৃশ সমর্পণের পূর্বকালীন ও উত্তর-
কালীন সকল পাপের ধ্বংস করিয়া থাকে। এইরূপ আত্মসমর্পণই
সর্বপ্রকার অপরাধের পরম প্রায়শ্চিত্ত।

পক্ষান্তরে শ্রীভাগবতে (৬।১।১৬)—হে পরীক্ষিত! নারায়ণ-পূরাজুখ
ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান করিলে পবিত্র হয় না। মদ্যভাণ্ড জলে
ধুইলে পবিত্র হয় না।]

শব্দুদেবাদিপূজা—সৎ অর্থাৎ অনন্তকাম শ্রীহরিনাম-মন্ত্র-গায়ত্রীপূত
ব্রাহ্মণগণের (বৈষ্ণব-ধাক্ষণের) পূজা অর্থাৎ স্নান-ভোজন-পান-তাম্বুল-
মালা-চন্দন-বস্ত্রাদিদ্বারা যথাবিধি সেবা। আদিপদে—শব্দ্যনুসারে যথা-
পরিমাণে অন্ন-জলাদিদ্বারা মনুষ্যাদি সকলজীবের সন্তোষ-বিধান।
এইপ্রকারে বৈষ্ণব সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, অনন্তশরণ বলিয়া অন্তরে
বাহিরে হরিময়। অতএব কামসঙ্কল্প-রহিত, কুশধারণ-বর্জিত।

মননশীল কর্তব্যবিবেকী, এবং বিশিষ্টঃ কাষেঃ। বৈষ্ণবশাস্ত্র-
বিবুধান্ গণেশাদিনানাং দেবান্ নার্চয়েৎ (তেষাং) পূজাং ন
কুর্য্যাৎ, তান্ দেবানু নো নমেৎ (তেভ্যো) নমস্কারাদিকং ন
কুর্য্যাৎ ; তান্ দেবান্ পুশ্যেৎ, তন্তদৃষ্টাদিমূর্ত্তির্দর্শনং ন কুর্য্যাৎ ;
তান্ গায়েৎ তন্তদেবতাগীতং ন কুর্য্যাৎ ; তথা তান্ স্মরেৎ
তন্তদেবানাং স্মরণমাত্রমপি ন কুর্য্যাৎ ; কদাপি তান্ নিন্দেৎ
তন্তৎসর্বদেবানাং নিন্দাং ন কুর্য্যাৎ । দেবতস্তিষ্ঠন্তু—ব্রহ্মাণ্ডা-
ন্তর্গতানাং স্থাবরজঙ্গমাदीনাং কেষাঞ্চিৎ (অপি) সর্বদৈব নিন্দা-
বাক্যং কাষেঃ দীনামনুচিতম্ । তথা তেষাং দেবানামুচ্ছিষ্টং
নৈবেদ্যাদিকং ন ভক্ষ্যেৎ । তজ্জনানাং তন্তদেবোপাসকানাং
দেবর্ষে হে নারদ ! প্রযত্নতোহতিশয়ত্বেন সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ।
এবংবিধ শ্রীভগবৎস্মৃতিনিষ্ঠাবৃত্তিহেতুনানন্তশরণো ভবতি ।

(অনন্তশরণতা বিচার)—কৃষ্ণভক্ত এইরূপ অনন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিনা
সেব্যরূপে অপর কেহ যাহার নাই, নৈষ্ঠিক অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্মৃতিনিষ্ঠায়
নিপুণ, মুনি বা মননশীল কর্তব্যবিধায় বিবেকবানু । এইরূপে বিশিষ্ট
কৃষ্ণসেবক ও বিষ্ণুসেবক অন্ত দেবতার অর্থাৎ গণেশাদি নানা দেবতার
পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে নমস্কারাদি করিবেন না, তাঁহাদিগের
ঘটাди মুক্তিফল দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের গান করিবেন না,
তাঁহাদিগের স্মরণমাত্রও করিবেন না ; কদাপি তাঁহাদিগের নিন্দাও
করিবেন না । দেবতাদের কথা ত' দূরে—স্থাবর-জঙ্গমাदि কোন জীবেরই
নিন্দাকথন কৃষ্ণভক্ত প্রভৃতির সর্বদাই অনুচিত । সেই সকল দেবতার
উচ্ছিষ্ট-নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিবেন না । হে দেবর্ষে ! সেই দেবতারূপের

পিতৃদেবার্চননিষেধে ষষ্ঠং প্রমাণং

কিঞ্চ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

ন দৰ্ভধারণং কুর্য্যান্ন চ সঙ্কল্পমাচরেৎ ।

ন কাম্যং সাত্ত্বতৌ মার্গং শম্ভুদেবাদিপূজনম্ ॥৬॥

সাত্ত্বতঃ সত্ত্বাবলম্বী কেবলশ্রীবিষ্ণুপাসকঃ । কাম্যামিত্যনেন
চকারাৎ (চ) নিত্যনৈমিত্তিকদৈবপৈত্রাদিকং কৰ্ম্ম নাচরেৎ
ন কুর্য্যাৎ । সৰ্ব্বমপরং স্পষ্টম্ । *

উপাসকগণের সঙ্গ যত্নপূৰ্ব্বক অর্থাৎ অধিকভাবে করিবেন না। জীব
এইরূপ শ্রীভগবদ্বাক্ত-নিষ্ঠাময়-বৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অনন্ত্যশরণ হয়।

(পিতৃদেবার্চন-নিষেধে ষষ্ঠ প্রমাণ)—আরও শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে আছে,—
‘সাত্ত্বত ব্যক্তি কুশধারণ করিবেন না ; সঙ্কল্পের আচরণ, কাম্যমার্গের
অনুসরণ ও শম্ভুদেবাদের পূজার অমুষ্ঠান করিবেন না ॥’ ৬ ॥ সাত্ত্বত
সত্ত্বাবলম্বী কেবল শ্রীবিষ্ণুপাসক ; ‘কাম্য’ ও ‘চ’—এই পৃদ্বয় হইতে
নিত্যনৈমিত্তিক-দৈব-পিতৃকর্মাদি করিবেন না। অত্ৰ সৰ্বল স্পষ্ট ।

* তথা শ্রীভাগবতে (১।২।২৫, ২৭)—ভেজিরে মুনয়োইথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষতম্ ।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে বেহসু তানিহ । রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীল্বা ভজন্তি বে ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বৰ্য্যপ্রজেষসবঃ ॥

এই কারণে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি মূনিগণ পুরাকালে বিশুদ্ধ সত্ত্বমুক্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর
বিষ্ণুর ভজন করিয়াছেন। এই সংসারে সেই সকল মূনির অমুর্ভনকারিগণ পরম-
কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥২৫॥ রাজসিকপ্রকৃতি ও তামসিকপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ
তাহাদের উপাস্ত দেবতা পিতৃ-ভূত প্রভৃতির সহিত সমস্তভাববিশিষ্ট বলিয়া লক্ষ্মী-বিশ্ব-
পুত্রাদি-কামনায় পিতৃ-ভূত-প্রজেশাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২৭॥

ননু যद्यপি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিদেবতাপিতৃকর্শ্মিণাং
 সর্বেষাং বিবুধাঃ পিতরশ্চ পৃথক্ পৃথক্ পূজ্যাঃ কশ্মুবশাৎ, তত্র
 সন্দেহঃ,—কিং তৎ গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং প্রত্যেকং
 সর্বেষামর্চনক্ষেত্রং ক্রিয়তে তদা বিবুধার্চনং ভবতি ? এবং
 তথা স্বপিতৃমাত্রাদিতঃ সৃষ্টিকর্তৃব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জাতবীজীভূত-
 পিতৃপিতামহপ্রপিতামহপুরুষাদিতত্তনুতপুরুষ পর্য্যন্তঃ শ্রাদ্ধং
 যদি ক্রিয়তে, তদা, পিত্রার্চনং ভবতি ? ন তদ্ব্যথা দোষো
 জায়তে ?

নানহে কশ্মিণাং সর্বেষাং তত্র প্রমাণচতুষ্টয়ং

তত্র শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

পূজ্যাঃ সর্বেষাং তু লোকানাং বিবুধাঃ পিতরশ্চ বৈ ।

সর্বকশ্মুস্তু রাজেন্দ্র সর্বং চেৎ বার্থমশ্রুত্বা ॥৩৥

লোকানাং বেদাদিত্যাদিতসদসৎকর্মাবিচারান্তিশয় দেব-পিতৃ-
 পিতামহাদিবর্গচরতাং সংসারিণাং, বৈ নিশ্চিতং সর্বকশ্মুস্তু
 নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরদৈবপৈত্রমার্গল্যাদিষু, সর্বেষাং গণেশাদি-

যদিও নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি-দেব-পিতৃকশ্মু অনুষ্ঠানকারীর কশ্মা-
 ধীনতা হেতু সকল দেবতা ও পিতৃগণ পৃথক্ পৃথক্ পূজা, তাহাতে সন্দেহ
 এই,—গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেকের অর্চন করা হইলে
 কি দেবপূজা হয় ? তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ধ্বে
 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বীজস্থানীয় পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ
 প্রভৃতি যাবতীয় মৃত পূর্বপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের শ্রাদ্ধ করা হইলে কি
 পিতৃগণের অর্চন হয় ? অত্যা দোষ ঘটে কি ?

ত্রয়ত্রিংশৎকোটিবিবুধান্তথা সর্বে পিতরঃ স্বমাতৃপিত্রাদিতঃ
 সৃষ্টিক : ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জাতবীজীভূতপুরুষাদিতত্তন্মর্যাদা-
 পর্যন্তাঃ, চকারাৎ সগোত্রসকলকুটুম্বলোকাঃ । সর্বে তে সর্বতো-
 ভাবেন বিধিবদবশ্যমেব পূজ্যা ভবন্তি, হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির !
 অন্তথা এতদ্ব্যতিরেকেণ সর্বেষাং দেবতা-পিতৃ-সগোত্র-সকল-
 কুটুম্বলোকানাং মধ্যে কেচিদর্চিতাঃ কেচিদনর্চিতাঃ সন্তি চেৎ,
 তত্ত্বং সর্ভং কস্য ব্যর্থং ভবতীতি নির্গলিতার্থঃ ।

তথা চ শ্রুতিঃ,

ওঁ কস্ম্যফলাপ্তঃ কস্মী যজেৎ হব্যাকব্যময়েঃ কামবাম্ সর্বাংশ্চ
 দেবান্ পিতৃনতিথীংশ্চ, পূর্ণং বিফলং নো যজন্তুধৈ ইতি ॥২॥

এই বিষয়ে চারিটা প্রমাণ । যথা— শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে আছে,— ‘হে রাজেন্দ্র !
 সকল কস্মে সকল দেবতা ও পিতৃগণ সকলের পূজ্য; যদি অন্তথা হয়, তাহা
 হইলে সমস্তই ব্যর্থ ॥’ : ॥ লোকগণের—অর্থাৎ বেদাদিকথিত সদস্য
 কস্মের অবিচারহেতু পিতৃগণের, দেবতাগণের ও পিতামহাদি পূর্বপুরুষের
 মার্গান্তরসংকারী সংসারী লোকের; বৈ-অর্থে নিশ্চয়, সর্বকস্মে অর্থাৎ
 নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-অপর-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি কস্মে, গণেশাদি
 তেত্রিংশৎকোটি দেবতা, ত্রিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উক্তে সৃষ্টি-
 কর্তা ব্রহ্মার নিকট হইতে জাতি বীজস্থানীয় পূর্বপুরুষগণের সীমা পর্যন্ত
 পিতৃপুরুষসকল, চ-কার হইতে—সগোত্র সকল কুটুম্বলোক । ইহারা
 সকলে সর্বতোভাবে যথাবিধি অবশ্যই পূজ্য । হে রাজেন্দ্র ! হে যুধিষ্ঠির !
 অন্তথা অর্থাৎ এতদ্ব্যতীত সকল দেবতা, পিতৃগণ ও সগোত্র সকল কুটুম্ব-
 লোকের মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা অপূজিত যদি হয়, তাহা হইলে
 সেই সকল বিবিধ কস্ম পণ্ড হইয়া যায়—ইহাই বিশদার্থ ।

ইহলোকে বৈ অতিনিশ্চয়ঃ যঃ কোহপি কামবান্ সদা
 কামাভিলাষী কামী লোকঃ, তত্রাপি কৰ্ম্মা কৰ্ম্মনৈষ্ঠিকো,
 হব্যকব্যময়েঃ সকলদেবতা-পিতৃলোকাহঁদ্রব্যনিবুহৈঃ সৰ্বান্ দেবান্
 তথা অতিথীন্ পূৰ্বমনাগতান্, চ'কারাং সগোত্রাদিকুটুম্বলোকান্ ;
 অপরচকারাদভ্যাগতাদিসৰ্বজীবমাত্ৰান্, কৰ্ম্মাত্যনেন নিত্য-
 নৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্ৰমাঙ্গল্যাदिषু সৰ্বকৰ্ম্মশু । যদি যজেৎ,—
 যজ্ ধাতোরনেকার্থত্বাৎ দেবানাং পূজাদিকং, পিতৃগাং শ্রাদ্ধ-
 তৰ্পণাদিকং, অতিথীনাং যথাবিধিমিলনপূৰ্বকমন্নজলাদিভিঃ গু'ৰুবৎ
 যথাবিধি শক্তি সেবনং, এবং সৰ্বসগোত্রাদিকুটুম্বলোকানাং
 তথাভ্যাগতাদি-সৰ্বজীবমাত্ৰাণাং যথাবিধিমিলনপূৰ্বকং যথা-
 শক্তিব্যবহারকুশলসেবনং, তথান্নজলাদিভিঃ সৰ্বজীবসন্তুৰ্পণং—

সেইরূপ শ্রুতিতে—‘কৰ্ম্মফলাভিলাষী কৰ্ম্মী লোক হব্য-কব্যময়
 দ্রব্যাদির দ্বারা সকল দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের যজন করিবে,
 তাহা হইলে কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে; পূৰ্ণভাবে যজন না হইলে সেই
 কৰ্ম্ম নিশ্চয় বিফল ॥’ ২ ॥ এই সংসারে নিশ্চয়ই যে-কোন সাকাম
 কৰ্ম্মনৈষ্ঠিক ব্যক্তি, হব্য-কব্যময় অর্থাৎ সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষের সেবার
 যোগ্য দ্রব্যরাশির দ্বারা; সকল দেবতা ও অতিথি, চ-কার হইতে—
 সগোত্র কুটুম্বাদি লোক, দ্বিতীয় চ-কার হইতে—সকল অভ্যাগতাদি জীব-
 মাত্ৰ; কৰ্ম্মপদ হইতে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্ৰ-মাঙ্গল্যাदि
 সকল কৰ্ম্ম; যদি যজন করে—যজ্ ধাতুর অনেক অর্থ-হেতু যজন-শব্দে
 দেবগণের পূজা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ-তৰ্পণাদি, যথায়োগ্যরূপে সন্তুষ্ট-পূৰ্বক
 অন্ন-জলাদিদ্বারা অতিথিগণের যথাবিধি যথাশক্তি গুরু শ্রায় সেবা,

যদি কুর্য্যাৎ, তদা কৰ্মফলাপ্তঃ (অর্থাৎ) অবশ্যমেব কৃতকৰ্মণাং স
কৰ্মী ফলং প্রাপ্নোতি । অন্যথা চেৎ, পূৰ্ণং নো যজন্ বিফলং ।
অয়মর্থঃ,— যদি কেষাঞ্চিদেবানাং মৰ্চনং কৃতং কেষাঞ্চিন্ন কৃতং,
এবং পিতৃলোকানাং কেষাঞ্চিৎ শ্রাদ্ধতৰ্পণাদিকং কৃতং কেষাঞ্চিন্ন
কৃতং, তথাহতিথিসগোত্রাদিকুটুম্বলোকাভ্যাগতাদি-সৰ্বজীবমাত্রাণাং
মধ্যে কেষাঞ্চিদন্নজলাদিভির্ঘথাবিধ যথাশক্তি ব্যবহারসম্পূৰ্ণ-
পূৰ্বকং সেবনং কৃতং কেষাঞ্চিৎ ন কৃতং, তদা (অপূৰ্ণত্বং) তৎ
কৃতং কৰ্ম সৰ্বং বিফলং ভবতীত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ দেবীপুরাণে—

সৰ্বেষাং পিতৃদেবানাং মান্ধল্যাতিষু কৰ্মসু ।

তন্নো কৃতে প্রত্যাবায়ী পূজনং কৰ্মঠো নরঃ ॥৩৥

মান্ধল্যাতিষত্যাদিপদেন নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্রাদি-

যথাযোগ্য সন্তাষণ-পূৰ্বক সকল সগোত্রাদি কুটুম্বলোকের ও অভ্যাগতাদি
সৰ্বজীবমাত্রের যথাশক্তি ব্যবহারকুশলরূপে সেবা এবং অন্ন-জলাদিদ্বারা
সকল জীবের তৃপ্তিবিধান ; যদি এইরূপ কেহ করে, তবে কৰ্মফলাপ্ত
অর্থাৎ সেই কৰ্মী কৃতকৰ্মের ফল অবশ্য প্রাপ্ত হয় । যদি অন্যথা হয়,
তাহা হইলে পূৰ্ণ যজন্ হয় না বলিয়া বিফল ; অর্থাৎ যদি দেবগণের
মধ্যে কাহারও অৰ্চন হইল, কাহারও হইল না ; পিতৃলোকের মধ্যে
কাহারও শ্রাদ্ধ-তৰ্পণাদি হইল, কাহারও হইল না ; অতিথি-সগোত্রাদি
কুটুম্বলোক ও অভ্যাগতাদি জীবমাত্রের মধ্যে কাহারও যথাবিধি যথাশক্তি
ব্যবহার দ্বারা তৃপ্তিবিধানপূৰ্বক সেবা করা হইল, কাহারও হইল না ;
তাহা হইলে অপূৰ্ণতাহেতু সেই কৃতকৰ্ম সমস্ত বিফল হয় ।

সকলকৰ্ম্মশু, (কৰ্ম্মঠঃ) কৰ্ম্মতৎপরতয়াতিনিপুণো নরো বর্ণাদি-
 মনুষ্যমাত্রঃ সৰ্ব্বেষাং দেবানাং পিতৃণাং পূজনং—দেবানামৰ্চনাদিকং
 পিতৃণাং শ্রাদ্ধতৰ্পণাদিকং—কুৰ্য্যাৎ । তৎ নো কৃতে; অয়ং ভাবঃ,—
 (তৎ তস্মিন্) তেষাং গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং সৰ্ব্বেষাং
 পূজনে নো কৃতে সতি, তথা সকলপিতৃলোকানাং স্বপিতৃমাত্রাদি-
 বিশ্বস্বক্সকাশজাতবীজীভূতপুরুষাণাং পঞ্চত্বগতানাং শ্রাদ্ধতৰ্পণা-
 দিকে ন, কৃতে সতি চ প্রত্যবায়ী—(স্মাৎ), তত্তৎকৰ্ম্মাকরণত্ব-
 দোষাদিকং প্রাপ্নোতি ।

তথা চ রুদ্রযামলে—

দেবতাঃ পিতরঃ সৰ্বে শিবে পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ ।

ন্যূনাঃ স্ম্যর্নিফলং কেচিৎ গৃহিভিৰ্যদি কৰ্ম্মশু ॥৪॥

হে শিবে ! কল্যাণদায়িনি দুর্গে ! কৰ্ম্মশু—বহুবচনান্তুদেন

আরও দেবীপুরাণে—‘কৰ্ম্মনিপুণ ব্যক্তি মাঙ্গল্যাদি কৰ্ম্মে সকল
 দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবেন । তাহা না হইলে কৰ্ম্মী প্রত্যবায়ী
 হন ॥’ ৩। মাঙ্গল্যাদি-শব্দের আদি-পদে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-
 পৈত্রাদি সকল কৰ্ম্মে কৰ্ম্মতৎপরতাহেতু নিপুণ বর্ণাদি মনুষ্যমাত্র সকল
 দেবতার অর্চন ও সকল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতৰ্পণাঙ্গি করিবে । তাহা
 না করা হইলে অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মে গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতা পূজিত
 না হইলে এবং নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্কে বিশ্বশ্রষ্টা
 হইতে জাত বীজভূত পঞ্চত্বগত সকল পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ-তৰ্পণাদি অনুষ্ঠিত
 না হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হয় অর্থাৎ সেই সকল কৰ্ম্মের অকরণ-
 জনিত দোষাদি প্রাপ্ত হয় ।

নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিষু সর্বকর্মেষু, গৃহিতি-
বর্ণাদিভির্গৃহস্থমাত্রৈঃ প্রযত্নতঃ প্রকৃষ্টযত্নেন সর্বৈ দেবাস্তথা সর্বৈ
পিতরঃ পূজ্যাঃ স্যুর্ভবেয়ুঃ । যুদ্ধেতেষু কর্মেষু (দৈবপৈত্রেষু)
কেচিন্নানাঃ (স্যাঃ), অয়মর্থঃ—গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিদেবানাং
মধ্যে যদি কেচিৎ পূজিতাঃ কেচন ন পূজিতাস্তথা সকলপিতৃ-
লোকানাং মধ্যে কেবাঞ্চিৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদিক্রিয়া কৃত্য কেবাঞ্চিৎ
কৃত্য তদৃগৃহিতিরিতি, তদা কর্মকর্তৃণাং গৃহস্থানাং তেবাং কৃতং,
তত্ত্বং সর্বং কর্ম নিফলং ভবতীত্যয়ঃ । অপরং গ্রন্থবাহুল্যান্ন
লিখিতমু ।

কর্মিণামসম্পূর্ণক্রিয়াকরণে প্রত্যবায়ো ভক্তানান্ত তত্ত্বংকর্মকরণে সেবানামাপরাধঃ

ননু শ্রীহরিনামমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণাদিগৃহস্থানাং নিত্যাদিসর্বকর্মেষু
পুরাণবেদোপপুরাণাগমাদ্যুক্তপ্রমাণবচনৈর্গণেশাদিত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি-
দেবতার্কনে সম্পূর্ণমকৃতে সতি, তথা স্বপিতৃমাত্রাদি-ব্রহ্মসকাশ-
জাতবাজীভূতপুরুষান্তানাং সম্পূর্ণং শ্রাদ্ধতর্পণাদাবকৃতে সতি

রুদ্রয়ামলেও—‘হে শিবে ! গৃহিগণ সকল কর্মে সকল দেবতা ও
পিতৃপুরুষের যত্নপূর্বক পূজা করিবে । যদি কাহারও ন্যূনতা হয়, তাহা
হইলে কর্ম নিফল হয় ॥ ৪ ॥ হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে ! কর্ম-শব্দের
বহুবচনদ্বারা—নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-পৈত্র-মাঙ্গল্যাদি কর্মসকল ;
গৃহিগণের অর্থাৎ বর্ণাদি গৃহস্থমাত্রের সকল দেবতা ও পিতৃপুরুষ
অতিযত্নে পূজনীয় । যদি এই সকল কর্মে কেহ ন্যূন হন অর্থাৎ যদি সেই
গৃহিগণকর্তৃক তেত্রিশকোটি দেবগণের মধ্যে কেহ পূজিত, কেহ বা
অপূজিত হন এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কাহারও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি

তত্তৎ সৰ্বং কৰ্মং ব্যৰ্থং, প্রত্যবায়জনক-নিষ্ফলতাদিদোষশ্রবণঞ্চ ।
তথা শ্রীসদগুরু-শ্রীভগবনামমন্ত্ৰোপদিষ্টবর্ণাদিসৰ্বলোকানাং নিত্য-
নৈমিত্তিককাম্যদেবতার্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধতৰ্পণাদিসুৰ্ব্বকৰ্মকরণে(১)
সেবা-নামাপরাধ-দোষশ্রবণম্ ।

অতঃ কারণাৎ বর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদীনাং তথা শ্রীকাম্য-
বৈষ্ণবাदीনাঞ্চ শ্রীভগবান্ হরিরেব পূজ্যঃ সৰ্বেশ্বরত্বান্নান্য
ইতি নিশ্চয়ঃ । তথাপি কেচিৎ বর্ণাদয়ো লোকাঃ সৰ্বং
বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুকতানং কেবলশ্রীবিষ্ণুকাৰাধ্যং ন বুঝা—

অনুষ্ঠিত, কাহারও অননুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্মী গৃহস্থগণের কৃত
সেই সকল কর্ম নিষ্ফল হয় ।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অপর প্রমাণ ও ব্যাখ্যা লিখিত হইল না ।

(কর্মীগণের অসম্পূর্ণ ক্রিয়াকরণে প্রত্যবায়, ভক্তগণের সেই সকল কর্মানুষ্ঠানে সেবা-
নামাপরাধ)—শ্রীহরিনাম-মন্ত্ৰে অদীক্ষিত বর্ণাদি-গৃহস্থগণের নিত্যাদি সকল
কর্মে গণেশাদি তেত্রিশকোটি দেবতার অর্চন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত না হইলে,
তদ্রূপ নিজ-পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে ব্রহ্মা হইতে জাত
বীজপুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃগণের প্রত্যেকের শ্রাদ্ধ-তৰ্পণাদি সম্পূর্ণ সম্পাদিত
না হইলে, পুরাণ-বেদ-উপপুরাণ-আগমাদ্যুক্ত প্রমাণ-ব্যাক্যানুসারে সেই
সকল কর্ম সমস্তই ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যবায়জনক নিষ্ফলতাদি-দোষের
কথা শ্রুত হয় । পক্ষান্তরে,—শ্রীসদগুরু হইতে শ্রীভগবনাম-মন্ত্ৰে দীক্ষিত
চতুর্কর্ণাদি সকল লোকের নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য-দেবতার্চনাদি-পিতৃশ্রাদ্ধ-
তৰ্পণাদি কর্মের অনুষ্ঠানে সেবা-নামাপরাধের কথা শুনা যায় ।

(১)সর্বকর্মণি কৃতে সতীতি বা পাঠঃ ।

বিষ্ণুময়ং সৰ্বং জগৎ, সৰ্বব্জগদেব বিষ্ণুরিতি মহা সৰ্বদেবতা-
দীনামৰ্চনাদৌ কৃতে সতি শ্ৰীবিষ্ণুপূজনাদিকং ভবতি (ইতি
মন্ত্ৰান্তে) । (যৎ) ইদং মতং নো বিধিঃ, কেবলনিষেধমাত্রং নশ্বরত্বাৎ
(তৎ) শ্ৰীভগবদ্বচনেনাত্র প্রমাণীয়তি ।

দেবতাস্তরযজনস্ত অবিধিত্ব তুচ্ছত্বে চ প্রমাণপঞ্চকম্

ভগবদ্বাক্যতাৎপর্যাৎ—অমৃতদেবযজনমবিধিপূৰ্বকং ভগবদ্ভজনমেব

শ্ৰীভগবদগীতায় (৯২৩)—

যেহপ্যমৃতদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্ৰদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্বকম্ ॥১॥ *

অতএব এই কারণে বর্ণাশ্রম-সঙ্কর-অন্ত্যজাদি সকলের, তদ্রূপ
কাম্য-বৈষ্ণবাди সকলের সৰ্বেশ্বর ভগবান্ শ্ৰীহরিই পূজ্য,
অপর কেহ নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত। তথ্যপি বর্ণাদি কোন কোন
লোক মনে করিয়া থাকে যে,—সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়, অতএব সমস্ত
জগৎই বিষ্ণু—এই বিচারে সকল দেবতারদির অর্চনাদি করা হইলেই
শ্ৰীবিষ্ণুর পূজাদি কৃত হয়। কিন্তু নশ্বরতাহেতু এই মত যে বিধি নহে,
কেবল নিষেধ-মাত্র, তাহা- শ্ৰীভগবদ্বাক্যের দ্বারা এই স্থলে প্রমাণিত
হইতেছে।

(অমৃত দেবতার পূজা যে অবিধি ও তুচ্ছ,—এই বিষয়ে পাঁচটা প্রমাণ)—

শ্ৰীমদ্ভগবদগীতায় (৯২৩ শ্লোক)—‘যে-সকল ভক্ত শ্ৰদ্ধাযুক্ত হইয়া অমৃত

* অত্র শ্ৰীমদ্ভটগোস্বামিচরণকৃতব্যাক্যাসুসারতন্ত্রিবিধঃ শ্লোকাধয়ো যথা,—

(১) যেহপি ভক্তাঃ (মন্ত্ৰভা ইত্যর্থঃ) (মমোব) শ্ৰদ্ধয়াষিতাঃ (কিন্তু) অমৃতদেবতা
যজন্তে, হে কোন্তেয় ! তেহপ্যবিধিপূৰ্বকং (অবিধিরত্র কদাচিত্ দেবতাস্তরপূজানিষেধ-

যে অপি নিশ্চিতং, ভক্তগ মদ্বক্তৃজনাঃ, শ্রদ্ধয়াস্থিতা অতিশয়-
শ্রদ্ধায়ুক্তাঃ শ্রীসদগুরুপদেশসময়াৎ পঞ্চত্বেন ভৌতিকদেহপাত-
পর্যন্তং, অবিধিপূর্বকং কদাপি নিষেধমাত্ররহিতত্বেন (কিন্তুগ্ৰথা)।

দেবতার যজন করেন, হে কোস্তেয়! তাঁহারাও অবিধি-পূর্বক আমারই
যজন করিয়া থাকেন ॥'১॥ ভক্ত অর্থাৎ আমার ভক্তগণ যাঁহারাশ্রদ্ধয়াস্থিত

হেলনমাত্রং, নত্বগ্ৰথা সবিল্লং) মামেব যজন্তি (ন তু দেবতাস্তরং, মন্যনগ্ৰশরণদ্বাং)।
ইত্যেকঃ ॥

(২) হে কোস্তেয়! যেহঁপ্যনুদেবতাস্তৃক্তাঃ (মদভক্তাঃ) তেহপি (তাশ্বেব
দেবতাসু) শ্রদ্ধয়াস্থিতা অবিধিপূর্বকং (অবিধিরত্র তাহু স্বতন্ত্রদেবতাপরিজ্ঞানং)
(তাঃ) যজন্তে। (তেন যজনেন) যজন্তি মামেবেতি কাকুঃ (মামেব যজন্তি কিম্?—
নহি মামিত্যর্থঃ)। ইত্যপরঃ ॥

(৩) হে কোস্তেয়! যেহঁপ্যনুদেবতাঃ (কিন্তু পশ্চান্ময়ি) শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ সন্তো
মামেব যজন্তে, অবিধিপূর্বকমিতি কাকুঃ (অবিধিপূর্বকং কিম্? নহীত্যর্থঃ) তেহপি
ভক্তাঃ সন্তে (মাং) যজন্তি। ইতি তৃতীয়ঃ ॥

অবিধি তিন প্রকারঃ—(১) বিষ্ণুভক্তের পক্ষে অনু দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। সেই
নিষেধকে অবহেলামাত্র করা হয়, কিন্তু এতদতিরিক্ত অনু কোন প্রকার দোষ বিষ্ণু-
সেবাতে প্রবেশ করে না। ইহাতে বিষ্ণুসেবা হইতে একান্তভাবে বিচ্যুতি ঘটে না।
তথাপি ইহা অবিধি, স্তরাং পরিত্যজ্য।

(২) বিষ্ণুভক্তিবহীন অনুদেবোপাসকগণ বিষ্ণু ভিন্ন অপরাপর দেবতাগণকে স্বতন্ত্র
ঈশ্বরজ্ঞানপূর্বক তাঁহাদেরই পূজা করে,—বিষ্ণুভজন করে না। ইহা গুরুতর অবিধি
(নামাপরাধ)। এইরূপ অবিধিতে কোনক্রমেই বিষ্ণুসেবা হয় না, স্তরাং ইহা অতি
নিন্দনীয় ও সর্বপ্রকারে পরিত্যজ্য।

(৩) বিষ্ণুর ভজনও করে, অনু দেবতার পূজাও করে—তুল্যবুদ্ধিতে অথবা ইতর-
স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ইহাও অবিধি ও নামাপরাধ—স্তরাং পরিত্যজ্য।

তাৎপর্য—গীতোক 'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' (৯২৪) এবং

সবিল্লং যথা ন ভবতি তথা, এবম্ভূতাঃ সন্তঃ তেহপ্যতিনিশ্চলতয়া-
নন্যশরণত্বেন মামেব ভজন্তে, ন তু দেবতাস্তরম্ । অয়মর্থ এব-

অর্থাৎ শ্রীমদ্গুরুপদেশ-সময় হইতে পৃথক্ভৌতিক দেহপাত পর্য্যন্ত
অতিশয় শ্রদ্ধাবৃত্ত, অবিধি-পূর্বক, অর্থাৎ কদাচিৎ নিষেধমাত্ররহিতরূপে
অথচ বিল্লবৃত্ত যাহাতে না হয়, সেইভাবে; এইরূপ হইয়া তাঁহারাও
অতিনিশ্চলভাবে অনন্যশরণতাহেতু আমাকেই ভজন করেন,—অন্য
দেবতাকে নহে । এব-শব্দ হইতে এই অর্থ প্রতীত হইতেছে । অতএব
সেব্য-সেবকধর্মক্রমে একমাত্র আমার ভজনদ্বারাই তাঁহাদের পুনরাবর্তন
হয় না । এতদ্ব্যতীত (অন্যদেবোপাসক, অতএব) আমাতে বহির্গুণ
যে-সকল অভক্ত, তাঁহারাও শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ কামনাবশতঃ শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির
আশায় অতি দৃঢ়চিত্ত হইয়া কেবল অন্যদেবতার যজন করেন—আমার

শ্রীভাগবতোক্ত 'তথাচ সর্কার্গমচ্যুতেজ্যা' (৪।৩।১৪)—এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব
হইতে শ্রীভগবানের সেবায় ও অপর দেবতার পূজায় লোকের যে স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি বা
প্রয়োজনবোধ, তাহাই অবিধি । উক্ত ত্রিবিধ অবিধি—ইহারই প্রকৃশব্দে । শ্রীকৃষ্ণই
একমাত্র সর্কয়জ্ঞেশ্বর ও সর্কময় প্রভু, তাঁহার সেবাতেই অপর সকলেরই অর্চন ও
তৃপ্তি হয় এবং তাঁহারই অধীন ও অবয়বরূপে অপর সকল দেবতা অর্চনীয়—এই
বিচারে শ্রীকৃষ্ণের ও অপর দেবতার যজনই একমাত্র বিধি । এই বিচারে অন্য দেবতার
যজন-সম্বন্ধেও বিধিপূর্বক ভগবদ্ভজনের, তথা বিধিপূর্বক অন্যদেবতা যজনের আদর্শ
শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৫।৭ম অঃ ৬) মহাভাগবত রাজা ভরতের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া
যায় । রাজা ভরত নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবাসুদেবেরই যজন করিয়াছিলেন,
তিনি—শ্রীবাসুদেবই একমাত্র কর্তা জানিয়া সকল যজ্ঞের ফল শ্রীবাসুদেবেই সমর্পণ
করিতেন এবং যজ্ঞভাগী ইন্দ্রাদি অপর দেবতার উদ্দেশে আহুতিপ্রদানকালে সেই
সকল দেবতাকে পরদেবতা শ্রীবাসুদেবেরই অবয়বরূপে জ্ঞান করিতেন । অন্যদেবতা-
যজনের ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত রহস্য ।

কারাজ্জাতঃ । অতঃ সেব্যসেবকত্বেন কেবলমদ্ভুজেনৈব তেষাং
পুনরাবর্তনং নাস্তি ।

অতঃপরং এতদ্ভিন্না য়েহুপি (অগ্নিদেবতাভক্তা অতো মম)
অভক্তা মদ্বহিস্মুখাস্তেহপি শ্রদ্ধয়াশ্বিতাঃ কামনয়া ক্ষিপ্ৰং ফল-
প্রাপ্ত্যাতিদৃঢ়াঃ সন্তোহগ্নিদেবতাঃ কেবলং যজন্তি, ন মামেব ।
কথং ?—যতোহগ্নিদেবতযজনাদিকং তেষামবিধিপূর্বকং(অবিধিরত্র
তান্ন স্বতন্ত্রদেবতাজ্ঞানং) যথা ভবতি তথা ক্রিয়তে । অত্রায়ং
ভাবঃ,—হে কোন্তেয় ! অর্জুন ! মচ্ছুবণ-কীর্তন-স্মরণ-যজনাদিকঃ
সর্বোহয়ং বিধিঃ, সত্যত্বেন সংসারবন্ধনমোচনত্বাৎ । এতদ্ভিন্নোহগ্নিঃ
সর্বদেবতায়জন-যাগযজ্ঞাদিকো নিষেধো, মদ্ভুজনং বিনা
নশ্বরত্বেন পুনঃ পুনরাবর্তনত্বাৎ, অতএব মদ্ভুজনাদিকং সর্বতঃ
শ্রেষ্ঠম্ । এতদ্ব্যতিরেকেণ মর্ত্যাदीনামশ্বেষাং কা বার্ভা—পুরা-
হমৃতপানেনামরব্রহ্মোদ্রাদীনাং কেষাঞ্চিৎ সংসৃতিবন্ধনতো মুক্তি-
রূপাহগ্ন্যা নিষ্কৃতির্নাস্তীত্যর্থঃ ।

যদ্বা, য়েহপ্যাগ্নিদেবতা ব্রহ্মোদ্রাদয়ো অগ্ন্যা দেবতা যেষাং তে

যজন করেনই না। কেন ?—কারণ, তাঁহাদের অগ্নিদেবতা যজনাদি
অবিধিপূর্বক বাহাতে হয় সেইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহার তাৎপর্য
এই—হে অর্জুন ! আমার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-যজনাদি নিত্যত্বহেতু
সংসারবন্ধনমোচনের কারণ বলিয়া সমস্তই বিধি। এতদ্ব্যতীত সকল
দেবতার যজন-যাগ-যজ্ঞাদি অগ্নি কিছু—নিষেধ। কারণ, আমার ভজন
ব্যতীত এই সমস্তই নশ্বর ও পুনঃ পুনঃ আবর্তনের হেতু। অতএব
আমার ভজনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতিরেকে পূর্বে অমৃতপানে

জন্মতো মহাহিম্মুখাঃ শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাছাঃ, পশ্চাদ্-
 গুরুরূপদেশতঃ সাধুসঙ্গতশ্চাবিরতং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ অতিশয়শ্রদ্ধাবন্তঃ
 সন্তঃ, হে কোন্তেয় ! হে পার্থ ! যদাহনন্যাশ্রয়ত্বেন মামেব যজন্তে
 নাহ্যান্, তদা তেহপি নিশ্চয়মেব ভুক্তা মন্তুক্তা ভবন্তি মন্তুজন-
 প্রতাপাৎ । কিন্তু (ন) যত্নবিধিপূর্বকমর্থার্থায় যজন্তি । কিং
 তৎ ?—মাং ভজন্তে, অগ্ন্যা দেবতা অপি পূজয়ন্তি, তদা
অবিধিভবতি । অতঃ সর্বদা নিৰ্বিঘ্নত্বেন মাং বিনাহন্যশ্চ
 যজনাদিকং কিঞ্চিৎ—সহজেন যথাকালে তিষ্ঠতু—নিজা-
 বস্থায়ামপি যদি ন কুৰ্বন্তি তদা শুদ্ধসত্ত্বত্বেন মন্তুক্তা ভবন্তীতি
 নির্গলিতার্থঃ ।

অমর ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি কাহারই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিরূপ অগ্নি নিষ্কৃতি
 নাই, মর্ত্যগণের কি কথা ?

ব্যাখ্যান্তরে - ষাঁহার। অগ্নিদেবতাপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অগ্নি-
 দেবতা ষাঁহাদের ভজনীয়, সেই সকল আজন্ম আমার বহির্গুণ শৈব-শাক্ত-
 সৌর-গাণপত্যাঙ্গি, পশ্চাৎ গুরুরূপদেশে ও সাধুসঙ্গফলে নিত্য অতি-
 শ্রদ্ধায়িত হইয়া যখন অনন্যশরণভাবে আমাকে যজন করেন—অপরকে
 নহে, তখন তাঁহার। আমার ভজন-প্রভাবে নিশ্চয়ই আমার ভক্ত হন—
 কিন্তু যদি অবিধি-পূর্বক অর্থাৎ স্বার্থপ্রয়োজনে ভজন না করেন। উহা
 কিরূপ ?—আমাকে ভজন করে, অগ্নি দেবতারও পূজা করে, তখন
 অবিধি হয় । অতএব, সময়ে সময়ে সহজভাবে পূজার কথা থাকুক—
 আমার ভজন সর্বদা নিরাপদ বিচার করিয়া অগ্নির যজনাঙ্গি
 কিঞ্চিন্মাত্রও নিজাবস্থাতেও যদি না করে, তখন শুদ্ধসত্ত্বময়
 হইয়া আমার ভক্ত হয়—ইহা বিশদার্থ ।

দেবতান্তরার্চনশ্চ তুচ্ছং

ননু ভগবদারাধনং বিনাশ্চৎ সৰ্বং নশ্বরং তুচ্ছত্বেন হেয়ম্ ।
অত্র দেবানাং স্তুতিবচনেনাহ শ্রীভাগবতে (৬।৯।২২)—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ক্তি সিন্ধুম্ ॥২॥

তং গোবিন্দং বিনা যো বর্ণাদিলোকোহপরং বহিরঙ্গাদি-
দেবতান্তরং উপসর্পত্যুপাসনং करोति ভজতে (ইত্যর্থঃ) স এব
বালিশো মহাজ্ঞতমঃ । কিংভূতং—স্বেনৈব লাভেন স্বকীয়ানিমা-
দ্বষ্টগুণবৈভবপূর্ণতমত্বেন সমং সহ পরিপূর্ণকামং পরিপূর্ণো-
ইভিলাষঃ কামো যত্র তম্ । যতঃ শ্রীভগবতি হরাবস্মিন্
অনন্যশরণো ভক্তো জনঃ সর্বানভিলষিতকামানবাপ্নোতি । অতঃ-
পরং কাপি কোহপি সর্বতোভাবেন পূর্ণকামো নাস্তীত্যর্থঃ ।
অতএবাবিস্মিতং নিত্যত্বেন কিঞ্চিদপি বিস্ময়ো নাস্ত্যত্র শ্রীমদ্-
গোবিন্দে । অতঃ প্রশান্তং স্বকীয়ভক্তানাং বাঞ্ছনীয়রূপম্ ।

শ্রীভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু নশ্বর, তুচ্ছ বলিয়া
হেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৯।২২) দেবগণের স্তুতিবাক্যে ইহা কথিত
হইয়াছে—‘যে ব্যক্তি অবিস্ময়ে অর্থাৎ অনিশ্চিতরূপে স্বীয়লাভে পরিপূর্ণ-
কাম ও প্রশান্ত শ্রীগোবিন্দ বিনা অপরকে উপাসনা করে, সেই মূর্খ
নিশ্চয়ই কুকুরের লাঙ্গুল অবলম্বনে সিন্ধু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে’ ॥২॥
যে বর্ণাদি লোক সেই গোবিন্দ ব্যতীত অন্য বহিরঙ্গাদি দেবতাকে
উপাসনা করে, সে বালিশ অর্থাৎ মহামূর্খ। সেই গোবিন্দ কিরূপ?—
স্বীয় লাভের সহিত অর্থাৎ নিজ-অনিমিত্ত অষ্টগুণবৈভবের পূর্ণতমতার

শ্রীভগবন্তমেব শ্রীগোবিন্দং বিহায় যঃ কোহপি বর্ণাদিঃ শ্রীভগ-
বন্মায়ামোহিতধীঃ সন্ দেবতান্তরং ভজতে তস্য বালিশত্বং
দর্শয়তি,—যথা অতিশয়মজ্ঞজনঃ শলাঙ্গুলেন কুকুরস্য পুচ্ছেন
অর্থাৎ কুকুরস্য পুচ্ছং বিধৃত্য সিঞ্চুং সমুদ্রমতিতিতর্তি অতিশয়েন
তর্তু মিচ্ছতি, তথা শ্রীভগবদ্বহির্মুখো বর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদিন্ রো-
হতিতুচ্ছকামময়া (অগ্নিদেবতাঃ) সেবতে, কিন্তু কত্রায়ত্ত্বাৎ
ফলমপি ন প্রাপ্নোতি, পুনঃ পুনর্জন্মমরণহেতু সংসৃতিবন্ধনতো
(তস্য) নিষ্কৃতিশ্চ নাস্তীত্যর্থঃ ।

পাণ্ডে—

যথা ধ্বংস শুনঃ পুচ্ছং তর্তু মিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্ ।

তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমগ্নোপাসনয়া ভবম্ ॥৩৥

সহিত পরিপূর্ণকাম ; যেহেতু অনগ্নশরণ ভক্ত ভগবান্ শ্রীহরিতে একল
অভিলষিত কামনা লাভ করেন, সুতরাং ইহা অপেক্ষা কেহ কোথাও
সর্বতোভাবে পূর্ণকাম নাই ; অতএব অবিন্মিত—নিত্যত্বহেতু শ্রীগোবিন্দে
কিছুমাত্র বিস্ময়ের অবকাশ নাই ; অতএব প্রশান্ত—স্বকীয় ভক্তগণের
বাঞ্ছনীয় রূপবিশিষ্ট । ভগবন্মায়ামি মোহিতবুদ্ধি যে-কোন বর্ণাদি ব্যক্তি
শ্রীভগবান্ গোবিন্দকে পরিত্যাগপূর্বক দেবতান্তর ভজন করে, তাহার
বালিশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন অতিশয় অজ্ঞজন কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে ; সেইরূপ শ্রীভগবদ্বহির্মুখ বর্ণাশ্রম-সঙ্কর-
অন্ত্যজাদি ব্যক্তি অতিতুচ্ছকামনাবশে অগ্নি দেবতা ভজন করে, কিন্তু
(তৎসমস্তের ফল) কর্তার অধীন বলিয়া ফলও প্রাপ্ত হয় না,—পুনঃ পুনঃ
জন্ম-মরণহেতু সংসারবন্ধন হইতে তাহার নিষ্কৃতিও নাই ।

অন্তেষাং বহিরঙ্গতটস্থাদীনামুপাসনয়া দেবানামর্চনাদিসেবয়া
ভবং সংসারং তর্ন্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ । সর্বমপরং স্পষ্টম্ । তস্মাৎ
শ্রীহরিব্যতিরেকেণ সংসারেহস্মিন্ ভজনীয়ঃ কোহপি নাস্ত্যপরঃ ।

তত্র শ্রীনারদং প্রতি সদাশিববচনেনাহ, যথা—

ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা ।

ভবার্গবচ্ছিন্নকোহপি সর্বকামদকামদঃ ॥ ৪ ॥

ভুবনে চতুর্দশভুবনে সর্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনামারাধ্যো
হরিব্যতিরেকেণ কোহপি কাপি ন বর্তত ইতি নিশ্চয়ঃ ।
কিন্তু যুক্তপি বেদস্মৃতিপুরাণাগমাদীনাং মতেন বহিরঙ্গতটস্থা-
দীনাং দেবতানাং পূজাদিকং কৰোতি কোহপি বর্গাদিলোকঃ
সকলফলকামনয়া, তত্রাপি সর্বকামদকামদঃ সর্বান্ কামান্

স্পষ্টপুরাণে—‘লোক বেরূপ কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ
হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তের
উপাসনাবলে সংসার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে।’ অন্তের—বহিরঙ্গ
তটস্থাদির উপাসনা অর্থাৎ দেবাদের অর্চনাদি-সেবাস্বারা সংসার উত্তীর্ণ
হইতে ইচ্ছা করে।’ অপর সমস্ত স্পষ্ট। অতএব শ্রীহরি ব্যতীত এই
সংসারে ভজনীয় অপর কেহ নাই।

এই বিষয়ে নারদের প্রতি সদাশিবের বাক্য-প্রমাণে কথিত হইতেছে
—‘এই ভুবনে সকল লোকের হরি বিনা আর কেহ আরাধ্য নিশ্চয়ই
নাই ; (ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত) আর কেহই কামদগণের কামদ ও
ভবার্গবচ্ছেতা নহেন ॥৪॥ ভুবনে অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনে ব্রহ্মাদি সকল
লোকের আরাধ্য শ্রীহরি ব্যতীত কেহ কোথাও নাই—ইহা নিশ্চিত ।

দদাতি কোহপি দেবস্তুশ্চ কামদোহভীষ্টপ্রদোহপি শ্রীহরিঃ ।
 অতএব তেষু বহিরঙ্গতটস্থাদিষু দেবেষু কোহপি ভবার্ণবস্তু
 সংসারসমুদ্রস্য ছিদ্রসংসৃতিবন্ধনহ্নেন . পুনঃপুনরাবর্তনস্য ছেত্তা
 ন ভবতীত্যর্থঃ । অতএব ঘোরসংসারমহাভয়নিবারণকর্তা
 শ্রীভগবন্তুং বিনা কোহপি নাশ্চ ইতি নিশ্চয়ঃ ।

কৃষ্ণস্য শরণ্যৈকত্বং

অতঃ শ্রীভগবন্তুং প্রত্নাঙ্কববাক্যেনাহ শ্রীভাগবতে (১১।১৯।৯)—

তাপত্রয়েণাপি (১) হতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ ।

পশ্যামি নাশ্চচ্ছরণং তবাজ্জিহ্বদ্বাতপত্রাদমৃত্যুভিবর্ষাদ্ ॥৫॥

হে ঈশ প্রভো! অস্মিন্ ঘোর অনিবারণমহাভয়ঙ্করে ভবাধ্বনি
 সংসারপথে তাপত্রয়েণ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকময়েন,
 অপি নিশ্চিতং, সন্তপ্যমানস্য গর্ভযাতনাদিমহাক্লষ্টভোগত্বাপরি-

কিন্তু যদি কোন বর্ণাদি লোক সৰ্ব্বপ্রকার ফলকামনাবশতঃ বেদ-স্মৃতি-
 পুরাণ-আগমাদির মতে বহিরঙ্গ-তটস্থাদি দেবগণের পূজাদি করে,
 সেই স্থলেও যেকোন সৰ্ব্বকামদাতা দেবতার অভীষ্টদাতা শ্রীহরি ।
 অতএব সেই সকল বহিরঙ্গ-তটস্থাদি দেবগণের মধ্যে কেহই সংসার-
 সমুদ্রের ছেদনকর্তা অর্থাৎ সংসারবন্ধনস্বরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্তনের ছেদন-
 কারী নহেন । অতএব শ্রীভগবান্ বিনা অশ্চ কেহ ঘোর সংসারের
 মহাভয়নিবারণকারী নাই—ইহা নিশ্চিত ।

(একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই শরণ্যতা)—অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৯)
 শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে কথিত আছে—‘হে ভগবন্! ঘোর

(১) তাপত্রয়েণাহিতস্যোতি পাঠান্তরম্ ।

মিতক্লেদহমানস্য, অতো হতস্য হন্থাতোগত্যর্থত্বাৎ পুনঃ পুন-
 জন্মমরণত্বাগণিতগতাগতস্য, লোকমাত্রশাশরণস্য তবাজ্জিহ্বদ্বন্দ্বা-
 তপত্রাৎ চরণযুগলাতপত্রং বিনাহন্যচ্ছরণমহং ন পশ্যামি। অয়ং
 ভাবার্থঃ—লোকে অতপত্রং ছত্রং, তস্মাৎ যথা মহারৌদ্রসন্তাপ-
 জলবৃষ্টিাদিষু পথিকাদিকস্য রক্ষা ভবতি, তথা সংসৃতিরজ্জুবন্ধন-
 বন্ধস্য লোকমাত্রস্য ত্বচ্ছরণযুগলাৎ ভববন্ধোদ্ধারকভূতাচ্ছত্রাৎ,
 অতএবামৃত্যুভিবর্ষাৎ,—অমৃতং সাযুজ্যাদিমুক্তিচতুষ্টয়ং তথা
 ভববন্ধমোক্ষস্বরূপ-শ্রীভগবৎপদারবিন্দুসেবা তত্ত্বকামপ্রাপ্তিশ্চ,—
 এতস্য অভি সর্বতোভাবেন বর্ষং অবিরতানন্দসন্দোহপ্রবাহ-
 বৃষ্টির্ঘস্মাৎ তৎ তস্মাৎ। এতেন শ্রীভগবচ্ছরণযুগলাৎ কোটি-
 কোটিমুক্তিবৃন্দমগণিতবৃষ্টিধারাবদ্ববতীতি ভাবঃ। তস্মাদেতস্মাৎ
 জগত্যাং দেবতাসুরমনুষ্যাদিলোকমাত্রশাশরণত্বেন শ্রীমদ্ভগবত-

সংসার-পথে ত্রিতাপের দ্বারা দহমান্ ও গতাগতিবিশিষ্ট জনের আপনার
 অমৃতবর্ষা চরণযুগলছত্র ব্যতীত অণু আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না ॥৫॥
 হে ঈশ্বর! এই ঘোর অর্থাৎ অনিবার্যতা হেতু মহাভয়ঙ্কর সংসারপথে
 আধ্যাত্মিক-আধিতৌতিক-আধিদৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা অপি অর্থাৎ
 নিশ্চিত সন্তপ্যমান অর্থাৎ গর্ভঘাতনাদি মহাকষ্টভোগরূপ অপরিমিত
 ক্লেশে দগ্ধাভূত, অতএব পুনঃ পুনঃ জন্মমরণহেতু অগণিত গতাগতিবিশিষ্ট
 নিরাশ্রয় লোকমাত্রের আপনার চরণযুগলছত্র ব্যতীত অণু আশ্রয় আমি
 দেখিতে পাইতেছি না। ভাবার্থ এই—সংসারে ছত্রদ্বারা যেমন অতিশয়
 রৌদ্র-তাপ-জলবৃষ্টি প্রভৃতি হইতে পথিকাদির রক্ষা হয়, সেইরূপ সংসার-
 রজ্জুতে বদ্ধ লোকমাত্রের ভববন্ধন হইতে উদ্ধারক আপনার চরণ-

স্বব চরণযুগলভজনব্যতিরেকেণ ভববন্ধমোচনরূপনিষ্কৃতির্ন লভ্যত
ইত্যর্থঃ । যতস্বচ্চরণসেবী লোকো জীবনে পঞ্চস্তু বা সতি
সর্বদৈব সুখীসংসারবন্ধনরহিতত্বাৎ ।

অনন্তশরণতাবিবর্কঃ * ১

দেবতাদিপূজাদিবাতিরেকেণ বর্ণাদিকস্মানন্তশরণত্বং দর্শয়তি,
যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং—

অনন্তশরণো নিত্যং তথৈবানন্তসাধনঃ ।

অনন্তসাধনার্থশ্চ স্মাদনন্তপ্রয়োজনঃ ॥

নাশ্রয় পূজয়েদেবং ন নমেত স্মরেন্নচ ।

ন পশ্যেন্ন চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন ॥

যুগলরূপ ছত্রদ্বারা (রক্ষা হয়) ; অমৃত্যভিবর্ষী—অমৃত অর্থাৎ সাধুজ্ঞাদি
মুক্তি-চতুষ্টয় এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তিস্বরূপ শ্রীভগবৎপদারবিন্দসেবা ও
তদীয়ধামপ্রাপ্তি,—এইরূপ অমৃতের সর্বতোভাবে বর্ষণ অর্থাৎ অবিরত
আনন্দ-সন্দোহের ধারারূপি যাহা হইতে হয়, তাদৃশ ছত্র । কোটি কোটি
মুক্তিরাশি অগণিত রুষ্টিধারার আয় শ্রীভগবানের চরণ হইতে প্রবাহিত
হয়—উক্ত বাক্য হইতে ইহা স্মৃচিত । অতএব হে ভগবন্! এই জগতে
দেবতা-অশুর-মনুষ্যাদি জীবমাত্রের একমাত্র শরণ বলিয়া আপনার চরণ-
যুগলভজন ব্যতিরেকে ভববন্ধন হইতে মুক্তিরূপ নিষ্কৃতি লভ্য হয় না ।
যেহেতু আপনার চরণসেবী জন জীবনে বা মরণে সংসার-বন্ধন-রহিত
বলিয়া সর্বদাই সুখী ।

* ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

নাগ্নোচ্ছিষ্টঞ্চ ভূঞ্জীত নাগ্নশেষঞ্চ ধারয়েৎ ।

অবৈষ্ণবানাং সস্তাষাবন্দনাদি বিবর্জয়েৎ ॥

শ্রীসদ্গুরুভগবান্নামমন্ত্রদীক্ষিতো বর্ণাদিব্রহ্মশরণো নিত্য-
মতিনিশ্চয়মেব স্মাদ্ভবেদিত্যর্থঃ,—শ্রীমদ্গোবিন্দং .বিনা ন
বিচুতে ব্রহ্মাণ্ডান্তবাহে অগ্নঃ কোহপি শরণং সেব্যত্বেনেষ্টং যস্ম
সোহয়ম্ । এবং সৰ্বত্র (স্মাদিত্যস্মায়ঃ) । যথাইনগ্নশরণ-
স্তথৈবাবশ্যমনগ্নসাধনঃ—ন' বিচুন্তে শ্রীভগবদ্বক্ষ্মনিষ্ঠাবৃত্তিত্বেনা-
বিরতশ্রীগোবিন্দপাদসেবনপূজনবন্দনসখ্যাঅনিবেদনেন তন্নাম-
শ্রবণকীর্তনস্মরণমননাদিকং বিনাহুগ্যানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-
দৈবপৈত্রমাঙ্গল্যাদিকস্ম্যাণি সাধনানি যস্ম স তাদৃশঃ স্মাৎ,—
শ্রীভগবদ্বজ্ঞান-ধস্মনৈষ্ঠিকত্বেন নৈক্ষস্ম্যবত্বাৎ । অতএবানগ্ন-
সাধনার্থশ্চ (স্মাৎ) — অনগ্নসাধনানাং মহাম্হিমভাগবতোত্তমানাং

অগ্ন দেবতাদির অর্চনাদি বর্জনদ্বারা বর্ণাশ্রমিগণের অনগ্নশরণতা
প্রদর্শিত হইতেছে, যথা শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়—‘সৰ্ব্বদা অনগ্নশরণ,
অনগ্নসাধন, অনগ্নসাধনার্থ ও অনগ্নপ্রয়োজন হইবে। কখনও অগ্ন দেবতার
পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, স্তুতি, নিন্দা, উচ্ছিষ্টভোজন ও অবশেষ-
নির্মাল্য ধারণ করিবে না এবং অবৈষ্ণবগুণের সহিত সস্তাষণ-বন্দনাদি
বর্জন করিবে ।

শ্রীসদ্গুরুর নিকট শ্রীভগবান্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত বর্ণাশ্রমি-
প্রভৃতি ব্যক্তি অতিনিশ্চয় অনগ্নশরণ হইবে—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের
অন্তরে বাহিরে শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত অপর কেহ শরণ বা সেব্যরূপে অতীষ্ট-
বাহার নাই, তাদৃশ হইবে । স্মাৎ-পদের সৰ্বত্র এইরূপে অর্থ হইবে ।

সম্প্রদায়িনামেব,— ন তু শ্রীসদগুরুদীক্ষারহিতদৃষ্টশ্রুতছদ্ম-
বেশিনাং,—সেবায়া ইত্যর্থঃ, অর্থো ধনাদি যন্তাস্তীতি শেষঃ
অর্থাৎ সোহনন্যশুরগসেবীতি জ্ঞেয়ম্। অশ্রু ব্যাখ্যা,—
অনন্যশরগকৃষ্ণেকতানাদিব্যতিরেকেণ। অশ্রুশৈবশাক্তসৌরগাণ-
পত্যাদি-শ্রীগোবিন্দবহিন্মুখানাং কেবলাতিথ্যভাগত-জীবমাত্র-
বন্দানামন্নজলাদিদ্রব্যং সহজদেয়ং বিনা সেব্যসেবকবৎ সেবা
ন কার্য্যা—শ্রীনামাপরাধভয়াদ্বিত্তি। তথাহুনন্যপ্রয়োজনঃ
স্মাস্তবেৎ,—ন বিচ্যতে বর্ণাশ্রমাদিযুক্তবিষয়িবৎ শ্রীভগবচ্চরণ-
যুগলসেবাদিব্যতিরেকেণাত্মং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং যেস্ম স
শ্রীহরিদাসত্বাৎ।

যেমন অনন্যশরণ, সেইরূপ অনন্যসাধন হইবে—শ্রীভগবদ্বাক্ত্রের নিষ্ঠাময়ী
বৃত্তিবশতঃ অবিরত শ্রীগোবিন্দের পাদসেবন-পূজন-বন্দন-সখ্য-আত্মনিবেদন-
দ্বারা শ্রীগোবিন্দের নামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-মুননাদি ভিন্ন অন্য নিত্য-
নৈমিত্তিক-কাম্য-দৈব-ঋপত্র-মাঙ্গল্যাদি কৰ্ম্ম বাহার সাধন নহে,—তাদৃশ
হইবে; কারণ, ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি নৈক্কর্ম্মবান্। প্লতএব
অনন্যসাধনার্থও হইবে অর্থ্যাৎ অনন্যসাধন মহামহিম সম্প্রদায়ী উক্তক
ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত—(কিন্তু শ্রীসদগুরুর নিকট দীক্ষারহিত
অথচ দের্খিয়া বা শুনিয়া অনুকরণকারী ছদ্মবেশিগণের জন্ত নহে)—
অর্থ বা ধনাদি বাহার, তাদৃশ; অর্থাৎ অনন্যশরণসেবী। ইহার ব্যাখ্যা
এই—অনন্যশরণ কৃষ্ণেকতানাদি ব্যতীত অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য
প্রভৃতি শ্রীগোবিন্দ-বহিন্মুখ কেবল অতিথি-অভ্যাগত জীবগণের
অনায়াসে দেয় অন্নজলাদি দ্রব্যদান ভিন্ন সেব্য-সেবকভাবে সেবা

এবং ভূতোহনন্তশরণঃ কাঞ্চাদিরন্তদেবং ন পূজয়েৎ ।
 চকারাৎ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিকমপি ন
 কুর্য্যাৎ । কদাচনেত্যন্ত সর্বত্রাহ্ময়ঃ । তথ্যন্তদেবং ন নমেৎ ন
 মমস্কুর্য্যাৎ । অন্তদেবং ন স্মরেৎ তত্তনামধেয়েন স্মরণমপি ন
 কুর্য্যাৎ । চকারাৎ প্রদক্ষিণং চ ন কুর্য্যাৎ । ন পশ্যেৎ
 বিবুধানাং ঘটাদিমূর্তীনাং দর্শনং ন কুর্য্যাৎ, চকারাৎ তত্তদেবতা-
 মূর্ত্তিস্পর্শনমপি ন কুর্য্যাৎ । তথা ন গায়েৎ তত্তদেবতানাং গানং
 ন কুর্য্যাৎ, চকারাৎ তত্তদেবতানাং কথোপকথনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ ।
 তথা ন চ নিন্দেৎ তত্তদেবতানাং নিন্দাং চকারাৎ তত্তদ্বন্দনমপি
 ন কুর্য্যাৎ । অন্তোচ্ছিষ্টঞ্চ ন ভুঞ্জীত—অন্তদেবতানাং নির্ম্মালাং
 চকারাৎ তন্নির্ম্মালাপুষ্পজলাদীনাং গ্রহণভোজনাদীনি ন কুর্য্যাৎ ।

কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে নামাপরাধের ভয় আছে । তদ্রূপ
 অনন্তপ্রয়োজন হইবে—শ্রীহরিদাস বলিয়া শ্রীভগবানের চরণযুগলের সেবা
 ব্যতিরেকে বর্ণাশ্রমাদিযুক্ত বিষয়ীর স্থায় অন্ত কোন প্রয়োজন যাহার নাই,
 তাদৃশ হইবে ।

এইরূপ অনন্তশরণ কৃষ্ণভক্তাদি অন্তদেবতার পূজা করিবে না এবং
 নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদিও করিবে না । ‘কদাচ’ এই
 পদের সর্বত্র অহ্ময়ঃ । তদ্রূপ অন্ত দেবতাকে মমস্কার করিবে না, অন্ত
 দেবতার নাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্মরণও করিবে না । চকার হইতে—অন্ত
 দেবতাকে প্রদক্ষিণও করিবে না । অন্ত দেবতাদির ঘটাদি মূর্ত্তি দর্শন
 ও স্পর্শন করিবে না । অন্ত দেবতার গান, তাহাদের বিষয়ে কথোপকথনও
 করিবে না । অন্ত দেবতার নিন্দা এবং বন্দনাও করিবে না । কখনও

তথ্যশেষং চ ন ধারয়েৎ, অশ্রুদেবতানিস্মাল্যপুষ্পমাল্যবস্ত্র-
গন্ধচন্দনাদিধারণং ন কুর্যাৎ । চকারাৎ শ্রীকাঞ্চাদীনাং প্রসাদ-
পুষ্পমাল্যচন্দনাদিব্যতিরেকেণাপরশৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদীনাং
বর্ণাদীনাং শ্রীভগবদ্বহিস্মুখানাং দত্তাপাদীনাং বা তেষাং প্রসাদীয়-
পুষ্পমাল্যগন্ধচন্দনবস্ত্রাদীনাং ধারণং ন কুর্যাৎ । পূর্বাবস্থায়ঃ
শৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদি-বহিস্মুখব্যবহারব্যবসায়ত্বেন যান্যু-
পার্জিতানি দ্রব্যানি, পশ্চাৎ শ্রীসদগুরুশ্রীগোবিন্দনামমন্ত্র-
দীক্ষিতো ভবন্ পুনর্জন্মসংস্কারশুদ্ধাশয়ত্বেন তেষাং শ্রীগোবিন্দ-
কাঞ্চাদিসেবানিমিত্তং বিনা গার্হস্থ্য-সংগৃহীতত্বেন ধারণং নো
কুর্যাদিত্যর্থঃ, তদ্রব্যং শ্রীকৃষ্ণকাঞ্চাদিসম্বন্ধে অপরত্বাৎ
(অর্পিতত্বাৎ) । তথা চাবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদ্বহিস্মুখানাং
বর্ণাশ্রমাদিশৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদীনাং সস্তাষা সন্তোষা-

অশ্রু দেবতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না—অশ্রু দেবতার নিস্মাল্য-পুষ্প-
জলাদি গ্রহণ ও ভোজন করিবে না । সেইরূপ অশ্রুর অবশেষ
অর্থাৎ অশ্রু দেবতার নিস্মাল্য-পুষ্পমাল্য-গন্ধ-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না ।
চ-কার হইতে—শ্রীকাঞ্চাদীগণের প্রসাদ-পুষ্প-মাল্য-চন্দনাদি ব্যতিরেকে
ভগবদ্বহিস্মুখ অপর শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমিগণের
প্রদত্ত জলাদি বা প্রসাদীয় পুষ্প-মাল্য-গন্ধ-চন্দন-বস্ত্রাদি ধারণ করিবে না ।
অথবা—পূর্বাবস্থায় শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতি বহিস্মুখগণের স্থায়
ব্যবহার-চেষ্টায় উপার্জিত যে-সকল দ্রব্য, তৎসমস্ত পরে শ্রীসদগুরুর নিকট
শ্রীগোবিন্দের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনর্জন্ম ও সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ-
চিত্ততা-হেতু শ্রীগোবিন্দ ও কাঞ্চাদির সেবোদ্দেশ্যে ভিন্ন গার্হস্থ্যধর্মের

ভাষ্যত্বেন সম্মেলনং তেষাং বন্দনং নমস্কারং স্তুতিঞ্চ,—আদিপদেন
তৎস্পর্শ সহোপবেশনভোজনাদিকং, ভোজন-পানার্থং তদন্নজলা-
দিকঞ্চ সর্বম্মেতদ্বিবর্জয়েৎ, অতিবিশেষমুযত্ততঃ পরিত্যজে-
দিত্যশ্বয়ঃ ।

অন্যদেবার্চনে অবৈষ্ণবানামপ্যপরাধঃ

ননুশরণ-কাঞ্চ বৈষ্ণবাদীনামিত্যুপলক্ষণং, শ্রীবিষ্ণু নাম-
মন্ত্রাদীক্ষিত-ব্রাহ্মণানামপ্যন্যদেবার্চনে মহান্ দোষঃ ।
তথাহ শ্রীনারদীয়পুরাণে, যথা—

ব্রাহ্মণোহপি মুনিজ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ ।
মোহেন কুরুতে যস্ত সত্ত্বশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥
সদাশ্রদেবতাভক্তিব্রাহ্মণানাং গরীয়সী ।
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চাণ্ডালত্বং শ্রযচ্ছতি ॥

অন্য সংগৃহীতরূপে ধারণ করিবে না । কারণ, সেই সকল দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ
ও কৃষ্ণভক্তের ঈশ্বর হইতে বিচারে—‘অন্য’ । তদ্রূপ অবৈষ্ণব অর্থাৎ
শ্রীতগুবহির্নুখ বর্ণাশ্রমাদি শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য প্রভৃতির সম্ভাষণ
অর্থাৎ কর্তব্যরূপে সম্ভাষণ-পূর্বক আহ্বান করিয়া সম্মেলন, বন্দন, নমস্কার,
স্তুতি,—আদি-পদে তাহাদের স্পর্শ, সুহোপবেশন, ভোজনাদি, ভোজন-
পানার্থ অন্নজলাদি—এই সমস্ত বিশেষ যত্নে পরিত্যাগ করিবে ।

(অন্যদেবার্চনে অবৈষ্ণবেরও অপরাধ)—‘অন্যশরণ কাঞ্চ’, বৈষ্ণব প্রভৃতি’
—ইহা উপলক্ষণমাত্র । শ্রীবিষ্ণু নাম-মন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণাদি
বর্ণাশ্রমীরও অন্যদেবতার অর্চনে মহাপরাধ হয় । এ বিষয়ে
শ্রীনারদপুরাণে কথিত আছে, যথা—‘মুনি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণও অন্যদেবতার

ব্রাহ্মণো গায়ত্রীজ্ঞঃ,—ব্রহ্ম গায়ত্রী শ্রীমন্নারদোপদিষ্টা—
 মহাভাগো তত্ত্বজ্ঞেহন, অপি নিশ্চিতং, শ্রীবিষ্ণুজ্ঞাতা ভবতি ।
 তস্মাদ্ধি বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কলেমধ্যে বিশেষত ইতি প্রমাণশ্রবণেন
 শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবয়োরভিন্নত্বাৎ—ব্রাহ্মণ . এব আদিবৈষ্ণবঃ ।
 তত্রাপি মুনিঃ মননশীলঃ সদসদ্বিবেকবান্, জ্ঞানী আহারভয়-
 মৈথুননিদ্রাঋসজ্ জ্ঞানব্যতিরেকেণ সদ্ধিশিষ্টজ্ঞানঃ এবং বিশিষ্টো
 ব্রাহ্মণোহন্যং দেবং দেবতামাত্রং ন পূজয়েৎ । স চ যদি মোহেন
 কৰ্ম্মবশত্ৰষ্টজ্ঞানেন কুরুতে তদা পুনশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ । অয়মর্থঃ,
 —পঞ্চত্বে সতি তস্ম পুনরাবর্তনং যদ্ববেৎ তৎ কিং বক্তব্যং—
 ইদানীং সাংক্ষাদ্ভ্রাহ্মণাচারত্ৰষ্টত্বাৎ চাণ্ডালবদ্ভবতি । অতঃ
 কারণাদনুদেবতাভক্তিঃ কেবলশ্রীপরমভাগবতগায়ত্র্যপাসনা-

পূজা করিবেন না । যিনি মোহবশতঃ করেন, তিনি সত্বে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত
 হন । ব্রাহ্মণগণের অনুদেবতায় বিশেষ ভক্তি সৰ্ব্বদা বিপ্রত্ব দূর করিয়া
 চাণ্ডালত্ব প্রদান করে ।’

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীজ্ঞ ; ব্রহ্ম-অর্থে গায়ত্রী—যাহা শ্রীনারদকর্তৃক
 উপদিষ্ট ; মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নিশ্চয়ই বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞাতা ।
 ‘সেই হেতু অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিশেষতঃ কলিকালে বৈষ্ণব বিষ্ণু’,
 —এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অভেদ-নিবন্ধন ব্রাহ্মণই আদি-
 বৈষ্ণব । তাহাতে আবার মুনি অর্থাৎ মননশীল সদস্য বিচার-পরায়ণ
 ও জ্ঞানী অর্থাৎ আহার-ভয়-মৈথুন-নিদ্রাদি অসৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশিষ্ট
 সজ্জ্ঞানী । এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রাহ্মণ অনু দেবতামাত্রকে পূজা
 করিবেন না । তিনি যদি মোহবশতঃ অর্থাৎ কৰ্ম্মবশে ত্রষ্টজ্ঞানহেতু

ব্যতিরেকেণ অন্যদেবতাসেবা। তদ্বৃতির্বা ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী
গরিষ্ঠা অভিনন্দিতা (অপি) এষাং বিপ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বিদূরয়তি
বিনাশয়তি, চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি প্রকর্ষণেণ দাদাতীত্যর্থঃ।

ননু ব্রাহ্মণস্ত্যুপলক্ষণঃ,—বর্ণাশ্রমাদীনাং সর্বেষাং বিষ্ণুং
বিহায়ান্গদেবতার্চনে মহান্ দোষ। তত্রাহ স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-
সংবাদে, যথা—

‘বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।

ত্যক্তামৃতং স মুঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥

যঃ কশ্চিন্ননুষ্যমাত্রো বর্ণাশ্রমাদির্বাসুদেবমিত্যনেন শ্রীজগ-
দীশ্বরত্বেন পরংপদাখ্যধামস্থায়িনং বিহায়ান্গদেবং দেবতামাত্র-
মুপাসত (ইত্যর্ষমুপাস্ত ইত্যর্থঃ) সেবনীয়ত্বেনোপাসনাং কুরুতে

তাহা করেন, তাহা হইলে পুনঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই—
মৃত্যুর পরে তাঁহার যে পুনরাবর্তন হয়, সেই বিষয়ে আর কি বলিব ?
বর্তমানে ব্রাহ্মণাচার হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া সূক্ষ্মাৎ চাণ্ডালসদৃশ
হন। এই কারণে, অগ্নিদেবতা-ভক্তি অর্থাৎ পরমভাগবতী গায়ত্রীর
উপাসনা ব্যতীত অগ্নিদেবতার সেবা বা তাঁহার দ্বারা বৃত্তি (অগ্নি)
গরীয়সী অর্থাৎ অতি প্রশংসনীয় হইলেও তাহা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিদূরিত
করে এবং চাণ্ডালত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করিয়া থাকে।

ইহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে উপলক্ষণ-মাত্র। বর্ণাশ্রমী সকলেরই
বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অগ্নিদেবতার অর্চনে মহাপরাধ হয়। এই
বিষয়ে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে আছে, যথা,—‘বাসুদেবকে পরিত্যাগ
করিয়া যে অগ্নিদেবতার উপাসনা করে, সেই মুঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগপূর্ব্বক

সোহমৃতং ত্যক্ত্বা হলাহলং কালকূটং বিষং ভুঙ্ক্তে । যতো
মূঢ়াত্মা অতিশয়াজ্ঞতমত্বেনাব্যবসিতচিত্তঃ । অয়ং ভাবঃ—
শ্রীবাসুদেববহিস্মুখত্বেন যো মূঢ়াত্মা সোহমৃতং সংসৃতিবন্ধন-
বিনাশকারকত্বেন মোক্ষস্বরূপং শ্রীমদ্বাসুদেবভজনং ত্যক্ত্বা
হলাহলমবশ্যাতিনিশ্চয়বিনাশিত্বেন বিষতুল্যং মহাঘোরতমং
সংসারবন্ধতা--চতুরশীতিলক্ষ্যোনিভ্রমণ--বিবিধযাতনা-কৰ্মভোগং
করোতি,—‘অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভমি’ত্যাदि-
বচনপ্রমাণাৎ ।

তথা শ্রীমহাভারতে হরিবংশে, যথা—

যস্ত বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে ।

স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিহ্বক্ষতি ॥

‘হলাহল বিষ পান করে।’ যে-কোন বর্ণাশ্রমী মনুষ্যমাত্র যদি পরমপদ-
ধামে শ্রীজগদীশ্বরস্বরূপে বিরাজমান শ্রীবাসুদেবকে পরিত্যগ করিয়া
অন্য দেবতামাত্রকে উপাসনা করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বা
কালকূট বিষ ভক্ষণ করে। কারণ, সে মূঢ়াত্মা অর্থাৎ অতিশয় অজ্ঞতম
অস্থিরচিত্ত । ভাবার্থ এই—শ্রীবাসুদেব-বিমুখতাহেতু যে ব্যক্তি মূঢ়াত্মা,
সে অমৃত অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের বিনাশ-কারিত্ব-নিবন্ধন মোক্ষস্বরূপ
শ্রীবাসুদেবভজন পরিত্যাগ করিয়া হলাহল অর্থাৎ সুনিশ্চিত বিনাশকারী
বলিয়া বিষতুল্য মহাঘোরতম সংসারবন্ধন-চৌরশীলক্ষ্যোনি-ভ্রমণ-বিবিধ-
যাতনা-কৰ্ম ভোগ করে। ‘স্বকৃত শুভাশুভ কৰ্মের ফল অবশ্যই ভোগ
করিতে হইবে’—ইত্যাদি শাস্ত্র এই স্থলে প্রমাণ ।

শ্রীমহাভারতে হরিবংশেও, যথা—‘যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে

মোহাৎ শ্রীবিষ্ণুমায়াভ্রাস্ত্ৰাৎ, যস্ত ইত্যনেন যঃ কোহপি
 নরমাত্রঃ, বিষ্ণুং সৰ্বব্যাপিনং শ্রীজগদীশ্বরং, পরিত্যজ্য অনন্ত-
 শরণাচরণেষ্টসেব্যত্বেন ত্যক্ত্বা, অন্মং দেবোপদেবাদিকং উপাসত
 (উপাস্তে) ইষ্টত্বেনাথবা কাম্যকর্মাতিফলদাত্বেন সেবতে, স
 হেমরাশিং-কনকসমূহমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং ধূলীনাং প্রাচুর্যং
 জিঘ্রক্ষতি গ্রহীতুমিচ্ছতি । যদ্বা যস্ত্বিতি—অনেকজন্ম গোবিন্দ-
 ভজনপ্রতাপাৎ য ইহ মনুষ্যজন্ম পুনঃ প্রাপ্য শ্রীসদগুরুপাদিষ্ট
 শ্রীভগবনামমস্ত্রোহনন্তো ভবন্ অন্মবিবিধবিবুধবৃন্দং পরিত্যজ্য কায়-
 বাহ্যনোন্মিদ্‌রীকৃত্য কেবলৈকং শ্রীমদ্বিষ্ণুমুপাসতে স্বামিব্রতত্বেন
 ভজতে স পাংশুরাশিং অপরিমিতধূলিবৎ * বিবিধযোনিভ্রমণ-
 গতাগতি-জন্মমরণসংসারবন্ধনপদ্ধতিমুৎসৃজ্য সর্বতোভাবেন-
 ত্যক্ত্বা হেমরাশিং কনকনিধিপ্রাপ্তিবৎ শ্রীগোবিন্দনিজদশস-

পরিত্যাগ করিয়া অন্ম দেবতার উপাসনা করে, সে হেমরাশি ত্যাগপূর্বক
 ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে ।’ মোহবশতঃ অর্থাৎ বিষ্ণুমায়াতে ভ্রাস্ত্র
 বলিয়া যে-কোন মনুষ্য সৰ্বব্যাপী জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া
 অর্থাৎ অনন্তশরণাচরণেষ্ট আচরণানুযায়ী ইষ্ট সেব্যত্বেন গ্রহণ না করিয়া
 অন্ম দেবত্ব-উপদেবত্বাদিগকে অতীষ্টরূপে অথবা কাম্যকর্মাতির ফলদাত্ব-
 রূপে সেবা করে, সে কনকরাশি পরিত্যাগপূর্বক প্রচুর ধূলি গ্রহণ করিতে
 ইচ্ছা করে । অথবা ব্যাখ্যাস্তরে—অনেক জন্মের গোবিন্দভজন-প্রভাবে
 যে-ব্যক্তি এই সংসারে পুনঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদগুরুর নিকট
 শ্রীভগবনাম-মন্ত্র গ্রহণ-পূর্বক অনন্ম হইয়া অপর নানাবিধ দেবতাবৃন্দকে

* ধূলীনামপরিমিতবৎ

পদবীং জিঘৃক্ষতি প্রাপ্নোতি—ধাতু নামনেকার্থত্বাদিতি প্রামা-
ণ্যং (১)। অতএব শ্রীগোবিন্দৈকতানভক্তানাং সদসদ্বিচারকত্বেন
সর্বকর্মসু শ্রীভগুবদ্ধশ্মোকসদগ্রহণমপরসকলপরিত্যাগঃ।

সচ্ছন্দবিবেকঃ

এতস্মিন্ প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ অর্জুনং প্রতি সংশ্লিষ্টার্থং
শ্লোকদ্বয়েনাহ, যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ং (১৭।২৬-২৭)—

সদভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ॥
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥

(ক) সদ্ভাবে সতা সৎগুণেন ভাবো জন্ম যস্য স তস্মিন্

কায়মনোবাক্যে পুরিত্যাগ-করিত্যা পতিনিষ্ঠরূপে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর
উপাসনা করে, সে পাংকুরাশি অর্থাৎ অপরিমিত ধূলিরাশির ত্রায় বিবিধ-
ঘোনিভ্রমণ-গতাগতি-জন্মমরণ-সংসারবন্ধন-প্রবাহ সর্বতোভাবে ত্যাগ
করিত্যা হেমরাশি অর্থাৎ সুবর্ণ-নিধিপ্রাপ্তির ত্রায় শ্রীগোবিন্দের
নিজদাস-পদবী প্রাপ্ত হয়। ধাতুর অনেক অর্থ—এই বচন-প্রমাণে
জিঘৃক্ষতি-পদের প্রাপ্তি-অর্থ হইল।)

(১) তথা শ্রীভাগবতে (১।১।৫৫-৩)

• মুখধাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষস্যশ্রমৈঃ সহ।

চতুরো জজিহ্বেরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভেষ্টাঃ পুতন্ত্যধঃ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে (২।৭।৩৭)—চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণার্চনং পরম্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

শ্রীগোবিন্দভক্তবিবুধে গায়ত্রীপূতভুসুরে চ ; তথা সতা শুদ্ধসত্ত্বেন ভাবঃ আবির্ভাবঃ স্বরূপপ্রভবো যস্য যস্মাদ্বা স তস্মিন্ শ্রীমদ্বিরাজ্যপন্যারায়ণে চ দ্বিবিধাবতারে ; এবং সরসত্ত্বেন সতি ভাবঃ—পরমপদাখ্যং বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তস্মিন্ সততস্থায়িত্বেনা-বির্ভাবো যস্য স তস্মিন্ শ্রীমন্নারায়ণাখ্যবাসুদেবে ; অপরঞ্চ সতা অতিবিশুদ্ধসত্ত্বেন ভাবঃ স্বাণিমাदिविबिधसुखविभव-नाम-गुणकर्मलीलादि-स्येच्छामय प्राकट्यं यस्य स तस्मिन् श্রীमৎकृष्णे

[শ্রীভাগবতে (১১।৩।২-৩) বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স-স্ব স্থান অর্থাৎ বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।]

অতএব একনিষ্ঠ গোবিন্দভক্তগণের সদসম্বিচার-পারায়ণতা-নিবন্ধন সকল কর্মে শ্রীভগবদ্বাক্ত্যে উপদিষ্ট 'সদ'-গ্রহণ ও অপর সমস্তেরই বর্জন বিধেয়।

(সংশ্লিষ্ট বিচার)—এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুইটা শ্লোকে 'সৎ'-শব্দের অর্থ উপদেশ করিয়াছেন, যথা শ্রীভগবদ্গীতায় (১৭।২৬-২৭)—'হে পার্থ! সদৃভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ'—এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত কর্মেও 'স' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

(ক) **সদৃভাবে**—সৎ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা ভাব বা জন্ম যাহার, তাদৃশ শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপূত ব্রাহ্মণে এবং সৎ বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব বা স্বরূপ-প্রকাশ যাহার বা যাহা হইতে, সেই শ্রীবিরাট ও দ্বিবিধ নারায়ণাবতারে ; এই প্রকারে সরসত্ত্ব-নিবন্ধন সৎ-এ ভাব যাহার—পরমপদাখ্য বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তাহাতে নিত্যবিরাজ-মানরূপে আবির্ভাব যাহার, সেই শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাসুদেবে ;

তন্নাম্নি শ্রীমদ্ভূতাবনে চ; তথা সর্বাং কাষা'দীনাং—পিত্রু পাত্ত-
 ভৌতিকদেহজন্ম শৌক্রং পূর্বার্জিতসংস্কারতঃ—অস্মাদন্যো
 ভাবঃ শ্রীভগবন্মামমন্ত্রোপদেশ-তত্ত্বকর্মশাস্ত্রাদিশিক্ষাদিতোহত্য-
 ন্তাশ্চর্য্যং পুনর্জন্ম যস্মাৎ স তস্মিন্ শ্রীগুরৌ। তথা (খ)
 সাধুভাবে চ সাধুনাং শ্রীমৎকৃষ্ণেকতানা'দীনামনন্যভক্তানাং
 ভাবঃ পরমোৎকৃষ্টঃ—স্বভাবোহতিশয়মনোনির্মল্যং যস্মাৎ স
 তস্মিন্ শ্রীভগবন্মামমন্ত্রগুণ কর্মলীলাদৌ, তথা শ্রীভগব-
 দ্বন্দ্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণাগমসিদ্ধান্তপঞ্চরাত্রশাস্ত্রাদৌ
 চ, তথা সাধুসঙ্গাদৌ চ, তথা শ্রবণাদিসকল ভক্তিবিশয়ে
 তদঙ্গে চ। সদিত্যেতৎ, রজস্তুমোগুণব্যতিরেকেণ কেবলশুদ্ধ-
 সত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বতো নিত্যত্বাৎ সত্যত্বাচ্চ দেবব্রাহ্মণাদিষে-

আরও, সং বা অতিবিশুদ্ধসত্ত্বময়তাহেতু ভাব অর্থাৎ নিজ-গুণিমা'দি
 বিবিধ সুখবৈভব, নাম, গুণ, কর্ম, লীলা প্রভৃতির সহিত স্বেচ্ছাময়
 প্রাকট্য ষাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণে ও তদীয়ধাম শ্রীভূতাবনে; আরও, সং
 বা কাষা'দির—পূর্বার্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত
 ভৌতিকদেহলাভরূপ শৌক্রজন্ম হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবন্মাম-
 মন্ত্রোপদেশ ও সেই সকল ধর্মশাস্ত্রাদিশিক্ষাপ্রভাবে অতি আশ্চর্য্য
 পুনর্জন্ম ষাঁহা হইতে, সেই শ্রীগুরুদেবে; (খ) সাধুভাব—সাধুগণের
 অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকনিষ্ঠ অনন্যভক্তগণের ভাব অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব
 —মনের অতিশয় নির্মলতা—ষাঁহা হইতে, সেই শ্রীভগবন্মাম-মন্ত্র-
 গুণ-কর্ম-লীলাদি, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্বন্দ্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণ-
 আগম-সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্র শাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি, শ্রবণাদি সকল ভক্তি-

তেষু শ্রীভগবদাশ্রয়পরেষু বস্তুষপি প্রকর্ষণে যুক্ত্যতে বর্ততে—
 তেষু তাৎপর্যাৎ । তথা (গ) "প্রশস্তে কর্ম্মণি শ্রীগোবিন্দ-
 বহিন্মুখ-কর্তৃব্যতিরেকেণ পরমমঙ্গলাতিমঙ্গলে সাত্ত্বিক-কর্ম্মণি,
 যথাবিধানোক্তযাবচ্ছ্রীভগবৎসকলসেবাদৌ," তথা শ্রীগুরু-
 বৈষ্ণবকাঞ্চব্রাহ্মণাদীনাং বিধিবৎ সর্বসেবনে, তথা শ্রীমদ্-
 গোবিন্দস্য সকল যাত্রামহোৎসব-নামকীর্তনসংকীর্তনাদৌ
 চ । হে পার্থ ! অর্জুন ! এতেষু অপর শ্রীভগবৎকৃষ্ণ-
 কাঞ্চাদি-সকলকর্ম্মসু সচ্ছন্দঃ যুক্ত্যতে সঙ্গত ইত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ (১৭২৭)—

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্বিত্তি চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥

যজ্ঞে (ঘ) শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞে ব্রাহ্মমূহুর্তে মঙ্গলবন্দনাদি-শয়ন-

বিষয় ও ভক্ত্যঙ্গে ; রজস্বমোগুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-
 বিশুদ্ধসত্ত্বময় বস্তুর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদা-
 শ্রয়পর দেবতা-ব্রাহ্মণাদি ও বস্তুসকলে 'সৎ' এই পদ প্রকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত
 হয়— কারণ, ঐ সকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য । তদ্রূপ (গ) প্রশস্ত
 কর্ম্মে অর্থাৎ 'শ্রীগোবিন্দ-বহিন্মুখ-কর্তৃ-বিবৃহিত' পঞ্চম মঙ্গলাতিমঙ্গল
 সাত্ত্বিক-কর্ম্মে, যথাবিধানোক্ত যাবতীয় ভগবৎসেবাদি কার্য্যে,
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কাঞ্চ-ব্রাহ্মণাদির বিধিমত সর্ববিধ সেবায়,
 শ্রীগোবিন্দের যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্তন-সংকীর্তনাদি সকল
 ব্যাপারে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কাঞ্চগণের সকল কর্ম্মে, হে পার্থ !
 সচ্ছন্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ।

পুষ্পাঞ্জলিকৃত্যপর্যন্তে শ্রবণাদিভক্তিপূর্বকে শ্রীভগবৎসকল-
সেবনকর্মণি ; তথা (ঙ) তপসি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদিত্যাগেন
কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠানন্যচারাচরণকর্মণি ; (চ) দানে চ
ভক্তিশ্রদ্ধয়া কায়বাহনোভির্যথাক্তি শ্রীমন্মহাভাগবতকাষ্যাদি-
সকলসেবাকর্মণি ; চকারাৎ ব্রাহ্মণাদিসর্বজীবানুকম্পয়া যথা-
শক্ত্যন্নজলাদিভিঃ সন্তোষকারকত্বেন জীবসন্তর্পণকর্মণি । অথবা
যজ্ঞো বিষ্ণুস্তস্মিন্ সেব্যসেবকত্বেন যথাবিধুক্ততর্দনন্যভজন-
কর্মণি । এতদাশ্রয়া স্থিতিশ্চ (১) তত্তদাচরণকর্তৃত্বেন নিষ্ঠা-
বস্থিতিঃ—এতদবশ্যমেবকর্তব্যং নাশ্রয়াদিতি । শ্রাদিতি শব্দ এষু

আরও—‘যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও সং-
শব্দে অভিহিত হয়। তৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্মও সং-শব্দে কথিত হয়’
(গীঃ ১৭।২৭) ।

যজ্ঞ-অর্থে (য) শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ—শ্রবণাদি-ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল-
বন্দনাদি হইতে রাত্রিতে শয়নপুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সকল
সেবাকার্য্য ; (ঙ) তপঃ অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম পরিহার-
পূর্বক কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠার অনন্য আচারের অনুষ্ঠান-কার্য্য ; (চ)
দান-অর্থে ভক্তি-শ্রদ্ধায় কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি মহাভাগবত কাষ্যগণের
সর্বপ্রকার সেবাকার্য্য ; চ-কার হইতে—ব্রাহ্মণাদি সকল জীবের প্রতি
অনুকম্পাবশতঃ অন্নজলাদি দ্বারা যথাশক্তি সন্তোষবিধায়ক জীবসন্তর্পণ-
কার্য্য । অথবা যজ্ঞ-অর্থে—বিষ্ণু, সেব্যসেবকরূপে যথাবিধানোক্ত তাঁহার
ভজন-কর্ম । এই সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্তব্য,

(১) এষু স্থিতিরাস্রয় ইত্যর্থঃ !

যজ্ঞাদিষু তৎস্থিতৌ চোচ্যতে কথ্যতে, নত্বপরযাগযজ্ঞাদিসর্ব-
কর্মানু, যতস্তত্তদ্যাগাদিকং সকলং কৰ্ম্মাসৎ । তথা (ছ) তদ-
র্থীয়মেব--তত্তৎযজ্ঞতপোদানাদিনির্বাহার্থং কায়ক্লেশোহঙ্গী-
কৃতঃ, কৃষীবলাথবেতন ভিক্ষাসেবাদিভঃ তদর্থং দ্রব্যোপার্জন-
াদিকং, কূপবাপীখাততড়াগদীর্ঘিকারামপুষ্পোদ্ভানবিবিধবৃক্ষ-রোপণ-
মন্দিরাদিকঞ্চ যত্তদর্থং তৎ তদর্থীয়ংকৰ্ম্ম চ সকলং বিধিভিঃ সদি-
ত্যেব নিশ্চিতমভিধীয়তে সৰ্বতোভাবেন কথ্যতে ইতি নাত্র
সন্দেহঃ ।

অতএব শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টোহনন্যকামাদিগৃহস্থঃ
সম্ভাবগৃহীতভেন সৰ্বকৰ্ম্মানু শ্রীভগবৎপূজামাত্রং কুৰ্য্যাৎ, ন
দেবতাপিত্রস্তরাদীন্ । যতঃ শ্রীমদ্গোবিন্দে পূজিতে সতি
সৰ্বেষ দেবাঃ পিতরশ্চ পূজিতা ভবন্তি ।

অন্ত কিছু নহে—এই বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরূপে নিষ্ঠা-পূৰ্ব্বক
অবস্থান । 'সৎ' এই শব্দ এই সকল যজ্ঞাদি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়,
কিন্তু অপূর যাগ-যজ্ঞাদি সকল কৰ্ম্ম 'অসৎ' বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য
হয় না । 'সেই প্রকারে' (ছ) 'তদর্থীয়' অর্থাৎ 'সেই' সকল যজ্ঞতপোদানাदि
নির্বাহের জন্য অবলম্বিত কায়ক্লেশ, কৃষীবলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক
ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা তদ্বদ্দেশে দ্রব্য-সংগ্রহাদি, তদ্বদ্দেশে কূপ-বাপী-খাত-
তড়াগ-দীর্ঘিকা-আরাম-পুষ্পোদ্ভান বিবিধ বৃক্ষরোপণ-মন্দিরাদি—এই
সকল তদর্থীয় কৰ্ম্ম 'সৎ' বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক সৰ্বতোভাবে নিশ্চিত-
রূপে কথিত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই ।

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্য কৃষ্ণভক্ত

গোবিন্দপূজয়া সর্বপূজনং

তত্রাহ শ্রীস্কন্দপুরাণে—

অর্চিত্তে দেবদেবেশ অঙ্কশঙ্খগদাধরে ।

অর্চিত্তাঃ পিতরোদেবা যতঃ সর্বময়ো হরিঃ ॥

দেবানাং ত্রয়স্বিংশৎকোটীনাং অমরাবতীশ্বরস্তদধিকারী ইন্দ্রো-
দেবস্তস্য দেবো বন্দনীয়ো ব্রহ্মা তস্মাপীশঃ প্রভুঃ শ্রীহরিঃ, তথা
সর্বপিতৃণামপি । অতস্তস্মিন্নঙ্কশঙ্খচক্রগদাধরে বাসুদেব
অর্চিত্তে পূজিত্তে সতি,—দেবাঃ পিতরশ্চৈত্যেন্ন সর্বেষু নিত্য-
নৈমিত্তিককাম্যমাঙ্গল্যাদিকর্ষ্মসু দেবাঃ পিতরশ্চ প্রত্যবায়-
পরিহারার্থং পূজ্যাঃ,—সর্বে ত অর্চিত্তাঃ ভবন্তি । যতঃ সর্বময়ঃ
সকলদেবতাপিত্রাদীনাং মূলং সর্বেশ্বরত্বাৎ, অতএব শ্রীহরিরনন্ত-
নিজসেবকানাং মাধ্বান্নকাদিতাপত্রয়হর্ভেতি ।

গৃহস্থ সন্তাবগৃহীত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনর্জন্ম লাভ
করিয়াছেন বলিয়া সকল কর্মেই শ্রীভগবৎপূজামাত্রই
করিবেন—অন্য দেবতা-পিতৃবর্গের নহে । কারণ, শ্রীগোবিন্দ
পূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ পূজিত হন ।

(শ্রীগোবিন্দ-পূজাতে সর্বলের পূজা) —স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—‘পদ্ম-শঙ্খ-
গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভ্গবান্ অর্চিত্ত হইলে দেবগণ ও পিতৃগণ অর্চিত্ত
হন, যেহেতু হরি সর্বময় ।’ তেত্রিশকোটি দেবতার অধীশ্বর দেবতা ইন্দ্র,
তাঁহারও দেবতা বা বন্দনীয় ব্রহ্মা, তাঁহারও ঈশবা প্রভু শ্রীহরি ; সেইরূপ
সকল পিতৃপুরুষেরও প্রভু । সেই পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীবাসুদেব অর্চিত্ত
হইলে দেবগণ, পিতৃগণ—(নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-মাঙ্গল্যাদি সকল কর্মের

ননু কলিযুগে শ্রীহরি নামকীর্তনপূজাদি পরায়ণবর্ণাদয়ো
লোকযাত্রানিত্যাদিকর্ম্মাকরণহেনাপি সম্পূর্ণকর্ম্মকর্তারো ভবন্তী-
ত্যত্রাহ বৃহন্নারদীয়ে—

হরি নামপরা যে চ হরিকীর্তনতৎপরাঃ ।

হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌযুগে ॥

যে চ শ্রীসদগুরুশ্রীভগবন্নামগ্রহণসৎসঙ্গশ্রীভগবৎকর্ম্মশিক্ষা-
তিশয়শুদ্ধাশয়হেন কায়বান্ননোভিঃ কেবলশ্রীহরি নামপরা
ইত্যয়ং ভাবঃ শ্রীহরিকীর্তনতৎপরহেন শ্রীহরি নামগুণকর্ম্ম-
লীলাদিস্মরণানুমোদনমননশ্রবণসঙ্কীর্তনমহোৎসব শ্রীভাগবত-
শ্রীভগবদ্গীতা-শ্রীকৃষ্ণোপনিষচ্ছ্রীনারায়ণোপনিষদাচ্ছপর-শ্রীভগব-
দ্বশ্লোকবেদাগমপুরাণোপপুরাণস্মৃতিভারতাচ্ছপর-বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ-
তচ্ছ্রবণ-তত্তৎপক্ষানুসারবিচার-সৎকর্ম্মকরণর্য্যত্বিরেকেণ সংসার-
বন্ধসকলকর্ম্মকর্তৃহেনাবশ্যমেব রহিতাঃ ; তথা হরিপূজাপরা

প্রত্যবায় পরিহারার্থ দেবতী ও পিতৃগণের পূজা কর্তব্য)—অর্চিত হন।
কারণ, শ্রীহরি—নিজ অনন্ত সেবকগণের ত্রিতাপহারী শ্রীভগবান্—
সর্বময় অর্থাৎ সর্বেশ্বর বলিয়া সকল দেব-পিতৃপুত্রেষু মূল।

কলিযুগে শ্রীহরি নাম-কীর্তন-পূজাদি পরায়ণ বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি
লোকযাত্রা-নিত্যাদি কর্ম্মের অকরণেও সকল কর্ম্মের অনুল্লাতা হইয়া
থাকেন। এই বিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—‘যাহারা
হরি নাম-পরায়ণ, হরিকীর্তনে তৎপর ও হরিপূজা-পরায়ণ, তাহারা
কলিযুগে কৃতার্থ।’ যাহারা শ্রীসদগুরু হইতে শ্রীভগবন্নামগ্রহণ, সৎসঙ্গ ও
শ্রীভগবৎকর্ম্মশিক্ষার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধচিত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে কেবল

পিতৃ-দেবাৰ্চনসৰ্বকৰ্মাদিকৰ্মতে কেবলশ্ৰীহরিপূজায়াং পরাঃ একান্তভজনতৎপরাঃ, চকারাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৈকতানাৎসেবাপূৰ্বকজীব-
দয়াসৰ্বপ্রাণিসন্তর্পণরতাঃ ; এবংবিশিষ্টা যে জুনাঃ সংসৃতাবপি
স্থিতাঃ সন্তঃ ; কলৌযুগ ইত্যর্নেনায়াং ভাবার্থঃ,—সত্যত্রেতা-
দ্বাপরযুগে তু তপোযজ্ঞাৰ্চনদানাৎভির্বিবিধশ্ৰীভগবন্তজনপ্রকারৈঃ
শ্ৰীভগবদুপাসনাং কুৰ্বন্তোহনেককালেন সম্পূর্ণার্থা ভবন্তি লোকাঃ,
ইহ কলিযুগে তু শ্ৰীমদেগাবিন্দসম্বন্ধীয়তয়া যজ্ঞব্রতদানকুপিবাপী-
তড়াগখাতারামবিবিধপুষ্পোছানসেতুবন্ধনৌত্তমমন্দিরনির্মাণদ্বাদশ-
মাসীয়যাত্রামহোৎসবশ্রব্দ্রসংযুতান্নজলাপ্পপায়সবিবিধরুজ্জ্বালঙ্কার
সুগন্ধিপুষ্পগন্ধমলয়জাগুরুকপূরতাম্বুলধূপদীপবন্দাপনীয়শঙ্খঘণ্টাদি
নানাবাঘপ্রাতঃসায়ংসঙ্কীৰ্ত্তনাদিভিঃ প্রত্যহং শ্ৰীভগবৎ-সেবায়াং

শ্ৰীহরিনাম-পরায়ণ, এই ভাবার্থ ; হরিকীৰ্ত্তনতৎপরতাহেতু
শ্ৰীহরির নাম-গুণ-কর্ম-লীলাদির স্মরণ, অনুমোদন, মনন, শ্রবণ, সংকীৰ্ত্তন-
মহোৎসব, শ্ৰীভাগবত-শ্ৰীগীতা-শ্ৰীকৃষ্ণোপনিষদ্-শ্ৰীনারায়ণোপনিষদাদি ও
শ্ৰীভগবদ্বাক্ত্র অপর বেদ-আগম-পুরাণ-উপপুরাণ-স্মৃতি-ভারত ও অন্যান্য
বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শ্রবণ এবং সেই সকল পঞ্চানুসারী বিচারে সংকর্মানুষ্ঠান
ব্যতীত সংসার-বন্ধনের হেতুভূত সকল কর্মের অবশ্যই কর্তৃত্ব রহিত
হইয়া ; হরিপূজাপরায়ণ পিতৃ ও দেবাদির অর্চন এবং সকল কর্মাদি
ব্যতীত কেবল শ্ৰীহরিপূজাপর অর্থাৎ একান্তভজনতৎপর ; চ-কার
হইতে—শ্ৰীকৃষ্ণৈকতানগণের সেবাপূৰ্বক জীবদয়াবশে সৰ্বপ্রাণীর সন্তর্পণে
রত। এইরূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংসারে স্থিত হইয়াও ; কলিযুগে,
ইহার ভাবার্থ এই, লোকসকল সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগে তপো-যজ্ঞ-অর্চন-

যন্তবতি তদ্ব্রহ্মাদীনামপ্যগোচরস্বকৃত্যম্ । এতন্নিষ্ঠাস্ত বে
 নিত্যাদিসকলং কৰ্মবিহায় কেবলাননুশরণহাৎ শ্রীহরিনাম-
 তৎকীর্তনতৎপূজাপরায়ণা ভবন্তি তে কৃতার্থা সেবানামাপরাধ-
 রহিততাবিরত শ্রীহরিনামস্মরণতৎপূজানিষ্ঠাবৃত্তিভেদে কৃতো
 নিত্যনৈমিত্তিকাত্তপরসর্বকৰ্মসমস্তদেবতা--পিতৃপূজাযাগযজ্ঞদান-
 ব্রতাদিকোহর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশা ভবন্তি । তে অবশ্যমেব
 ভববন্ধনরজ্জুতো মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ।

তথা পাদে শ্রীদুর্গাং প্রতি সদাশিববাক্যং—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ববর্ষবিবর্জিতাঃ ।

বাসুদেবপরা মর্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

দানাদি ভগবদ্ভজনের বিবিধ প্রকার দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া দীর্ঘকালে
 পূর্ণাশ্রিত হন; কিন্তু এই কলিযুগে শ্রীগোবিন্দের সম্বন্ধ-নিবন্ধন যজ্ঞ-দান-
 ব্রত-কূপ-বাণী-তড়াগ-খাত-আরাম, বিবিধ পুষ্পোছান, সেতুবন্ধন, উত্তম
 মন্দির নির্মাণ, দ্বাদশ মাসের যাত্রা-মহোৎসব, রসপ্রবাহযুক্ত অন্ন-জল-অপূপ-
 পায়স, বিবিধ অলঙ্কার, সুগন্ধি পুষ্প, গন্ধ-মলয়জ-অগুরু-কর্পূর ও তাধূল-
 ধূপ-দীপ, বন্দাপনীয় শঙ্খ-ঘণ্টাদি নানা বাজের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায়
 সঙ্কীর্ণনাদি দ্বারা প্রত্যহ শ্রীভগবৎসেবায় যাহা অর্পিত বা সম্পন্ন হয়, সেই
 সকল কৃত্য ব্রহ্মাদিরও আগোচর আনন্দময় । ঐদৃশ-ভজননিষ্ঠ যাহারা,
 তাহারা কেবল অননুশরণতাবশতঃ নিত্যাদি সকল কৰ্ম বর্জন করিয়া
 শ্রীহরির নামকীর্তন ও পূজাপরায়ণ হইয়া কৃতার্থ হন অর্থাৎ সেবা-নামা-
 পরাধ-রাহিত্যের সহিত অবিরত শ্রীহরির নাম-স্মরণ ও পূজায়
 নৈষ্ঠিকবৃত্তি বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি অপর সমস্ত কৰ্ম, সমস্ত

ঘোরে মহাভয়ঙ্করে সামান্যতঃ, অথবা সংসাররজ্জুবন্ধনানিবার্য-
জালসঙ্কটসঙ্কলে, এবস্তুতে কলিযুগে প্রাপ্তে, দ্বাপরশেষকলিযুগ-
প্রাপ্তত্বেন দ্বাত্রিংশৎসহস্রবৎসরাধিকং চতুর্লক্ষং জ্ঞাপিতং—সর্ব-
ধর্মবিবর্জিতাঃ,— শ্রীগোবিন্দৈকতানতয়া পিতৃদেবতার্চন নিত্য-
নৈমিত্তিককাম্যকর্মাদিকরণত্যাগশ্চ কাবার্তা—বর্ণাশ্রমাদিসর্বধর্ম-
বিশেষরহিতা অপি মর্ত্যা মরণধর্মবন্তো যে, কেবলং যত্বপি
বাসুদেবপরাঃ কৃতার্থাস্তে ভবন্তীত্যর্থঃ সংশয়ো নাস্তি কশ্চন । *

দেবতা-পিতৃপূজা-যাগ-বজ্র-দান-ব্রতাদি অর্থ বা প্রয়োজন যাহাদের সিদ্ধ,
তাদৃশ হন। তাঁহারা অবশ্যই ভববন্ধনরজ্জু হইতে মুক্ত হন।

পদ্মপুরাণে শ্রীকুর্গাদেবীর প্রতি শ্রীসদাশিবের বাক্য এই—‘ঘোর
কলিযুগ সমাগত হইয়া সর্বধর্ম-বিবর্জিত বাসুদেবপরায়ণ মর্ত্যগণ
নিঃসংশয়ে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।’ ঘোর অর্থাৎ সাধারণতঃ মহাভয়ঙ্কর,
অথবা সংসার-রজ্জুর বন্ধনহেতু অনিবার্য জাল-সঙ্কট-সঙ্কল, এইরূপ কলিযুগ
উপস্থিত হইলে,—(দ্বাপরশেষে কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর) ;—
সর্বধর্ম-বিবর্জিত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দৈকতানতাহেতু পিতৃ-দেবতা-
অর্চন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাতির অহুষ্ঠান ভ্যাগের কি-কথা—
বর্ণাশ্রমাদি সর্বপ্রকার বিশেষধর্মরহিত হইয়াও মরণশীল জীবগণ-যদি
কেবল বাসুদেবপরায়ণ হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া থাকে—কোন
সন্দেহ নাই। [পদ্মপুরাণে—সর্বপ্রকার ধর্ম হইতে চ্যুত, কিন্তু একমাত্র

* তথা পাদে—

সর্বধর্মোজিবতা বিধোনামমাত্রৈকজলকাঃ ।

হুথেন যাং গতিং যাপ্তি ন তাং সর্বোপধাশ্রিকাঃ ।

শ্রীহরিনামাদিপরত্বেন শ্রীবাসুদেবপরত্বং জ্ঞাতং জ্ঞাপিতঞ্চ
কৃতার্থত্বমপি তথা, পূর্বং বৈ তদ্বয়ং ব্যাখ্যাতম্ । তথা চ স্কান্দে

স কৰ্ত্তা সৰ্ববধস্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব ।

স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানীং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং বদতি,—হে কেশব ! তব যো ভক্তঃ সামান্যতঃ
কোহপি বর্ণাশ্রমাদিলোকত্বাং বিনাহন্যং ন যদি উজতে তদা
তদ্বক্তৃত্বাৎ সৰ্ববধস্মাণাং কৰ্ত্তা ভবতি । অয়মর্থঃ— কেবলৈকান্তোহ-
নন্যদ্বাৎপূজনাদিকৰ্ত্তৃত্বেন বর্ণাশ্রমাদিস্বস্বধৰ্ম্মাবশ্যকৰ্ত্তব্যানি পিতৃ-
দেবতাদ্বিপূজন-নিত্যাदीনি যানি তানি সৰ্ববাণি কৰোত্যসংশয়ম্ ।*
তথা হে অচ্যুত ! তব যো ন ভক্তঃ শ্রীসদ্গুরুত্বনামমন্ত্ৰো-

শ্রীবিষ্ণুর নাম-মাত্র কীর্তনকারী ব্যক্তি স্মৃতে যে গতি প্রাপ্ত হন, তাহা
সৰ্ব উপধৰ্ম্মের যাজ্ঞিককারিগণ প্রাপ্ত হন না ।]

শ্রীবাসুদেবপরায়ণতা তথা কৃতার্থতাও শ্রীহরিনামাদিপরায়ণতারূপে
পরিজ্ঞাত ও জ্ঞাপিত হইয়াছে এবং এই দুই বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাতও
হইয়াছে ।

* সেইরূপ স্কন্দপুরাণে—‘হে কেশব ! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি
সৰ্বধৰ্ম্মের অমুষ্ঠাতা । হে অচ্যুত ! যিনি তোমার ভক্ত নহেন, তিনি
সৰ্বপাপের অমুষ্ঠানকারী ।’ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিতেছেন,—হে কেশব !
তোমার ভক্ত যে-কোন বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি তোমা ভিন্ন অপর
কাহাকেও যদি ভজননা করেন, তখন তোমার ভক্ত বলিয়া সৰ্বধৰ্ম্মের

* তথা নারায়ণীয়ে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষাৎ চ তুষ্টয়ে ।

ভয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

পদেশসঙ্কর্মাচারাচরণব্যতিরেকবহিন্মুখত্বেন সততং
 কর্মাভিলাষঃ কর্মা লোকঃ স সর্বপাপানাং কর্তা ভবতি ।
 কথমেতৎ ?—কেবলশুদ্ধস্বরূপত্বদনুশরণভাবার্চনাদিরহিততা-
 পাতিব্রত্যাধর্ম্যপরিত্যাগেন শুদ্ধরাজসত্বামসশ্রুতিস্মৃতিপুরাণাত্ম-
 বিবিধযোগযজ্ঞহোমদানব্রতবিবুধার্চনাদিকর্মাচরণং বেষ্ট্যাবৃত্তিবৎ
 কুব্বন্ যথাকালে পঞ্চত্বে সতি স্বকর্মফলভুক্ পুমানিতি প্রমাণত-
 স্তত্ত্বৎকর্মফলভোক্তৃত্বেন চতুরশীতিলক্ষ্যোনিভ্রমণঃ স্যাৎ । তত্র
 তত্র মনুষ্যজন্ম প্রাপ্যাপি পূর্বজন্মার্জিতকর্মদ্বারা তানি তানি
 সর্বপাপানি করোতীত্যর্থঃ শ্রীভগবদ্বাক্ষ্যমাচারাচরণরহিতত্বাৎ ।

অনুষ্ঠানকারী হন। অর্থ এই—শুদ্ধ একান্তী ভক্ত অনন্তভাবে তোমার
 পূজাদির অনুষ্ঠাতা বলিয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে অবশ্যকর্তব্য
 যে-সকল পিতৃ-দেবতাদির পূজা ও নিত্যাদি কর্ম্ম, তৎসমস্ত অসংশয়ে
 করিয়া থাকেন। [ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ
 লাভের জন্ত যে সাধন-সম্পদ, তদ্ব্যতীতও নারায়ণপ্রিত ব্যক্তি তৎসমস্ত
 লাভ করিয়া থাকেনএ] হে অচ্যুত ! যে তোমার ভক্ত মহে
 অর্থাৎ শ্রীসদগুরু হইতে তোমার নাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভপূর্বক
 সঙ্কর্মাচারের আচরণ ব্যতিরেকে বহিন্মুখতাবশতঃ সতত
 কর্মাভিলাষী কর্মা, সে সকল পাপের কর্তা হয়। ইহা কি প্রকারে
 সম্ভব ?—একমাত্র শুদ্ধস্বরূপ তোমার অনন্তভাবে অর্চনাদির অভাবে
 পাতিব্রত্যাধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু কেবল রাজস-তামস শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-
 কথিত বিবিধ যোগ-যজ্ঞ-হোম-দানব্রত-দেবার্চনাদি কর্ম্ম বেষ্ট্যাবৃত্তির
 গ্নায় আচরণ করিয়া পুরুষ-কালে-কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, সে 'স্বকর্ম্ম
 ফলভুক্ পুমান্'—এই প্রমাণানুসারে ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোক্তরূপে

কিঞ্চ তত্র —

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে ।

নিঃশেষকর্মকর্তা ন্যাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ ॥

ভক্তাভক্তয়োরর্থ পূর্বশ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ । হে হরে ! তব ভক্তৈঃ কৃতং পিতৃগীর্ববাণাদিযজ্ঞন-নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাগ্নপর-বেদাভ্যক্ত সাংসারিককর্মাগ্নকরণে প্রত্যবায়জনিতং * যৎ পাপং তদপি নিশ্চিতং, ধর্ম শ্রীভগবদ্বর্মো ভবতি—শ্রীভগবদে-কান্তানন্যভজননিষ্ঠাচরণত্বাৎ । বা প্লাক্ষান্তরে যদি তবাভক্তে নিঃশেষকর্মকর্তাপি (নরকে পতেৎ) [অয়ং ভাবার্থঃ,—নিত্যাদি কর্মণাং কা কথা, অথ রজস্তুমোব্যবহারপ্রমাণবেদাভ্যক্তসোম-যাগবাজপেয়-ষড়ঙ্গাদি-চান্দ্রায়ণব্রতাদি - মহাম্যহোত্তম-কর্মসাধন-

চৌরাশীলক্ষযোনিভ্রমণকারী হয় । সেই সকল যোনিভ্রমণের মধ্যে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্বজন্মার্জিত কর্মদ্বারা বিবিধ পাপকর্মসকল আচরণ করে—যেহেতু সে ভগবদ্বর্মাচারের আচরণ-রহিত ।

ঋগ্বেদপুরাণে আরও—‘হে হরি ! তোমার ভক্তগণকর্তৃক আচরিত পাপও ধর্ম হয় । অভক্ত ব্যক্তি নিঃশেষে সকল কর্মানুষ্ঠান করিয়াও নরকে পতিত হয় ।’ ভক্ত ও অভক্তের অর্থ পূর্বশ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । হে হরি ! তোমার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত পাপকর্ম অর্থাৎ পিতৃ ও দেবতাদির যজ্ঞন, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য প্রভৃতি ও বেদাদি-কথিত অগ্ন্যাগ্ন সাংসারিক কর্মাদির অকরণে প্রত্যবায়জনিত যে পাপ, তাহাও একান্ত ভগবদ্বক্তগণের অনন্যভজননিষ্ঠায় আচরিত বলিয়া নিশ্চয়ই

* প্রত্যবায়জনকং (?)

পঞ্চাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাচপরাশ্বমেধাদি-পশুহিংসায়জ্ঞ-যাগব্রত-
হোমবিবিধবিবুধার্চনাদিসকলকর্মাণি ইহলোকে কৃত্বা পরত্র
তত্ত্বৎকর্মফলভোক্তৃত্বেন কদাপি তত্রলোকে নিবসতি, কদাপি
স্বর্গে তিষ্ঠতি কদাপি নরকে পততি (ত্বাভক্ত ইত্যর্থঃ) 'হে
হরে'—ইতি সম্বোধনপদদ্বয়েনাতিশয়ত্বেন সত্যবচননিবেদনোক্ত্যা
বিধাত্রা শ্রীভগবান্ নিজদাসানুদাস কলিভয়েনোক্তঃ ।

কিঞ্চ তত্রৈব পুনঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

ক্রমেণ বর্ণতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তস্য সর্বোত্তমোত্তমত্বেন বর্ণাশ্রমাস্ত্যজাদীনাং

শ্রীভগবদ্বাক্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যদি তোমার অভক্ত নিঃশেষে
সর্বকর্মানুষ্ঠাতাও হয়, তথাপি নরকে পতিত হয়। ভাবার্থ এই—
(তোমার অভক্ত জনগণ)—নিত্যাদি কর্মের কি কথা, রাজস-তামস
ব্যবহারিক ও বেদাদি-কথিত সোমবাগ-বাজপেয়-ষড়ঙ্গ প্রভৃতি, চান্দ্রায়ণ-
ব্রতাদি, মহামহোত্তম কষ্টসাধন-পঞ্চাগ্নিসাধন-বায়ুভোজনাদি, অশ্বমেধাদি,
পশুহিংসাময় যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-হোম, বিবিধ দেবার্চনাদি কর্মসকল এই
সংসারে অনুষ্ঠান করিয়া পরে সেই সকল কর্মের ফলভোক্তরূপে কখনও
ইহলোকে বাস করে, কখনও স্বর্গে অবস্থান করে, কখনও নরকে
পতিত হয়। 'হে হরে!' সম্বোধনের এই পদদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের
নিজদাসানুদাস কলির ভয়ে ব্রহ্মা শ্রীভগবান্কে অতিশয় সত্যবাক্যে
নিবেদন করিয়াছিলেন।

সর্বেষাং (বিষ্ণুভক্তানাং) সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ্যমুক্তং, সর্বতোভাবেন
 তেষাং পিতৃ-দেবতাপূজাপরবিবিধরাজসতামসবেদপুরাণাত্মক-
 সর্বকর্মনিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদিকর্মাণ্যপি দুরীকৃতানি চ, অত্রায়ং
 ভাবার্থঃ। বেতি ক্রমে, পুঙ্কে যদি। সঙ্করান্ত্যজাদীনাং শূদ্রবদা-
 চারব্যবহারস্তথাপি সংসৃতিবন্ধনজনকসর্বকর্ম পরিত্যাগ কেবলৈ-
 কান্তভক্তিদ্বিজসেবিত্বেন তেষাং উত্তমত্বং বিপ্রকৃত্রিয়বিশাং
 সেবকান্তিয়াং ভক্তদ্বিজসেবী শূদ্র উত্তমঃ।

শূদ্রস্ত জাত্যা একাদশ। তত্র প্রমাণং যথাহ হারীতঃ,—

পলগণ্ডস্তল্লাবায়ো মালাকারশ্চ তৈলিকঃ।

কর্মকারস্তামূলিকো মোদকো থালিকো নরঃ।

অধিকন্তু পুনঃ স্কন্দপুরাণেই কথিত আছে—‘ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
 শূদ্র বা অগ্র যে-কেহ যদি বিষ্ণুভক্তিসম্বিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে
 সর্বোত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।’

(যথাক্রমে বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব)—বিষ্ণুভক্তি-সমায়ুক্ত ব্যক্তির সর্বোত্তমতা-
 নিবন্ধন বিষ্ণুভক্ত বর্ণাশ্রম্যন্ত্যজাদি, সকলের সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কথিত
 হইয়াছে এবং তাঁহাদের পিতৃ-দেবতাপূজাদি, অপর নানাবিধ রাজস-
 তামস বেদপুরাণাত্মক সকল কর্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্মসকল
 সর্বতোভাবে নিরাকৃত হইয়াছে—এই স্থলে ইহা ভাবার্থ। বা-পদ ক্রম-
 অর্থে, যদি-পদ পক্ষ-অর্থে। সঙ্কর-অন্ত্যজাদির শূদ্রবৎ আচার-ব্যবহার ;
 তথাপি সংসারবন্ধনজনক সর্বকর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক কেবল একান্ত
 ভক্তিপরায়ণ দ্বিজগণের সেবক বলিয়া তাহাদের, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। কেবল
 ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবক শূদ্র হইতে ভক্ত দ্বিজসেবী শূদ্র উত্তম।

তাম্বুলীকৃত্থা শূদ্রাঃ সংশূদ্রো গোপনাপিতো ॥

পলগণ্ডঃ কুস্তকারঃ । অপরাং সৰ্বং স্পষ্টম্ ।

তথা দ্বিজসেবিনঃ শূদ্রাৎ স্বৰ্গনরকভোগফলপ্রাপ্তিকর্মব্যতি-
রেকেন কৃষিবাণিজ্যগোপালনাদিপূর্বকং কেবলবিপ্রক্ষত্রিয়সেবী
বৈশ্য উত্তমঃ । তথৈবস্তুতাদৈশ্যাৎ পুনঃ সংসারার্ণবানুদ্বারকর্ম-
কর্তব্যরহিতেন শূরবীরত্বক্ষত্রধর্মদৃঢ়তরনিপুণস্বাশ্রম-সর্বলোক-
গোদ্বিজপরিপালনপূর্বকং কেবলৈকান্তশ্রদ্ধাভক্তিবিপ্রসেবী ক্ষত্রিয়
উত্তমঃ । তথৈবস্তুতাৎ ক্ষত্রিয়াৎ ভবরজ্জুবন্ধনাশেষযোনিভ্রমণ-
জন্মমরণস্বোপার্জ্জনাসংখ্যনরকভোগবিবিধগর্হিতকর্মকর্তৃত্বব্যতি-
রেকেন কেবলব্রহ্মগায়ত্রী-ভাগবতীয়াষ্টদ্বাদশগুণযুক্তো ব্রাহ্মণ
উত্তমঃ ।

শূদ্র জাতিতে একাদশ প্রকার । এই বিষয়ে হারীতসংহিতার
প্রমাণ, যথা—‘পলগণ্ড (কুস্তকার), তদ্রবার, মাল্যকার, তৈলিক, কর্মকার,
তাম্বুলী, মোদক, খালীকর ও তাম্বুলীকৃত্—ইহারা শূদ্র, গোপ ও নাপিত
সং-শূদ্র ।’ পলগণ্ড-অর্থ কুস্তকার, অপরা সমস্ত স্পষ্ট ।

স্বৰ্গ-নরকভোগরূপ-ফলপ্রদ কর্ম ব্যতীত কৃষি-বাণিজ্য-গোপালনাদি-
পূর্বক শুধু বিপ্র ও ক্ষত্রিয়ের সেবক বৈশ্য দ্বিজসেবী শূদ্র অপেক্ষা
উত্তম । সংসার-সমুদ্র হইতে পুনঃ অনুদ্বারের হেতুভূত কর্মসকলের
অনুষ্ঠান-রহিত এবং শূর-বীরত্বাদি ক্ষত্রধর্মের দ্বারা দৃঢ়তররূপে নিপুণ
হইয়া নিজ-আশ্রমে সর্বলোক-গো-দ্বিজ পরিপালন-পূর্বক কেবল
একান্ত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন বিপ্রের সেবক ক্ষত্রিয় উক্ত প্রকার বৈশ্য
অপেক্ষা উত্তম । তদ্রূপ এতাদৃশ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সংসার-রজ্জুর দ্বারা

দ্বাদশগুণাঃ যথা (মহাভারতে সনৎসুজাতোক্তাঃ)—

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ হমাৎসর্ঘ্যং হ্রীস্তিতিক্ষাহনসূয়া ।

যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণশ্চ ॥*

বৈ নিশ্চিতং, শ্রীগায়ত্রীপূতব্রাহ্মণশ্চ দ্বাদশ ব্রতাশ্চেতানি

বন্ধন, অশেষ যোনি-ভ্রমণ, জন্ম-মরণ ও স্বোপার্জিত অসংখ্য নরুক-ভোগের
কারণীভূত বিবিধ নিন্দিত কর্মের কর্তৃত্বব্যতিরেকে কেবল ব্রহ্ম-গায়ত্রী,
ভাগবতোক্ত অষ্টগুণ ও দ্বাদশ গুণে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণ উত্তম ।

* ভাগবতীয়াষ্টগুণাঃ,—

ধৃতা তনুশ্রুশতী মে পুরাণী যেনেহ সত্বং পরমং পবিত্রম্ ।

শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ (ভাঃ ৫।৫।২৪)

ভাগবতীয়দ্বাদশগুণাঃ,—

মস্ত্রে, ধনাভিজ্ঞান-রূপ-তপঃ-শ্রুতো জ-

শ্রেয়ঃ- প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরশ্চ পুংসো

ভক্ত্যা তুতৌষ ভগবান্ গজযুথপায় ॥ (ভাঃ ৭।২।৯)

অথবা,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্ততাঃ ।

মৌনবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে বিষড় গুণাঃ ॥ (স্বামিটীকাধৃত)

উক্ত অষ্ট বা দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের সাধারণ গুণমাত্ররূপে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত
হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত সাত্বিক দৈব-বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণের লক্ষণ এই,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তির্নার্জবম্ ।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাস্বত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ (ভাঃ ৭।১১।২১)

বস্ত্রতঃ অচ্যুতাস্বতা অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাপরায়ণতাই ব্রাহ্মণের মুখ্য লক্ষণ—

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্মশ্চ সততং কৃষ্ণসেবনম্ ।

নিত্যং তে ভূঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পাদোদকম্ ॥ (নাঃ পঃ ১।২।৪২)

ভবন্তি। এতেষু ধর্ম, চকারাৎ যৎকিঞ্চিন্মাত্রাধর্মক্রিয়াব্যতি-
রেকেন শিষ্টাচারধর্মব্রতত্বম্। তথা সত্যং, চ-কারাৎ প্রাণান্তেহপি
মিথ্যাকথাভাষণরহিতত্বেন সদা সত্যবাদিত্বম্। তথা দমো
জিতেন্দ্রিয়ত্বম্। তথা তপঃ চকারাৎ কায়বৃহৎকষ্টসাধনকাম্যতপো
বিনা ব্রহ্মণো নিত্যাচারতপোনিষ্ঠত্বম্। তথা হ্রীঃ অতিশয়-
শিষ্টতয়া নিন্দাকর্মপ্রবৃত্তিলোকলজ্জাভীতিতঃ সর্বদৈব লজ্জা-

দ্বাদশগুণ, যথা (মহাভারতে সনৎসুজাত-কৃথিত)—‘ধর্ম, সত্য দম,
তপঃ, অমৎসরতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত—
এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত।’

[যে ব্রাহ্মণ ইহলোকে আমার নিত্য ও বিগুহ্ণ বেদতনু ধারণ করেন, যে ব্রাহ্মণে
পরম পবিত্র সত্বগুণ, শর্ম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিত্তা ও বেদার্থ-জ্ঞান—
ভাগবতৌক্ত এই অষ্ট গুণ বিদ্যমান। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপঃ
শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, যোগ—এই দ্বাদশ গুণ পরমপুরুষ
শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ হয় না, মনে করি। শ্রীভগবান্ ভক্তিধারা গজেন্দ্রের প্রতি
তুষ্ট হইয়াছিলেন।]

বৈ—অর্থে—নিশ্চিত, তু-অর্থে—পুনঃ। শ্রীগায়ত্রীপুত ব্রাহ্মণের এই
দ্বাদশ ব্রত। তন্মধ্যে ধর্ম, চ-কার হইতে—যৎকিঞ্চিন্মাত্র অধর্মক্রিয়া
ব্যতীত শিষ্টাচারধর্ম নিষ্ঠা; সত্য, চ-কার হইতে—প্রাণান্তেও
মিথ্যাভাষণ-বজ্জনহেতু নিত্যসত্যবাদিতা; দম-অর্থে জিতেন্দ্রিয়তা;
তপঃ, চ-কার-হইতে—শারীরিক মহাকষ্টসাধ্য কাম্য তপস্তা ব্যতীত
ব্রাহ্মণের নিত্যাচাররূপ তপোনিষ্ঠতা; হ্রী অর্থাৎ অতিশয় শিষ্টতাবশতঃ
নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্তির ও লোকলজ্জার ভয়ে সর্বদা লজ্জাশীলতা;
অমাৎসর্য, পরে অশেষ-গুণ-বিঘাতক গার্হস্থ্য ঐশ্বর্যাদির উৎকর্ষা-
দর্শনশীলতা—মাৎসর্য, এতদ্ব্যতীত অপরের সকল বিষয়ে উৎকর্ষ-দর্শনে

শীলত্বম্ । অমাৎসর্ঘ্যং—পরশ্রাশেষগুণবিঘাতনগাহৈস্থ্যশ্চর্ঘ্যাভ্যাৎ-
 কর্ষদর্শনত্বং মাৎসর্ঘ্যং, এতদৃতে অপরসকলোৎকর্ষদর্শনোৎসাহ-
 ত্বমমাৎসর্ঘ্যম্ । তথা তিতিক্ষাকটুবচনতিরস্কারাপমানপরাভবা-
 মানাথপরশরীরবিবিধপীড়াদিসহিষ্ণুতা । তথা অনুসূয়া সর্ক-
 স্তাবকহেনাদৌষদর্শিত্বম্ । তথা যজ্ঞঃ চকারাৎ কামনাবিবিধ-
 যজ্ঞাদিব্যতিরেক্ষেণ শতসহস্রাযুতলক্ষাদিসংখ্যয়া কেবলশ্রীগায়ত্রী-
 জপযজ্ঞব্রতত্বম্ * । তথা দানং, চ-কারাৎ অন্নজলাশেষদান-
 ফলভোগনিমিত্তসংকল্পবাক্যং বিনা নিমন্ত্রিতেভ্যোহথবা স্বেচ্ছাপ-
 স্থিতাভ্যাগুতাতিথিস্বকুটুম্বলোকাদিসর্ববর্ণাশ্রমসঙ্করান্যজাদিভ্যশ্চ
 ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্বকং যথাশক্তি জলান্নবস্ত্রাদিনিবেদনং সহজতঃ †
 তথা ধৃতিঃ সংসাররূপোপদ্রবোপক্রতত্বরাহিত্যেন সদা সন্তোষ
 চিত্তধৈর্যতা । তথা শ্রুতং, চ-কারাৎ রাজসত্ত্বামসবেদাধ্যয়ন-
 ব্যতিরেক্ষেণ সাত্ত্বিকবেদপাঠাধ্যাপনশ্রবণস্বভাবত্বমিত্যর্থঃ ।

উৎসাহশীলতা—অমাৎসর্ঘ্য ; তিতিক্ষা—কটুবাক্য, তিরস্কার, অপমান,
 পরাভব, অমান প্রভৃতি ও বিবিধ শারীরিক পীড়াদি সহিষ্ণুতা ; অনুসূয়া
 অর্থাৎ সর্কলের প্রশংসাকারিকরূপে অদৌষ-দর্শিতা ; যজ্ঞ, চ-কার হইতে—
 কামনা, বিবিধ যজ্ঞাদি ব্যতীত শত-সহস্র-অযুত-লক্ষাদি সংখ্যাপূর্বক
 কেবল শ্রীগায়ত্রীজপরূপ যজ্ঞপরায়ণতা ; দান, চ-কার হইতে—অন্ন-
 জলাদি অশেষ দানের ফলভোগোদ্দেশ্যে সংকল্পবাক্য ব্যতিরেকে
 নিমন্ত্রিতগণকে, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত অভ্যাগত-অতিথি-স্বকুটুম্ব-

* কেবল শ্রীগায়ত্রীশতসহস্রাযুতলক্ষাদি সংখ্যয়া জপযজ্ঞব্রতত্বম্ ।

† জলান্নবস্ত্রাদিকং নিবেদয়িতব্যং সহজতঃ ।

বর্ণাদপ্যাশ্রমাণাং ক্রমতঃ শ্রেষ্ঠত্বং

তথৈবস্তুতাৎ ব্রাহ্মণাজ্জন্মাদিদেহপাতপর্যন্তং পূর্বোক্তব্রাহ্মণ-
ব্রতনিষ্ঠাবৃতিপূর্বকাপরশ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদ্যুক্তব্রহ্মচর্য্যব্রতচারকর্তৃ-
ত্বেন ব্রহ্মচারী উত্তমঃ । তথা তস্মাৎ ব্রহ্মচারিণঃ পূর্বোক্তব্রাহ্মণ-
ব্রতধর্ম্মস্থঃ সন্ আমন্ত্রণাহ্বানব্যতিরেকযদৃচ্ছাগৃহোপস্থিতবর্ণা-
শ্রমাদি সর্বলোকাতিথ্যভ্যাগতাতিশয়দয়াশ্রদ্ধাপূর্বকান্নজলাদি-
যথাশক্তিসন্তুর্পণাদিসেবাকর্তৃত্বেন গৃহস্থ উত্তমঃ । তথৈব তস্মাৎ
গৃহিণো ব্রাহ্মণব্রতচারচরণনিষ্ঠত্বগৃহাশ্রমপরিত্যাগ-সস্ত্রীকবন-
বসতিত্বেন বনাশ্রমী ভবন্ বানপ্রস্থ উত্তমঃ । তথৈবস্তুতাদ্ বান-
প্রস্থাৎ বেদপুরাণোপপুরাণভারত ধর্ম্মশাস্ত্রাদিযথোক্তং সন্ন্যাস-
ধর্ম্মমাচরন্ সন্ন্যাসী উত্তমঃ ।

লোক প্রভৃতি সকল বর্ণাশ্রমী-সঙ্কর-অন্ত্যজাদিগণকেও তত্ত্বিক্রমপূর্বক
যথাশক্তি জল-অন্ন-বস্ত্রাদি সহজভাবে প্রদান; ধৃতি—সংসাররূপ উপদ্রবের
দ্বারা উপদ্রুত না হইয়া সর্বদা সন্তোষচিত্তে বৈধাশীলতা; শ্রুত, চ-কার
হইতে—রাজস-তামস বেদ-পাঠ ব্যতীত সাত্বিক বেদপাঠ-অধ্যাপন-শ্রবণে
স্বভাববিশিষ্টতা ।

(বর্ণাপেক্ষা আশ্রমের ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠত্ব)—আজন্মদেহপাতপর্যন্ত পূর্বোক্ত
ব্রাহ্মণব্রতের নৈষ্ঠিক আচরণপূর্বক অপর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত
ব্রহ্মচর্য্যব্রতের আচরণকারিস্বত্রে ব্রহ্মচারী কেবল তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
উত্তম । পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আমন্ত্রণ-আহ্বান
ব্যতীত যদৃচ্ছাক্রমে গৃহে উপস্থিত বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি সকল লোক ও
অতিথি-অভ্যাগতগণের অতি দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত অন্নজলাদিদ্বারা

সন্ন্যাসং যথা শ্রীভগবান্ অর্জুনং প্রত্যাহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্
(১৮।২)—

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহিস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

অস্ত তাৎপর্যবিচারঃ

শ্রীভগবতা কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং
বিদুর্জানন্তীতি পদং, সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং বিচক্ষণা বিবেকনিপুণাঃ
পণ্ডিতাস্ত্যাগং প্রাহবদন্তীতি পদঞ্চ যদুক্তমত্রান্তর্গতার্থো বিদুতে,
অনুথা সন্দেহঃ স্ত্যৎ ।

কিং ততো যাবৎকাম্যকৰ্ম্মব্যতিরেকেণ নিত্যনৈমিত্তিকা-
দিকং সকলং কৰ্ম্ম করোতু ? তস্মিন্ কৃতে বা সন্ন্যাসঃ কুতঃ ?
যথা শ্রুতিঃ—ওঁ তদ্বান্ বৈ কৰ্ম্মকৃতং, সন্ন্যাসা নৈগমং কৰ্ম্ম চ,
অন্যাসাৎ কৰ্ম্মা, (ত্যাসাৎ) সন্ন্যাসঃ হে হীতি ।

যথাশক্তি তৃপ্তিবিধান প্রভৃতি সেবার অনুষ্ঠানকারী গৃহস্থ তাদৃশ ব্রহ্মচারী
হইতে উত্তম । ব্রাহ্মণব্রতাচার-পালনে নিষ্ঠাপরায়ণ, গৃহাশ্রম-পরিত্যাগ-
পূৰ্ব্বক সঙ্গীক বনবাসী বনাশ্রমী বানপ্রস্থ তাদৃশ গৃহস্থ অপেক্ষা উত্তম ।
বেদ-পুরাণ-ঋগ্বেদ-মহাভারত-ধর্ম্মশাস্ত্রাদি-কথিত যথাযথ সন্ন্যাসধর্ম্ম-
আচরণকারী সন্ন্যাসী তাদৃশ বানপ্রস্থ অপেক্ষা উত্তম ।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে সন্ন্যাস-বিষয়ে শ্রীগীতায় (১৮।২) বলিয়াছেন—
“কবি বা পণ্ডিতগণ কাম্য-কৰ্ম্মের পরিত্যাগকে ‘সন্ন্যাস’ বলিয়া জানেন ।
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কৰ্ম্মফলের ত্যাগকে ‘ত্যাগ’ বলিয়া থাকেন ।”

শ্লোকের তাৎপর্য-বিচার)—কাম্য-কৰ্ম্মের ত্যাস বা বর্জনকে পণ্ডিতগণ

হি ভবধারণে, ইহলোকে নৈগমং বেদবিহিতং নিত্যাদি
কর্ম, (তৎ)-কৃত্ব পুমান্ বৈ নিশ্চিতং কর্মী ভবতি, তত্ত্বৎকর্ম-
নিপুণত্বাৎ কর্মঠো ভবতি । অতঃপরং গ্রাসাৎ তত্ত্বৎকর্মাকরণাৎ
সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসধর্মো জায়তে । তদ্বান্ তং সন্ন্যাসধর্মমাচরন্
সন্ সন্ন্যাসী ভবতীত্যর্থঃ ।

সন্ন্যাসার্থঃ

তথোত্তরগীতায়াক্ষ—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম ত্রিবিধমুচ্যতে ।

সন্ন্যাসঃ কর্মণাং গ্রাসো গ্রাসী তদ্ব্যম্মাচরন্ ॥

নিত্যাদিকং ত্রিবিধং কর্মেতি কর্মবিদ্বিরুচ্যতে । তেষাং

‘সন্ন্যাস’ বলিয়া জানেন, বিচক্ষণ অর্থাৎ বিবেকনিপুণ পণ্ডিতসকল
কর্মফলত্যাগকে ‘ত্যাগ’ বলিয়া থাকেন—শ্রীভগবৎকথিত এই বাক্যের
নিগূঢ় অর্থ আছে,—অথবা সন্দেহ হইবে ।

তবে কি যাবতীয় কাম্য-কর্ম-ব্যতীত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল
কর্ম কর্তব্য ? তাহা করা হইলে সন্ন্যাস বা কেমন করিয়া হয় ?

শ্রুতি বলিতেছেন—‘তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসবিশিষ্ট ও কর্মকারী,
সন্ন্যাস ও বৈদিক কর্ম, অ-গ্রাসহেতু কর্মী, গ্রাস হইতে ‘সন্ন্যাস’
হি-শব্দ নিশ্চয়ার্থক; এই সংসারে নৈগম অর্থাৎ বেদবিহিত নিত্যাদি
কর্ম, সেই কর্মকারী পুরুষ নিশ্চিত কর্মী,—সেই সকল কর্মে নিপুণতা-
বশতঃ কর্মঠ । অতঃপর গ্রাস অর্থাৎ সেই সকল কর্মের অকরণ
হইতে সন্ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্মের উৎপত্তি । তদ্বান্ অর্থাৎ সন্ন্যাস-
ধর্ম আচরণকারী সন্ন্যাসী হন ।

(সন্ন্যাসের অর্থ)—উত্তরগীতাতেও—“নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যভেদে কর্ম

কর্মণাং শাস্তোহকরণং সন্ন্যাসঃ । তদ্ব্যম্মাচরন্ শাসধর্ম্মাচরণং
কুব্বন্ সন্ পুরুষো শ্যাসী সন্ন্যাসী শ্চাদিত্যম্বয়ঃ ।

তথা সর্বকর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগো বা কথং ভবেৎ ? যতঃ
ফলকামনাব্যতিরেকেণ (অপি) নিত্যাদিকর্ম্মমাত্রেষু সংস্তু
তত্ত্বংকর্ম্মকর্ত্ত্বেনাবশ্যমেব ফলং ভবতীতি নাত্র সন্দেহঃ ।

অথাহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি শ্রুত্যাদি প্রমাণতোহকরণ-
প্রত্যবায়পরিহারার্থং সন্ধ্যোপাসনাদিকং নিত্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে,
ন তু তৎফলাকাঙ্ক্ষয়া ক্রিয়তে, তথাপি ফলং ভবতি ।
যথা শ্রীহারীতঃ—

প্রত্যহং যস্ত্রিকালজ্ঞঃ সন্ধ্যোপাসনকৃদ্ভিজঃ ।

ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গায়ত্রীজপতৎপরঃ ॥

প্রত্যহং প্রতিদিবসে যঃ সন্ধ্যোপাসনকুৎ দ্বিজো বিপ্রঃ,—
দ্বিজেন ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশ্চ জ্ঞাতব্যঃ—ত্রিকালজ্ঞঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-

তিন-প্রকার বলিয়া কল্পিত হয়। কর্ম্মসকলের শাস বা বর্জনকে
'সন্ন্যাস' কহে, সেই শাস-ধর্ম্ম আচরণকারী 'সন্ন্যাসী' ।" কর্ম্মবিদগণ
কর্ম্ম নিত্যাদি ত্রিবিধ-ইহা বলিয়া থাকেন । এই সকল কর্ম্মের শাস বা
অকরণ—'সন্ন্যাস' । শাস-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পুরুষ সন্ন্যাসী হন ।

সর্বকর্ম্মফলত্যাগই বা ত্যাগ কি প্রকারে হয়? কারণ,
ফলকামনা ব্যতিরেকেও নিত্যাদি-কর্ম্মমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে সেই
সকলের কর্ত্ত্ববশতঃ অবশ্যই ফল-লাভ ঘটিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ।

'প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে'—এই শ্রুতি-প্রমাণে অকরণজনিত
প্রত্যবায় পরিহারোদ্দেশ্যে সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া

সায়ংকালং জানাতীতি, তথা গায়ত্রীজপতৎপরঃ অর্থাৎ তত্র সন্ধ্যোপাসনায়াং গায়ত্রীমতিশয়েন পুনঃ পুনঃ জপন্ সন্ পশ্চাদন্তে পঞ্চম্, সতি ব্রহ্মলোকমবাণোতি,—ফলাকাঙ্ক্ষা-
রহিতত্বেন সহজস্বভাবতো (তস্য) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফলং স্যাৎ ।

এবং নৈমিত্তিকে শ্রাদ্ধাদিকে কস্মিণি (অপি) ফলসঙ্কল্পং
বিনা তু ফলং ভবতি । তত্রাহ স্কান্দে—

গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহুবীতটে ।

অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥

গয়ায়াং শ্রীবিষ্ণুপদাঙ্কেক্রোশপর্য্যন্তভূমৌ সর্বতঃ। অথবা
পুরাণান্তুরমতে যোজনপরিমিতে বিষ্ণুপদে গয়াভূমিক্ষেত্রে,
বিরজে বিরজক্ষেত্রে, মাহেন্দ্রক্ষেত্রে । চকারাৎ,—এবেতি
নিশ্চয়ং, কুরক্ষত্রবদরীকেদারক্ষেত্রবেক্ষটাতুলক্ষেত্রশ্রীরঙ্গনাথ-
ক্ষেত্রশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাণ্ডপরসকলতীর্থপুণ্যভূমিষু । তথা জাহুবী-

থাকে; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষায় উহা অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি
ফলোৎপত্তি হয় । যথা, হারীতসংহিতা বলেন—‘প্রত্যহ ত্রিকালজ
সন্ধ্যোপাসনাকারী গায়ত্রীজপতৎপর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হন।’
যে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রতিদিবসে সন্ধ্যোপাসনাকারী,
ত্রিকালজ অর্থাৎ প্রাতঃমধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন কালত্রয় অবগত আছেন এবং
গায়ত্রীজপতৎপর অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনাকালে পুনঃ পুনঃ আত্যস্তিকভাবে
গায়ত্রী জপ করেন, তিনি মৃত্যুতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,—ফলাকাঙ্ক্ষা-
রহিত বলিয়া সহজস্বভাবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিফল লভ্য হয় ।

এইরূপে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদিকার্যোও ফলসঙ্কল্প ব্যতীতও ফল

তটে যত্র কাপি শ্রীগঙ্গাগর্ভজলাদ্যেকক্রোশপরিমিতভূমিত্বেনায়ত
জাহ্নবীতটমিতি সম্ভবতি তত্র চ । অত্রৈতৎস্থলে শ্রাদ্ধকৃত্যে
পিণ্ডঃ প্রদীয়তে যুস্মৈ পুত্রাদিনা স তু পিণ্ডপ্রদঃ সন্ ব্রহ্মলোক-
প্রাপ্তহেন কৃতার্থো ভবত্যবশ্যমেব । তথা শ্রাদ্ধকর্তৃহেন
পিণ্ডং প্রদদাতীতি পিণ্ডপ্রদঃ পুত্রাদিরপি ত্বনাময়ং দ্বিপরাঙ্ক-
পর্যন্তরোগশোকাদিতাপত্রয়াপরসর্বোপদ্রবরহিতং ব্রহ্মলোকং
যাতি সত্যলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

কাম্যং তু কৰ্ম্ম কেবলফলসঙ্কল্পেনৈব ভবতি । তত্রাপি
কাম্যকৰ্ম্মণঃ ফলকামনাব্যতিরেকেণাপি ফলং ভবতি । যথা
শ্রীবৃহদ্বিকুপুৰাণে—

যঃ কশ্চিৎ পুরুষোহপীহ কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ।

মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্যস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥

হইয়া থাকে । স্বন্দপুরাণে কথিত আছে—‘গয়ায়, বিরজাক্ষেত্রে,
মহেন্দ্রপৰ্বতে, জাহ্নবীতটে পিণ্ডদানকারী ব্যক্তি, অনাময় ব্রহ্মলোকে
গমন করেন ।’ গয়া—শ্রীবিষ্ণুপদ প্রভৃতি এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি সৰ্বত্র,
অথবা পুরাণান্তর-মতে যোজনপরিমিত বিষ্ণুপাদাক্ষত্র ; চ-কার হইতে—
কুরুক্ষেত্র, বদরীক্ষেত্র, কেদারক্ষেত্র, বেঙ্গটাচলক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্র,
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি অপর সকল তীর্থ ও পুণ্যভূমি । জাহ্নবীতট—
গঙ্গাগর্ভস্থ জল হইতে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির যে-কোন
স্থান ; এই সকল স্থলে শ্রাদ্ধকার্যে যাঁহাকে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই
‘পিণ্ডপ্রদ’ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হন । তদ্রূপ
শ্রাদ্ধকর্তৃরূপে পিণ্ডপ্রদানকারী পুত্রাদিও অনাময় অর্থাৎ দ্বিপরাঙ্কপর্য্যন্ত

ইহলোকে পুরুষো বর্ণসঙ্করাস্ত্যজান্তর্গতো যঃ কশ্চিৎ কামপি ফলাকাঙ্ক্ষামৃতে স্বেচ্ছয়া চান্দ্রায়ণব্রতং কৃত্বা, তথা ফলকামনাং বিনা দ্রব্যাত্যস্বভাবতঃ কেবলদ্বাদশবার্ষিকং কৃত্বা সর্বপাপেভ্যঃ পাতকোপপাতকমহাপাতকাতিপাতকানুপাতকাদিভ্যো মুচ্যতে । অয়ন্তাবঃ,—এতৎপাতকাদিনিরয়ভোগব্যতিরেকেণ সংস্রতিবন্ধন-রহিতত্বেন চ মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ।

অতএবোচ্যতে—**নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্মাঙ্গিসর্ব-
ন্যাসেন সন্ন্যাসো ভবতি ।** তথা নিত্যাদিসর্বকর্মাভ্যাগেন সর্বকর্মফলত্যাগস্ত্যাগঃ স্যাদ্দিত্যন্তর্গভাঘয়োনাত্র সন্দেহঃ কর্তব্যঃ ।

রোগ-শোকাদি তাপত্রয় ও অপর সর্বপ্রকার উপদ্রবশূণ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন অর্থাৎ **সত্যলোক** প্রাপ্ত হন ।

কিন্তু কেবল ফলসঙ্কল্পেই কাম্যকর্মের সম্ভাবনা । তাহাতেও কাম্যকর্মের ফলকর্তামন্য ব্যতিরেকেও ফল হইয়া থাকে । যথা, শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—‘যে-কোন ব্যক্তি ইহলোকে চান্দ্রায়ণ ও দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিয়া সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হন।’ এই সংসারে বর্ণসঙ্কর-অস্ত্যজান্তর্গত যে-কেহ কোনরূপ ফলকামনাব্যতীত স্বেচ্ছায় চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া, তদ্রূপ ফলকামনাব্যতীত ধনশালীতাহেতু স্বভাবতঃই কেবল ‘দ্বাদশ বার্ষিক’ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পাতক-উপপাতক-মহাপাতক-অতিপাতক-অনুপাতকাদি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন । এই সকল পাতকাদিজনিত নরকভোগ-ব্যতিরেকে ও সংসারবন্ধনরহিত হইয়া মুক্ত হন—ইহা ভাবার্থ ।

(ত্যাগ-তাৎপর্য)—অতএব **নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাঙ্গি** সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা ‘সন্ন্যাস’ হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কর্মের অপরিত্যাগে সর্বকর্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই ‘ত্যাগ’ হয়—ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য । ইহাতে সন্দেহ অকর্তব্য ।

अथ मङ्गलाचरणम् (१)

अथ प्रथमं विवाहादिकृत्यादौ मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् ।
तत्र प्रथमं प्राङ्गणे चतुर्मुष्ट्याधिकचतुर्हस्तपरिमितां चतुष्कोणां
छायामण्डपसहितां वेदीं कुर्यात् ।

अत्र प्रमाणमात्रं श्रीकपिलपञ्चरात्रे—

संस्कृतान्मुक्तमायां प्रयत्नाद्युं विशेषतः ।

भूमौ कुर्यात्तुष्कोणां वेदिकां शुभदायिनीम् ॥

चतुर्हस्तचतुर्मुष्टिपरिमाणेन चिह्निताम् ।

शुक्लाभिर्माम्बुकाभिश्च सल्लोकेनापि निर्मिताम् ॥

मुक्तिर्वाभिः पवित्राभिः सद्यो गोमयलेपिताम् ।

धर्पराक्षारकेशास्त्रितृषादिपरिवर्जिताम् ॥

ततः कुर्यात् प्रयत्नेन छायामण्डपवर्द्धनम् ।

जम्बाम्बुकुलादीनां दलतोरणमण्डितम् ॥

नानावर्णपताकाश्च दद्यात् अष्टघटोपकृति ।

घटाश्च चित्रिताः काष्याः पञ्चवर्णैः सुमङ्गलाः ॥

(१), अथ मङ्गलाचरण—विवाहादि कार्यासकले प्रथमे मङ्गलाचरण
कर्तव्यं । ताहाते प्रथमतः प्राङ्गणे चारिहस्त-चारिमुष्टि-परिमित, चतुष्कोण
ओ छायामण्डप-युक्त वेदि रचना करिबे । এই বিষয়ে कपिल-पञ्चरात्रे
प्रमाण, यथा—

विशेषभावे संस्कृत, उक्तम्, पवित्र भूमिसे उभयदिके चारिहस्त-चारिमुष्टि-परिमित,
विशुद्ध मातृका-द्वारा चिह्नित, सल्लोकेर द्वारा निर्मित, पवित्र मुक्तिका जल ओ सद्य-गोमय-
द्वारा लेपित, धर्पर-राक्षार-केश-अस्त्रि-तृषादिशुद्ध चतुष्कोण-मङ्गल-वेदिका निर्माण

পূর্বাদি ক্রমতশ্চাপ্তৌ ঘটাস্থাপ্যবিধানতঃ ।
 অষ্টৌ ধ্বজাঃ সপতাকাঃ শুভ্রা বেদ্যাশ্চ পূর্বতঃ ॥
 তত্রচ্ছায়ামণ্ডপোর্ধ্বং চন্দ্রাতপবিমণ্ডিতম্ ।
 নানাপুষ্পাদিরচিতশ্রগ্ভিমঞ্জুশোভনম্ ॥
 পঞ্চবর্ণকুঠৈশ্চূর্ণৈর্বেদিকাং সধ্বাস্তনাঃ ।
 সাঞ্চো বিচিত্রিতাং কুর্ষুর্দ্বারং বিবিধলিম্পিকৈঃ ॥
 মঙ্গলাচরণং চৈতৎ বাস্ত্যভাণ্ডস্ত বাদনৈঃ ।
 শঙ্খঘণ্টাদীনাং ঘোষৈঃ স্থলমত্যন্তমঙ্গলম্ ।
 মুখবাত্তৈললুলাঠৈঃ সধবানাঞ্চ ঘোষিতাম্ ॥

(ক) ততঃ প্রথমং মঙ্গলদায়কং সর্ববিঘ্নবিনাশকারকং
 ষড়্ দর্শনমতেন পৃথঙ্নামধেয়ং শ্রীমদ্ভগবন্তং ভক্ত্যা প্রণমেৎ ।

যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

যঃ ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথাত্মে ।

বিশ্বাদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

ততো বেদোক্তং মন্ত্রং পঠেৎ, যথা সামবেদে—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীং

চক্ষুরাততম্ ।

অপরমুখেদে কৃষ্ণোনিষদি—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ

করিবে। অনন্তর জাম, আম্র, বকুল প্রভৃতির পত্ররচিত তোরণদ্বারা ছায়া-মণ্ডপকে সজ্জিত করিবে। পূর্বাদি ক্রমে অষ্টদিকে অষ্ট মঙ্গলঘট বিধি মত স্থাপন করিয়া ঘটের উপর নানাবর্ণ পতাকা স্থাপন করিবে এবং ঘটগুলি পঞ্চবর্ণে চিত্রিত করিবে। বেদির পূর্বাদি দিকে পতাকা-সহিত আটটি ধ্বজা স্থাপিত করিবে। ছায়ামণ্ডপের উপরিভাগ চন্দ্রাতপের দ্বারা মণ্ডিত ও নানাপুষ্পরচিত মালাদির দ্বারা মনোরমভাবে শোভিত

পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কশ্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকাৰ্য্যঃ,
কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোহনাদিস্তস্মিন্নজাণান্ত-
বাহ্যে যন্নঙ্গলং তল্লভতে কৃতী ।

অপরানি চ মঙ্গলস্বরূপানি সামযজুর্বেদাভ্যন্তানি. শ্রীপুরুষ-
সূক্তমন্ত্রানি চ পঠেৎ—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাসূলম্ ॥১॥

ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্বুতং যচ্চ ভব্যম্ ।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥২॥

ওঁ এতাবানস্তু মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্তু বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তুামৃতঃ দিবি ॥৩॥

করিবে। সাধ্বী সধবা নারীগণ পঞ্চবর্ণের গুড়িকা-দ্বারা বেদি এবং বিবিধ আলিপনার
দ্বারা দ্বার চিত্রিত করিবে। মঙ্গলাচরণে নানাবাচ্যধ্বনিতে, শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দে ও সধবা
শ্রীগণের হলুধ্বনিতে সেই স্থান অতি মঙ্গলময় করিবে।

(ক) অনন্তর সর্বপ্রথমে মঙ্গলদায়ক, সর্ববিঘ্নবিনাশন, ছয় দর্শনের
মতে পৃথক পৃথক নামবিশিষ্ট শ্রীভগবান্কে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে,—
যথাঃ বৃহদ্বিশ্বপুরাণে—‘যং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্লোক । তারপর সামবেদোক্ত মন্ত্র
পাঠ করিবে—‘ওঁ তদ্বিশ্বেষাঃ পরমং’ ইত্যাদি। অতঃপর ঋগ্বেদান্তর্গত
কৃষ্ণোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিবে—‘ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ’ ইত্যাদি ।
তদনন্তর শ্রীপুরুষসূক্ত-মন্ত্র পাঠ করিবে—‘ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ’ ইত্যাদি ।
অথর্ববেদোক্ত শ্রীনারায়ণোপনিষৎ পাঠও কর্তব্য—‘ওঁ অথ পুরুষ হ বৈ
নারায়ণঃ’ ইত্যাদি ।

ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोहश्चेहाहभवत् पुनः ।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत् सर्शनाहनशने अग्नि ॥४॥

ॐ तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥

ॐ तस्मात् यज्ज्ञात् सर्ववृत्तः सञ्जु तं पृषदाज्यम् ।

पशुंस्तान्श्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥

ॐ तस्मात् यज्ज्ञात् सर्ववृत्त ऋचः सामानि जज्जिरे ।

छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ॥७॥

ॐ तस्मादश्वजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जज्जिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजा वयः ॥८॥

ॐ तं यज्ज्ञं बर्हिषि प्रोक्त्वा पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयुजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥९॥

ॐ यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य को वाहू का उरुपादा उच्येते ॥१०॥

ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राज्ञ्यः कृतः ।

उरुः तदस्य यद्वैश्वः पश्यांश्चन्द्रो अजायत ॥११॥

ॐ चन्द्रमा मुनिरसौ जातश्चक्रोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्रीणात् वायुरजायत ॥१२॥

ॐ ॐ नाभ्यासौदन्तुरिक्त्वा शीघ्रैर्द्वौ ऋचोः समवर्तत ।

पश्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोका अकल्पयन् ॥१३॥

ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्जमतस्तत ।

वसन्तो अस्यासौदाजां ग्रीय इधः शरद्वविः ॥१४॥

ওঁ সপ্তাশ্রাসন্ পরিধয়ন্তিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্মানা অবগ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥

ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তু দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমাস্তান্ ।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তু যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥

ওঁ অদ্যঃ সরঃ ভূতং পৃথ্বী বৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ষণঃ সমবর্ততাগ্রে ।

তস্ম হৃষ্টা বিদধক্রপমেতি তন্মর্তস্য দেবত্বমায়াতমগ্রে ॥১৭॥

ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নাশ্রঃ পশ্বা বিছতে অয়নায় ॥১৮॥

ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভ অন্তরজায়মানো বহুধাভিজায়তে ।

তস্ম যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্তুভূবনানি বিশ্বা ॥১৯॥

ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ ।

পূর্বেবা যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্মণ্যে ॥২০॥

ওঁ রুচং ব্রাহ্মণং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্ ।

যশ্বেবঃ ব্রাহ্মণো বিন্দ্যাৎ তস্ম দেবা আসন্ বশে ॥২১॥

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রৈ পার্শ্বে মক্ষত্রাণি ।

রূপমশ্বিনো ব্যাতং ঈধমিষাণামুশ্ব ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ ॥২২॥

অপবো মঙ্গলপ্রদোহথর্ববেদোক্তন্যায়গোপনিষৎপাঠশ্চ
কর্তব্যো, যথা—

“ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি
প্রজাঃ সৃজেরন্ । নারায়ণাদ্বৃক্ষা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে,
নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্বা দেবতাঃ, সর্বে ঋষয়ঃ সর্বাণি
ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপত্ত্বন্তে । নারায়ণে প্রলীয়ন্তে ।”

“अथ नित्यो देव एको नारायणो ब्रह्मा च नारायणः शिवश्च
 नारायणः शक्रश्च नारायणो रुद्राश्च नारायणो वसवोऽश्विनो च
 नारायणः सर्वे ऋषयश्च नारायणः कालश्च नारायणो दिशश्च
 नारायणोऽहश्च नारायण उर्ध्वश्च नारायणो मूर्तोऽहमूर्त्तश्च नारायणो-
 हस्तर्वहिश्च नारायणः । नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च
 भव्यम् । अथ नित्यो निष्कलो निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः
 शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । य एवं
 वेद,—बोधश्च सारथिं कृत्वा मनःप्रग्रहवान् पुमान् । प्रयाति
 परमं पारं विष्वाख्यं पदमव्ययम् ॥ विष्वाख्यं पदमव्ययमिति ॥
 एतद्वै नारायणोपनिषदं यो वै नारायणोपनिषदमध्येति स
 सर्वेभ्यो दोषेभ्यो विमुक्तो भवति, स सर्वान् कामानवाप्नोति ।
 अमृतद्वयं लक्षाहमृतद्वयं गच्छतीति ।” “ओमित्यग्रे व्याहरेत् ।
 नम इति पश्चात् । नारायणायैतुपरिष्ठात् । ओमित्येकारम् ।
 नम इति द्वे अक्षरे । नारायणायैति पञ्चाक्षराणि । एतद्वै
 नारायणश्चाष्टाक्षरं पदम् । यो ह वै नारायणश्चाष्टाक्षरं पद-
 मध्येति । अनपक्रवः (१) सर्ववर्मायुरेति । विन्दते प्रजापत्यां
 रायस्पाषाणं गोपत्यां ततोऽहमृतद्वयं इति ॥ प्रत्यगामन्दं
 ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् । अकार उकार मकार इति । ता
 अनेकधा समभवन्तदेतदोमिति । यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म-
 संसारवन्धनात् ॥ ॐ नमो नारायणायैति मन्त्रोपासको (२)
 वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति । तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्-

(१) सोऽहमृतद्वयः । (२) तस्मान्मन्त्रोपासनात् ।

তড়িদাভমাত্রম্ । ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ।
 ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি । সৰ্বভূতস্থ-
 মেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওঁ । প্রাতর-
 ধীয়ানো রাত্ৰিকৃতং পাপং নাশয়তি । সাযমধীয়ানো দিবসকৃতং
 পাপং নাশয়তি । মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোহধীয়ান পঞ্চমহা-
 পাতকোপপাতকানি (৩) নাশয়তি । সৰ্ববেদপারায়ণপুণ্যং
 লভতে । নারায়ণাৎ সাযুজ্যমাপ্নোতি ॥” (৪)

ততঃ কুঙ্কুমাক্ততণ্ডুলান্ অভাবে হরিদ্রাক্ততণ্ডুলান্ গৃহীত্বা
 (খ) স্বস্তিবাচনং করণীয়ং, যথা—ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদি—

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোহচ্যুতানন্তো, স্বস্তি নো
 বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু । স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ
 পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ॥ স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ,
 স্বস্তি নো ঋষীকেশো হরির্দধাতু । স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ,
 স্বস্তি নোহঞ্জনাশুতোহনুর্ভাগবতো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈ-
 কেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥

ততঃ পুটাঞ্জলিঃ বন্ধা পঠেৎ যথা সন্মোহনতন্ত্রে,—

(খ) তাহার পর কুঙ্কুমাক্ত তণ্ডুল, তদভাবে হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল হস্তে
 লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে । মন্ত্র, যথা—‘ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ’ ইত্যাদি ।
 অতঃপর কুটাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—‘করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ’ ইত্যাদি,
 ‘কৃষ্ণো মমৈব সর্বত্র’ ইত্যাদি ।

(৩) পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যন্তে । (৪) নারায়ণাৎ সাযুজ্যমবাপ্নোতি ।

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ।
কাঞ্চাদয়শ্চ কুব্ধন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ ॥

বিষ্ণুযামলসংহিতায়াং,—

কৃষ্ণো মমৈব সৰ্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্ ।
তথৈব চ সদা কার্ষিঃ সৰ্ববিঘ্নবিনাশনঃ ॥

অতঃপরং (গ) মঙ্গলবাচনং পঞ্চং পঠেৎ—

বিষ্ণুরহস্তে,—

অতসীকুসুমোপমেয়কান্তির্ঘমুনাকুলকদম্বমূলবর্তী ।
নবগোপবধ্ববিলাসশালী বিতনোতু নো মঙ্গলাগ্নি ॥

নারদীয়পুরাণে,—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংশকুঞ্জরকেশরী ।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলঃ ॥

নারসিংহে,—

মাধবো মাধবো বাচি মাধবোমাধবো হৃদি ।
স্বরস্তি সাধবঃ সৰ্বৈ সৰ্বকার্যেষু মাধবম্ ॥

পাণ্ডবগীতায়াং,—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দিনঃ ॥

(গ) অনন্তর মঙ্গলবাচন পঞ্চসকল পঠনীয়—‘অতসীকুসুমোপমেয়-
কান্তিঃ’ ইত্যাদি ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—

মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণু মঙ্গলং মধুসূদনঃ ।
 মঙ্গলং হৃষীকেশোহয়ং মঙ্গলায়তনো হুরিঃ ॥
 বিষ্ণু চ্চারণম্যত্রেণ কৃষ্ণস্ত স্মরণাক্ষরেঃ ।
 সৰ্ববিঘ্নানি নশন্তি মঙ্গলং স্মার সংশয়ঃ ॥

পাদ্মে,—

সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরেনাম মঙ্গলম ।
 পরং স্বস্ত্যয়নং নৃগাং নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে,—

পুণ্ডরীকাক্ষ-গোবিন্দ-মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ ।
 তস্য স্মান্নঙ্গলং সৰ্বকর্মাধৌ বিঘ্ননাশনম্ ॥

রুদ্রযামলে,—

মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণঃ গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্ ।
 মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিম্ ॥
 বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্ ।
 তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রায়মং সুধীঃ ॥
 কৰ্ত্তা সৰ্বত্র সূতরাং মঙ্গলান্ভাস্ত কৰ্ম্মণিঃ ॥*

* তথা গোপালপূর্বতাপস্ত্যং—নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে । বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে । কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে । নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ বর্হীপীড়াভিরামায় রামাঙ্কাকুঠমেধসে । রমামানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ কংশবংশবিনাশায় কেশিচানুরঘাতিনে । বৃষভধ্বজ-

অথাধিবাসঃ (২)

অথাধিবাস কর্তব্যম্ ।— (পূর্বেছ্যঃ) গোধূলিসময়ে তদভাবে (কৃত্যদিবসে) প্রাতঃকালে বাহধিবাসদ্রব্যাগ্যানীয় যথাক্রমমধিবাসয়েৎ । তানি যথা—মহী গন্ধঃ শিলা ধাত্তং দুর্বা পুষ্পং ফলং দধি । ঘৃত-স্বস্তিক-সিন্দূর-শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ । সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্ । ততঃ সুগন্ধি স্নানীয়ং হরিদ্রা বসনং তথা । সূত্রকং চামরং যোত্যাং চন্দনং চাভিবন্দনম্ ॥ (আচমন-বিষ্ণুস্মরণ-স্বস্তিবাচনাदि-পূর্বকমেব অধিবাসোস্কৃতং কার্যং কুর্যাৎ ।)

(২) অথ অধিবাস—কার্যের পূর্বেদিন গোধূলি সময়ে অথবা কার্যের দিন প্রাতঃকালে অধিবাস-দ্রব্যসকল আনিয়া যথাক্রমে অধিবাস করিবে । অধিবাস-দ্রব্য, যথা—মহী, গন্ধ, শিলা, ধাত্ত, দুর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (ঘৃতাক্ত আঁতপ তণ্ডুল), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ বন্দ্যায় পার্শ্বসারথয়ে নমঃ ॥ বেণুনাদবিনোদায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে । কাঙ্কিন্দী-কুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ বল্লবীবদনাস্তোত্রমালিনে নৃত্তশালিনে । নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ । পুতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্তাস্থহারিণে ॥ নিমলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াক্ষুবৈরিণে । অধ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ প্রসাদ পরমানন্দ প্রসাদ পরমেশ্বর । আধিব্যাধিভূজঙ্গেন দষ্টং মানুঙ্কর প্রভো ॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর । সংসারসাগরে মগ্নং মানুঙ্কর জগদ্গুরো ॥ কেশব কেশহরণ নারায়ণ জনার্দন । গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুঙ্কর মাধব ॥

তত্র প্রথমং (১) গঙ্গামৃত্তিকয়া—ভূমিঃ অসি, অদितिঃ অসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ধত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।—অনয়া গঙ্গামৃত্তিকয়া শুভাধিবাসঃ অস্ত।

প্রথমং শ্রীবিষ্ণোঃ পশ্চাৎ বরকন্যায়োরধিবাসঃ কর্তব্যঃ।

(২) ততো গন্ধেন—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং, ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ছাং ইহোপাহবয়ে শ্রিয়ম্। অনেন গন্ধেন শুভাধিবাসঃ অস্ত।—এবং সর্বত্র।

(৩) ততঃ শিলয়া—ওঁ প্রপর্কতস্ত বৃষভস্ত পৃষ্ঠানু নারশ্চ-রন্তি স্বসিচ ই অনন্তো আরবৃত্তং ন ধরা গুদভা অহিং ব্রহ্ম মনুবীয়মানা, বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমুসি।

(৪) ততো ধাত্যেন—ওঁ ধাত্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞনাম্।

(৫) ততো দূর্বেয়া—ওঁ কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পুত্রি। ; এবা নো দূর্বে প্রতনু সহশ্রেণ শতেন চ।

(৬) ততঃ পুষ্পেণ—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহো-রাত্রৌ পার্শ্বে। নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইধা মিষাণ অমুগ্না ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ।

(স্বেতসর্ষপ), কাঞ্চন, রোঁপা, তাত্র, দীপ, দর্পণ, সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা, বঙ্গ, সূত্র, চামর, চন্দন, অভিবন্দন (সকল দ্রব্যে একত্রে বন্দনা), নির্মল্হন। (আচমন-বিষ্ণু স্মরণ-স্বস্তিবাচনাদি সমাপন করিয়া অধিবাসের কার্য্য করিতে হইবে)।

(१) ततः फलेन—ॐ याः फलिनीः याः अफला अपुष्पा
याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुखस्तु अहंसः ।

(८) ततो दध्ना—ॐ दधि क्रूः अकार्क जिषेणः अश्वस्य
वाजिनः । सुरभि नो मुखाकरोत् प्र १ आयुंषि तारिषत् ।

(९) ततो घृतेन—ॐ घृतवती भुवनानां अति श्रियोवर्षी
पृथिवी मधुदुधे सुपेशसा । छावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा
विस्रभिते अजरे भूरिरेतसा ।

(१०) ततः—स्वस्तिकेन—ॐ स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति
नः अच्युतानन्तो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुः दधातु । स्वस्ति नो
नारायणो नरो वै, स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु ।
स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः, स्वस्ति नो ह्यवीकेशो हरिः
दधातु । स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः, स्वस्ति नः अङ्गनासुतो हनूः
भागवतो दधातु । स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलैकेशो महान् श्रीकृष्णः,
सच्चिदानन्दघनः सर्वेश्वरेश्वरो दधातु ।

(११) ततः सिन्दुरेण—ॐ सिन्दोरिव प्राध्वने शुर्कनासे
वातप्रमीयः पतयन्ति घर्षाः । घृतस्य धारा अरुषो नः वाङ्मी
काष्ठा भिन्दन् उश्चिभिः पिश्वमानः ।

(१२) ततः शब्देन—ॐ प्रतिश्रुत्काया अर्तनं घोषाय
बलवादिनं अनन्ताय मूकं शब्दाय आडम्बराघातं महसे वीणावादं
क्रोशाय तूणवधुं अपरम्पराय शङ्खध्वं बलाय वनमपतो
बन्धाय दावपम् ।

(১৩) ততোহঞ্জনে—ওঁ সমিক্কাহঞ্জন্ বৃদশ্মতীনাং
 স্বতং অগ্নে মধুমৎ পিন্ধমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো
 দেবানাং বন্ধি প্রিয়ং অসুধস্থম্।

(১৪) ততো রোচনয়া—ওঁ যুজন্তি ব্রহ্মঃ অরুণং চরন্তং
 পরিতস্থুষঃ রোচন্তে রোচনা দিবি।

(১৫) ততো সিদ্ধার্থেন—ওঁ রক্ষোহনো বল্গহনঃ
 প্রোক্ষামি বৈষবান্, রক্ষোহনো বল্গহনো বলয়ামি বৈষবান্
 রক্ষোহনো বল্গহনো বঃ স্তৃণামি বৈষবান্, রক্ষোহনো বাং
 বল্গহনো উপদধামি বৈষবী, রক্ষোহনো বাং বল্গহনো
 পর্যাহামি বৈষবী, বৈষবমসি বৈষবাঃ স্থ।

(১৬) ততঃ কাঞ্চনে—ওঁ হিরণ্যগেৰ্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
 ভূতস্ক্ জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং জামুতেমাং
 কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

(১৭) ততো রজতেন—ওঁ কুশনো কুশতরুব্যাপ্যভো
 দুশ্ময়ং আপুঃ শ্রেয়ে রুচানঃ অগ্নিঃ অমৃতঃ অভবৎ। বয়োভি-
 র্ঘদেনং ঘোরজনয়ন্ স্কুরৈতাঃ।

(১৮) ততস্ত্রায়েণ—ওঁ অঙ্গো যস্তাত্রীঃ অরুণঃ উতবক্রঃ
 স্তুমঙ্গলঃ। যে চৈনহং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশো
 বৈষা হেড়ইমহে।

(১৯) ততো দীপেন—ওঁ মনো জুতিঃ জুষতাং আজ্যশ্চ
 বৃহস্পতিঃ যজ্ঞং ইমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং ইমং দধাতু,
 বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তাং ওঁ প্রতিষ্ঠ।

(२०) ततो दर्पणेन—ॐ कर्षेण वै सच्चिदानन्दघनः, कृषः
आदिपुरुषः, कृषः पुरुषोत्तमः, कृषेण हा उ कर्मादिमूलः, कृषः
स ह सर्वैवकार्यः, कृषः काशंकृदादीशमुखप्रभुपूज्यः, कृषः
अनादिः, तस्मिन् अज्ञाणान्तर्वाहे यत् मङ्गलं तत् लभते कृती ।

(२१) ततः सुगन्धितैलेन—ॐ तद्विषेणः परमं पदं
सदा पशुस्ति सूरयः दिवीव चक्रुराततम् ।

(२२) ततो हरिद्रया—ॐ विषेणः विक्रमणं असि, विषेणः
विक्रान्तं असि, विषेणः क्रान्तमसि, विषेणः क्रान्तमसि, युजान्त्यस्य
काम्या हविः विपक्षसारथे शोनो घृषुः नवाहसा ।

(२३) ततो वज्रेण—ॐ युवा सुवासाः परिवीतः आगात्
स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति
साध्या मनसा देवयन्तः ।

(२४) ततः सूत्रेण—ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं छाः अनेहसं
सुशर्माणं अदिति सुप्रणीतं देवो नारं सुधियां अनांसं
अस्मरतीं आरुहे मास्य सूर्ये ॥ अनेन मन्त्रेण, 'ॐ तद्विषेणुरिति'
मन्त्रेण च, 'ॐ कर्षेण वै सच्चिदानन्दघन' इति मन्त्रेण च वरस्य
नवगुणपरिमितं वैषवब्राह्मणेन, कन्यायाः सप्तगुणपरिमितं
वैषववीर्तिः सधवाङ्गनाभिश्च श्रीकृष्णस्मरणपूर्वकं कुङ्कुमचन्दन-
हरिद्राङ्गसूत्रवक्त्रं कार्यम् ।

(२५) ततश्चामरेण—ॐ वातो वा मनो वा गन्धर्वा वा
सप्तविंशतिः ते ह्यग्रे समयुजन् ते अस्मिन् यवंग आदधुः ॥

(২৬) ততশ্চন্দনেন—ওঁ কঃ অসি কতমঃ অসি কস্মৈ
হা কায় হা শুল্লোক শুমঙ্গল সত্য রাজন্ ।

(২৭) ততঃ সৰ্বব্ৰহ্মব্যাগ্যেকীকৃত্য বন্দাপনং কুর্য্যাৎ—ওঁ
প্রতিপনসি প্রতিপদে হা, অনুপদসি অনুপদে হা, সম্পদসি
সম্পদে হা, তেজোহসি তেজসে হা ॥ ইত্যেনে সৰ্বব্ৰহ্মং স্পৃষ্ট্বা,

(২৮) চতুঃপ্রদীপং পঞ্চপ্রদীপং সপ্তপ্রদীপং বা প্রজ্জাল্য
নির্মল্লনং কুর্য্যাৎ ।

এবংবিধিনা বরকণ্ঠায়োরধিবাসঃ ॥

নামাপরাধভয়াৎ নান্দীমুখশ্রাদ্ধমত্র ন কর্তব্যম্ ।
কিন্তু তেষাং পিতৃণাং পরমসুখার্থং শ্রীগুরুপরম্পরাপূজনং

আচমনের পর মূলে লিখিত মন্ত্র-সকল পাঠপূর্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ
করিতে। তদনন্তর স্বস্তিবাচন, যথা—কুঙ্কুমাক্ত অথবা হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল
হস্তে লইয়া 'ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তণ্ডুল
ছড়াইয়া দিয়া পুসঃ জ্বাউহস্তে 'করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি পঞ্চদশ
পাঠ করিবে। তারপর পাণ্ডাদির দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করিবে।

তারপর এক একটা দ্রব্য লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রথমে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে
স্পর্শ করাইবে। পরে বরকণ্ঠার মস্তকে স্পর্শ করাইবে। বিবাহ-কার্যে
সূত্রের দ্বারা অধিবাস করাইবার পর, সেইস্থলে লিখিত মন্ত্রসকল
উচ্চারণ ও শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-পূর্বক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বরের হস্তে কুঙ্কম-
চন্দন-হরিদ্রারঞ্জিত নয়গুণ সূত্র এবং বৈষ্ণবী সধবান্দনা কণ্ঠার হস্তে
সাতগুণ সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন।

নামাপরাধভয়ে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে। কিন্তু পিতৃ-

কুৰ্ঘ্যাৎ, তেভ্যো মহাপ্রসাদঞ্চ দত্বাৎ, বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যোহন্ন-
বদ্বাদিকং যথাশক্তি সহজেনৈব দেয়ং বিষ্ণুপ্ৰীত্যে বিষ্ণুস্মরণ-
পূৰ্ব্বকম্ । * অতঃপরং কুড়্যোপরি স্মৃতেন পঞ্চ সপ্ত বা
পরিমিতা বসুধারা দেয়া । তত্র মহাভাগবতং শ্ৰীচেদিনং
রাজ্ঞানং শ্ৰীবিষ্ণুমহাপ্রসাদ-পুষ্পজলনৈবেদ্যাदिभिः प्रपूजयेत् ।

অথ শ্ৰীবাসুদেবার্চনম্ (৩)

অথ বিবাহদিবসে শ্ৰীগোবিন্দভক্তোহন্নন্যশরণো
দীক্ষিতো বর্ণাদিঃ প্রাতঃ কৃতাহ্নিকঃ কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যকৃত্যস্তত্র
ছায়ামণ্ডপে মণ্ডিতে (শ্ৰীবিষ্ণুমন্দিরে বা) কৃতকুশাভাসন আচাম্বঃ
শ্ৰীবিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা (অর্চনপদ্ধতৌ দ্রষ্টব্য) পরমমনোহর-

পুরুষগণের পরম সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত শ্ৰীগুরু-পরম্পরার পূজা
করিবে এবং পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ দিবে । বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ-
গণকে যথাশক্তি অক্লেশে অন্নবজ্রাদি বিষ্ণুপ্ৰীত্যর্থ বিষ্ণুস্মরণ-পূৰ্ব্বক দান
করিবে । তারপর দেওয়ালে স্মৃতে দ্বারা পাঁচটি বা সাতটি বসুধারা
দিবে । সেইস্থানে মহাভাগবত চেদিরাজকে মহাপ্রসাদ-জল-নৈবেদ্যাदि-
দ্বারা পূজা করিবে ।

(৩) অথ শ্ৰীবাসুদেবার্চন । সদগুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত,
অনন্যশরণ, গোবিন্দভক্ত যেকোন বর্ণের ব্যক্তি বিবাহদিবসে প্রাতঃকালে

* প্রথমে শ্ৰীশ্ৰীগুরুগোরাঙ্গের অর্চন, তদনন্তর শ্ৰীবাসুদেবের অর্চন, অতঃপর
ভগবৎপ্রসাদনির্দ্রাণাদি দ্বারা যথাবিধি শ্ৰীগুরুপরম্পরার অর্চন, তৎপরে শ্ৰীবিষ্ণুবৈষ্ণব-
সেবার্থ দানাদি, অনন্তর শ্ৰীভগবানের ভোগ ও আরাত্রিক, তৎপরে শ্ৰীগুরু-বৈষ্ণবে
মহাপ্রসাদ নিবেদন, তৎপরে বসুধারা—এই ক্রম অনুসরণীয় ।

বিচিত্রমণ্ডলে ঘটং সংস্থাপ্য তদঘটোপরি তাত্রপাত্রে সংস্থাপ্য
 শ্রীশালগ্রামং পুরুষস্কৃতমস্ত্রেঃ পূজয়েৎ । তত্রাপি শ্রীশালগ্রামস্থ-
 শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদিসর্ব-কর্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-
 ভয়াৎ গণেশাদিপঞ্চদেবান্ন আদিত্যাদিনবগ্রহান্ ইন্দ্রাদিলোক-
 পালান্ গোৰ্যাদিমাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ, কিন্তু বৈষ্ণবাদীন্
 পূজয়েৎ ।

যথা, ^(১) প্রমাণং হি পাদে,—গুহ্মসঙ্কময়ো বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ । নারায়ণঃ
 পরব্রহ্ম বিপ্রাণাং ^(২) দেবতং হরিঃ ॥ ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতির্বিষ্ণুরাস্তদেবো জনার্দনঃ । ব্রহ্মণ্যঃ
 পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো হরিরচ্যুতঃ ॥ স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরে পুরুষর্ষভাঃ ।
 মোহাদ্ যঃ পূজয়েদস্তং স পাবণী ভবেদ্ভবম্ ॥ স্মরণাদেব কৃষ্ণস্ত বিমুক্তিঃ পাপিনা-
 মপি । তস্ত পাদোদকং নেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্ ॥ স্বর্গাপবর্গদং নৃণাং ব্রাহ্মণানাং
 বিশেষতঃ । বিষ্ণোর্নিবেদিতং নিতং দেবেভ্যো জুহুয়ান্নবিঃ ॥ পিতৃভ্যশ্চৈব তদদ্যৎ

জ্ঞান, আহিক ও নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া সুসজ্জিত ছারামণ্ডপে
 অথবা শ্রীবিষ্ণুগৃহে প্রবেশপূর্বক কুশাদি-আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন ও
 শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে (মন্তুলাচরণ দ্রষ্টব্য) । অতঃপর পরম মনোহর বিচিত্র
 মণ্ডলে ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাত্রপাত্রে শ্রীশালগ্রাম স্থাপনপূর্বক
 পুরুষস্কৃতমস্ত্রে শ্রীশালগ্রামের অর্চন করিবে । বিবাহাদি সর্বকার্য্যেই
 শ্রীশালগ্রামস্থ শ্রীনারায়ণের পূজায় নামাপরাধ ও সেবাপরাধের
 ভয়ে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-
 লোকপাল, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে না, কিন্তু
 বৈষ্ণবাদির পূজা করিবে ।

এই বিষয়ে প্রমাণ, যথা পদ্মপুরাণে—শ্রীবিষ্ণু গুহ্মসঙ্কময়, কল্যাণগুণসাগর, তিনি
 নারায়ণ, পরব্রহ্ম, বিপ্রগণের (আরাধ্য) দেবতা, হরি । বিষ্ণু—শ্রীপতি, বাসুদেব,
 জনার্দন, ব্রাহ্মণগণের উপাস্ত ব্রহ্মণ্যদের, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, হরি, অচ্যুত । ৫

সর্বমানন্ত্যমহুতে । যো ন দত্ত্যাকরেভুক্তঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্মণি । অশস্তি পিতরন্তশ্চ
 বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥ তস্মাদ্বিক্ষোঃ প্রসাদো বৈ সেবিতব্যো দ্বিজম্মনা । ইতরেষাং
 তু দেবানাং নির্মালাং গর্হিতং ভবেৎ ॥ সকৃদেব হি যোহশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূর্বতঃ ।
 নির্মালাং শঙ্করাदीনাং স চাণ্ডালো ভবেদধ্রুবম্ । কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥
 নির্মালাং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং নির্বোকসাম্ । প্রক্ষোক্ষকপিশাচানাং মদ্যমাংসসুরা-
 সমম্ ॥ তস্মাক্ষণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুক্তিতং হবিঃ । তস্মাদম্মং পরিত্যজ্য বিষ্ণুমেব
 সনাতনম্ । পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবজ্জীবনতস্মিতাঃ ॥ অর্চয়েন্নস্তুরত্বেন বিধিনা
 পুরুষোত্তমম্ । প্রসাদায় বৈ কুর্যাম্নিত্যং ভক্তিমতস্মিতঃ । তস্মাবরণপূজায়াং ত্রিংশান্না-
 র্চয়েৎ স্বধীঃ । শ্রীবিক্ষোঃ পূজয়েৎ সদা নিত্যপার্যদবৈষ্ণবাম্ ॥ অনন্তশরণো
 ভক্তো নাম-মস্ত্রেষু দীক্ষিতঃ । কদাচিন্নার্চয়েদেবান্ গণেশাদীংস্ত বৈষ্ণবঃ ॥ যত্র যত্র
 সুরাঃ পূজ্যা গণেশাচ্ছান্ত কর্মিণাম্ । বিষ্ণুর্চনে তত্র তত্র বৈষ্ণবানাং হি বৈষ্ণবাঃ ॥
 বিশ্বকসেনং সসনকং সনাতনমতঃপরম্ । মনন্দনমনংকুমারৌ পঠৈতান্ পূজয়েত্ততঃ ॥
 যস্মিন্নবগ্রহা অর্চ্যাস্তত্র কথ্যাদয়ৌ নব । যত্র যজন্তি বিধিনা দিক্‌পালাদীংস্ত কর্মিণঃ ।
 তত্র প্রপূজয়েদেতান্ বিধিং ভাগবতং শুকম্ ॥ সদাশিবং বৈনতেয়ং নারদং কপিলং

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তিনিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপরে নহেন। যিনি মোহবশতঃ অল্প
 দেবতার পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। কৃষ্ণের শরণমাত্রেই পাপিগণেরও মুক্তি
 হয়। তাহার পাদোদক ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাবন ও স্বর্গাপবর্গপ্রদ—অতএব জীবের,
 বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সেব্য। বিষ্ণুকে নিবেদিত হবি-স্মরা (ঘৃত-স্মরা) দেবগণের
 নিত্য হোম করিবে, পিতৃগণকেও তাহাই (বিষ্ণুনৈবেদ্য) অর্পণ করিবে—তৎসমস্ত
 আনন্ত্য অর্থাৎ অনন্তসফলতা লাভ করে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের
 শ্রাদ্ধকার্যে হস্তির উচ্ছিষ্ট প্রদাচ্ছ করে না, তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র
 ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব দ্বিজ ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রসাদ সেবা করাই কর্তব্য; পক্ষান্তরে
 অপর দেবতার নির্মালা তাহাদের পক্ষে গর্হিত। যে ব্রাহ্মণ শঙ্করাদি অপর দেবতার
 নির্মালা জ্ঞানপূর্বক একবারও ভক্ষণ করে, সে নিশ্চয়ই চাণ্ডাল হয় এবং সহস্রকোটি
 কল্পকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রাদি দেবতাগণের, যক্ষ-রক্ষঃ-
 পিশাচগণের নির্মালা—মদ্য-মাংস-সুরাতুলা। অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতাগণের ভুক্ত হবিঃ

বলিম্ । ততো ভাগবতং ভীষ্মং প্রহ্লাদমঞ্জুনাসুতম্ ॥ অশ্বরীষঞ্চ জনকং মহাভাগবতং
 যমম্ ॥ মনুং স্বয়ম্ভুবং ব্যাসাদিকঞ্চ বৈষ্ণবোত্তমম্ । যুগে যুগে চ বিখ্যাতানপরান্
 বৈষ্ণবানপি ॥ হর্ষার্চনে যজ্ঞেন্নিত্যং ন তু দেবান্ কদাচন । যত্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাস্তত্র
 হেতাঃ 'প্রপূজয়েৎ ॥ সদা ভগবতী' পোর্ণমাসী পদ্মাস্তরঙ্গিকা । গঙ্গা কলিন্দতনয়া
 গোপী চন্দ্রাবলী তথা ॥ গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গৌশচ বৈষ্ণবী । শ্রীবশোদা
 দেবহৃতিঃ দেবকী রোহিণীমুখা ॥ শ্রীসীতা দ্রৌপদী কুন্তী অপরা যা মহর্ষয়ঃ । কশ্মিন্যাশ্চা-
 স্তথা চাষ্ট মহিষ্য যাশ্চ তা অপি ॥ গোপালোপাসকশ্চৈব শ্রীদামাদীন্ বিশেষতঃ ।
 এতশ্চাবরণস্যন গোপালান্ পরিপূজয়েৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণোপাসকস্ত তদর্চনে সর্বকর্মণি ।
 ললিতাশ্চাঃ সহচরীঃ সসখীরক্ষিণীযুতাঃ ॥ পূজয়েদ্বিধিনা কার্ষেণ যতো বৈষ্ণবদৈবতঃ ।
 নাশ্চান্ কদাচিদ্ধিবুধানুপদেবাংশ্চ শুদ্ধবীঃ ॥ বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং ক্রিয়েষা সাত্ত্বিকী
 যতঃ । ন রাজসী ন তামসী পাবণ্ডধর্মভীতিতঃ ॥

(প্রসাদ) ভক্ষণ করিবে না । সুতরাং হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অল্প দেবতাকে পরিত্যাগ
 করিয়া সনাতন বিষ্ণুকেই যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজা কর । বিধি-অনুসারে মন্ত্ররত্নের
 দ্বারা পূর্ববোত্তমের অর্চন করিবে, তাঁহার প্রসাদ বা কৃপালাভের জন্ত সর্বদা অতল্লিত
 হইয়া তাঁহার সেবা করিবে । শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা-পূজায় (অপর) দেবতাগণের
 অর্চন করিবে না ; সর্বদা তাঁহার নিত্যপার্বদ বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে । (পঞ্চসংস্কারে)
 নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অদ্বৈতশরণ উক্ত বৈষ্ণব কখনও গণেশাদি দেবতার অর্চন করিবে না ;
 যে যে স্থলে গণেশাদি দেবতা কশ্মিগণের পূজা, বিষ্ণুপূজায় সেই সেই স্থলে বিশ্বক্সেন,
 সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা বৈষ্ণবগণের কর্তব্য ।
 যেই স্থলে নবগ্রহ কশ্মিগণের অর্চনীয়, সেই স্থলে কবিও মুখ নবযোগেন্দ্র বৈষ্ণবগণের
 পূজনীয় । কশ্মিগণ যেই স্থলে বিধিপূর্বক দিকপালগণের পূজা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ
 সেই স্থলে ব্রহ্মা, মহাভাগবত শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্মদেব,
 প্রহ্লাদ, হনুমান, অশ্বরীষ, জনক, মহাভাগবত যমদেব, স্বয়ম্ভুব মনু এবং বৈষ্ণবোত্তম
 ব্যাসাদির পূজা করিবেন । শ্রীবিষ্ণুর অর্চনে যুগে যুগে প্রসিদ্ধ অপর বৈষ্ণবগণও পূজনীয়,
 কিন্তু কদাচ দেবগণের পূজা কর্তব্য নহে । হে মহর্ষিগণ ! যে-স্থলে মাতৃগণের পূজা
 কশ্মিগণের কর্তব্য, সেই স্থলে বৈষ্ণবগণ সর্বদা ইহাদিগকে পূজা করিবেন—ভাগবতী
 পোর্ণমাসী, পদ্মা, অন্তরঙ্গিকা, গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রাবলী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী,

পুনরত্ৰৈব শ্রীভগবন্তং প্রতি ভৃগুবচনং,—অহো রূপমহো শীলমহো শান্তিরহো দয়া ।
 অহো স্থনির্গলা ক্ষান্তিরহো সত্ত্বং গুণা হরে ॥ নৈসর্গিকং শুভং সত্ত্বং তবৈব গুণ-
 বারিধে । নাশ্বেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিং সর্বেষাং ত্রিদিবোকসাম্ ॥ ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ
 ত্বমেব পুরুষোত্তম । ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো ন্যাত্ত্বাঃ পূজাঃ স্বরঃ কচিৎ ॥ যেহর্চয়ন্তি
 স্বরানন্তান্ দ্বাং বিনা পুরুষোত্তম । তে পশ্যন্তু ত্বমাপন্নঃ সর্বলোকবিগহিতাঃ ॥
 বিপ্রাণাং বেদবিদ্ব্যাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দন । নাশ্চঃ কশ্চিৎ স্বরাণ্যস্ত পূজনীয়ঃ কদাচন ॥
 অশুকা ব্রহ্মরজ্জিগ্না রজস্তুমোবিমিশ্রিতাঃ । ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োহগ্রজগ্নানাম্ ॥
 ত্বংপাদসলিলং সেবাং পিতৃণাঞ্চ দিবোকসাম্ । সর্বেষাং ভূহরাণাং চ মূর্তিদং কথবা-
 পহম্ ॥ তদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টেশেবং বৈ পিতৃণাং চ দিবোকসাম্ । ভূহরাণাং চ সেবাং স্ত্র্যাং
 নাশ্বেষাং তু কদাচন ॥ ইতরেষাং তু দেবানাং অন্তং পুষ্পং জলাদিকম্ । অস্পৃশ্যং তু
 ভবেৎ সর্ষং নির্মালাং স্বরয়া সমম্ ॥ তস্মাৎ বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনম্ ।
 তন্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বৃধঃ ॥ নাশ্চদেবং নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ ।
 নাশ্চপ্রসাদং ভুক্ত্বীত নাশ্চদায়তনং বিশেৎ । তদদাতি হি যো বিপ্র পিতৃণাং শ্রাস্তকর্মণি ।
 তদ্ভুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ তৎ সর্ষং বিকলং ভবেৎ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
 পতন্তি পিতরস্তস্মৈ নরকে পুয়শোণিতে ॥ নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দৃঢ়াতি বা ।

বৈষ্ণবী গো, বশোদা, দেবহুতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রোপদী, কুন্তী, রুক্মিণী প্রভৃতি
 অপর সকল এবং যে যে অষ্টমহিষী তাঁহারা । শ্রীগোপালোপাসক শ্রীগোপালের
 আবরণরূপে শ্রীদামাদি গোপালগণের বিশেষভাবে পূজা করিবেন । শ্রীকৃষ্ণোপাসক
 কৃষ্ণার্চনে ও সকলকর্মে সখী ও রুক্মিণীগণসহিত ললিতমুদি সহচরীর বিধিপুঙ্খক পূজা
 করিবেন । শুদ্ধবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদেবতাপরায়ণ বলিয়া কখনও অশ্রু দেবতা ও
 উপদেবতার পূজা করিবেন না । বৈষ্ণব-ক্রিয়াকলাপের ইহাই ক্রিয়াপদ্ধতি—যেহেতু
 ইহা সাধিকী । পাষাণধর্মভরে রাজসী ও তামসী ক্রিয়া বৈষ্ণবের অবিধেয় ।

পুনঃ পদ্মপুরাণেই ভৃগু শ্রীভগবান্কে বলিতেছেন,—হে হরি ! তোমার রূপ, শীল,
 শান্তি, দয়া, স্থনির্গল ক্ষান্তি, সত্ত্ব ও গুণ—অপূর্ব । হে গুণবারিধি ! স্বাভাবিক
 মঙ্গলময় সত্ত্ব তোমারই আছে, সমস্ত দেবতার মধ্যে অপর কাহারও কিছুই নাই !
 হে পুরুষোত্তম ! তুমিই ব্রহ্মণ্যদেব ও শরণ্য, তুমিই ব্রাহ্মণগণের প্রভু, কদাচ অশ্রু
 কোন দেবতা (তাঁহাদের) পূজা নহেন । হে পুরুষোত্তম ! বাহার ! তোমাকে ব্যতীত

দেবতানাঞ্চ পিতৃণামানন্ত্যং ক্রবমশ্রুতে ॥ তস্মাৎসমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নাশ্চোহস্তি
কশ্চন। মোহাদ্যঃ পূজয়েদশ্চং স পাবণী ভবেদক্রবম্ ॥ অং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্
বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বিষ্ণুঃ সর্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ত্বমেব সেব্যো
বিপ্রাণাং ব্রহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্ ॥ পূজ্যত্বাদব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি। সর্বেষামেব
দেবানাং ব্রাহ্মণত্বমবাপ্যতে ॥ ১০ 'ত্বামেষ হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তম।' ব্রাহ্মণত্বে
বভূবুস্তে নাশ্চ তত্র ন সংশয়ঃ ॥

কিঞ্চ, যথা স্থানে সেতুখণ্ডে,—ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ শুদ্ধসত্ত্বশয়ঃ সদা।
দেবাদিদেবং গোবিন্দমুতে নাশ্চং প্রপূজয়েৎ ॥ নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে সর্বমাঙ্গল্য-
কর্মণি। যদি মোহাৎ তু বিবুধ্যন্ স চাণ্ডালো ভবেদক্রবম্ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্তে,—মোহাদ্যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা হস্ত্যানাজ্ জ্ঞানপূর্বতঃ। অর্চয়েদ্বি-
বুধাংশ্চৈতু বিন্য বিষ্ণুমধোগতিঃ ॥

অপর দেবতাকে অর্চন করে, তাহার পাবণও প্রাপ্ত হইয়া সর্বজন-নিন্দিত হয়। হে
জনর্দিন! বেদবিজ্ঞ বিপ্রগণের তুমিই পূজ্য, দেবগণের মধ্যে অপর কেহই কদাচ
পূজনীয় নহেন। ব্রহ্ম-রত্নাদি দেবগণ রজস্তমোগুণমিশ্রিত, অতএব অশুদ্ধ; তুমি
শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও ব্রাহ্মণগণের পূজনীয়। তোমার পাদোদক ও ভূক্তাবশেষ পাপনাশক
ও মুক্তিপ্রদ, তাহাই সকল পিতৃপুরুষের, দেবগণের ও ব্রাহ্মণগণের দেব্য, অপর কাহারও
পাদোদক ও ভূক্তাবশেষ কদাচ দেব্য নহে। কিন্তু অপর দেবতার অন্ন, পুষ্প, জলাদি
সমস্ত নির্মাল্য অরাসদৃশ ও অস্পৃশ। অতএব বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বদা সনাতন-দেবকে
পূজা করিয়া তাহার পাদোদক ও ভুক্তান্ন সর্বদা সেবা করিবেন। ব্রাহ্মণ অশু
দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবেন না, অশু দেবতার প্রসাদ সেবা করিবেন না, অশু
দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না। অতএব যে বিপ্র পিতৃগণের শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে অপর
দেবতার উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক অর্পণ করেন, তৎসমস্ত সিদ্ধল হয়; তাহার পিতৃগণ
পুয়শোণিতময় নরকে শতসহস্রকোটিকল্প পতিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তোমায়
নিবেদিত অব্যে দেবগণের হোম করে এবং তাহা পিতৃগণকে অর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই
আনন্দ লাভ করে। অতরাং তুমিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপর কেহ নহে। যে ব্যক্তি
মোহবশতঃ অপরের পূজা করে, সে নিশ্চয়ই পাবণ হয়। তুমিই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ,
সনাতন বাসুদেব, সর্বব্যাপী বিষ্ণু, নিত্য মহেশ্বর পরমাত্মা। শুদ্ধ-সত্ত্বময় ব্রহ্মণ্যদেব

তথা শ্রীউত্তরগীতায়াম্,—বৈষ্ণবান্ ভজ কোন্তেয় মা ভজস্বাণ্ দেবতাঃ । উপদেবাং-
স্তথা যক্ষরক্ষোভূতগণানপি ॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—মামৃতেহস্ত্যাংস্ত বিবুধান্ বৈষ্ণবো ব্রাহ্ম-
ণোহথবা । যদ্ব্যর্চয়েদবৈষ্ণবাংশ্চাণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ এতানি প্রমাণানি সূগমত্বান্ন
ব্যাখ্যাতানি । অপরাণি প্রমাণানি বহুতরাণি ঐশ্ব-বাহুল্যান্ন লিখিতানি । শ্রীভাগবত
প্রমাণং—মুমুক্শ্বো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীন্নিথ । নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি
হনন্যুববঃ ॥ রজস্তুমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ । পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যা-
প্রজ্ঞেপসবঃ ॥ (ভাঃ ১।২।২৬-২৭) ॥

তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং তদাবরণপূজ্যত্বেন প্রথমং গণেশাদি-
পূজাহকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং শ্রীবিষ্ণুসেন-সনক-সনাতন -

তুমিই ব্রাহ্মণগণের সেবা । তুমি (ব্রাহ্মণ্যদেব) সকল ব্রাহ্মণের ও দেবগণের পূজ্য
বলিয়া (তোমার পূজার দ্বারা) এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে ।
হে পুরুষোত্তম ! যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্বদা তোমার ভজন করেন, তাহাতেই তাঁহারা
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন—অন্তেরা নহে, তাহাতে সংশয় নাই ।

আরও হৃন্দপুরাণে সেতুখণ্ডে—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময়চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য বলিয়া
কথিত । নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সর্বমঙ্গলকর্মে দেবাদিদেব গোবিন্দ ভিন্ন অণ্ডকে
পূজা করিবে না । যদি কেহ মোহবশতঃ অণ্ড দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সে
নিশ্চয়ই চাণ্ডাল হয় ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও মোহবশতঃ জ্ঞানে বা
অজ্ঞানে বিষ্ণুব্যতীত অণ্ড দেবতার অর্চন করে, তাহার অধোগতি হয় ॥ উত্তরগীতায়—
হে কোন্তেয় ! বৈষ্ণবদেবগণের সেবা কর, অণ্ড দেবতা, উপদেবতা, যক্ষ-রক্ষঃ-ভূতগণকে
পূজা করিও না ॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—যদি বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণ আমা ভিন্ন অপর অবৈষ্ণব
দেবতার অর্চন করেন, তাহা হইলে তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন ॥

এই সকল প্রমাণ সুবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল না । গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অণ্ডাণ্ড
বহুতর প্রমাণও লিখিত হইল না । শ্রীমদ্ভাগবতেও—অসূয়াহীন অর্থাৎ অপর দেবতার
অনিন্দক, শাস্তস্বভাব মুমুক্শুগণ ভীষণস্বরূপ পিতৃ-ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া
নারায়ণাবতারগণের ভজন করেন । কিন্তু পিতৃ-ভূত-প্রজাপতিগণের তুল্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট
রজস্তুমঃস্বভাব ব্যক্তিগণ শ্রী-ঐশ্বর্যা-পুত্রাদিকামনায় পিতৃ-ভূত-প্রজাপতির ভজন করে ।

সনন্দন-সনৎকুমারানেতান্ পঞ্চমুহাভাগবতান্ পূজয়েৎ । তত্র
 নবগ্রহপূজাঙ্করণে প্রত্যবায়পরিহারার্থং শ্রীকবিহব্যান্তুরীক্ষাদীন্
 নবযোগেন্দ্রান্ ০ প্রপূজয়েৎ । তত্রেন্দ্রাদিদিগ্‌পালাদিপূজা-
 হকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং ০ মহাভাগবতশ্রীপিতামহ - শুকদেব -
 সদাশিব-গরুড়-নারদ-কপিল- বলিভীষ্মপ্রহ্লাদহনুমদম্বরীষ-জনক-
 শমন-স্বায়ম্ভুবমনুদ্ধব-ব্যাসাদয়, এতান্ শ্রীভাগবতোত্তমান্ সত্য-
 ত্রেতা-স্বাপ্নর-কলিযুগেযু যে যে মহাভাগবতোত্তমাস্তানপি পূজয়েৎ ।
 তত্র গৌর্যাদিমাতৃগণপূজাহকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং পৌর্ণমাসী-
 লক্ষ্ম্যন্তরঙ্গা-গঙ্গা-যমুনা-গোপী-বৃন্দাবতী-গায়ত্রী-তুলসী-সরস্বতী-
 পৃথিবী-গাবস্তথা, শ্রীযশোদা-দেবহূতি-দেবকী-রোহিণী-সীতা-
 দ্রৌপদী-কুন্তী-রুক্মিণী - সত্যভামা-জাম্ববতী - নাগজিতী-লক্ষ্মণা-
 কালিন্দী-ভদ্রা-মির্রবিন্দা এতা অপরা যা বৈষ্ণব্যস্তা অপি
 পরিপূজয়েৎ । শ্রীগোপালোপাসকঃ শ্রীদামাদীন্ গোপালান্ অশ্রু
 পার্শদত্বেন পূজয়েৎ । ০ অপরঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসকো ভক্তঃ

০ অর্থাৎএব শ্রীবিষ্ণুপূজায় গণেশাদি দেবতার অপূজন-জনিত
 প্রত্যবায়-পরিহারার্থ প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতারূপে শ্রীবিষ্ণুক্সেন-
 সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা
 করিবে । নবগ্রহপূজার অকরণ-জনিত প্রত্যবায়-পরিহারার্থ শ্রীকবি-
 হবি-অন্তুরীক্ষাদি নবযোগেন্দ্রের পূজা করিবে । ইন্দ্রাদি দিগ্‌পাল-
 গণের অপূজনদোষ-পরিহারার্থ মহাভাগবত ব্রহ্মা, শুকদেব, সদাশিব,
 গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, হনুমান, অম্বরীষ, জনক,
 যমদেব, স্বায়ম্ভুবমনু, উদ্ধব, ব্যাস প্রভৃতি ভাগবতোত্তমগণের এবং

শ্রীললিতাঢাঃ সখীসহচরী-রঙ্গিনীগণযুতা অনয়োঃ শ্রীযুগলয়োঃ
 পার্শদত্বেনাবশ্যমেব পরিপূজয়েৎ । ততোহপরে শ্রীমন্নারায়ণস্ত
 শ্রীমৎশ্রাদিবিধিধারুতারোপাসকাস্ত তত্তন্নিজনিজসেবকপার্শদত্বেন
 তেষাং তেষাং তান্ তান্ পার্শদভক্তান্ প্রপূজয়েয়ুঃ । অয়ং ভাবার্থঃ ।
 এবং বিধিনা শ্রীমদ্বাসুদেবং যোড়শোপচারৈর্দশোপচারৈর্দশো-
 পচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা* পার্শদৈঃ সহ পূজয়িত্বা পুরুষসূক্তমন্ত্রে-
 রপরসঙ্কণ্ডগনসম্বলিতসদেদমন্ত্রেব। আগমোক্তৈর্মন্ত্রেব।
 ততোহধিবাসং বিধানোক্তং কুর্যাৎ । কেবলং শ্রীভগবন্তং
 বিনা, তথা শ্রীকাঞ্চাণ্ডিসকলবৈষ্ণবান্ শ্রীবিষ্ণুকসেনা-
 দান্ বিনা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরসকলমাঙ্গল্যাদিষু

সতা-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের যে-সকল মহাভাগবত, তাঁহাদেরও পূজা
 করিবে । •গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা-অকরণদৌষ পরিহায়ে নিমিত্ত
 পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী, অন্তরঙ্গা, গঙ্গা, যমুনা, গোপী, বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী,
 সরস্বতী, পৃথিবী, গো, যশোদা, দেবহুতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী,
 কুন্তী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগজিতী, লক্ষণা, কালিন্দী, ভদ্রা,
 মিত্রবিন্দা—এই সকল এবং •অপর বৈষ্ণবাগণের পূজা করিবে ।
 শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ভক্ত সখী-সহচরী-রঙ্গিনীগণসহিত শ্রীললিতা-

*যোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, উপবীত,
 ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার । (হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ আসনাদ্যর্পণ)

দশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,
 নৈবেদ্য, নমস্কার ।

দশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার ।

পঞ্চোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প ।

সৰ্বকৰ্মসু স্বপ্নেহপি প্রাণান্তে নৈব গণেশাদিবিবুধান্
সৰ্বান্ পূজয়েৎ গৃহী বৈষ্ণবো যঃ কোহপি ব্রাহ্মণাদিঃ ॥

অথ বিবাহকৰ্ম (৪)

অথ বিবাহকৰ্মাভিধীয়তে ।

তত্র [জ্ঞাতিকৰ্ম (৪ক), যথা]—বিবাহদিবসে মুদগযব-
মাষমসূরাণাং শ্ৰীকৃষ্ণচূর্ণাশ্চেকীকৃত্য কন্যায়াঃ শরীরে ত্রক্ষয়িত্বা—
(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা,
জ্ঞাতিকৰ্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ বিষ্ণুদেব
শ্রীবিষ্ণুনাশাসি, সমানয় অমুং (অত্র পতিনাম বক্তব্যং), প্রহ্বা
তে অভবৎ, পরমত্র জন্মাগ্নেঃ তপসো নির্মিত্তোহস্তি স্বাহা'—

দিকে শ্রীযুগলের পার্শ্বদৰূপে অবশ্য পূজা করিবেন। শ্রীনারায়ণের
মৎস্তাদি বিবিধ অবতারের উপাসক ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ
সেবক-পার্শ্বদৰূপে অবতারগণের পার্শ্বদবর্গের পূজা করিবে। এইরূপ
বিধিতে পার্শ্বদসহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চ
উৎসারে পুরুষস্বত্মস্ত্রে বা অপর সত্ত্বগুণসম্মিলিত, সত্বেদমস্ত্রে অথবা
আগমোক্তমস্ত্রে পূজা করিয়া বিধানানুসারে অধিবাস করিবে। যে-কোন
ব্রাহ্মণাদি গৃহী বৈষ্ণব নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য ও অগ্ন্যগ্ন্য সকল
মঙ্গলকৰ্মে কেবল শ্রীভগবান্, কাৰ্ঘ্যাদি সকল বৈষ্ণব ও শ্রীবিশ্বক্সেনাদি
ব্যতীত গণেশাদি দেবগণকে প্রাণান্তে স্বপ্নেও পূজা করিবে না।

(৪) অনন্তর বিবাহকৰ্ম অভিহিত হইতেছে। তদন্তর্গত জ্ঞাতিক-
কৰ্ম (ক) যথা—বিবাহদিবসে মুদগ, যব, মাষকলাই ও মস্তুরের

অনেন অমুমিতি স্থানে পতিনাম্ লিখিত্বা উদকপূর্ণকুন্তে নিঃক্ষিপ্য,
 কুন্তস্থবারিণা শিরঃ প্রভৃতি কণ্ঠাং স্নাপয়েৎ । ততঃ (২) 'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধ্যোজ্যোতির্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 জ্ঞাতিকর্ষনি কণ্ঠায়া নাভেরধোদেশপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 ইমং অধোদেশং নাভেঃ মধুনা প্রক্ষালয়ামি, প্রজাপতেঃ মুখমেতৎ
 দ্বিতীয়ং, তেন পুংসোহভিভবাসি সর্বান্ অবশান্, বশিনী অসি
 রাজ্ঞী স্বাহা'—অনেন কিঞ্চিৎ শিরসি দত্ত্বা ক্রোড়ে বহুতরং
 জলং দত্বাৎ । (৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্ঠাজ্যোতি-
 প্তিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জ্ঞাতিকর্ষনি কণ্ঠায়াঃ শির-আদি-
 পাদ-পর্যন্ত-সর্বশরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং
 পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবাব চক্ষুরাততং স্বাহা'—অনেনাপি
 পূর্বদেব শিরসি • কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা তদ্বিতরদেশে বহুজলং
 দত্বাৎ, যতঃ সর্বদেহঃ প্লাবিতো ভবতি । ইতি জ্ঞাতিকর্ষ ॥

সম্প্রদানম্ (৪খ)

অথ সম্প্রাদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানশালায়াং উত্তরভো ধেনুং
 বদ্ধা বিষ্ণুরাদিকং সজ্জীকৃত্য আচম্য উত্তরাভিমুখ উপরিষ্ঠ-

স্থল চূর্ণ একত্র কল্পিয়া কণ্ঠার শরীরে মাখাইবে । তারপর একটি
 পত্রে পতির নাম লিখিয়া উহা জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া
 মূলস্থ ১সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্বক কুন্তস্থ জলদ্বারা মস্তক হইতে আরম্ভ
 করিয়া কণ্ঠাকে স্নান করাইবে । তারপর মূলস্থ ২সংখ্যক মন্ত্র
 পাঠপূর্বক কণ্ঠার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়দেশে প্রচুর জল

স্তিষ্ঠেৎ । ততঃ সম্মুখোপস্থিতে বরে শ্রীবিষ্ণুস্মরণং স্বস্তিবাচনঞ্চ
 কৃৎবা (অর্চন-পদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যং) বরং ব্রুয়াৎ । যথা—
 সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলিবরং বদেৎ—‘ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্’ ।
 জামাতা বদেৎ—‘ওঁ সাধু অহং আসে’ । সম্প্রদাতা বদেৎ—‘ওঁ
 অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্’ । জামাতা বদেৎ—‘ওঁ অর্চয়’ । ততঃ
 সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য-যথাশক্ত্যঙ্গুরীয়-যজ্ঞোপবীত-বাসোঘুগানি
 জামাত্রে সমর্প্য কৃতাঞ্জলিবদেৎ—‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অগ্ন
 অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতির্থে
 কন্যাদানার্থং এভিঃ গন্ধাদিভিঃ অভ্যর্চ ভবন্তং অহং বরভেন ব্রুণে’ ।
 জামাতা বদেৎ—‘ওঁ বৃতোহস্মি’ । ততঃ সম্প্রদাতা ইমং মন্ত্রং
 পঠেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ অর্হণীয়া গোঃ

ঢালিয়া দিবে । অনন্তর মূলস্থ ৩সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে
 কিঞ্চিৎ জল দিয়া অগ্ন সর্কাস্ত্রে প্রচুর জল দিবে—যাহাতে সমস্তদেহ
 প্রাবিত হয় ॥ ইতি জ্ঞাতিফর্ম ॥

(খ) সম্প্রদান ।—অনন্তর সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানগৃহে
 উত্তরদিকে একটি গাভী বন্ধন করিয়া, বিষ্টরাঙ্গি সজ্জিত করিয়া
 আচমনপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে । বর সম্মুখে উপস্থিত
 হইলে সম্প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিয়া (অর্চন পদ্ধতিতে
 দ্রষ্টব্য) বরকে বরণ করিবে । যথা, সম্প্রদাতা করজোড়ে বরকে
 বলিবে—‘ওঁ সাধু’ ইত্যাদি । জামাতা বলিবে—‘ওঁ সাধু’ ইত্যাদি ।
 সম্প্রদাতা—‘ওঁ অর্চয়িষ্যামঃ’ ইত্যাদি । জামাতা—‘ওঁ অর্চয়’ ।
 অনন্তর সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য যথাশক্তি-অঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবীত-বস্ত্রঘুগল

বিষ্ণুঃ দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ—ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা
 ধেনুরভবৎ যমে, সা নঃ পয়স্বতী দুহাম্ উত্তরামুত্তরাং সমাম্ ।
 ততো জামাতা পঠতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো
 বিরাজ্ বিষ্ণুঃ দেবতা উপবিশদ্-অর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ—ওঁ
 ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজম্ অন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি’—ইমং মন্ত্রং
 জপন্ আসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশতি । ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চ-
 বিংশতিকুশপত্রৈঃ সার্কধ্বির্বামাবর্ডগ্রস্থিরচিতম্ অধোমুখ বিষ্ণর-
 মুত্তরাগ্রম্ উত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা, ‘ওঁ বিষ্ণরো বিষ্ণরো বিষ্ণরঃ
 প্রতিগৃহ্যতাম্’, ইত্যভিধানো জামাত্রে বিষ্ণরমর্পয়তি । জামাতা,
 ‘ওঁ বিষ্ণরং প্রতিগৃহ্যামি’, ইতি বিষ্ণরং প্রতিগৃহ্যতি । ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণরস্ত

জামাতাকে অর্পণ করিয়া করজোড়ে বলিবে—‘ওঁ বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি ।
 জামাতা—‘ওঁ বৃত, ইত্যাদি । তারপর সম্প্রদাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন—
 ‘ওঁ প্রজাপতি’ ইত্যাদি । তারপর—জামাতা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ.....
 অধিতিষ্ঠামি’ মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে পূর্বমুখ হইয়া বসিবে । তারপর
 সম্প্রদাতা পঁচিশটি অগ্রভাগ-সহিত কুশপত্রকে আড়াইটি কুশপত্রের দ্বারা
 বামাবর্ডে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া ঐ কুশগ্রন্থিকে অধোমুখ ও উত্তরাগ্রভাবে
 উত্তান হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ বিষ্ণরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে
 অর্পণ করিবে । জামাতা ‘ওঁ বিষ্ণরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া,
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্বক আসনে উত্তরাগ্র বিষ্ণর স্থাপন
 করিয়া উপবেশন করিবে । সম্প্রদাতা পুনরায় ঐরূপ বিষ্ণর গ্রহণ
 করিয়া ঐরূপ মন্ত্রে ঐরূপভাবে জামাতাকে দিবে । জামাতা পূর্ববৎ

আসনদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শত-
 বিচক্ষণাঃ, তা মহমস্মিন্ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ শশ্ম যচ্ছত—ইত্যা সনে
 বিষ্ণরমুত্তরাগ্রং দত্ত্বোপবিশতি। ততঃ পুনরপি সম্প্রদাতা
 তাদৃশমেন বিষ্ণরং গৃহীত্বা, 'ওঁ বিষ্ণরো বিষ্ণরো বিষ্ণরঃ প্রতিগৃহ-
 তাম্', ইত্যাভিদধানস্তথৈব বিষ্ণরমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ বিষ্ণরং
 প্রতিগৃহামি', ইতি তথৈব বিষ্ণরং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ বিষ্ণরস্য
 পাদয়োরধস্তাদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ
 বিষ্ণিতাঃ পৃথিবীম্ অনু, তা মহমস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রাঃ শশ্ম
 যচ্ছত—ইতি পাদয়োরধস্তাদ উত্তরাগ্রং বিষ্ণরং স্থাপয়েৎ। অথ
 সম্প্রদাতা পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা, 'ওঁ পাছাঃ পাছাঃ পাছাঃ প্রতি-
 গৃহন্তাম্', ইত্যাভিদধানঃ পাছা অর্পয়তি। জামাতা চ, 'ওঁ পাছাঃ
 প্রতিগৃহামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্-
 গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে

উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠকরতঃ পদদ্বয়ের
 নীচে উত্তরাগ্র বিষ্ণর স্থাপন করিবে। অনস্তরঃ সম্প্রদাতা পানীয়
 পাত্র গ্রহণ করিয়া 'ওঁ পাছাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পাছা অর্পণ করিবে।
 জামাতা 'ওঁ পাছাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ'
 ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ জল দর্শন করিবে। অতঃপর জামাতা সেই
 পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে
 উহা বাম পদে দিবে। পুনরায় আর এক অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 'ওঁ
 প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ পদে দিবে। পুনঃ অপর অঞ্জলি

বিনিয়োগঃ, ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি আপঃ ততো মা
 ঋদ্ধিরাগচ্ছতু'—ইত্যনেন উদকং বীক্ষেত। ততো জামাতা
 তস্মাদেব পাত্ৰাদুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 বিরাড়্‌গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ সব্যং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং
 দধে'—ইত্যনেন বামপাদে উদকাঞ্জলিং দত্বাৎ। ততঃ পুনরপি
 উদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়্‌গায়ত্রী
 ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ দক্ষিণং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি'—
 অনেন দক্ষিণপাদে উদকাঞ্জলিং দত্বাৎ। ততঃ পুনরুদকাঞ্জলিং
 গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড়্‌গায়ত্রী ছন্দঃ আপো
 বিষ্ণুঃ দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্বম্ অন্যং
 পরম্ অন্যং উভয়পাদৌ অবনেনিজে, রাষ্ট্রশুদ্ধ্যা অভয়শ্চাবরুদ্বৈ'
 —অনেন পাদদ্বয়मध्ये উদকাঞ্জলিং দত্বাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা
 সাক্ষতদূর্বাপল্লবান্ শঙ্খাদিপাত্রে নিধায়, 'ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং
 প্রতিগৃহতাং', ইতি জামাত্রে অর্ঘ্যং অর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ অর্ঘ্যং
 প্রতিগৃহ্যামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অর্ঘ্যাক্রপো
 বিষ্ণুঃ দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নশ্চ রাষ্ট্রিরসি

গ্রহণ-পূর্বক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উভয়পদে দিবে। তারপর
 সম্প্রদাতা সাক্ষত ও দূর্বাপল্লব শঙ্খাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া 'ওঁ
 অর্ঘ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ অর্ঘ্যং'
 ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অন্নশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত

রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং—অনেনার্ঘ্যং শিরসি দঢ়াৎ । ততঃ সম্প্রদাতা
 পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা, 'ওঁ আচমনীয়ং আচমনীয়ং আচমনীয়ং
 প্রতিগৃহতং', ইতি জামাত্রে সমর্পয়তি । জামাতা, 'ওঁ আচমনীয়ং
 প্রতিগৃহামি', ইত্যুদকপাত্রং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ আচমনীয়ং বিষ্ণুঃ দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 যশোহসি যশো ময়ি ধেহি'—অনেনোত্তরাভিমুখীভূয় আচামেৎ ।
 ততঃ সম্প্রদাতা ঘৃতদধিমধুযুক্তং মধুপর্কং পবিত্রপাত্রে নিধায়
 পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা পঠেৎ, 'ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো
 মধুপর্কঃ প্রতিগৃহতং', ইতি মধুপর্কমর্পয়তি । জামাতা, 'ওঁ
 মধুপর্কং প্রতিগৃহামি', ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 মধুপর্কো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 যশসো যশোহসি'—অনেন মধুপর্কং গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য,—
 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধুপর্কো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্হণীয়মধুপর্ক-
 প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো ভক্ষোহসি, মহসো ভক্ষোহসি,
 শ্রীর্ভক্ষোহসি, শ্রিয়ং ময়ি ধেহি'—অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ং
 ভক্ষয়িত্বা পুনঃ সক্রুৎ তুষ্ণীং ভক্ষয়েৎ ।

অর্ঘ্যং মস্তকে দিবে । তারপর সম্প্রদাতা পুনঃ উদকপাত্র লইয়া—
 'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা জামাতাকে অর্পণ করিবে ।
 জামাতা 'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ'
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া আচমন করিবে । তারপর
 সম্প্রদাতা ঘৃত-দধি-মধুযুক্ত মধুপর্ক পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিয়া অণু
 পাত্রের দ্বারা উহা আচ্ছাদনপূর্বক হস্তে লইয়া 'ওঁ মধুপর্কঃ' ইত্যাদি

ততঃ পূর্বাভিমুখং বরং সম্প্রদাতা উত্তরাভিমুখঃ অথবা
পশ্চিমাভিমুখো ভূহা কন্যাসম্প্রদানং কুর্যাৎ ।

যথা মনুঃ,—সর্বত্র প্রাঙ্গুখো দাতা গ্রহীতা চ উদগুখঃ । অয়মুক্তো বিধিদানে
বিবাহে তু বিপর্যায়ঃ ॥ সর্বত্র দানে অন্নজলাদিবিবিধসকলদানবিষয়ে দাতা প্রাঙ্গুখঃ
পূর্বমুখো ভবেৎ, গ্রহীতা উদগুখ উত্তরমুখো ভবেৎ । অয়ং বিধিঃ সর্বমুনিভিরুক্তঃ
কথিতো, নাত্র সন্দেহঃ । কিন্তু বিবাহে স এব ব্যতিক্রমো ভবতি । ব্যতিক্রমমাহ—
কন্যাসম্প্রদানকর্তৃদগুখঃ কন্যাগ্রহণকর্তৃঃ প্রাঙ্গুখত্বমেবেতি নির্গলিতার্থঃ । তথা
হারীতঃ—দানং পূর্বমুখঃ কুর্যাৎ সর্বমন্নজলাদিকম্ । আখ্যাবর্তে সম্প্রদাতা কন্যাদান-
মুদগুখঃ ॥ কিঞ্চ বিষ্ণুঃ—প্রাঙ্গুখঃ সর্বদানেষু দাতা ভবতি সর্বদা । কন্যাপ্রদস্ত সর্বত্র
বৈ ভবেদুত্তরামুখঃ ॥ তথা হরিশর্ষপঞ্চরাত্রৈ—বরায় প্রাঙ্গুখায়েহ পুতায় হুত্তরামুখঃ ।
পশ্চিমাভিমুখীং কন্যাং পিতা দদ্যাৎ স্তলক্ষণাম্ ॥

মন্ত্রে জামাতাকে দিবে । জামাতা তখন 'ওঁ মধুপর্কং ইত্যাদি
মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মধুপর্ক মাটিতে
স্থাপন করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক উহা
তিনবার ভক্ষণ করিবে । পুনরায় অমন্ত্রক একবার ভক্ষণ করিবে ।

তারপর সম্প্রদাতা উত্তরমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট
ররকে কন্যা সম্প্রদান করিবে ।

যথা মনুসংহিতায়—দাতা সর্বত্র পূর্বমুখ, গ্রহীতা উত্তরমুখ—ইহা দাতা বিধি ।
কিন্তু বিবাহে ইহার বিপর্যায় । অন্নজলাদি নানাবিধ দ্রব্যের সর্বপ্রকার দান-বিষয়ে
দাতা পূর্বমুখ হইবেন, গ্রহীতা উত্তরমুখ হইবেন—এই বিধি মুনিগণ বলিয়াছেন, সন্দেহ
নাই । কিন্তু বিবাহে তাহার ব্যতিক্রম হয় । ব্যতিক্রম এই—কন্যা-সম্প্রদান-কর্তার
উত্তরমুখতা, কন্যাগ্রহীতার পূর্বমুখতা—ইহাই ফলিতার্থ । হারীতসংহিতায়—আখ্যাবর্তে
দাতা পূর্বমুখ হইয়া অন্নজলাদি সমস্ত দান করিবে, উত্তরমুখ হইয়া কন্যাদান করিবে ॥
বিষ্ণুসংহিতায়—সর্বপ্রকার দানে দাতা পূর্বমুখী হইয়া থাকে, কন্যাদাতা সর্বত্র
উত্তরমুখী হইবে ॥ হরিশর্ষপঞ্চরাত্রৈ—উত্তরমুখী পিতা পূর্বমুখী বরকে পশ্চিমাভিমুখী
স্তলক্ষণা কন্যা দান করিবে ॥

ততো জামাতা আচান্তো, মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন
তাদৃশমেব কন্যয়া দক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা স্বদক্ষিণহস্তোপরি নিদ-
ধ্যাৎ। ততঃ সৌভাগ্যবতী পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলপূর্বকং কুশেন
(মাল্যযুক্তেন) হস্তদ্বয়ং ধরাতি । ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-পুষ্প-
তুলসী-ফলসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কুর্যাৎ । ততঃ—

‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অচ্চ ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরাক্কে, শ্বেতবরাহ-
কল্পে (বা পদ্মকল্পে), বৈবস্বতাখ্যমঘস্তুরে, অষ্টাবিংশতিকলি-
যুগস্ত্র প্রথমসন্ধ্যায়াং ব্রহ্মবিংশতো, বর্তমানায়াং, যথানাম শুভ-
সম্বৎসরে, যথায়নে, অমুক-ঋতৌ, অমুকমাসি, অমুক-পক্ষে,
অমুকরাশিস্থিতে ভাস্করে, অমুকতিথৌ, অমুকবারান্বিতায়াং
অমুকনক্ষত্রসংযুতায়ং, শ্রীচন্দ্রমসি যথাস্থানাবস্থিতে ভৌমাদিগ্রহ-
যোঃ-করণ-মুহূর্টশকাদিসু, জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে, মেধীভূতস্ত্র
সুমেরোঃ দক্ষিণে লবণার্ণবস্তোত্তরে কোণে গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে (বা
অন্যস্মিন) ভাগে পুরাণভূমৌ শ্রীশালুগ্রামশিলা-গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-
বহ্নি-সন্নিধৌ অস্মিনু বিশিষ্টে ভারতবর্ষাখ্যপুণ্যভূপ্রদেশে অমুক-
গোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকবেদান্তর্গতস্ত্র অমুকশাখৈকদেশা-
ধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ* প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র
অমুকবেদান্তর্গতস্ত্র অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ

তারপর জামাতা! আচমন-পূর্বক মঙ্গলৌষধিলিপ্ত নিজ দক্ষিণ-হস্তে
কন্যার তাদৃশ দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিবে। অনন্তর পতিপুত্রবতী সৌভাগ্য-

* পাঞ্চরাত্রিক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অমুকদেবশর্মা-স্থলে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত নাম
উল্লেখ করিবেন। যথা—গোপালদাসাধিকারী, অথবা গোপালদাসশর্মা।

পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুক-
 শাথৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায়
 অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাথৈকদেশাধ্যায়িনে
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বিশিষ্টবরায়,—অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য
 অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাথৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ
 প্রপৌত্রীং, • অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য
 অমুকশাথৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ প্রৌত্রীং, ‘অমুক-
 গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য’ অমুকশাথৈকদেশা-
 ধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং
 অমুকবেদান্তর্গতাং অমুকশাথৈকদেশাধ্যায়িনীং শ্রীমতীং অমুক-
 ভিধানাং এতাং কন্যাং সবস্ত্রাং যথাশক্ত্যলঙ্কতাং আরোগিনীং
 অপ্রবাসিনীং যথাকালোপস্থাপিনীং ওঁ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকাং
 শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মারণপূর্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্মাধারা স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধা-
 কৃষ্ণে দত্তাম্—ইতি বরকন্যাযোহস্তোপরি ততুলসীজলং গন্ধ-
 পুষ্পাদিসংযুক্তং অর্পয়েৎ । ততো জামাতা, ‘ওঁ স্বস্তি’, ইতি
 ক্রয়াৎ, ততঃ শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ—‘ওঁ নারায়ণায়
 বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ’; অথবা
 ‘ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ

বতী নারী মাল্যবৃত্ত কুশের দ্বারা মঙ্গলাচারপূর্বক হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া
 দিবে। তারপর সম্প্রদাতা তিল-তুলসী-কুশ-কুমুম-ফলসহিত জলপাত্র
 গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে। (অর্চন-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)। অনন্তর
 ‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ’ ইত্যাদি সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্প্রদাতা

প্রচোদয়াৎ ।' ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাৎ—'ওঁ হরে কৃষ্ণ
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম
রাম হরে হরে ॥'

ততঃ,—'ওঁ কণ্ঠেয়ং ওঁ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকাং, ইত্যুক্ত্বা
(কামস্তুতিং) পঠেৎ—'ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়
অদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ আবিশৎ,
কামেন হ্বা প্রতিগৃহামি, কাম এতৎ তে'—ইতি জপ্ত্বা কণ্ঠায়া হৃদয়ং
সংস্পৃশেৎ । ততঃ সম্প্রদাতা চ,—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অণ্ডেত্যাदि
অমুকণ্ডোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈক-
দেশাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুকদেবশর্মাণে বরায় কৃতৈতৎকণ্ঠা-
সম্প্রদানসুপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং সুবর্ণমূল্যোপকল্পিতাং শ্রীশ্রীরাধা-
কৃষ্ণস্মরণপূর্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্মাধারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে দত্তাম্'—
ইতি পঠিত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে স্মৃত্বা চ গন্ধপুষ্পতুলসীজলাদি-
সংমুক্তাং দক্ষিণাং বরকুস্তে দত্বাৎ । (বরো দক্ষিণাং গৃহীয়াৎ) ।
জামাতা পূর্ববৎ, 'ওঁ স্বস্তি', ইতি—ক্রিয়াৎ, ততঃ পঠেৎ—'ওঁ ক
ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা, কামঃ
প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ আবিশৎ, কামেন হ্বা প্রতিগৃহামি,

বরকণ্ঠার হস্তোপরি তিলকুসুমাদিসহিত ঐ তুলসীজল দিবে । অতঃপর
জামাতা 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া 'ওঁ নারায়ণায় বিদ্বাহে' ইত্যাদি বৈষ্ণব-গায়ত্রী
জপ করিবে ; তারপর ষোল-অক্ষর মহামন্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে ।
তারপর 'ওঁ কণ্ঠেয়ং' ইত্যাদি পাঠপূর্বক 'ওঁ ক ইদং' ইত্যাদি কামস্তুতি
পাঠ করিয়া কণ্ঠার হৃদয় স্পর্শ করিবে । তদনন্তর সম্প্রদাতা মূলোক্ত-

কাম এতৎ তে'—ইতি পঠিত্বা শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ,
 ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্যাদনেকশঃ। অথবা, যস্ত য
 ইষ্টস্তনামধেয়ঃ বা, শ্রীনারায়ণবিষ্ণু-রামনৃসিংহ-হরিবামনাদিকং
 বা স্মরেৎ। (অস্মিন্ অবকাশে সম্প্রদাতা যৌতুকাদিকং শ্রীবিষ্ণু-
 বৈষ্ণবসেবার্থদানাদিকঞ্চ দদ্যাৎ। ততো বস্ত্রেণ হরীতবী-
 গুবাকাদিসংযুক্তেন তুলসী-গন্ধপুষ্প-কুঙ্কুম-হরিদ্রা-চন্দনাদিমাঙ্গলা-
 দ্রব্যসংযুক্তেন চ শ্রীকন্যাবরযোগ্রস্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। তদ্ যথা—
 'শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ রেবতীবলরাময়োঃ। তথা সীতারাময়োঃ চ
 শ্রীদুর্গাশিবয়োঃ যথা ॥ দেবহৃতিকর্দময়োঃ শচীমঘরতোঃ যথা।
 শতরূপাস্বরস্তুবয়োঃ রেণুকাজামদগ্নয়োঃ ॥ যথা হহল্যাগৌতময়ো-
 দেবকীবসুদেবয়োঃ। মন্দোদরীরাবণয়োঃ শোদানন্দয়োঃ যথা ॥
 শ্রীদ্রৌপদীপাণ্ডুরয়োঃ শ্রীতারাবালিভূভুজোঃ। দময়ন্তীনলকয়োঃ
 শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ যথা ॥ অনয়োঃ কন্যাবরয়োস্তথা স্মৃতি গ্রন্থি-
 বন্ধনম্ ॥—অনেন শ্রীকন্যাবরযোগ্রস্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো
 নাপিতেন,—'গোঃ গোঃ' ইত্যুক্তে জামাতা পঠেৎ— 'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দো গৌরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা
 পূর্ববন্ধগবীমোক্ষণে' বিনিয়োগঃ, ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্ ধ্বিসন্তঃ

মন্ত্র পাঠ করিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তুলসী-জল-তिलादि সহিত
 দক্ষিণা বরের হস্তে দিবে। বর দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্বক 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া,
 কামস্তুতি পাঠ করিয়া, বৈষ্ণবী গায়ত্রী জপ করিবে এবং বহুবার
 শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। অথবা স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম, কিংবা

মে অভিধেহি। তং জহি অমুঘ্য (অর্থাৎ অমুক দেবশর্মণঃ) *
 চোভয়োঃ, উৎসৃজ গাম্ অত্র তৃগানি পিবতুদকম্—ইতি
 পঠিৎ নাপিতেন মুক্তায়াং গবি জামাতা (পুনঃ) পঠেৎ— ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্ণু প্ ছন্দো গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা
 গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং
 স্বসা আদিত্যানাম্ অমৃতশ্চ নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে
 জনায় মা গাম্ অনাগাম্ অদितिং বধিষ্টি’—অনেন মন্ত্রেণ গাং
 বিসর্জয়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কুর্যাৎ।

সম্প্রদাতা কৃতাজলিঃ ক্রয়াৎ—‘ওঁ ‘অস্মিন্ কন্যাসম্প্রদান-
 কশ্মণি—অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। অস্ত
 তৎ সর্বং অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকাক্ষপ্রসাদতঃ ॥’ ততোহর্ঘ্যহস্তঃ পুনঃ
 পঠেৎ—‘ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ তৎসৎ ওঁ অছোতাদি ক্রতেহস্মিন্ কন্যা-

নাম্মায়ণ-বিষ্ণু-রাম-নৃসিংহ-হরি-বামনাদি নাম স্মরণ করিবে। (এই সময়ে
 সম্প্রদাতা বরকে যৌতুকাদি-এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার্থ দানাদি দিবে)।
 তারপর হরীতকী-গুবাকাদিসহিত ও তুলসী-গন্ধ-পুষ্প-কুঙ্কুম-হরিদ্রা-
 চন্দনাদি মাঙ্গল্যদ্রব্যসহিত বস্ত্রের দ্বারা বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন করিতে
 করিতে ‘শ্রীলক্ষ্মীপীতাঘরয়োঃ’ ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে। তারপর
 নাপিত ‘গোঃ গোঃ’ বলিবার পর জামাতা ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ
 করিলে নাপিত গাভীকে বন্ধনমুক্ত করিবে এবং জামাতা পুনঃ ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিবে। তারপর
 অচ্ছিদ্রবাচন—সম্প্রদাতা বলিবে ‘ওঁ অস্মিন্’ ইত্যাদি। অতঃপর বৈগুণ্য-

* অর্থাৎ সম্প্রদাতার নাম উল্লেখ করিবে।

সম্প্রদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈষ্ণব্যং জাতং তদোষপ্রশমনায়
শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করোমি'—ইতি শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-মহামন্ত্রকীর্তন-
পূর্ব্বকং শ্রীশুরু-বৈষ্ণব-গোরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীন্ নমস্কুর্য্যাৎ ।

ইতি সম্প্রদানম্ ।

কুশাণ্ডিকা (৪ গ)

ততো জামাতা সম্প্রদানশালায়াং প্রধানগৃহাগতো বা
কুশাণ্ডিকোক্লেবিধানেন শ্রীবিষ্ণুরূপং যোক্তকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য
কুশাণ্ডিকা বিধানং কুর্য্যাৎ ।*

তত্র পূর্ব্বকর্তাং উভয়তশ্চতুর্হস্তচতুমুষ্টি-পরিমিতাং বেদিকাং
(ভূমিং বা) কেশতুমাঙ্গারাস্থিশর্করাদিরহিতাং পূর্ব্বোত্তরপ্লবাং
সমানাং বা ছায়ামণ্ডপসহিতাং গোময়েনালিপ্য, বিধিনা স্নাতাঃ
শুচিরাচান্তঃ দ্বিবাসাঃ প্রাঙ্গুখঃ কুশসহিতানুনোপবিষ্টঃ কুশাণ্ডিকা-
কর্ম্মকর্তা উত্তরশ্চাং দিশি অভ্যুক্ষণার্থং গন্ধপুষ্পতুলসীযব-গুর্বা-
হরীতকী-দূর্বা-চন্দনাক্ত-হরিদ্রা - সিদ্ধার্থসহিতং সজলঃ তাত্র-
পাত্রং মৃৎপাত্রং (ঘটং) বা নিধায়, ততো দক্ষিণজাতু ভূমৌ

সমাধান—সম্প্রদাতা 'ওঁ অং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে
এবং শ্রীশুরু-বৈষ্ণব-গোরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিক-গিরিধারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম
করিবে । ইতি সম্প্রদান ॥

* জামাতা স্বয়ং কুশাণ্ডিকা সম্প্রদানে অসমর্থ হইলে কোন যোগ্য বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে
হোতা এবং অপর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বরণ করিবে ।

পাতয়িত্বা সব্যহস্তশ্চ প্রাদেশমাত্রং ভূমৌ নিধায়, উভয়তো হস্ত-
প্রমাণে চতুরশ্রে যথাবিধিনির্দ্ৰিতে কুণ্ডে অঙ্গুষ্ঠমাত্রোচ্চে বালুকা-
ময়ে স্থণ্ডিলে বা মধ্যভাগে, সর্বরেখাশু অগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ ।

তদনুষ্ঠানং বিধীয়তে, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীতকুশমূলে
(১) পঞ্চরেখাঃ কুর্য্যাৎ । তত্র প্রথমরেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণা
প্রাঙ্গুখী পীতবর্ণা লেখ্যা,—(ক) 'ওঁ রেখে ত্বং পৃথ্বীরূপা
পীতবর্ণাসি ।' তন্মূললগ্না উদঙ্গুখ্যেকবিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণা লোহিত-
বর্ণা লেখ্যা, গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(খ) 'ওঁ রেখে ত্বং
গোরূপা লোহিতবর্ণাসি ।' ততঃ প্রথমরেখাতঃ সপ্তাঙ্গুলাস্তুরিতা
উত্তরাগ্ররেখা-লগ্না প্রাঙ্গুখী প্রাদেশপ্রমাণা কৃষ্ণবর্ণা লেখ্যা,
কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(গ) 'ওঁ রেখে ত্বং কালিন্দীরূপা

কুশণ্ডিকা—তারপর জামাতা সম্প্রদান-শালাতে অথবা প্রধান
গৃহে, আঙ্গিয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে শ্রীবিষ্ণুরূপ বোজক-নামক অগ্নি
স্থাপন করিয়া কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান করিবে ।

কুশণ্ডিকা (৪গ) ১—উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত পূর্ব-
নির্দ্ৰিত বেদিকা অথবা ভূমি কেশ-তুষ-অঙ্গার-অস্থি-শর্করা প্রভৃতি-রহিত,
পূর্বোত্তর দিকে ক্রমশঃ নীচ অথবা সম্মন করিয়া, উহা ও ছায়ামণ্ডপ
গোময়লিপ্ত করিবে । কুশণ্ডিকা-কর্তা যথাবিধি স্নান করিয়া শুচি হইয়া
আচমন-পূর্বক বস্ত্রদ্বয় ধারণ করিবে এবং কুশাসনে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া
স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে অভ্যঙ্গণের নিমিত্ত কুশ-কুমুম-বব-তিল-তুলসী-
গুবাক-হরীতকী-দূর্ধ্বা-চন্দন-তণ্ডুল-হরিদ্রা-শ্বেতসর্ষপ-সহিত জলপূর্ণ তাত্র-
পাত্র বা মৃৎপাত্র স্থাপন করিবে । তারপর দক্ষিণজাহ্নু ভূমিতে পাতিয়া

কৃষ্ণবর্ণাসি' । ততোহপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না
 প্রাঙ্গুখী প্রাদেশপ্রমাণা স্বর্ণবর্ণা লেখ্যা, শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—
 (ঘ) 'ওঁ রেখে হং শ্রীরূপা স্বর্ণবর্ণাসি ।' ততোহপি সপ্তাঙ্গুলা-
 ন্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাঙ্গুখী প্রাদেশপ্রমাণা শুক্লবর্ণা
 লেখ্যা, সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(ঙ) 'ওঁ রেখে হং সরস্বতী-
 রূপা শুক্লবর্ণাসি ।'

ততো দক্ষিণহস্তানামিকাসুষ্ঠাভ্যাং প্রদক্ষিণক্রমেণ সর্বরেখাসু
 (২) উৎকরং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণু ঋষিঃগায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ'—
 ইত্যনেন ঐশাশ্চাং স্থণ্ডিলাদরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রক্ষিপেৎ ।
 ততঃ পূর্বস্থাপিতজলেন (৩) রেখাভ্যক্ষণং কুৰ্য্যাৎ ।

বামহস্তের প্রাদেশমাত্র ভূমিতে স্থাপন করিয়া, যথাবিধি নির্মিত
 উভয়দিকে একহস্ত-প্রমাণ চতুষ্কোণ যজ্ঞকুণ্ডে অথবা অঙ্গুষ্ঠমাত্র উচ্চ
 বালুকাময় স্থণ্ডিলে মধ্যভাগে সর্বরেখায় অগ্নি স্থাপন করিবে । অগ্নি-
 স্থাপনবিধি, যথা—দক্ষিণহস্তে কুশুম্বল গ্রহণ করিয়া (১) পৃষ্ঠরেখা
 করিবে । প্রথম রেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ পূর্বমুখী ও পীতবর্ণ অঙ্কিত
 করিবে এবং 'ওঁ রেখে' (ক) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে পৃথিবীরূপিণী
 বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে । প্রথম রেখার মূল হইতে উত্তরদিকে একবিংশতি
 আঙ্গুলপ্রমাণ লোহিতবর্ণ রেখা লিখিবে এবং 'ওঁ রেখে' (খ) ইত্যাদি
 মন্ত্রে উহাকে গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে । তারপর প্রথম রেখা
 হইতে সাত আঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বদিকে
 প্রাদেশপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (গ)

সন্নিধাপিতায়েজ্জলদিক্শনং গৃহীত্বা 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৪) অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ,
ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রস্থিগোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ'—
ইত্যেনেন নৈঋত্যং প্রক্ষিপেৎ ।

ততোহপরজ্জলদিক্শনং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৫) অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ,

ইত্যাদি মন্ত্রে কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। অনন্তর এই রেখা
হইতে সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বমুখে প্রাদেশ-
প্রমাণ স্বর্গবর্গ রেখা অঙ্কন-পূর্বক উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঘ) ইত্যাদি
মন্ত্রে শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। ইহা হইতেও সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে
ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্বদিকে প্রাদেশ-প্রমাণ শুক্রবর্গ রেখা
লিখিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঙ) ইত্যাদি মন্ত্রে, সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী
ধ্যান করিবে। (২) উৎকরনিরসন—দক্ষিণহস্তের অনামিকণ-অঙ্গুষ্ঠের
দ্বারা সকলরেখা হইতে প্রদক্ষিণক্রমে উৎকর লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ'
ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশান (পূর্বোত্তর) কোণে স্থণ্ডিল হইতে অরতিমাত্র
দূরে নিক্ষেপ করিবে। (৩) রেখাভূক্ষণ—তারপর পূর্বস্থাপিত
পঞ্চপাত্রের জলদ্বারা রেখাসকলের অভূক্ষণ করিবে। (৪) অগ্নি-
সংস্কার—নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া
'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নৈঋত (দক্ষিণপশ্চিম) কোণে
নিক্ষেপ করিবে। (৫) অগ্নিস্থাপন—তারপর আর একটি প্রজ্বলিত
ইন্ধন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নিজের
অভিমুখে তৃতীয় রেখার (কৃষ্ণবর্গা) উপর স্থাপন করিবে। এই সময়ে
যে কার্যের যে অগ্নি বিহিত, সেই নামে অগ্নির আবাহন করিবে।

ওঁ ভূভু বঃস্বঃ ওঁ ইতানেন আত্মাভিমুখং কুর্বন্ অগ্নিং তৃতীয়-
 রেখোপরি (কৃষ্ণবর্ণা) স্থাপয়েৎ । অত্রৈব যস্মিন্ কস্মণি
 যোহগ্নির্বিবহিতস্তৃণান্না তমাবাহয়েৎ । অত্র বিবাহে তু যোজক-
 নামা এব । ততঃ—‘ওঁ যোজকনামাগে ইহাগচ্ছ, অগ্নে হং
 যোজকনামাসি’—ইত্যাবাহ্য, ‘শ্রীবিষ্ণোস্তুজ এবায়ম্,—ইতি
 বিচিন্ত্য অগ্নিং পাণ্ডাদিভিঃ বিষ্ণুধ্যানেন চ পূজয়েৎ । ততো
 (বন্ধাজলিঃ) জপেৎ—‘ওঁ কৃষ্ণানস্ত মুকুন্দ মাধ্ব হরৈ গোবিন্দ
 বংশীমুখ । শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুহৃৎ ভক্তপ্রিয়েড্যাচ্যুত ॥
 ভক্তপ্রেমবশক্রিয়াফলরসানন্দৈক দীনার্তিহৎ । রাধাশান্ত দুঃসন্ত-
 সংসৃতিহরেত্যাখ্যাহি জিহ্বে সদা ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
 সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদা-
 নন্দঘনঃ, কৃষ্ণঃ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ
 কস্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখ-
 প্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোহনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে
 কৃতী ।’ ততো বন্ধাজলিঃ পঠেৎ—‘ওঁ অগ্নিং দূরং পুরোদধে,
 হব্যবাহমুপক্রবে, দেবা আশদয়াদিহ ।’ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ হৃন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ,

বিবাহে যোজক-নামক অগ্নি । তারপর তত্ত্ব মন্ত্রে যোজক-অগ্নিকে
 আবাহন, বিষ্ণুতেজরূপে চিন্তা, পাণ্ডাদি ও বিষ্ণুধ্যানের দ্বারা অর্চন
 করিবে । তারপর ‘ওঁ কৃষ্ণানস্ত’ ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিবে । পুনঃ
 কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে—‘ওঁ অগ্নিং’ ইত্যাদি, ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’
 ইত্যাদি । তারপর প্রাদেশপ্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ অগ্নিতে অমন্ত্রক

ওঁ ইহৈবায়ম্ ইতরো জাতবেদা দেবেভো। হব্যং বহতু প্রজ্ঞানন্ ।
ততো স্নাতক্কাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তুষীমগৌ দত্তাৎ ।

ততো (৬) ব্রহ্মস্থাপনম্ । বৈষ্ণবব্রাহ্মণং তুদভাবে কুশময়-
ব্রাহ্মণং ব্ৰণুয়াৎ । জামাতা, বৈষ্ণবব্রাহ্মণং ক্রয়াৎ—‘ওঁ সাধু
ভবান্ আস্তাম্’ । বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—‘ওঁ সাধু অহম্ আসে।’ জামাতা
—‘ওঁ অর্চয়িষ্ঠ্যামো ভবন্তম্ ।’ বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—ওঁ ‘অর্চয় ।’
জামাতা ‘গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-বস্ত্রাদিভিব্রাহ্মণস্ত জানু স্পৃষ্ট্বা—
‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য ইত্যাদি অস্ত্র বিবাহকর্মণো
হোমকর্মণি, কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং ব্ৰণে ।’
ব্রাহ্মণঃ—‘ওঁ বৃতোহস্মি ।’ জামাতা—‘ওঁ যথাযথং ব্রহ্মকর্ম্ম
কুরু ।’ ‘ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি’—ইতি তেন বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন
বক্তব্যম্ । হোতা (জামাতা) ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা,
প্রদক্ষিণক্রমেণ দক্ষিণাং দিশং গত্বা, অরত্নিমাত্রাস্তরিতে দেশে
প্রাঙ্গুখীং বারিধারাং দত্ত্বা, তদুপরি বৈষ্ণব-ব্রহ্মাসনে প্রাগগ্রান্
কুশানাস্তীর্ষ্য, তেষাং পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্গুখ, উর্দ্ধং তিষ্ঠন্ বামহস্তানা-
মিকাস্তুষ্ঠাত্যাম্ আস্তীর্ষকুশমেকমাদায় ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দ শ্রীবিষ্ণু, দেবতা তুগনিরসমে বিনিয়োগঃ,

দিবে। (৬) ব্রহ্মস্থাপন—বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণকে
যথাবিধি বরণ করিবে। তারপর হোতা (জামাতা) ধারাসহিত
উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদিকে গিয়া, অরত্নিমাত্র
দূরস্থানে পূর্বমুখী জলধারা দিয়া, তাহার উপর বৈষ্ণব-ব্রহ্মার আসনে

ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ—ইত্যনেন নৈঋত্যাং নিক্ষিপেৎ । ততো
 জলং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণেন পাদেন সব্যপাদমবষ্টভ্য উত্তরাভিমুখীভূয়
 আস্তৃতকুশান্ জলেনাভ্যক্ষ্য, বৈষ্ণবব্রহ্মাণং উদমুখং কুশাসনে
 উপবেশয়েৎ । ততো জলং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বৈষ্ণবব্রহ্মোপবেশনে
 বিনিয়োগঃ, ‘ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ ।’ সীদামি’—ইতি
 বৈষ্ণবব্রহ্মাণা, কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু জামাতা (হোত্রা) স্বয়মেব
 বক্তব্যম্ । ততঃ কুশময়ব্রহ্মপক্ষে পূর্বাগ্রং, বৈষ্ণবব্রহ্মপক্ষে
 তূত্তরাগ্রং কুশং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-
 ফলমূলমিষ্টান্নাদিকং চরণোদকঞ্চ দত্ত্বা তমর্চয়েৎ । ততস্তেনৈব
 পথা প্রত্যাবৃত্য জামাতা (হোত্রা) নিজাসনে প্রাস্মুখ
 উপবেশেৎ । যদি ব্রহ্মহারোপিতো ব্রাহ্মণোহযজ্ঞিয়বাধচনং
 ক্রয়াৎ তদা মন্ত্রমিমং জপেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী

পূর্ষদিকে অগ্রভাগ করিয়া কুশ বিছাইয়া দিয়া, উহার স্বমুখে পশ্চিমমুখে
 দণ্ডায়মান হইয়া, বামহস্তের অঙ্গামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা একগাছি আস্তীর্ণ
 কুশ লইয়া ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋত কোণে ত্যাগ করিবে ।
 তারপর জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ পদের দ্বারা বামপদ চাপিয়া ধরিয়া,
 বিস্তারিত কুশগুলি জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে
 উত্তরমুখ করিয়া কুশাসনে বসাইবে । তারপর জল স্পর্শ করিয়া ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । বৈষ্ণব-ব্রহ্মা ‘ওঁ সীদামি’
 বলিবে । কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোত্রা নিজেই তাহা বলিবে । তারপর
 কুশময়-ব্রহ্মাকে পূর্বাগ্র কুশ, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরাগ্র কুশ অর্পণ-

ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্‌চননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ বিচক্রমে, ত্রেখা নি দধে পদং, সমূঢ়ম্ অশ্রু পাংশুলে ।' কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু কৰ্ম্মকৰ্ত্তুরেব কৃতাকৃতাবেক্ষণাদি- কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃদ্বাদযজ্ঞিয়বাগ্‌চননিমিত্তজপং স এব কুর্য্যাৎ ।

অথ প্রকৃতে কৰ্ম্মণি চরুহোমোহস্তি চেদত্রৈব চরুং শ্রপয়েৎ, অগ্নেরুত্তরতশ্চরুং স্থাপয়িত্বা (৭) ভূমিজপং কুর্য্যাৎ । যথা—অধোমুখো হস্তো ভূমো নিধায়, 'ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্, ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ ইদং ভূমেঃ ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং, পরা সপত্নান্ বাধস্ব, অন্তেষাং বিন্দতে ধনম্'—ইতি সক্রজ্জপেৎ । রাত্রৌ চেৎ 'বিন্দতে বসুম্' ইতি পঠেৎ ।

ততোহগ্নিসম্মুখীকরণম্ (৮)—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিসম্মুখীকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একো হঁ দেবঃ প্রদিশো নু সৰ্ব্বাঃ পূৰ্ব্বা হঁ জাতঃ স উ

পূৰ্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও চরণোদকৈর দ্বারা ব্রহ্মার অর্চন করিবে ।' তারপর সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া হোতা (জামাতা) নিজাসনে পূৰ্ব্বমুখ হইয়া বসিবে । ব্রহ্মত্রে আরোপিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞিয় বাগ্-বচন প্রয়োগ করিবার আশঙ্কায় 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা স্বয়ংই উহা জপ করিবে । অন্তর অনুষ্ঠের কৰ্ম্মে চরুহোমের ব্যবস্থা থাকিলে এই সময়ে চরু পাক করিবে এবং উহা অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপন করিয়া ভূমিজপ করিবে । (৭) ভূমিজপ—দুইহস্ত উপুড়

গর্ভে অন্তঃ, স এব জাতঃ স, জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সৰ্বতোমুখঃ ।’

ততো দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতঃ প্রভৃতি তৃণাদিকং অনেন মন্ত্রত্রয়েণ ত্রিঃ শোধয়েৎ (৯) । মন্ত্রত্রয়স্য ঋগ্বাদয়ঃ সাধারণাঃ ।—‘ওঁ কোৎস ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পৃষ্ঠ্যস্ত ষড়হস্ত্য ষষ্ঠেহহনি আগ্নিমাৰুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ,—(ক) ওঁ ইমং স্তোমম্ অর্হতে জাতবেদসে,° রথমিব সন্নহেমা মনৌষয়া, ভদ্রা হি নঃ প্রমতিঃ অস্ত্র সংসদি, অগ্নে সখে্য মা রিষামা বয়ং তব ; (খ) ওঁ ভরাম ইধ্বং কৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পৰ্বণা পৰ্বণা বয়ম্, জীবাংবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ঃ, অগ্নে সখে্য মা রিষামা বয়ং তব ; (গ) ওঁ শকেম ত্বা সমিধুঃ সাধয়া ধিয়ঃ, ত্বে দেবা হবিঃ অদন্ত্যাহতং, ত্বমাদিত্যান্ আ বহ তান্ হুস্বসি, অগ্নে সখে্য মা রিষামা বয়ং তব ।’ ততঃ

করিয়া ভূমিতে স্থাপন-পূর্বক ‘ওঁ পরমেষ্ঠী বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র একবার জপ করিবে। রাত্রিতে হইলে ‘ধন’ স্থানে ‘বসু’ পাঠ করিবে। (৮) অগ্নির সম্মুখীকরণ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ.....সৰ্বতোমুখঃ’ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯) তৃণাদি-শোধন—তারপর দক্ষিণহস্তে° কুশ লইয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ তিন মন্ত্রে তৃণাদি তিনবার শোধন করিবে, তিন মন্ত্রেই ঋষি প্রভৃতি একরূপ। (ক) ‘ওঁ কোৎসঃ.....বয়ং তব’ ; (খ) ‘ওঁ কোৎসঃ.....বয়ং তব’ ; (গ) ‘ওঁ কোৎসঃ.....বয়ং তব’ ॥ তারপর পরিসমূহন-কুশগুলি ঈশান-কোণে নিক্ষেপ করিবে। তারপর কতকগুলি ছিন্নমূল কুশ লইয়া

পরিসমূহনকুশান্ ঐশাণ্ড্যাং ক্ষিপেৎ । ততোহগ্নেঃ পূর্বতঃ
উত্তরান্তাৎ দক্ষিণান্তং যাবদুপমূললুনান্ একপত্রীকৃতান্ প্রাগগ্রান্
কুশান্ অগ্রেণ মূলমাচ্ছাদয়ন্ বারত্রয়মাস্তুরেৎ ॥ এবং দক্ষিণস্থাং
পূর্বান্তাৎ পশ্চিমান্তং, যাবৎ, উত্তরস্থাং পশ্চিমান্তাৎ পূর্বান্তং
যাবৎ, প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ ক্রমেণাস্তুরেৎ ।

ততো দশদিক্শু পূর্বাদিক্রমেণ ব্রহ্মাদিবৈষ্ণবেভ্যঃ শ্রীবিষ্ণু-
প্রসাদচন্দনপুষ্পনৈবেদ্যাदिभिः (১০) স্বস্তিকান্ নিবেদয়েৎ ।
যথা—“ওঁ এতন্মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদি পূর্বস্থাং শ্রীনারদায় স্বাহা,
আগ্নেয়্যাং শ্রীকপিলদেবায়, যাম্যে শ্রীযমভাগবতায়, নৈঋত্যাং
শ্রীভীষ্মদেবায়, প্রতীচ্যাং শ্রীশুকদেবায়, বায়ব্যাং শ্রীজনকায়,
উদীচ্যাং শ্রীসদাশিবায়, ঐশাণ্ড্যাং শ্রীপ্রহ্লাদায়, উর্দ্ধং শ্রীব্রহ্মণে,
অধঃ শ্রীবলিরাজায় ।” ততঃ (১১) প্রাদেশদ্বয়প্রমাণাং খদির-

অগ্নির পূর্কদিকে উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক একটি
করিয়া পূর্কগ্র করিয়া বিছাইয়া, পুনঃ তাহার উপর আর একসারি
কুশ ইহাদের অগ্রভাগের দ্বারা পূর্কপাতিত কুশের মূলভাগ আচ্ছাদন-
পূর্কক বিছাইবে ; পুনঃ তদুপরি আর একসারি কুশ অগ্রভাগদ্বারা
দ্বিতীয়বারে পাতিত কুশসকলের অগ্রভাগ আচ্ছাদন-পূর্কক বিছাইবে ।
এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্কপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত
তিন স্তর, অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্কপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং
পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে তিন স্তর করিয়া
পূর্কোক্ত প্রকারে কুশ পাতিবে । (১০) স্বস্তিক নিবেদন—তারপর
পূর্বাদিক্রমে দশদিকে মূলোক্তমন্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-চন্দন-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি-

পলাশোড়ুম্বরাণাং অন্ততমস্ম্য বিংশতিকাষ্ঠিকাং গৃহীত্বা, মধ্যে
 স্নাতশ্ৰবং দত্ত্বা, শ্রীবিষ্ণুং মনসা ধ্যান্ত্বা তুষণীং অগ্নৌ জুহুয়াৎ ।
 ততঃ (১২) আজ্যসংস্কারঃ ।—আস্তুরগকুশাদেব সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং
 গৃহীত্বা কুশান্তুরেণ বেষ্টিয়িত্বা, (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রেচ্ছদনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ পবিত্রে স্তো বৈষ্ণবো'—ইত্যনেন কুশদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং
 নখব্যতিরেকেণ ছিত্বা, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ
 মনসা পূতে স্তঃ'—ইত্যনেন মন্ত্ৰেণাভ্যক্ষ্য, তাত্ৰাদিপাত্রে সংস্থাপ্য
 তত্র হোমার্থং স্নাতং নিক্ষিপেৎ । ততস্তৎ কুশপত্রদ্বয়ং অগ্রে
 দক্ষিণহস্তানামিকাস্থষ্ঠাভ্যাং মূলে চ বামহস্তানামিকাস্থষ্ঠাভ্যাং

দ্বারা স্বস্তিক নিবেদন করিবে । (১১) বিংশতি-কাষ্ঠিকা-হোম—
 তারপর খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরের দুই প্রাদেশ দীর্ঘ কুড়িটি কাঠি
 (অভাবে, কুশ) লইয়া, উহাদের মধ্যভাগে এক শ্ৰব স্নাত দিয়া মনে
 মনে শ্রীবিষ্ণুচিন্তা করিয়া, অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিবে । (১২) আজ্য-
 সংস্কার—তারপর 'দুইগাছি' অগ্রভাগযুক্ত কুশ লইয়া, অপর কুণ্ডের
 দ্বারা উহা বেষ্ঠন করিয়া, (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্ৰে কুশদ্বয়ের
 প্রাদেশ-প্রমাণ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি
 মন্ত্ৰে অভ্যক্ষণ করিয়া, তাত্ৰাদি-পাত্রে সংস্থাপন করিয়া সেই পাত্রে
 হোমের স্নাত ঢালিবে । অনন্তর সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের
 অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, মূলভাগ বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা
 ধরিয়া, দক্ষিণহস্তধৃত্যগ্র উপরদিকে ও অপরদিক নীচের দিকে ধরিয়া,

গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্তপাণিঃ (গ) 'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ আজ্যং বিষ্ণুঃ দেবতা
 আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্তা সবিতোৎপুনাতু অচ্ছিদ্রেণ
 পবিত্রেণ, বসোঃ সূর্যাস্তু রশ্মিভিঃ স্বাহা'—ইত্যনেন মন্ত্রেণ কুশ-
 পত্রদ্বয়মধ্যেন ঘৃতমগ্নৌ সক্রজ্জুলয়াৎ, তুষণীং বারদ্বয়ম্। ততস্তৎ-
 কুশপত্রদ্বয়মস্তিরভ্যক্ষ্য অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। ততঃ আজ্যপাত্রস্ত-
 উদকেনার্জুনং, অগ্নেরুপরি নিধানমুত্তরস্ত্যাং দিশ্যবতারণঞ্চ
 —এবং বারত্রয়ং কুর্যাৎ। ইত্যাজ্যসংস্কারঃ ॥

ততঃ (১৩) খদিরপলাশোড়ুম্বরাণাম্ অন্ততমস্তু স্রবম্ অরত্নি-
 প্রমাণং ভ্রমিতাঙ্গুষ্ঠপর্কবিলম্ ইথমেব বারত্রয়ং সংস্কুর্যাৎ।
 ইতি স্রবসংস্কারঃ।

ততো দক্ষিণং জ্ঞানু ভূমৌ পাতয়িত্বা (১৪) উদকাঞ্জলিসেকং

(গ), 'ওঁ, প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা
 অগ্নিতে একবার হোম করিবে; পরে পুনরায় সেইভাবেই দুইবার
 অমুল্লক হোম করিবে। তারপর কুশদ্বয় জলের দ্বারা অভ্যক্ষিত
 করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর জলের দ্বারা আজ্যপাত্রের
 অনুমার্জন (ছিটা দেওয়া), অগ্নির উপরে স্থাপন এবং উত্তরদিকে
 অবতারণ—এইরূপ তিনবার করিবে। ইতি আজ্যসংস্কারঃ ॥ (১৩)
 স্রব-সংস্কার—খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠে নিশ্চিত, অরত্নিপ্রমাণ
 স্রব (বাহার গর্ভভাগে অঙ্গুষ্ঠের একপর্ক ঘুরাইতে পারা যায়) উক্তরূপে
 অর্থাৎ অভ্যক্ষণ, অগ্নির উপর স্থাপন ও উত্তরদিকে অবতারণ—এইক্রমে
 তিনবার সংস্কার করিবে। (১৪) উদকাঞ্জলিসেক—তারপর দক্ষিণ-

কুর্যাৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো
 দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত অনুমন্ত্রস্ব’—
 অনেনাগ্নেদক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্বান্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা
 সিঞ্চেৎ ॥১॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
 দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অনুমন্ত্রস্ব’—
 অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতো দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা
 সিঞ্চেৎ ॥২॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বতানুমন্ত্রস্ব’—
 অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্বান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা
 সিঞ্চেৎ ॥৩॥ ততঃ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নিপৰ্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো
 অনিরুদ্ধ, প্র সুর যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভৃগায়, পাতা সৰ্ব-
 ভূতস্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু—
 অনেনোদকাঞ্জলিনা দক্ষিণাবর্তেনাগ্নিং বেষ্টয়েৎ ।

ততো দক্ষিণং জানু উত্থাপ্য উপর্য্যধঃস্থিতদক্ষিণবামমুষ্টিভ্যাং

জানু ভূমিতে পার্তিয়া উদকাঞ্জলিসেক করিবে,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ’
 ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত
 উদকাঞ্জলি সিঞ্জন করিবে ॥১॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির
 পশ্চিমপার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্জন
 করিবে ॥২॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম
 হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্জন করিবে ॥৩॥ তারপর অগ্নি-
 পর্য্যুক্ষণ— ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তনে উদকাঞ্জলি দ্বারা

সাক্ষতগন্ধপুষ্পফলাদীনি গৃহীত্বা, শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষং জপেৎ
 (১৫)—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো রুদ্র-
 রূপো বিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ
 ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওঁ মহান্তঃ বিরূপাক্ষং ত্বাং আত্মনা প্রপঞ্চে,
 ভাগবতবিরূপাক্ষোহসি দন্তাজ্জিঃ তস্ম তে শয্যা পর্বে, গৃহং
 অন্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্যয়ং । তদেবানাং হৃদয়ানি অয়স্মহে
 কুস্তেহন্তঃ সন্নিহিতানি, তানি । বলভূচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোহপ্রমণী
 অনিমিষৎ । তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাঃ, তে ত্বা সংবৎসরে
 সংবৎসরে কামপ্রণ যজ্ঞেন যাজয়িষ্য পুনঃ ব্রহ্মচর্যম্ উপয়ন্তি ।
 ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোহসি, অহং মনুষ্যেষু, ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণম্
 উপধাবতি, উপ ত্বা ধাবামি ; জপন্তং মা মা প্রতিজাপীঃ, জুহ্বন্তং
 মা মা প্রতিহোষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীঃ, ত্বাং, প্রপঞ্চে ।
 ত্বয়া প্রসূত ইদং কৰ্ম করিষ্যামি ; তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং,
 তন্মে উপপত্ন্যতাং । সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মা অনুজানাতু, তুথো
 মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ অনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা
 মৈত্রাবর্কণঃ অনুজানাতু । তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাজ্জয়ে, সমুদ্রায়
 বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায়
 ব্রহ্মণঃ পুত্রায় পরমভাগবতোত্তমায় নমঃ’—ইতি জপ্ত্বা গৃহীত-
 দ্রব্যানি প্রাণ্ডদীচ্যাং (ঐশাণ্ড্যং) দিশি প্রক্ষিপেৎ । ততো

অগ্নিকে বেষ্টিত করিবে। তারপর (১৫) বিরূপাক্ষজপ—দক্ষিণজানু
 উঠাইয়া দক্ষিণমুষ্টি নীচে, বামমুষ্টি উপরে স্থাপন-পূর্বক ফল-পুষ্প-সহিত

বন্ধাঞ্জলিরপরং জপেৎ—‘ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চ
অক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ
ব্রহ্ম চ তানি প্রপণ্ডে, তানি মামবস্তু।’ ততঃ স্মৃতান্তাং প্রাদেশ-
প্রমাণাং. সমিধং গন্ধপুষ্পচন্দনসহিতাং তৃষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ ॥
ইতি সর্বকম সাধারণী কুশণ্ডিকা ॥

পাণিগ্রহণম্ (৪ ঘ)

ততো জামাতুঃ কশ্চিদেকো বয়স্যঃ অশৌষজলাশয়োদ্ধৃত জল-
পূর্ণকলসহস্তো বজ্রাবৃতকায়ো বাগ্ যতঃ পূর্বেণাগ্নিং. পরিক্রম্য
অগ্নেদক্ষিণশ্চাং দিশি উত্তরাভিমুখঃ উর্দ্ধস্থিষ্ঠেৎ । ততোহপরোহপি
কশ্চিদ্বয়স্যঃ পর্চমিকাহস্তঃ তথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে
তথৈব তিষ্ঠেৎ । ততোহগ্নেঃ পশ্চিমতঃ শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান.
চতুরঞ্জলিপরিমিতান্ শূর্পে নিধায় স্থাপয়েৎ । তৎসমীপে সপুত্রাং
শিলাং সংস্থাপ্য, তৎপশ্চিমতো বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং

কুশ গ্রহণ করিয়া ‘ওঁ প্রজাপতিঃ.....মামবস্তু’ এই মন্ত্রে শ্রীমহাভাগবত
বিরূপাক্ষের জপ করিবে। তারপর প্রাদেশপ্রমাণ স্মৃতান্ত কুশ-সমিধ-
গন্ধ-পুষ্প-চন্দনসহিত অগ্নিতে অমল্লক হোম করিবে। ইতি সর্বকম-
সাধারণ কুশণ্ডিকা ॥

পাণিগ্রহণ (৪ ঘ) ।—তারপর জামাতার একজন বয়স্য অশৌষ
জলাশয়ের জলের দ্বারা পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া, বজ্রাবৃতদেহে
নিঃশব্দে অগ্নির পূর্বদিক দিয়া যাইয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে দণ্ডায়মান
হইবে। তদনন্তর অপর একজন বয়স্য পাচনবাড়িহস্তে সেইরূপভাবে

কটক সংস্থাপ্য, জামাতা গৃহং, প্রবিশ্য, অহতবাসোযুগং *
অধশ্চোপরি চ বধূমেনে মন্ত্রধ্বয়েন যথাক্রমং পরিধাপয়েৎ । (১)

‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অধোবস্ত্র-
পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যা’ অকুলন্তু অবয়ন্ যা অতম্বত, যাশ্চ
দেব্যো অন্তান্ অভিতঃ অততন্ত, তাঃ ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত,
আয়ুস্মতি ইদং পরিধৎস্ব বাসঃ,’ অনেন নববস্ত্রং বধূমধঃ পরিধাপয়েৎ

(২) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
উত্তরীয়বস্ত্র পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরি ধত্ত ধত্ত বাসসা
এনাং শতায়ুষীং কণুত দীর্ঘমায়ুঃ ; শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চাঃ
বসুনি চ আৰ্যো বিভূজাসি জীবন’—অনেন যজ্ঞোপবীতরূপ-
মুত্তরীয়বাসঃ পরিধাপয়েৎ । ততো ভালে তস্মাঃ সিন্দূরং দত্ত্বাৎ

—(৩) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
সিন্দূরদানে বিনিয়োগঃ ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসৌ বাত-
প্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ, স্মতস্ত ধারা অরুঘো নঃ বাজী, কাষ্ঠা
ভিন্দন্ উর্শ্বিভিঃ পিষমানঃ ।’

গিরা কদম্বধারীর পশ্চতে দাঁড়াইবে । তারপর শুমীপত্রমিশ্রিত চারি
অঞ্জলি পরিমিত লাজ, (খই) একখানি কুলাতে ফরিয়া অগ্নির পশ্চিম-
দিকে স্থাপন করিবে । উহার নিকটে শিলা ও নোড়া স্থাপন করিয়া,
তাহার পশ্চিমদিকে বেণার অথবা কুশপত্রের দ্বারা প্রস্তুত, বস্ত্রাচ্ছাদিত
একখানি চাটাই (কট) স্থাপন করিবে । তারপর জামাতা গৃহে

* অহতলক্ষণং—ঈষদ্বোতং নবং শুভ্রং সদশং যন্ন ধারিতম্ । অহতং তৎ
বিজানীয়াৎ সৰ্বকর্মহু পাবনম্ ॥

ততো বধূমগ্নাভিমুখং নয়নু জামাতা পঠতি—(৪) 'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পত্নাঃ
 কন্যানয়নজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সোমঃ অদদৎ গন্ধর্ববায়, গন্ধর্বঃ
 অদদৎ অগ্নয়ে, রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চ ত্বদাৎ অগ্নিঃ মহম্ অথো
 ইমাম্।' ততোহগ্নেঃ পশ্চিমতো গত্বা বীরণপত্ররচিতং পট-
 বেষ্টিতং কটং বহিস্তরগদেশসমীপপর্যন্তং দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং
 বধূমিমং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি—(৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ
 দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ প্র মে পতিযানঃ পত্নাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং
 গমেয়ম্।' অথ লজ্জাবশাৎ যদি বধূর্ন পঠতি তদা মন্ত্রমিমং
 জামাতা স্বয়ং পঠেৎ—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাজ্জ-
 গতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র
 অশ্রাঃ পতিযানঃ পত্নাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং গম্যাঃ।'

ততঃ কটস্থ পূর্বাশ্তে বধূঃ পত্যদক্ষিণুত উপবিশতি, জামাতা
 চ বধ্বাঃ উত্তরতঃ। ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তুষ্টীং প্রাদেশ-
 প্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধমগ্নৌপ্রক্ষিপ্য মহাব্যাহুতিহোমং স্কুর্য্যাৎ,
 —'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা

প্রবেশ করিয়া অহত (অব্যবহত, ধোত ও নূতন) অধোবস্ত্র ও
 উত্তরীয়বস্ত্র যথাক্রমে মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক বধূকে পরিধান করাইবে,—মন্ত্র
 (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ.....বাস', (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ.....জীবন' তারপর
 'ওঁ প্রজাপতিঃ, ইত্যাদি (৩) মন্ত্রে বধূর কপালে সিন্দূর দিবে।
 অনন্তর বধূকে অগ্নির দিকে আনিতে আনিতে জামাতা ৪-সংখ্যক মন্ত্র

মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষি উষিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্
 ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ
 স্বাহা ॥ ততো বধূর্দক্ষিণহস্তেন পত্যূর্দক্ষিণ স্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা
 তিষ্ঠতি, জামাতা চ ষড়াজ্যাহতীঃ জুহুয়াৎ, যথা—‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা
 আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ এতু প্রথমো বৈ সর্বেভ্যঃ,
 মোহস্শৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ, তদয়ং প্রভুঃ অচ্যুতঃ
 অনুমগ্নতাং, যথেষং স্ত্রী পৌত্রং অঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥১॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং কৃষ্ণঃ ত্রায়তাং গার্হপত্যে, প্রজাং
 অশৈ জরদষ্টিং কৃণোতু, অশৃগক্রোড়া জীবতাং অস্ত্র মাতা, পৌত্রং
 আনন্দং অভিবুধ্যতাং ইয়ং স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 শকরী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিঃ তে
 রক্ষতু পৃষ্ঠং বিষ্ণুঃ উরু, নরনারায়ণো স্তনদ্বয়ং, তে পুত্রান্ শ্রীকৃষ্ণঃ
 অভিরক্ষতু আবাসসঃ পরিধানাৎ, অনন্তঃ অশ্রু অবতারা অভিরক্ষন্তু
 পশ্চাৎ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি
 ঘোষ উথাৎ, অগ্নত্র হং রুদত্যঃ সংবিশন্তু, মা হং রুদতী উর আ
 বধিষ্ঠা, জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ, পশ্যন্তী প্রজাং স্মমনশ্চমানাং
 স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ উপরিষ্ঠা হতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ

দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অর্পজস্রং পৌত্রমর্ভং পাপ্যানং
 উত বৈ অঘং, শীফঃ স্রজং ইবোন্মুচ্য দ্বিষদ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং
 স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরৈতু মৃত্যুঃ, অমৃতং মে আগাদ্,
 বৈবস্বতো নো অভয়ং কণোতু, পরং মৃত্যো অনুপরেহি পস্থাং,
 যত্র নো অণ্ড ইতরো দেবযানাৎ, চক্ষুশ্মতে শৃণতে তে ব্রবীমি,
 মানঃ প্রজাং রীরিষঃ মা উত বীরান্ স্বাহা ॥'৬॥ ইতি ষড়া-
 জ্যাহতীঃ সমাপ্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ, যথা—'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-
 মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-
 ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅর্নস্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ
 ওঁ ভূভু বঃস্বঃ স্বাহা।'

পাঠ করিবে। তারপর অগ্নির পশ্চিমদিকে গিয়া বধুর দক্ষিণপদের
 দ্বারা উক্ত চাটাইখানি কুশাস্তরণস্থানপর্যন্ত সরাইয়া বধুকে ৫-সংখ্যক
 মন্ত্র পাঠ করাইবে। বধু লজ্জাবশতঃ মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা
 স্বয়ং ৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর উক্ত চাটাইর পূর্বপ্রান্তে
 বধু বরের দক্ষিণে, বর বধুর উত্তরে বসিবে। তারপর প্রকৃত হোমের
 উদ্দেশ্যে প্রাদেশ প্রমাণ স্বতন্ত্র সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহা-

অথ লাজহোমঃ কন্যাপরিণয়নঞ্চ ।

ততো বধূসহিতঃ পতিরুথায় পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গহ্না উত্তরমুখো দক্ষিণহস্তেন বধূহস্তদ্বয়ং অঞ্জলিরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি । অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা অথো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্বস্থাপিত-লাজানাদায় অগ্রতঃ সপুত্রাং শিলাং নিধায় বধুং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাশ্রময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—(১) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তং অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ ।’ ততো বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্ত-স্বতশ্ৰবণয়োপরি বধ্বা মাতাদিঃ পঞ্চাবত্তান্’ লাজান্ দদাতি, পতিশ্চ তদুপরি স্বতশ্ৰবণয়ং দত্ত্বাৎ । ততো ‘বরেণাস্মিন্ মন্ত্রে

ব্যাহতিহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য) । অনস্তর বধু দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণহস্তক স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইবে, জামাতা ছয়টি আজ্য-হোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য) । আজ্যহোম সমাপন করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি-হোম করিবে—বধা মূলে ।

লাজহোম ও পরিণয়ন ।—অনস্তর পতি বধূসহিত দাঁড়াইবে, পত্নীর পিছন দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া উত্তরমুখ হইয়া, বধুর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে । তারপর বধুর মাতা, ভ্রাতা বা অথ ব্রাহ্মণ পূর্বস্থাপিত লাজ-কুলা লইয়া, বধুর সম্মুখে নোড়াসহ শিলা স্থাপন করিয়া বধুর দক্ষিণ পদ ঐ শিলার উপর স্থাপন করাইবে এবং জামাতা (১) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । বধুর

পঠিতে বধূরাঞ্জলিভেদমকুব্বতী লাজান্ জুহোতি—(২) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্ঠাজ্জ্যোতিষতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং নারী উপক্রতে অর্গো লাজান্ আবপন্তী, দীর্ঘায়ুঃ অস্তু মে পতিঃ, শতং বর্ষাণি জীবতু, এধতাং নো হরৌ ভক্তিঃ স্বাহা।’ ততঃ পতিরগ্রতো বধুং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠন্ অগ্নি প্রদক্ষিণং কৰোতি,—(৩) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্বলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযষ্ঠ, কন্থে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্থা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষ ॥১॥ পুনস্তথৈব বধুঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত, পূর্ববৎ মাতাদিঃ লাজানাদায় তিষ্ঠেৎ, বধুং দক্ষিণপাদেন সপুত্রাং শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ পঠতি—(৪) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ, অশ্মোব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং

অঞ্জলিতে পতিকর্তৃক। প্রদত্ত ‘হুই স্রব স্মৃতির উপর বধুর মাতা প্রভৃতি পাঁচভাগ লাজ দিবে, পতি ঐ লাজের উপর পুনঃ হুই স্রব স্মৃত দিবে। তারপর বর (২) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে, বধু অঞ্জলি না খুলিয়াই লাজগুলি অগ্নিতে হোম করিবে। তারপর পতি বধুকে অগ্রবর্তিনী করিয়া (৩) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে ॥১॥ বর পুনরায় পূর্ববৎ বধুর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, বধুর দক্ষিণপদের দ্বারা শিলা-নোড়া আক্রমণ করাইবে; জামাতা (৪) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ

অপবোধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতঃ অধঃ ।' পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলো
লাজাদিকং দাতব্যং, বধুঃ পূর্ববৎ জুহোতি, জামাতা চ পূর্ববৎ
মন্ত্রং পঠতি—(৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ঋপরিষ্টাষ্ঠী হতী ছন্দঃ
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং, কণ্ঠা
হরিং অযক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চাতু মাং উত
স্বাহা ।' ততঃ পুনঃ পূর্ববৎ পতির্বধুমগ্রতঃ কৃত্বা মন্ত্রমিমং পঠন্
অগ্নিং প্রদক্ষিণ্যং কৰোতি—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কণ্ঠাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কণ্ঠা
পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযক্ষ, কণ্ঠে উত
ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্থা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥২॥ পুনস্তথৈব
বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত । পূর্ববৎ লাজানাদায়
মাতাদির্বধুং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং
পঠতি—(৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু
দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং অশ্মানং আরোহ,
অশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে দ্বিষন্তং অপবোধস্ব, মা চ ত্বং
দ্বিষতাং অধঃ ।' পুনস্তথৈব লাজাদিভিঃ বধ্বা অঞ্জলিপূরণং,
বধুকর্তৃকো হোমঃ; জামাতা চ পঠতি—(৮) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
ঋষিঃ উপরিষ্টাষ্ঠী হতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে
করিবে ; পুনঃ পূর্ববৎ বধুর অঞ্জলিতে লাজাদি দিবে, বধু উহা হোম
করিবে, জামাতা (৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি হোম-মন্ত্র পাঠ করিবে ;
পতি বধুকে অগ্রে করিয়া (৬) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নিঃ
প্রদক্ষিণ করিবে ॥২॥ পুনঃ সেইরূপে বধুর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পতি

বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরিং অযক্ষত, স ইমাং দেবো
বিষ্ণুঃ প্র ইতো মুঞ্চাতু মাং উত স্বাহা।' পতিবধূসহিতঃ পূর্ববৎ
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কন্যোতি, পঠতি চ—(৯) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
ঋষিঃ ত্রিষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ,
ওঁ কন্যা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ং অপদীক্ষাং অযক্ষ, কন্যে
উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥' ৩। ততঃ
শূর্পশ্রোত্ররাক্ষে স্নতশ্রবদ্বয়ং দত্ত্বা তদুপরি লাজশেষং নিধায়
পুনস্তদুপরি স্নতশ্রবদ্বয়ং দত্ত্বা, 'ওঁ স্বস্তিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা,'
মন্ত্রেণ শূর্পেণৈব জুহুয়াৎ।

অথ সপ্তপদীগমনম্। ততো জামাতা ঐশান্যং দিশি বধুং
সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নিয়েৎ, বধুশ্চ মণ্ডলি-
কায়াং অগ্রে দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাৎ বামপাদং নিয়েৎ, জামাতা

উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, মাতা প্রভৃতি লাজ গ্রহণ করিয়া বধুর দক্ষিণ-
পদদ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবে, জামাতা (৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করিবে; পুনরায় লাজদিদ্বারা বধুর অঞ্জলিপূরণ, বধুকর্তৃক
হোম (৮) এবং জামাতাকর্তৃক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ। তারপর
বধুর সহিত পূর্ববৎ অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং জামাতাকর্তৃক (৯) সংখ্যক
মন্ত্রপাঠ ॥ ৩। তারপর কুলার অগ্রভাগে দুই শ্রব স্নত দিয়া, তাহার
উপর অবশিষ্ট লাজ দিয়া, তার উপর পুনঃ দুই শ্রব স্নত দিয়া 'ওঁ
স্বস্তিকৃতে, ইত্যাদি মন্ত্রে কুলার দ্বারাই হোম করিবে।

সপ্তপদীগমন।—অনন্তর পতি সাতটা মন্ত্রে সাতমণ্ডলে পদক্ষেপ
করাইয়া বধুকে ঐশানদিকে লইয়া যাইবে। বধু প্রথমে দক্ষিণপদ,

চ বধূমিদং ক্রয়াৎ—‘মা বামপাদেন দক্ষিণপাদং আক্রাম।’ ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ একপাদ্ বিরাট ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 একপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একং ইষে বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’১॥
 ইতি প্রথমং দক্ষিণং পাদং নয়তি। ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 দ্বিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ ষে উর্জে বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’২॥ ইতি বামং পাদং নয়তি।
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’৩॥
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ চতুষ্পাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ চত্বারি মাযোভবায় বিষ্ণুঃ ত্বা
 নয়তু ॥’৪॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো
 বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’৫॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ষট্পাদ্বিরাট্
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ‘ওঁ ষড্-
 রায়স্পোষায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’৬॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 সপ্তপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সপ্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু ॥’৭॥

ততঃ সপ্তপদীগতাং কন্যাঃ পতিরশাস্তে—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ সামিকীপঙক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা পাদাক্রমণা-

পরে বামপদ বাড়াইবে। জামাতা বধূকে বলিবে—‘মা বামপাদেন’
 ইত্যাদি। জামাতা এক একটি মন্ত্র পাঠ করিবে, বধূ এক এক পদ
 বাড়াইবে ॥ সপ্তপদীগমনান্তে পতি বধূকে আশীর্বাদ করিবে—‘ওঁ

নস্তরং আশাসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যং তে মা যোষাঃ, সখ্যং তে মা যোষ্ঠ্যাঃ ।’

ততো জামাতা বিবাহং দ্রক্ষুমগতান্ জনান্ আমন্ত্রয়েৎ—
‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
বিবাহপ্রেক্ষকজ নামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুমঙ্গলীঃ ইয়ং বধুঃ,
ইমাং সমেত পশ্যত, সৌভাগ্যং অশ্রৈ দ্বায় অস্তং বিপরেতন ।’

তত উদককুম্ভধারী জামাতুবয়শ্চোহ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্ত-
পদীস্থানমাগত্য মূর্দ্ধি বরষাভিষিক্ণেৎ । জামাতা চ পঠতি—‘ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবাচ্চা দেবতা
মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ সমঞ্জস্ত বাসুদেবাদ্যাঃ সম্
আপো হৃদয়ানি নো, সম্ মাতরিশ্বা সম্ ধাতা সমু দেষ্টী দধাতু
নো ।’ পশ্চাদনৈনৈব মন্ত্রেণ বধূমপ্যাভিষিক্ণেৎ ।

অথ পাণিগ্রহণম্ ।

ততো জামাতা অধোনিহিতবামহস্তেন বধ্বঞ্জলিং, দক্ষিণ-
হস্তেন চ সাজ্জুমুত্তানং বধূদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা সপ্তর্শদীস্থান

প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি । অতঃপর জামাতা বিবাহ-দর্শনার্থে সমাগত
ব্যক্তিগণকে ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবে । অনস্তর
জলকুম্ভধারী বয়স্ক অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্তপদীস্থানে আসিয়া বরের
মস্তকে অভিষেক করিবে এবং জামাতা ‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র
পাঠ করিবে । পরে ঐ মন্ত্রেই বধুর মস্তকেও অভিষেক করিবে ।

পাণিগ্রহণ ।—তদনস্তর সপ্তপদীস্থানেই জামাতা নীচে বামহাত দিয়া

এব যগ্নান্ জপতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্ণুপ্ ছন্দঃ
 সনকাদয়ো দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 গৃভ্ণামি তে সৌভগদ্বায় হস্তঃ, ময়া পত্যা জরীদষ্টিঃ যথা আসঃ,
 সনক-সনাওন-সনন্দন-সনৎকুমারঃ মহ্যং ত্বা অদুঃ কাঞ্চ-
 গাইপত্যায় ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্ণুপ্ ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 অঘোরচক্ষুঃ অপতিগ্নী এধি, শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ
 বীরসূঃ জীবসূঃ কৃষ্ণকামা স্রোনা, মং নো ভব দ্বিপদে শং
 চতুষ্পদে ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ নঃ
 প্রজাং জনয়তু বিষ্ণুঃ আজরসায়, সমনন্তু কৃষ্ণঃ, অদুর্শুলীঃ
 পতিলোকং আবির্শ, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥৩॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীত-
 কন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং ত্বং বিষ্ণে মীচুঃ
 সুপুত্রাঃ সুভগাং কৃধি, দশ অস্ম্যাং পুত্রানাধেহি, পতিং একাদশং
 বুরু ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা গৃহীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সম্রাজ্ঞী
 শশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশুরাং ভব, ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব,

বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণহস্তে বধূর উত্তানভাবস্থ দক্ষিণহস্ত
 অঙ্গুষ্ঠসহিত ধারণ করিয়া, (মূলোক্ত) ছয়টি মন্ত্র জপ করিবে। তারপর
 পাণিগ্রহণাস্তে অগ্নিসমীপে আসিয়া, বধূকে বামে করিয়া উপবিষ্ট

সম্রাজ্ঞী অধি দেবু ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্-
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃহীত কণ্ঠাপাণেঃ পত্ন্যঃ জপে বিনিয়োগঃ,
ওঁ মম ব্রতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তং অনু চিত্তং তেহস্ত, মম
বাচম্ একমনা জুষস্ব, শ্রীবিষ্ণুঃ স্বা নিধুনস্তু মহম্ ॥'৬॥

তত পাণিগ্রহণান্তরং অগ্নিসমীপমাগত্য বধুং বামতঃ কৃত্বো-
পবিষ্টো জামাতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ—'ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ,—ওঁ ভুঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ
বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-
ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহতি-
হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোমে
বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥' 'ততঃ প্রাদেশ-প্রমাণাং
স্বতান্ত্রাং সমিধং তৃষ্ণীমর্গো' জুহুয়াৎ । [ততঃ সর্বকর্মসাধারণং
শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যর্গানান্তমুদীচ্যং কর্ম কৃত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ
কিন্তু বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোমশ্চেৎ ক্রিয়তে, শাট্যায়ন-
হোমাদিস্তু অন্তে কর্তব্যঃ ।] ইতি পাণিগ্রহণকর্ম ।

হইয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে। তারপর প্রাদেশপ্রমাণ
স্বতান্ত্র সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে। [অতঃপর সর্বকর্ম-
সাধারণ শাট্যায়নহোম হইতে বামদেব্যর্গান পর্য্যন্ত উদীচ্যকর্ম শেষ

অথ উত্তরবিবাহঃ (৪৬)

অথ [পুনরপি যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজ-
পান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, যদি দিবাভাগে বিবাহস্তদা
নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ পতিস্তিষ্ঠেৎ । অথোদিতে নক্ষত্রে] স্ত্রুথাসনে
বধূং বাগ্‌যতামুপবেশ্য উপবিষ্টো বরঃ পুনরপি সমিৎপ্রক্ষেপা-
নন্তরং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃৎয়া ষড়াজ্যাহতীঃ জুহুয়াৎ,
প্রত্যাহতিশেষঞ্চ স্রবলগ্নমাজ্যং বধুশিরসি নিদধ্যাৎ । বধ্নাং
মন্ত্রাণাং স্মৃতিদয়ঃ সাধারণাঃ । 'ওঁ' প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্রাজ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষমস্তু আবির্ভেষু চ যানিতে,
তানি তে পূর্ণাহৃত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥১॥ ওঁ
কেশেষু যচ্চ পাপকং ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ, তানি তে
পূর্ণাহৃত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥২॥ ওঁ শীলে যচ্চ
পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহৃত্যা সর্বাণি
শময়ামি, অহং স্বাহা ॥৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ
পাদয়োশ্চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহৃত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং
স্বাহা ॥৪॥ ওঁ উর্বেযাঃ উপস্থে জজ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ, যানি তে,

করিয়া দক্ষিণা দিবে। কিন্তু বিবাহহোম-দিবসে চতুর্থীহোম করা
হইলে শাট্যায়নহোমাদি তদন্তে কর্তব্য ।] ইতি পাণিগ্রহণ ॥

(৪৬) উত্তরবিবাহ ।—অনন্তর [পুনরায় যোজক-নামক অগ্নিস্থাপন-
পূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া, দিবাভাগে বিবাহ-

তানি তে পূর্ণাছত্যা সর্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা ॥৫॥ ওঁ
যানি কানি চ ঘোরাণি সর্বাঙ্গেষু তব অভবন্, পূর্ণাছতিভিঃ
আজ্যস্তু সর্বাণি তানি অশীশমং স্বাহা ॥'৬॥

ততঃ সবধূর্বরঃ^১ উথায় বহির্নিষ্ক্রম্য বধূমিমং মন্ত্রং পাঠয়ন্
ধ্রুবং দর্শয়তি—(ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্
ছন্দো ধ্রুবপ্রিয়ো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবং
অসি, ধ্রুবা অহং পতিকূলে, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাসু ভূয়াসং, শ্রীঅমুক-
দাসাধিকারিনঃ অনুগতা শ্রীঅমুকদেব্যাহম্' ইতি উভয়োর্নাম-
গ্রহণং বধ্বা কর্তব্যম্। ততো জামাতা বধূমমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্
অরুন্ধতীং দর্শয়তি—(খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অরুন্ধতিঃ
অবরুন্ধা অহং অস্মি।' ততো বধুং পশ্যন্ বরো জপতি—(গ) 'ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কল্যানু-

হইলে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত পতি অপেক্ষা করিবে। নক্ষত্র উদিত হইলে]
বধু নীরবে আসনে বসিবে, পতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনঃ সন্মিৎ-
প্রক্ষেপ করিয়া, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি হোম ক্রিয়া ছয়টি মন্ত্রে ছয়টি
আজ্যহোম করিবে। প্রতিবার হোমশেষে স্রবলগ্ন স্মৃত বধুর যন্তকে
দিবে। সকল মন্ত্রের ঋষি-প্রভৃতি সমান। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। তারপর
বর বধুসহ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ক-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে
বধুকে ধ্রুব দর্শন করাইবে। (মন্ত্রপাঠে বধু পতি ও নিজের নাম
উল্লেখ করিবে)। অনন্তর বর বধুকে খ-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে
অরুন্ধতী দর্শন করাইবে। অতঃপর বধুর দিকে চাহিয়া জামাতা

মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবা ছোঃ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবং বিশ্বং ইদং জগৎ, ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে, ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে শ্রীবিষ্ণুবেষ্ণব-সেবাসু ইয়ম্।' ততো বধুঃ পিতৃ-গোত্রেণ * ভর্তারমভি-বাদয়েৎ—'অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী অহং ভো ভবন্তং অমুক-গোত্রং অভিবাদয়ে।' বরো বদেৎ—'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে।' ততস্ত্যক্তমোনয়া বধ্বা সহিতং বরং আচারতো বেদীমুখাপ্য জলপূর্ণকলসমাদায় অবিধবা নার্য্যঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাदि-মঙ্গলং কুর্য্যুঃ। ততো বরঃ অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ববৎ ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহতিহোমং সমিৎক্ষেপং উদীচ্যং কৰ্ম চ কুর্য্যাৎ।

অথ ভোজনাদিধৃতিহোমঃ (৪৮)

তত্র জামাতা এভিস্মিত্তৈঃ শ্রীমহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত। মন্ত্ৰো যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষি অনুষ্ণু প্-ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাপ্রসাদান্নভোজনে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীমহাপ্রসাদান্নেন অনেন

গ-মন্ত্র পাঠ করিবে। অস্তুর বধু নিজপিতৃগোত্র উল্লেখ 'অমুক গোত্রা' ইত্যাদি বাক্যে পতিকে অভিবাদন করিবে। বর 'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে' বলিয়া আশীর্বাদ করিবে। অবিধবা নারীগণ বরবধুকে বেদিতে ঠঠাইয়া জলপূর্ণ কলস হইতে সহকার-পল্লবের জল-দ্বারা স্নানাदि মঙ্গলাচার করিবে। তারপর ধর অগ্নিসমীপে আসিয়া পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোম, সমিৎক্ষেপ ও উদীচ্যকর্ম করিবে।

(৪৮) ভোজনাদিধৃতিহোম।—তারপর জামাতা মূলোক্ত তিনটি

* চতুর্থীহোমের পূর্বে বধুর গোত্রান্তর সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং চতুর্থীহোমের পূর্বপৰ্য্যন্ত কন্টার পিতৃগোত্রের উল্লেখ হইবে। তারপর হইতে পতিগোত্রের উল্লেখ।

প্রাণসূত্রেণ বিষ্ণুনা বধামি সত্যগ্রহ্নিনঃ, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥১॥
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবসেবনকর্মসু দম্পত্যোঃ হৃদয়েক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্ত হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম
 তদস্ত হৃদয়ং তব ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী
 ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা অন্নস্ততো বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নং প্রাণস্য
 পঙক্তিংশঃ, তেন বধামি ত্বা অসৌ (বধু নাম) স্বাহা ॥৩॥
 অসাবিত্যত্র দেবান্ত-সম্বোধনান্তং বধু নাম যোজ্যম্। ইদানীং যদি
 ন ভুজ্যতে, তচ্চ শ্রীমহাপ্রসাদাদিকং পশ্চাৎ ভোজনার্থং স্থাপনীয়ম্।
 ভুক্তোচ্ছিষ্টং বর্ষে প্রদাতব্যম্। ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রং মহাপ্রসাদ-
 মাত্রসেবিনো দম্পতী ব্রহ্মচারিণো ভূমিশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্।

ততো দিনান্তরে অনেন মন্ত্রেণ বধুং রথারূঢ়াং কৃত্বা বরঃ
 স্বগৃহং গয়েৎ,—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টিপ্ ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুকিংশুকং
 শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং ধ্রুক্রং, আরোহ সূর্যো
 অমৃতস্য নাভিঃ, স্তোনং পত্যে বহতুং কুণ্ড ॥ ততো বধুসহিতঃ
 পতির্গচ্ছন্ অধ্বনি চতুষ্পথাदीन् আমন্ত্রয়েৎ—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ

মন্ত্রে শ্রীমহাপ্রসাদান ভোজন করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে অসৌ স্থলে দেবী-
 পদান্ত ও সম্বোধনান্ত বধুর নাম উল্লেখ করিবে। যদি সেই সময়ে খাওয়া
 না হয়, তবে পরে খাইবার জন্ত মহাপ্রসাদাদি রাখিয়া দিবে। ভুক্তশেষ
 বধুকে দিবে। সেই দিন হইতে দম্পতী ত্রিরাত্র মহাপ্রসাদমাত্র সেবা-
 পূর্বক ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।

বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পথাছামন্ত্রণে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ মা বিদন্ পরিপস্থিনো যে আসীদন্তি দম্পতী,
 স্মৃগেভিঃ দুর্গং অতীতাং, অপদ্রাস্ত অরাতয়ঃ ॥' ততো যানাদব-
 তার্য্য, বামদেব্যং গীত্বা পশ্চির্বধুং গৃহং প্রবেশয়েৎ । ততঃ
 কৃতমঙ্গলাচারাঃ পুত্রবত্যঃ অবিধবা বৈষ্ণব্যঃ বধুং শুভাসনে
 উপবেশয়েয়ুঃ, পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি—(৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আসনোপবেশনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ গাধিঃ প্রজায়ন্তাং, ইহ অশ্বা, ইহ পুরুষাঃ, ইহ
 উ প্রেন্না সমর্চ্চিতো শ্রীবাসুদেবো বিরাজতাম্ ॥' ততঃ পতিঃ
 কুশণ্ডিকাবিধানেন ধৃতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎপ্রক্ষেপং,
 ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমঞ্চ কৃত্বা অষ্টাবাঙ্গ্যাহতীজুহুয়াৎ ।
 অষ্টানাং মন্ত্রণিং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ ।—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ
 ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ
 ধৃতিঃ স্বাহা ॥১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥২॥ ওঁ ইহ রন্তিঃ স্বাহা
 ॥৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা ॥৫॥ ওঁ ময়ি
 স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥৬॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥৭॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা
 ॥৮॥ ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং

পরের দিন পতি বধুকে ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্বক যানে আরোহণ
 করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবে। বধুসহিত গমনকালে পতি ২-সংখ্যক
 মন্ত্রে পথে চতুষ্পথাদি আমন্ত্রণ করিবে। বধুকে যান হইতে অবতরণ
 করাইয়া, বামদেব্যগান (অথবা কেবল স্বস্তি-গান) পাঠপূর্বক গৃহে প্রবেশ

স্বতান্ত্র্যং সমিধং তুষণীমণৌ কৃত্বা, পতিবধুং শ্বশুরাদিষু পিতৃ-
গোত্রোভিবাদনং কারয়েৎ । ততঃ সৰ্বকৰ্মসাধারণং শাট্যায়ন-
হোমাদি-বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কৰ্ম সমাপ্য কৰ্মকারয়িত্ব-
বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দত্বাৎ ॥

চতুর্থীহোমঃ (৪ছ)

অথ বিবাহদিবসাস্তুর্থেহহনি চতুর্থীহোমঃ কৰ্ত্তব্যঃ। তত্র
প্রথমং কুশণ্ডিকোক্লেবিধিনা শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য তুষণীং
সমিৎপ্রক্ষেপং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমঞ্চ কৃত্বা, দক্ষিণতো
বধুমুপবেশ্য তুলসী-চন্দন-গন্ধপুষ্পকুশাদিসহিতমুদকপাত্রং অগ্নে-
দক্ষিণতো নিধায় বক্ষ্যমাণমন্ত্রেবিংশত্যাছতীজুহুয়াৎ, প্রত্যাহতি-
শেষঞ্চ স্ৰবলগ্নমাজ্যং উদকপাত্রে সংপাতয়েৎ। 'ওঁ প্রজাপতিঃ

করাইবে। পুত্রবতী অবিধবা বৈষ্ণবীগণ বধুকে শুভাসনে বসাইবে,
জামাতা ৩-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর পতি স্মৃতি-নামক অগ্নি
স্থাপন করিয়া, সমিৎপ্রক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিয়া,
মূলোক্লে মন্ত্রে আটটি আজ্য-হোম করিবে। মন্ত্রসকলের ঋষি প্রভৃতি
সমান। আজ্যহোমের পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ
করিয়া, বধুকারা পিতৃগোত্র-উল্লেখে শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবে।
তারপর সৰ্বকৰ্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম
শেষ করিয়া কৰ্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে।

(৪ছ) চতুর্থীহোম।—বিবাহ হইতে চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোম কৰ্ত্তব্য।
প্রথমে কুশণ্ডিকা-বিধানে শিখি-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, অমন্ত্রক

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণে দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ কৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা
 নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অশ্রাঃ
 অপজহি স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীকেশবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কেশবো
 প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম
 উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি
 স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীগোবিন্দো
 দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ গোবিন্দ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং
 জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি' যা
 অশ্রাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥৩॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা চতুর্থী-
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ
 অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ-কেশব-গোবিন্দ-নারায়ণাশ্চতস্রো
 দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণকেশবগোবিন্দনারায়ণাঃ
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যুয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ শু, দাসো বো নাথকাম
 উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অশ্রাঃ অপহত
 স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ
 দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরে প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ

ভক্তিব্রী তনুঃ তাম্ অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমাধবো দেবতা চতুর্থীহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ মাধব প্রায়শ্চিত্তে, হং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ
 অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ ভক্তিব্রী তনুঃ
 তাং অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 অনন্ত প্রায়শ্চিত্তে, হং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা
 নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ ভক্তিব্রী তনুঃ তাম্ অশ্রাঃ
 অপজহি স্বাহা ॥৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীমধুসূদনো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মধুসূদন
 প্রায়শ্চিত্তে, হং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা
 নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ ভক্তিব্রী তনুঃ তাং অশ্রাঃ
 অপজহি স্বাহা ॥৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীহরিমাধবানন্তমধুসূদনাশ্চতশ্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনি-
 যোগঃ, ওঁ হরিমাধবানন্তমধুসূদনাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যুয়ং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ শু, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা
 অশ্রাঃ ভক্তিব্রী তনুঃ তাম্ অশ্রাঃ অপহত স্বাহা ॥১০॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুর্থীহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণে প্রায়শ্চিত্তে, হং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ
 অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রা অপুত্র্যা তনুঃ
 তাম্ অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥১১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনৃসিংহো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ

নৃসিংহ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা
 নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অপুত্র্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি
 স্বাহা ॥১২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
 দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং
 জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা
 অশ্রাঃ অপুত্র্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৩॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দনো দেবতা
 চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ জনার্দন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ
 অপুত্র্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুতজনার্দনাশ্চতশ্চে
 দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুতজনার্দনাঃ
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ যুয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ত্ব, দাসো বো নাথকাম
 উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অপুত্র্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপহত
 স্বাহা ॥১৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো
 দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব, প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং
 জীবানাং প্রায়শ্চিত্তি অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম, উপধাবামি, যা
 অশ্রাঃ অপশব্য্যা তনুঃ তাম্ অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৬॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা চতুর্থী-
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ
 অপশব্য্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি স্বাহা ॥১৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু

ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ প্রদ্যুম্ন প্রায়শ্চিত্তে, হুং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ হ্রা
 নাথকাম উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অপশব্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ
 অপজহি স্বাহা ॥১৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনিরুদ্ধ
 প্রায়শ্চিত্তে, হুং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ হ্রা নাথকাম
 উপধাবামি, যা অশ্রাঃ অপশব্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপজহি
 স্বাহা ॥১৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেব-
 সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ চতশ্রো দেবতাঃ চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যুয়ং জীবানাং
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ হুঃ, যা অশ্রাঃ অপশব্যা তনুঃ তাং অশ্রাঃ অপহত
 স্বাহা ॥২০॥

ততো বধূসহিতং জামাতারমুখাপ্য অগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা
 ঋবলগাজ্যমিশ্রোদকেন অবিধবা পুত্রবত্যো নারীয়াঃ সহকার
 পল্লবোদকেন স্নাপূনাদিমঙ্গলং কুর্য্যুঃ । ততো ব্যস্তসমস্তমহা-
 ব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ

সমিংক্ষেপে ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিয়া বধূকে দক্ষিণে বসাইয়া,
 তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-কুশাদিসহিত জলপাত্র অগ্নির দক্ষিণে স্থাপন-পূর্বক
 মূলোক্ত মন্ত্রে বিংশতি হোম করিবে এবং প্রত্যেকবার হোমশেষে
 ঋবসংলগ্ন ঘৃত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবে ।

অতঃপর বধূসহিত জামাতাকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া
 গিয়া, সধবা পুত্রবতী নারীগণ আত্রপল্লবদ্বারা উক্ত ঋবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত

শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ
 স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
 দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
 ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-
 মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥ ততঃ
 প্রাদেশপ্রমাণাং স্ততাক্তাং সমিধমর্গো তৃষ্ণীং দত্তা, সর্বকর্ম-
 সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তঃ উদীচ্যং কন্ম
 কুর্যাৎ । তদভিধীয়তে, যথা—

উদীচ্যং কন্ম (৪জ) ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অচেত্যাতি অত্র অমুক কর্মণি যৎ-
 কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্বোধপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্বকং
 শাট্যায়নহোমং অহং কুবরীয় ইতি সংকল্প্য বিধুনা মানমগ্নিমা বাহ্য
 সম্পূজ্য পুনরপি পূর্ববৎ অর্গো স্ততাক্তাং সমিধং প্রাদেশপ্রমাণাং
 তৃষ্ণীং দত্তা মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । তত শ্রীকৃষ্ণং স্মরেৎ,
 যথা—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দধনঃ ইত্যাদি । ততঃ প্রায়-

জলসেক করিয়া মঙ্গলমান করাইবে ॥ তৎপরে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-
 হোম, অমন্ত্রক স্ততাক্ত সমিধ-প্রক্ষেপ, সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-
 বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকন্ম কর্তব্য ।

(৪জ) উদীচ্যকন্ম ।—‘ওঁ বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিয়া, বিধু-

শ্চিত্তহোমং কুর্য্যাৎ, যথা—ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি
 নোহচ্যুত এনসে স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি
 নো বিশ্ববেদসে স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞঃ
 পাহি হরে বিভো স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্বং
 পাহি শ্রিয়ঃপতে স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ পাহি নোহনন্ত একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া, পাহি
 উর্জ্জং তৃতীয়য়া, পাহি গীর্ভিশ্চতসৃতিঃ বিষ্ণে স্বাহা ৭.৫॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুনঃ উর্জ্জা নিবর্তস্ব, পুনঃ
 বিষ্ণে ইষা আয়ুষা, পুনঃ নঃ পাহি অহংসঃ স্বাহা ॥৬॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সহ রথ্যা নিবর্তস্ব, বিষ্ণে পিন্বস্ব ধারয়া,
 বিশ্বপ্ন্যা বিশ্বতম্পরি স্বাহা ॥৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ

নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া, অমন্ত্রক সমিধ্ প্রক্ষেপপূর্বক
 মহাব্যাহতি-হোম করিবে। তারপর 'ওঁ কৃষ্ণে বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ'
 ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিবে। অতঃপর 'মূলোক্ত নয়টি মন্ত্রে

গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং, যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু, বিষ্ণে তদশু কল্পয়,
 ত্বং হি বেথ যথাতথং স্বাহা ॥৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 প্রজাপতে বিষ্ণে ন ত্বৎ এতানি অগ্নো, বিশ্বা জাতানি পরি তা
 বভূব, যুৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎ নোহস্ত, বয়ং শ্যামঃ পতয়ো
 রয়ীণাং স্বাহা ॥৯॥ ততঃ পূর্ববৎ মহাব্যাহতিহোমং সমিৎ
 প্রক্ষেপঞ্চ কুর্যাৎ ।

ততঃ ক্রমতো বৈষ্ণবহোমঃ ।

তত্র প্রথমং পঞ্চমহাভাগবতেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ
 বিশ্বক্‌সেনায় স্বাহা । এবং সনকায়, সনাতনায়, সনন্দনায়, সনৎ-
 কুমারায় ॥ ততো নবযোগেন্দ্রেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ,—ওঁ
 কবয়ে স্বাহা । এবং, হবয়ে, অন্তরীক্ষায়, প্রবুদ্ধায়, পিপ্পলায়নায়,
 আবিহেত্রায়, ক্রমিলায়, চমসায়, করভাজনায় ॥ ততো দশ-
 মহাভাগবতেভ্যঃ,—ওঁ নারদায় স্বাহা । এবং, রুপিলায়, যমভাগব-
 তায়, ভীষ্মদেবায়, শুকদেবায়, জনকায়, সদ্যশিবায়ে, প্রহ্লাদায়,
 ব্রহ্মণে, বলিরাজায় ॥ ততঃ—ওঁ স্বায়ম্বুভ্যায় স্বাহা । এবং গরু-
 ডায়, হনুমতে, অম্বরীষায়, ব্যাসদেবায়, উদ্ধবায়, যুধিষ্ঠিরায়,
 ভীমায়, অর্জুনায়, নকুলায়, সহদেবায়, বিদুরায়, বিষ্ণুরাতায়,

প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে । তদনন্তর পূর্ববৎ মহাব্যাহতিহোম ও সমিৎ-
 প্রক্ষেপ করিবে । তারপর যথাক্রমে বৈষ্ণবহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য) ।

বিভীষণায় ॥ ততঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা, ওঁ শ্রীনিত্যা-
নন্দায় স্বাহা, ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় স্বাহা, ওঁ পণ্ডিতগদাধরাদিভ্যঃ স্বাহা,
ওঁ শ্রীবাসাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীরূপায়, ওঁ সনাতনীয়, ওঁ ভট্টরঘু-
নাথায়, ওঁ শ্রীজীবায়, ওঁ গোপালভট্টায়, ওঁ দাসরঘুনাথায়, ওঁ দীক্ষা-
গুরবে, ওঁ শিক্ষাগুরুভ্যঃ ; ওঁ শ্রীনবদ্বীপধাম্নে, ওঁ শ্রীমায়াপুর-
যোগপীঠায় । ততঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীভ্যঃ প্রত্যেকং—ওঁ অন্তরঙ্গায়ৈ
স্বাহা, ওঁ পৌর্ণমাসৈশ্চ স্বাহা, ওঁ পদ্মায়ৈ স্বাহা, ওঁ মহালক্ষ্মণ্য স্বাহা ।
এবং ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়ৈ, ঋরস্বতৈ, গোপৈ, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ,
তুলসৈ, পৃথিব্যৈ, গবে, যশোদায়ৈ, দেবহৃত্যৈ, দেবক্যৈ,
রোহিণ্যৈ, সীতায়ৈ, দ্রৌপদ্যৈ, কুন্ত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ,
জাম্ববত্যৈ, নাগজিত্যৈ, লক্ষণায়ৈ, কালিন্দ্যৈ, ভদ্রায়ৈ,
মিত্রবিন্দ্যায়ৈ ॥ ততঃ শ্রীগোপালোপাসকানাং তদাবরণেণ
শ্রীদামাদীনাং হোমঃ কর্তব্যঃ—ওঁ শ্রীদাম্নে স্বাহা, এবং সূদাম্নে,
স্তোককৃষ্ণায়, লবঙ্গায়, অর্জুনায়, বসুদাম্নে, বিশালায়, সুবলায়,
শ্রীরামায়, শ্রীকৃষ্ণায় । ততঃ— ওঁ নর্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রিয়-
নর্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সহচরেভ্যঃ, সর্বগোপালেভ্যঃ, নন্দায়,
উপনন্দায়, সুনন্দায়, মহানন্দায়, শুভানন্দায়, প্রাণানন্দায়,

প্রথমে বিশ্বক্সেনাদি পঞ্চ মহাভাগবতের হোম । তারপর কবি প্রভৃতি
নব যোগেন্দ্রের হোম । তারপর নারদাদি দশ মহাভাগবতের এবং
স্বয়ম্ভুবাদির হোম । তদনন্তর পঞ্চতন্ত্রসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হোম
করিবে । অনন্তর অন্তরঙ্গা পৌর্ণমাসী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হোম

মদানন্দায় ॥ শ্রীযুগলোপাসকানাং শ্রীকৃষ্ণাবরণেণ প্রিয়সখী-
 সহচরী-রঙ্গিনী-প্রভৃত্যুথানাং শ্রীললিতাদীনাঞ্চ হোমঃ কর্তব্যঃ ।
 তত্র প্রথমং শ্রীগুরুযুগলস্য হোমঃ কর্তব্যঃ । •যথা—গুরবে স্বাহা,
 ওঁ সর্বেভ্যো মহান্তগুরুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ চৈভ্যগুরবে স্বাহা ॥ ততঃ
 শ্রীরাধাহোমঃ—ওঁ বার্ষভানবি, গান্ধর্ববকে, কার্তিকদেবি, শ্রীকৃষ্ণ-
 প্রিয়ে, সর্বেশ্বরী, ক্লীং শ্রীবৃন্দাবনসেবাধিকারপ্রদে শ্রীং হ্রীং তুভ্যং
 শ্রীরাধিকায়ৈ • স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণহোমঃ—ওঁ কৃষ্ণে বৈ
 সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণে আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণে পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণে হা
 উ কস্মাদিমূলং, কৃষ্ণে স হ সর্বেকার্য্যঃ, কৃষ্ণে কাশংকুদাদীশমুখ-
 প্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণেহনাদিঃ তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে
 কৃতী, ক্লীং কৃষ্ণায়...স্বাহা ॥ ততঃ—ওঁ ললিতায়ৈ স্বাহা, ওঁ
 শ্যামলায়ৈঃ, ওঁ বিশাখায়ৈ, ওঁ চম্পকলতায়ৈ, ইন্দুরেখায়ৈ,
 সুদেবায়ৈ, রঙ্গদেবায়ৈ, সুচিত্রায়ৈ, তুঙ্গবিছায়ৈ, কুন্দলতায়ৈ ;
 ধনু্যায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, চিত্রোৎপলায়ৈ,
 পাল্লভ্যৈ, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়ৈ, নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুখকলিকায়ৈ,
 রসকলিকায়ৈ, প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্ঠায়ৈ, তুলসায়ৈ, রমায়ৈ, রম্যায়ৈ,
 বিম্বাষ্ট্যৈ, রসদায়ৈ, আনন্দদায়ৈ, কলাবর্ত্যৈ : রূপমঞ্জর্যৈ,

কর্তব্য । অতঃপর শ্রীগোপালোপাসকগণ শ্রীগোপালের আবরণরূপে
 শ্রীদামাদির হোম করিবে । তারপর নন্দসখা প্রভৃতির হোম । তদনন্তর
 শ্রীযুগলোপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণাবরণ প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিনী প্রভৃতির ও
 ললিতাদির হোম করিবে । তাহাতে প্রথম শ্রীগুরুযুগলের হোম কর্তব্য ।

অনঙ্গমঞ্জর্যৈ, রসমঞ্জর্যৈ, লবঙ্গমঞ্জর্যৈ, কস্তুরীমঞ্জর্যৈ, গুণ-
মঞ্জর্যৈ, রতিমঞ্জর্যৈ, কর্পূরমঞ্জর্যৈ । ॐ সর্বসখীভ্যঃ স্বাহা,
ॐ সর্বসহচরীভ্যঃ, • সর্বসঙ্গিনীভ্যঃ, • সর্বরঙ্গিনীভ্যঃ । ॐ বৃষ-
ভানুভ্যঃ স্বাহা, ॐ বৃষভানুগণেভ্যঃ স্বাহা, • ॐ কীর্তিদায়ৈ স্বাহা,
ॐ সর্বকাঞ্চৈভ্যঃ স্বাহা, ॐ সর্ববৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা, ॐ সর্ব-
বৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা ॥ ততঃ— ॐ নারায়ণায় স্বাহা, ॐ কারুণাক্ষি-
শায়িনে স্বাহা । এবং গর্ভোদশায়িনে, ক্ষীরাক্ষিশায়িনে,
বৈকুণ্ঠধাম্নে, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায় ;
গোলোকধাম্নে, মথুরাধাম্নে, দ্বারকাধাম্নে ; মৎস্যায়, কৃষ্ণায়,
বরাহায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণ-রামায়, রঘুনাথ-রামায়,
জামদগ্ন্য-রামায়, বুদ্ধায়, কঙ্কিনে ; সর্বৈভ্যো গুণাবতরেভ্যঃ,
সর্বৈভ্যো, মন্বন্তর্যাবতারেভ্যঃ, হংসায়, যজ্ঞায়, দত্তাত্রেয়ায়,
পৃথবে, ধন্বন্তরয়ে, মোহিনৌ, বিরাজে, সত্যযুগাবতারায় শুক্র-
মূর্তয়ে, ত্রেতাযুগাবতারায় রক্তমূর্তয়ে, দ্বাপরযুগাবতারায় কৃষ্ণ-
মূর্তয়ে, কলিযুগাবতারায় পীতমূর্তয়ে, শ্রীবন্দাবনধাম্নে, বন্দাবনায়,
দ্বাদশবনেভ্যঃ, দ্বাত্রিংশৎ-উপবনেভ্যঃ, ॐ শ্রীং ক্লীং ব্রজবাসি-
স্বাবর-জঙ্গম-সপরির্কর-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা ॥

ততো স্বতন্ত্রাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তৃণীমর্গো ছত্র
উদকাঞ্জলিসেকৈরগ্নিপূর্ষ্যক্ষণং কুর্যাৎ । যথা— ॐ প্রজাপতি :

তারপর শ্রীরাধাহোম । তারপর শ্রীকৃষ্ণহোম । তারপর ললিতা
শ্রামলাদির হোম । অতঃপর শ্রীনারায়ণ ও অবতারগণের হোম কর্তব্য ।
হোমান্তে অমল্লক সমিধ্ প্রক্ষেপ-পূর্বক, অগ্নিপূর্ষ্যক্ষণ ও উদকাঞ্জলি-

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নি-পয়ুষ্মণে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ ! প্র সুব যজ্ঞং, প্র সুব যজ্ঞ-
 পতিং ভগায়, পাতা সৰ্বভূতস্থঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু,
 বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু,—অনেন মন্ত্রেণ উদাকাঞ্জলিনা দক্ষিণা-
 বর্তেন অগ্নিং বেষ্ঠয়েৎ । ততঃ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদাকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 অনন্ত ! অন্বমংস্থাঃ,—অনেনাগ্নেদক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্বান্তং
 যাবদুদাকাঞ্জলিনা সিঞ্চৎ ॥১॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদাকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত
 অন্বমংস্থাঃ,—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতঃ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ
 উদাকাঞ্জলিনা সিঞ্চৎ ॥২॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদাকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সন্নস্বতান্ব-
 মংস্থাঃ,—অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্বান্তং যাবৎ
 উদাকাঞ্জলিনা সিঞ্চৎ ॥৩॥

ততঃ উত্তানহস্তধ্বয়েন কতিপয়াস্তরণকুশান্ গৃহীত্বা দৰ্ভজুটিকা-
 হোমং কুৰ্ব্যাৎ—(১) ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দৰ্ভতৃণাভ্যঞ্জে বিনিয়োগঃ, ওঁ অস্তং রিহাণা

সেক । ‘ওঁ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিপয়ুষ্মণ করিবে । তারপর
 মূলোক্ত তিনটি মন্ত্রে অগ্নির তিন পার্শ্বে উদাকাঞ্জলিসেক করিবে । তদনন্তর
 দৰ্ভজুটিকাহোম—উত্তানভাবে দুই হস্তে, কতিপয় কুশ লইয়া, ‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি ১-সংখ্যক মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ-পূর্বক, কুশসকলের

ব্যস্ত বয়ঃ,—অনেন অগ্রমধ্যমূলানি ঘৃতেন বারত্রয়ং অভ্যনক্তি,
মন্ত্রশচায়ং বারত্রয়ং পঠিতব্যঃ । ততস্তান্ দর্ভানস্তিরভ্যক্ষ্য—(২)
‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভৌ বৈষ্ণবানামধিপতে বিষ্ণে !
রুদ্রঃ তন্ত্ৰিচরো বুধা পশূন্ অস্মাকং মা হিংসীৎ, এতদস্তু হৃতং তব
স্বাহা,—ইত্যনেন অর্গৌ ক্ষিপেৎ ।

ততো মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প ফল-তাম্বু-
লাদিভিরগ্নিঃ পরিতোষ্য উথায় পূর্ণহোমং কুর্য্যাৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণুদাস্ত্রযশ-
স্কামস্ত্র যজ্ঞনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ণহোমং যশসে বিষ্ণবে
জুহোমি, যঃ অস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি, স বরং অস্মৈ দদাতি, বিষ্ণোঃ
বরং বুধে, যশসা ভূমি লোকে স্বাহা,—অনেন পূর্ণাহুতিং দত্বাৎ ।

ততঃ প্রদক্ষিণেন গত্বা, (কুশময়ব্রাহ্মণপক্ষে) ব্রহ্মগ্রস্থিঁ মুক্ত্বা,
পুনরাগত্য আসনে উপবিশ্য পূর্বস্থাপিত-মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-
চন্দন-তুলসী-ফলাদিসংযুত-পানীয়পাত্রোদকৈঃ শান্তিদানং কুর্য্যাৎ,
—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, কয়া যঃ চিত্রে
আভূবৎ উতী সদা বুধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বুতা ॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ

অগ্র-মধ্য-মূল যথাক্রমে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিবে । তারপর ঐ কুশগুলি
জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া ২-সংখ্যক মন্ত্র উল্লেখপূর্বক অগ্নিতে হোম
করিবে । পূর্ণহোম—তারপর মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-
ফল-তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নিকে পরিতুষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া মূলোক্ত মন্ত্রে

স্বঃ কঃ হ্রা সত্যো মদানাং মুহিষ্ঠো মৎসৎ অন্ধসঃ, দৃঢ়া চিদ্
 আরুজে বসু ॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অভী-ষু-ণঃ সখীনাম্ অবিভা
 জরিতৃণাং, শতং ভুবাসি উতয়ে ॥ ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি
 নঃ অচ্যুতানন্তো, স্বস্তি নো, বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু । স্বস্তি নো
 নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ॥
 স্বস্তি নো বিশ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ
 দধাতু । স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নো হৃঞ্জনাশুতো
 হনুঃ ভাগবতো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্
 শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥ ওঁ ত্যোঃ শান্তিঃ,
 অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বায়ুঃ শান্তিঃ,
 তেজঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, লোকাঃ শান্তিঃ, ব্রাহ্মণাঃ শান্তিঃ,
 বৈষ্ণবাঃ শান্তিঃ, শান্তিরস্ত, ধৃতিরস্ত ॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ,
 ওঁ শান্তিঃ ॥ ইতি বারত্রয়ং পঠেৎ ॥

ততঃ কৰ্ম্মকারয়িত্ব-বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় অগ্নেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ
 যথাশক্তি দক্ষিণাং দত্বাৎ, ততোহচ্ছিদ্রবাচনং বৈষ্ণব্যসমাধানঞ্চ

পূৰ্ণহোম করিবে। শান্তিদান—অনন্তর প্রদক্ষিণভাবে গিয়া কুশময়
 ব্রহ্মার ব্রহ্মগ্রন্থি মুক্ত করিয়া দিয়া পুনঃ আসনে আসিয়া উপবেশন করতঃ
 পূৰ্বে স্থাপিত মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-ফলাদিসহিত জলপাত্রের
 জলদ্বারা মূলোক্ত মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক শান্তিদান করিবে। এই মন্ত্র তিনবার
 পাঠ করিবে।

তারপর কৰ্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অগ্ন্যগ্ন ব্রাহ্মণকেও
 যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তারপর অচ্ছিদ্রবাচন ও বৈষ্ণব্যসমাধান

কুর্যাৎ । (সম্প্রদানকৰ্ম্মণি দ্রষ্টব্যঃ) । যথাশক্তি কাৰ্ঘ্যাদি-বৈষ্ণব-
সেবাং জীবসম্বৰ্ণনঞ্চ কুর্যাৎ । শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনং বৈষ্ণবৈঃ, তদশক্তৌ
কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তনং করণীয়ম্ । সৰ্বেবভ্যো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ । ইতি
উদোচ্যং কৰ্ম্ম ।

ইতি বিবাহ-কৰ্ম্ম সমাপ্তম্ ॥

অথ গৰ্ভাধানম্

ঋতুজ্ঞানাদূৰ্দ্ধং নিষেকদিবসে পতিঃ—কৃতপ্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ
শুচিরাচান্তঃ কৃতনিত্যৈষ্কৃত্যঃ কাৰ্ঘ্যাদিপার্বদবৈষ্ণবসহিতং
শ্রীমদ্ভগবন্তং শ্রীনারায়ণং পুরুষসূক্তমন্ত্রৈঃ যথাবিধি সম্পূজ্য
সায়ংসন্ধ্যায়ামতীর্থায়াং শুভলগ্নে প্রাক্সণে গোময়মৃৎস্নাবার্ভিঃ
সুলিণ্ডায়াং ভূমৌ প্রপূজিত-শ্রীশালগ্রামাদিমূৰ্ত্তি-সম্মুখে শ্রীবিষ্ণু-
স্মরণ-স্বস্তিবাচনপূৰ্ব্বকং মন্ত্রৈরেতিঃ পঞ্চকৃত্বোহর্ঘ্যং শ্রীবিষ্ণবে
দদ্যাৎ ।

অৰ্ঘ্যানুষ্ঠান-প্রমাণং, যথা শ্রীকৃষ্ণামলে—পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং জলং চুঞ্চং হরীতকী ।
গন্ধ-গুবাক-পুষ্পানি চন্দনং মলয়োদ্ভবম্ ॥ হরিত্রা কুঙ্কুমং দুৰ্ব্বা সৃগন্ধি তুলসী তথা ।
হরেরর্ঘ্যং ভবেৎ ধাত্রী মাস্ত্রল্যে পূৰ্জনোৎসবে ॥ ইতি ষোড়শাঙ্কোহর্ঘ্যঃ ॥*

করিবে । যথাশক্তি কাৰ্ঘ্যাদিবৈষ্ণবগণের সেবা এবং জীবসম্বৰ্ণন করিবে ।
বৈষ্ণবগণধারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন, অসমর্থ হইলে কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন করিবে ।

* অর্ঘ্যঃ—(ক) আপঃ ক্ষীরং কুশাশ্রক দধি সর্পিঃ সতগুলম্ । যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব
অষ্টাঙ্কোহর্ঘ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ অথবা,—(খ) সাক্ষতং স্তমনোযুক্তং উদকং দধিমিশ্রিতম্ ॥
বিষ্ণুতন্দের অর্ঘ্যে সাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে গন্ধ-পুষ্প-জল-তুলসী, অপরের অর্ঘ্যে গন্ধ-
পুষ্প-জল—ইহা অর্ঘ্যোপকরণ ।

ততঃ শঙ্খে তদভাবে মৃৎপাত্রে পঞ্চায়ত-পঞ্চগব্য-জল-দুগ্ধ-
 হরীতকী-গন্ধ-গুবাক-পুষ্প-মলয়জচন্দন-হরিদ্রা-কুম্ভুম-দূর্বা-তুলসী-
 সুগন্ধি-ধাত্রী-প্রভৃতীনি গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণবে পঞ্চবারং অর্ঘ্যং দত্ত্বাৎ,
 যথা—‘ওঁ জগন্নাথ মহাবাহোঁ সর্বেষাং পদ্মবনাশন । নবপুষ্পোৎসবে
 মেহর্ঘ্যং গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ এতদর্ঘ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ’ ॥১॥ ইতি
 অর্ঘ্যং দত্ত্বাৎ । এবং প্রতিবারম্ । ‘ওঁ নারায়ণ ০ হরে রাম
 গোবিন্দ ০ গরুড়ধ্বজ । নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥২॥
 ওঁ দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো পরমানন্দমাধব । নবপুষ্পোৎসবে
 মেহর্ঘ্যং গৃহাণ মধুসূদন ॥৩॥ ওঁ বিশ্বীঅন্ বিশ্ববন্ধো হি বিশেষ
 বিশ্বলোচন । নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ঘ্যং গৃহাণ শ্যামসুন্দর ॥৪॥
 ওঁ চিদানন্দ হৃষীকেশ ভক্তবশ্য জনার্দন । নবপুষ্পোৎসবে
 মেহর্ঘ্যং কমলাপতে ॥৫॥

এতৎ শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবপূজার্ঘ্যাদানাদিকং সর্বং কৰ্ম্ম সমাপ্য
 নিশায়াং নিষেককৰ্ম্ম কুর্যাৎ । ততঃ অর্ঘ্যান্তে নিষেকপূর্বক্ৰমেণ বা
 পতিঃ শুচিঃ সুগন্ধঃ সুবেশঃ পূর্বাভিমুখোপবিষ্টায়াঃ বধ্বাঃ পশ্চাৎ
 শিহ্না, ঝুধ্বাঃ স্কন্ধোপক্ৰান্তাভাবেন অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেন উপস্থং
 স্পৃশন্ জুপতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । ইতি উদীচ্যকৰ্ম্ম ॥ ইতি বিবাহ সমাপ্ত ॥

(৫) অথ গর্ভাধান ।—ঋতুমানের পরে নিষেকদিবসে পতি প্রাতঃ-
 কৃত্য সমাপনানন্তর স্নান করিয়া শুচি হইয়া আচমনপূর্বক নিত্যসন্ধ্যা-
 পূজাদি সম্পাদন করিয়া পুরুষস্বভ্রমজে যথাবিধানে কাঞ্চাদি-পার্ষদ-বৈষ্ণব

শ্রীবিষ্ণুচ্যুতহরিজগদীশা দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ
 যোনিং কল্পয়তু, অচ্যুতো রূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু হরিঃ গর্ভং
 জগদীশো দধাতু তে ॥১॥ ততঃ পুনরপি উপস্থং স্পৃশন্ জপতি—
 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপু ছন্দঃ শ্রীগর্ভোদশায়ি-নর
 নারায়ণা দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ, ওঁ গর্ভং ধেহি গর্ভো-
 দশায়িন্, গর্ভং তে নরনারায়ণো আধত্তাং পুঙ্করশ্রজো ॥২॥
 ততো নাভিপদ্মং সমাধায় পতিরেদুদীরয়েৎ—'ওঁ দীর্ঘায়ুষং
 কৃষ্ণভক্তং পুত্রং জনয় স্ৱবতে ।' ততো ভার্ঘ্যাং উপেয়াৎ ॥ ইতি
 সামবেদীয়গর্ভাধানম্ ।

সহিত শ্রীভগবান্ নারায়ণের অর্চন করিবে। সাংস্কৃত্য অতীত হইলে
 শুভলগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে গোময়, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত
 ভূমিতে শ্রীশালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক
 পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে। [শ্রীকৃষ্ণ-
 যামলে অর্ঘ্যের প্রমাণ—পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, জল, হৃদ্ধ, হরীতকী, গন্ধ,
 গুবাক, পুষ্প, মলয়জ-চন্দন, হরিদ্রা, কুম্ভুম, দুর্ধ্বা, সুগন্ধি, তুলসী, কুশু,
 আমলকী—মাঙ্গলিক পূজা-উৎসবে এই সকল শ্রীহরির অর্ঘ্যপিকরণ।]
 শঙ্খে, অভাবে মৃৎপাত্রের পঞ্চামৃতাди লইয়া মূলোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক
 শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য দিবে।

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা ও অর্ঘ্যপ্রদানাদি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাত্রিতে
 নিষেককার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। অর্ঘ্যাদিপ্রদানান্তর অথবা নিষেকের
 পূর্ব্বক্ষণে পতি সুগন্ধলিপ্ত, সুবেশপরিহিত ও শুচি হইয়া, পূর্ব্বমুখী হইয়

অথ পুংসবনম্ ।

— প্রথমগর্ভস্ত তৃতীয়মাসস্তোপক্রমে শুভে দিনে প্রাতঃ কৃত-
 স্নানাহিকঃ কৃতস্বেচ্চবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ ততঃ কৃতসাদ্বিকবুদ্ধিশ্রাকঃ
 (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদচরণোদকৈঃ কৃতগুরুপরম্পরাপূজনঃ)
 পতিশ্চন্দ্রনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং
 সমাপ্য, কৃতস্নানাং বধুমণ্ডেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণতঃ
 উদগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্গুখীমূপবেশ্য, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-
 প্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধং তুষ্টীমর্গৌ লুহ্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-
 হোমং কুর্ষ্যাৎ । যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ ভূঃ স্বাহা । ’ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ
 শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 ভুবঃ স্বাহা । ’ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

উপবিষ্ট বধুর পশ্চাতে দুগারমান হইয়া, বধুর দক্ষিণস্কন্ধের উপর দিয়া
 ন্যুমাইয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বধুর ক্রোড়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক ১-সংখ্যক
 মন্ত্র পাঠ করিবে । ঐরূপে পুনরায় ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে । অতঃপর
 বধুর নাভিপদ্ম স্পর্শ করিয়া ‘ওঁ দীর্ঘায়ুষঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিবেক-
 কার্য্য করিবে । ইতি স্যামবেদীয় গর্ভাধান ॥

(৬) অথ পুংসবন ।—বধুর প্রথমগর্ভের তৃতীয়মাসের আরম্ভে পতি
 শুভদিনে প্রাতঃস্নান, বিষ্ণুপূজা ও শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রসাদ-চরণামৃতদ্বারা
 গুরুপরম্পরাপূজা করিবে । তারপর চন্দ্র-নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া

শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো
 দেবতা ব্যস্তসমস্ত-বৃহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ
 স্বাহা ॥' . ততঃ পতিরুথায় বধূপৃষ্ঠদেশস্থিতো বধূদক্ষিণস্কন্ধং
 স্পৃষ্ট্বা অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেনাব্যবহিতং নাভিদেশং স্পৃশন্
 জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্టుপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণু-
 বাসুদেবাচ্যতানন্ত-গোবিন্দ-বিষ্ণবো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ পুমাংসৌ মহাবিষ্ণুবাসুদেবৌ পুমাংসৌ অচ্যতানন্তৌ উভৌ ।
 পুমান্ গোবিন্দশ্চ বিষ্ণুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোধরে ॥' মন্ত্রমিমং
 বারত্রয়ং পঠেৎ ।

ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং
 ঘটাক্তাং সমিধুং তৃষ্ণীমর্গৌ লুত্বা সর্বকর্মসুধারণং শাট্যায়ন-
 হোমাদি বামদেব্যগানান্তং উদীচ্যং কর্ম সমাপ্য কর্মকারিত্ব-
 পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দত্বাৎ । ইতি সামবেদীয়-
 পুংসবনকর্ম ॥

বিরূপাক্ষজপান্ত কুশাঙ্কী সমাপন করিবে । অনন্তর স্নাতা বধূকে অগ্নির
 পশ্চিমদিকে নিজদক্ষিণপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী বসাইয়া, প্রকৃত-
 কর্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘটাক্ত সমিধু অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ-
 পূর্বক মূলোক্তক্রমে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি হোম করিবে । অনন্তর পতি
 বধুর পৃষ্ঠভাগে দাঁড়াইয়া বধুর দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শপূর্বক হস্ত নামাইয়া নাভি
 স্পর্শ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ॥

অথ সীমন্তোন্নয়নম্ ।

প্রথমগর্ভস্ত চতুর্থে ষষ্ঠেহষ্টমে বা ম্যুসি সীমন্তোন্নয়নং কর্তব্যম্ । তত্র যদি দৈবাদু যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্মণী ন কৃতে, তদা সীমন্তোন্নয়নদিবসে গর্ভাধান-পুংসবনকর্মণী সমাপ্য সীমন্তোন্নয়নং কার্যম্ । তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুর্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিমর্জলনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজ-পান্তাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্য, সংকল্পং কুর্যাৎ । যথা—‘ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ’ তৎসৎ অষ্টেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্মণোঃ অকরণজনিতদোষ-প্রশমনায় শাট্যয়ন-হোমমহং কুবরীয়,—ইতি সংকল্প্য শাট্যয়ন-হোমং কুর্যাৎ (উদীচ্যকর্ম দ্রষ্টব্যং) । ততো যথোক্তগর্ভাধান-পুংসবনকর্মণী সমাপ্য, প্রাতঃ কৃতস্নানং বধুং অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্রেবু কুশেনু প্রাণ্ণমুখীমুপবেশ্য, প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং

ইহ্মর পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম, অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ স্ততান্ত সন্নিধি নিষ্ক্রেপ, সর্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যয়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন ওঁ দক্ষিণা-দান । ইতি সামবেদীয় পুংসবন-কর্ম্ম ॥

(৭) অথ সীমন্তোন্নয়ন ।—প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে । যদি দৈব-বশতঃ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবন-কর্ম্ম সম্পাদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নের দিনে অগ্রে গর্ভাধান-পুংসবন কর্ম্মদ্বয় সম্পাদনপূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠান করিবে । পতি প্রথমে স্নাত হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিবে ; পরে সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

স্বতাক্তাং সমিধং তৃষ্ণীমর্গো হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং
 কুর্যাৎ । যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে, বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ স্বাহা ।
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা
 ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
 ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্ত-
 সমস্ত মহাব্যাহতি- হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥

ততো বধূপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পূর্ববাভিমুখঃ পতিঃ একবস্তৃস্থিতং
 পকোড়ু স্বরফল-যুগলং পট্টসূত্রাদিগ্রথিতং আচারপ্রাপ্তসুবর্ণাদি-
 ঘটিক্ত-বাসুদেব-শাদযুগলং যবপ্রতিকৃতি-সহিতং রক্ষার্থোপকুপ্ত-
 নিম্বসর্ষপভল্লাতকবচাদুপেতং গৃহীত্বা, ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা •ওঁডু স্বর-ফলযুগলধ্বন্ধনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ অয়ং উজ্জ্বলবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব, পর্ণং

করিয়া মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশাণ্ডিকা শেষ
 করিবে । অতঃপর ‘ওঁ বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি সংকল্পপূর্বক শাট্যায়ন-হোম
 করিবে । তারপরে যথোক্তবিধানে গর্ভাধান-পুংসবন-কর্ম সমাপনপূর্বক
 বধুকে প্রাতঃস্নান করাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে নিজের দক্ষিণপার্শ্বে
 উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী করিয়া বসাইয়া, মুখ্যকার্যারম্ভমুখে প্রাদেশ-
 প্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবে এবং ব্যস্ত-সমস্ত-
 মহাব্যাহতি হোম করিবে । হোমাস্তে পতি বধুর পশ্চাতে পূর্বমুখে

বনস্পাতে নুহা নুহা চ সূর্যতাং রয়িঃ ॥'১॥ অনেন বধূকণ্ঠে
 দছাৎ ॥ ততো দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ॥'২॥ ইতি দর্ভপিঞ্জলীভিঃ বধ্বাঃ কেশান্তা-
 দারভ্য সীমন্তুম্নীয় দর্ভপিঞ্জলীঃ কেশপাশে স্থাপয়েৎ । [দর্ভ-
 পিঞ্জলী-শব্দেনাত্র প্রাদেশপ্রমাণঃ কুশপত্রদ্বয়ং কুশান্তুরেণ
 বেষ্টিতমুচ্যতে ।] ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা—'ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দর্ভ-
 পিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ ॥'৩॥—ইতি
 তথৈব কৃত্বা তাঃ স্থাপয়েৎ । ততঃ পুনরপি দর্ভপিঞ্জলীত্রয়ং
 গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্তুপ্ ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ ॥'৪॥—
 ইতি মন্ত্রেণ তথৈব স্থাপয়েৎ । ততঃ শরংগৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্তুপ্ ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শরেণ সীমন্তো-

দাঁড়াইয়া পট্টস্থত্রাদিদ্বারা, গ্রথিত ও একবৃন্তস্থিত ছুইটি পক ডুমুর ফল,
 অষ্টচারামুসারে সুবর্ণাদির দ্বারা নিখিত বাসুদেব-চরণযুগল ও যবপ্রতিকৃতি
 এবং রক্ষার নিমিত্ত নিম্ব, সরিষা, ভেলা, বুট প্রভৃতি লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে ঐ সকল বধূর কণ্ঠে বাঁধিয়া দিবে ।
 তারপর তিনটি দর্ভপিঞ্জলী (পবিত্র) লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি
 মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত দর্ভপিঞ্জলীর দ্বারা বধূর সীমন্ত
 (সিন্দূরপ্রদানের-স্থান) উর্দ্ধে টানিয়া ঐ দর্ভপিঞ্জলীত্রয় কেশমধ্যে স্থাপন
 করিবে । [প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় অত্র একটি কুশের দ্বারা বেষ্ঠন

ন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন অদ্বিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণুঃ মহতে সৌভগায়, তেন অহং অষ্টৈ সীমানং নয়ামি প্রজাং
 অষ্টৈ জরদষ্টিং কৃণোমি ॥'৫॥—ইতি তুথৈব কেশান্তাদারভ্য শরেণ
 সীমন্তুম্নীয় শরং তুথৈব স্থাপয়েৎ । ততঃ সূত্রপূর্ণতকুঁং গৃহীত্বা—
 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীরামো দেবতা সূত্রপূর্ণ-
 তকুঁণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ রামমহং সুহবাং সুষ্টুতী
 লবে, কৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্বনা সীব্যতু অপঃ সূচ্যা
 অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়ুমুখাম্ ॥'৬॥—ইতি সূত্রপূর্ণ-
 তকুঁণা কেশান্তাদারভ্য সীমন্তুম্নীয় তং তুথৈব স্থাপয়েৎ । তত-
 ত্বিশ্বেতাং শললীং (সজারুকণ্টকং) বিকল্পে কাষ্ঠ-কঙ্কতিকাং
 বা গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীরামো
 দেবতা ত্বিশ্বেতয়া শলল্যা (কাষ্ঠকঙ্কতিকয়া) সীমন্তোন্নয়নে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ যাস্তে রাম স্মৃতয়ঃ সুপেশসো যাভিঃ দদসি
 দাশুশ্বে বসূনি, তাভিঃ নঃ অদ্য স্মননা উপাগহি সহস্রপোষং

করিলে উহাকে দর্ভপিঞ্জলী কহে ।] পুনরায় ঐরূপ তিনটি দর্ভপিঞ্জলী-
 দ্বারা মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্তের উন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন
 করিবে । আবার ঐরূপ দর্ভপিঞ্জলীত্রয়দ্বারা মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্রে
 সীমন্তোন্নয়ন ও দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন করিবে । তারপর একটি শর লইয়া
 মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে কেশান্ত হইতে সীমন্ত উর্দ্ধে তুলিয়া তথায়
 শরটি ঐভাবে স্থাপন করিবে । তারপর সূত্রপূর্ণ তকুঁর (টেকো বা
 টাকুয়া) দ্বারা মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন ও তকুঁস্থাপন
 করিবে । অতঃপর তিনস্থানে শ্বেতবর্ণ একটি সজারুক কাঁটা দ্বারা অথবা

সুভগ ররাণঃ ॥৭॥—ইতি শলল্য (কাষ্ঠকঙ্কতিকয়া) কেশান্তা-
 দারভা সীমন্তমুন্নীয় তত্রৈব স্থাপয়েৎ । ততস্তিলতগুলমাষ-
 সাধিত-কৃষররূপং স্থালীপাকমুপরিদত্ত্বতং পতিবধুং দর্শয়ন্
 পৃচ্ছতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা বধুপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কিং পশ্যসি ॥’ ততঃ স্থালী-
 পাকং পশ্যন্তীং বধুং পাঠয়তি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ প্রজাং পশুন্ সৌভাগ্যং দৃঢ়কৃষ্ণভক্তিবৎ আবয়োঃ, দীর্ঘায়ুষ্টিং
 পত্ন্যঃ ॥’ ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ-
 প্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধং তুষীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য,
 সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগান্ধ-মুদীচ্যং কৰ্ম্ম
 সমাপ্য, কৰ্ম্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।
 ততোহবিধবাঃ পুত্রবত্যো নার্যঃ বেদ্যামুখাপ্য কলসোদকেন
 স্নানাদি-মঙ্গলং কুৰ্য্যুঃ । তঞ্চ ‘ভক্তবীরসুত্বং ভব, জীবসুত্বং ভব,
 জীবপত্নী ত্বং ভব,’—ইত্যপি ক্রয়ুঃ । তঞ্চ কৃশরং গৰ্ভবতী ভুঞ্জীত ।
 ইতি ঋগ্বেদীয়-সীমন্তোন্নয়নম্ ।

কাষ্ঠচিকুণীদ্বারা মূলোক্ত ৭-সংখ্যক মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্তোন্নয়ন ও শললী
 স্থাপন করিবে। অতঃপর তিল-তগুল-মাষের দ্বারা স্থালীপাকে কৃষর
 (খিচুরী) পাক করিয়া তাহার উপর ঘৃত দিবে এবং পতি বধুকে উহা
 দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—‘ওঁ প্রজাপতি...পশ্যসি।’ বধু স্থালীপাক
 দেখিতে দেখিতে ‘ওঁ প্রজাপতিঃ...পত্ন্য’ মন্ত্র পাঠ করিবে।

অথ শোষ্যস্তী-হোমঃ ।

আসন্নপ্রসবায়ঃ বধ্বাঃ সুখপ্রসবার্থং শোষ্যস্তীহোমঃ কর্তব্যঃ ।
 তত্র কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিঃ,
 'ওঁ বিষ্ণুঃ ॐ তৎসৎ অছোত্যাদি অমুকান্তিধানায়া মদীয়পত্ন্যাঃ
 সুখপ্রসবার্থং শ্রীবিষ্ণুস্মরণপূর্বকং শোষ্যস্তীহোমমহং কুবরীয়'—
 ইতি সংকল্প্য পূর্ববৎ মঙ্গল-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষ-
 জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য, প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং
 যতাক্তাং সমিধং তুষীমর্গো হুত্বা, ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং
 কুর্যাৎ । যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ॐ ভূঃ
 স্বাহা । প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
 দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ॐ ভুবঃ স্বাহা ।

অনন্তর মহাব্যাহতি-হোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ যতাক্ত সমিধ-
 নিক্ষেপ করিয়া মূল কৰ্ম শেষ করিয়া সৰ্বকৰ্মসাধারণ শষ্ট্যায়নহোমাদি
 বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম সমাপনপূর্বক কৰ্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্ৰিক-
 বৈষ্ণবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । তারপর অবিধবা পূত্রবতী নারীগণ
 বরবধূকে বেদীতে উঠাইয়া স্নানাদি মঙ্গলকার্য করিবে এবং বধূকে
 'বীরসু ভব' ইত্যাদি মন্ত্র বলিবে । গর্ভবতী ঐ খিচুরী (কুবর) ভক্ষণ
 করিবে । ইতি সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন ॥

(৮) অথ শোষ্যস্তীহোম ।—আসন্নপ্রসবা বধুর সুখ-প্রসবের জন্ত
 শোষ্যস্তীহোম কর্তব্য । তাহাতে পতি স্নানান্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবার্চন ও
 সাত্ত্বিকবুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া 'ওঁ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে সকল করিয়া, পূর্ববৎ

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্চুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
 ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্ত-
 সমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥
 ততঃ— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ, পঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 শোম্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো বা তিরশ্চী নিপততে
 অহং বিধরনী ইতি, তাং স্বতস্ত ধারয়া যজে সংরাধনীং অহং,
 সংরাধন্যে দেবো দেষ্ট্য ইদং ত্বৎপ্রসাদামৃতং স্বাহা ॥' ইতি
 শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতপ্রসাদনির্ম্মালাসহিতং আজ্যং দত্বাৎ। 'ওঁ প্রজা-
 পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্চুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিপশ্চিন্মহাবিষ্ণুঃ দেবতা
 শোম্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিপশ্চিৎ মহাবিষ্ণুঃ পুচ্ছমভরৎ
 তৎধাতা পুনঃ আহরৎ, পরে এহি ত্বং বিপশ্চিৎ মহাবিষ্ণুঃ,
 পুমান্ অয়ং জনিষ্যতে অমুকদেবশর্মা নাম স্বাহা ॥' অত্রামুব-
 স্থানে ভবিষ্যৎপুত্রস্ত হৃদয়-নিহিতং বিষ্ণুদাস্ত্রসূচকং নাম বক্তব্যম্।
 যথা— 'মুকুন্দদাসশর্মা স্বাহা' ইতি। ততো ব্যস্তসমস্তমহা-
 ব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং স্বতাক্তাঃ সমিধং তুষণীমর্গো
 হত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য, সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণং শাটায়নহোমাদি-

মঙ্গলনামক অগ্নি স্থাপনপূৰ্ব্বক বিকুপাকুজপান্ত কুশণ্ডিকা সম্ভপন করিয়া,
 প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্ ঐ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিষ্কপ-
 পূৰ্ব্বক ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি-হোম করিবে। তারপর 'ওঁ প্রজাপতিঃ...
 অমৃতং স্বাহা'—মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত-প্রসাদ-নির্ম্মালাসহিত আজ্য দিবে।
 অনন্তর, 'ওঁ প্রজাপতিঃ... নাম স্বাহা'—মন্ত্রে ভাবী পুত্রের সঙ্কল্পিত

বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যৎ কৰ্ম সমাপ্য, কৰ্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিক-
বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ । ইতি সামবেদীয়-শোমস্তী-হোমঃ ।

অথ জাতকৰ্ম ।

পুলে জাতে সতি নাড়ীচ্ছেদনাৎ প্রাক্ পিতা,—‘মচ্চ নাভিঃ
ক্লান্ত, স্তন্যঞ্চ মা দত্ত’—ইত্যভিধায় তৎকর্ণলকৃতস্থানঃ শ্রীগুরুন্
(শ্রীগুরুপরমগুরুপ্রভৃতীন্) অভিবাচ্য স্তন্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা
(মঙ্গলাচরণে (ক) দ্রষ্টব্যং) প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্মচারিণা
কুমার্যা গর্ভবত্যা, বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল-পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবেন বা
অনাহতলোষ্ট্রেণ পিষ্টং ব্রীহিষবচূর্ণং দক্ষিণহস্তানামিকাস্থষ্ঠাভ্যাং
গৃহীত্বা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো
দেবতা ব্রীহিষবচূর্ণেন কুমারস্ত জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ
ইয়ং আঙ্ক্কা, ইদং অন্নং ইদং আয়ুঃ ইদং স্বতম্’ (১)—ইতি

বিষ্ণুদাসসূচক নাম উল্লেখ করিয়া হোম করিবে । তারপর মহাকাঙ্ক্ষিত-
হোম, ও অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্ নিষ্ক্ষেপের দ্বারা প্রকৃতকৰ্ম
সমাপন করিয়া সৰ্বকৰ্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য
কৰ্ম সমাপন করিবে এবং কৰ্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা
দিবে । ইতি সামবেদীয় শোমস্তীহোম ॥

(২) অথ জাতকৰ্ম ।—পুল ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে পিতা
‘নাভি ছেদন করিও না এবং স্তন্য দিও না’—এই বলিয়া তখনই স্নান
করিবে এবং তদনন্তর শ্রীগুরুবর্গের অর্থাৎ শ্রীগুরুপরম্পরার অভিবাদন ও

মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং পরিমাষ্টি । ততস্তথৈব স্তবর্গেন ঘৃতং
 গৃহীত্বা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমাধব-
 হরিবামনাচ্যুতানন্তা দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ মেধাং তে মাধব-বামনো মেধাং হরিঃ দধাতু, মেধাং তে
 অচ্যুতানন্তো আধভাং পুঙ্করস্রজো স্বাহা’ (২)—ইত্যনেন তথৈব
 জিহ্বাং মাষ্টি । পুনরপি তথৈব স্তবর্গেন ঘৃতং গৃহীত্বা—‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কুমারস্য
 সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সদসি অতিপ্রিয়ং কৃষ্ণস্য কাম্যং
 সনিং মেধাং অয়াসিষম্ স্বাহা’ (৩)—ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং
 মাষ্টি । ততো—‘নাভিং কুন্তত, স্তম্ভঞ্চ দত্ত’ ইতি পিতা ক্রয়াৎ ।
 পিতা পুনঃ সূতিকা-স্নানং কুর্যাৎ । ইতি সামবেদীয়-জাতকর্ম ॥

অথ নিজ্জামগম্ ।

জাতে কুমারে তৃতীয়-শুরূপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং তির্থো প্রাতঃ

স্তব করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে । ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুত-
 স্বাধ্যায়-পরায়ণ পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব অক্ষত শিলাদ্বারা ত্রীহি ও ষবের চূর্ণ
 পেষণ করিয়া দিবে । পিতা দক্ষিণহস্তে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঐ
 চূর্ণ লইয়া মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা মার্জন করিবে । তারপর
 ঐরূপে স্তবর্গমিশ্রিত ঘৃত লইয়া মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা
 তরুপ মার্জন করিবে । আবার ঐরূপ স্তবর্গ-ঘৃত লইয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক
 মন্ত্রে শিশুর জিহ্বা মার্জন করিবে । অতঃপর পিতা ‘নাভিং কুন্তত’
 ইত্যাদি বলিবে । ইহার পর পিতা পুনরায় স্নান করিবে । ইতি
 সামবেদীয় জাতকর্ম ॥

কুমারং স্নাপয়িত্ব সায়াংসন্ধ্যায়ামতীতয়াং শ্রীভগবন্মন্দিরে নীত্বা
 ভগবদভিমুখঃ পিতা শালগ্রামাদিমূর্ত্তিং পশ্যন্ তিষ্ঠেৎ । অথ
 মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাথ্য ভর্ত্তুবামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী
 স্থিত্বা কুমারং উত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি । ততো মাতা
 ভর্ত্তুঃ পৃষ্ঠদেশেন গত্বা শ্রীগোবিন্দাভিমুখীভূয় ভর্ত্তুদক্ষিণপার্শ্বে
 তিষ্ঠেৎ । ততঃ পিতা অমূন্ মন্ত্রান্ পঠেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্বতোমুখো দেবতা কুমারশ্চ
 শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ একঃ পুরস্তাৎ য ইদং বভূব,
 যতো বভূব ভুবনশ্চ গোপ্তা, যং অপোতি ভুবনং সাম্পরায়ে,
 নমামি তং অহং সর্বতোমুখম্ । তং প্রভো সর্বতোমুখ নাহং
 পৌত্রং অঘং নিগাম্ ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ মৃত্যুমৃত্যুঃ দেবতা কুমারশ্চ শ্রীবিষ্ণুদর্শনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ য আত্মদা বলদা, যশ্চ বিশ্বে উপাসতে প্রশিষং
 যশ্চ দেবাঃ, যশ্চ ছায়া অমৃতং যো মৃত্যুমৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায়
 হবিষা বিধেম । তস্মাৎ প্রভো মৃত্যুমৃত্যো নাহং পৌত্রং অঘং

(১০) অথ নিষ্কামগ।—পূজ্ঞনের পর তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া
 তিথিতে শিশুকে প্রাতঃকালে স্নান করাইয়া, সায়াংসন্ধ্যা অতীত হইবার
 পর শ্রীভগবন্মন্দিরে লইয়া গিয়া পিতা শ্রীভগবানের সম্মুখে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি
 অবলোকনপূর্ব্বক দাঁড়াইবেন। মাতা শিশুকে শুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদন
 করিয়া পতির বামপার্শ্বে ভগবদভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা
 কুমারকে পিতার কোলে দিবে। তারপর মাতা পতির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গিয়া
 দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীগোবিন্দমুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পিতা মূলোক্ত

ঋষম্ ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনর-
নারায়ণো দেবতে কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ
নরনারায়ণো শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী, যথায়ং
ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি ॥৩॥—ইতি জপ্ত্বা. কুমারং
শ্রীভগবন্মূর্ত্তিং দর্শয়তি । ততঃ পিতা হরয়ে অর্ঘ্যং দচ্ছাৎ—‘ওঁ
কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বামন । গৃহীতার্যং হৃষীকেশ
রময়া সহিতো মম ॥’ ততঃ পিতা তথাভূতমেব উত্তরশিরসং
পুত্রং মাত্রে দত্ত্বা বামদেব্যগানং (উদীচ্যকর্মে দ্রষ্টব্যং) কৃত্বা
কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবেশয়েৎ ।

তত উদ্ধারং পরশুরূপক্ষত্রয়েহপি তৃতীয়ায়াস্তিথৌ সাংস্ক্ৰ্য্য-
মতিক্রম্য ভগবন্মূর্ত্তিং পশ্যন্ পিতা পুষ্পাঞ্জলীন্ গৃহীত্বা—‘ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণুঃ দেবতা
কুমারস্য ভগবন্মূর্ত্তিদর্শনে বিনিয়োগঃ, যস্মাৎ ন জাতঃ পরো
অন্যো অস্তি, য অবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা, প্রজাপতিঃ প্রজয়া
সংবিদানঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে সুবোড়শীম্ । এতৎ বিদ্বান্
মহাবিশ্বেণা নাহং পোত্রং অঘং রুদম্ ॥৪॥ ইতি পঠিত্বা ত্রিঃ

১-৩ সংখ্যক মন্ত্রগুলি জপ করিয়া শিশুকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করাইবে ।
ইহার পর পিতা মূলোক্ত ‘ওঁ কৃষ্ণ মাধব’ ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীশ্রীর অর্ঘ্য
দিবে । অনস্তর পিতা তদবস্থ পুত্রকে মাতার কোলে দিয়া বামদেব্যগান-
পূর্ব্বক কল্যাণ অবধারণ করিয়া পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করাইবে ।

ইহার পর উপর্য্যুপরি তিনটি শুরূপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সাংস্ক্ৰ্য্যার
পরে পিতা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া মূলোক্ত ৪-সংখ্যক

পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ । ততো বামদেব্যং (ওঁ কয়া নঃ চিত্র ইত্যাদি)
গীত্বা কল্যাণমবধার্য্য গৃহং প্রবিশেৎ । এতচ্চ নিষ্ক্রমণকর্মাঙ্গ-
ভূতমুদীচ্যং কৰ্ম্ম (বামদেব্যগানং) পত্নীপুত্রোপাদান-বিরহাৎ
পিত্রা প্রবাসিনাপি কার্য্যম্ ।

ইতি নিষ্ক্রামণম্ ।

অথ নামকরণম্ ।

তত্র যদ্যপি 'জননাদশরাত্রে ব্যাঘ্ৰে, শতরাত্রে, সংবৎসরে বা
নামধেয়করণং' ইতি গৃহ্যবচনেন একাদশাহে নামকরণং প্রাপ্তং,
তথাপ্যাচারবশাৎ দ্বাদশাহে, একাধিকশতরাত্রে, জন্মদিনে বা
নামকরণং কৰ্ত্তব্যম্ ।

তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুর্চনঃ কৃতসাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ
পিতা পার্থিব-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং

মন্ত্রে শ্রীভগবান্কে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে । পরে বামদেব্যগান ও
কল্যাণ অবধারণপূর্ব্বক গৃহে যাইবে । নিষ্ক্রামণক্রিয়ার অর্ঙ্গভূত এই
উদীচ্যকৰ্ম্ম অর্থাৎ বামদেব্যগান, পিতা প্রবাসেও পত্নীপুত্র নিকটে না
থাকিলেও করিবে ॥ ইতি নিষ্ক্রামণ ॥

(১১) অথ নামকরণ ।—'জন্মের পর দশরাত্র, শতরাত্র বা সংবৎসর-
পূর্ণদিনে নামকরণ কৰ্ত্তব্য'—এই গৃহ্যবচনানুসারে একাদশাহে নাম-
করণের দিন-প্রাপ্তি হইলেও আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিক শতরাত্র
অতীত হইলে, অথবা সংবৎসরান্তে জন্মতিথিতে নামকরণ করিবে ।

সমাপ্য, প্রকৃতকর্ষ্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তৃষ্ণীমর্গৌ হুত্বা
 ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ । যথা—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-
 হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্
 ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনি-
 যোগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ
 শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ
 ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ।’ ততো মাতা শুচিনা বাসসা কুমারমাচ্ছাণ
 ভর্তৃদক্ষিণে স্থিতা কুমারমুত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি ।
 ততো মাতা ভর্তুঃ পৃষ্ঠদেশেন উত্তরমুখং দিশি গত্বা ভর্তুঃ
 বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাণ্ মুখী উপবিশতি । ততঃ পিতা
 অনেন মন্ত্রেণ সফজ্জুহুয়াৎ—‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
 পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীং চক্ষুরাততম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা ॥’ ততঃ

তাহাতে প্রথমে স্নাত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চন ও সাত্ত্বিক বুদ্ধিশ্রাদ্ধ
 করিয়া পিতা পার্শ্ব নামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিক্রপীক্ষপাস্ত্র কুশাণ্ডিকা
 সমাপ্ত করিবে । তারপর প্রকৃতকর্ষ্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত
 সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম
 করিবে । অতঃপর মাতা শুদ্ধবস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া পতির
 দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরশিরা কুমারকে পিতার কোলে দিবে । ইহার
 পর মাতা পতির পশ্চাৎ দিয়া উত্তরদিকে বাইয়া পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র

কুমারশ্চ জন্মতিথি-তদেবতা-নক্ষত্র-তদেবতা-হোমং কুর্য্যাৎ ।
 যথা, যদি প্রতিপদি জাতস্তদা—‘ওঁ প্রতিপদে স্বাহা’ ; তত—‘ওঁ
 তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ্মং সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং,
 ওঁ প্রতিপত্তিথিদেবতায়ৈ বিষ্ণবে স্বাহা’; ততঃ পুনঃ—‘ওঁ
 তদ্বিষ্ণোঃ’—ইত্যাদি মন্ত্রেণ—‘ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা ॥’ এবং
 দ্বিতীয়াদিস্বপি । এবং অশ্বিনাদি নক্ষত্রেষু চ । যথা,—‘ওঁ
 অশ্বিনে স্বাহা ;’ ততঃ—‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ’—ইতিমন্ত্রেণ—‘ওঁ
 অশ্বিনীনক্ষত্রদেবতায়ৈ বিষ্ণবে স্বাহা ;’ ততঃ—‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—
 ইতি মন্ত্রেণ—‘ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা ॥’ ততঃ পিতা কুমারশ্চ
 মুখ-নাসিকা-নেত্র-শ্রোত্রাদীনি দক্ষিণহস্তেন স্পৃশন্ জপতি—
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা নামকরণে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ কোহসি কতমোহসি, এমোহসি অমৃতোহসি
 আহম্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদাস ॥’১॥ অমুক ইত্যত্র
 কুমারশ্চ সম্বোধনান্তং নাম বাচ্যম্ ॥ ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমধিবো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ স ত্বা
 অহে পরিদদাতু, অহঃ ত্বা রাত্রৌ পরিদদাতু, রাত্রিঃ ত্বা অহৌ-

কুশাসনে পূৰ্ব্বমুখী হইয়া বসিবে । তখন পিতা মূলোক্ত ‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ’
 ইত্যাদি মন্ত্রে একটি হোম করিবে । অতঃপর কুমারের জন্মতিথি,
 জন্মতিথি-দেবতা, নক্ষত্র ও নক্ষত্রদেবতার হোম করিবে । হোমবিধি
 মূলে দ্রষ্টব্য । তারপর পিতা কুমারের মুখ-নাক-চোখ-কাণ দক্ষিণ হস্তে
 স্পর্শ করিয়া—‘ওঁ প্রজাপতিঃ’ ইত্যাদি মূলোক্ত ১-২-সংখ্যক মন্ত্র জপ
 করিবে । তারপর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে ‘তোমার পুত্র

রাত্রাভ্যাং পরিদদাতু, অহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসভ্যেঃ পরিদত্তাং,
 অর্দ্ধমাসঃ ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু, মাসাঃ ত্বা ঋতুভ্যঃ পরিদদতু,
 ঋতবঃ ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু, সম্বৎসরাঃ ত্বা আয়ুষে জরায়ৈ
 পরিদদাতু শ্রীঅমুকদাস' ॥২॥ অমুক-ইত্যত্র কুমারস্ত সন্মোধনান্তম্
 নাম প্রয়োক্তব্যম্। ততঃ পিতা কুমারস্ত মাতুর্বামকর্ণে
 'শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মা অয়ং তে পুত্র'—ইতি নাম কথয়িত্বা কুমারস্ত
 দক্ষিণকর্ণে 'শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অসি—ইতি নাম কথয়তি। ততো
 মাত্রে কুমারং দত্ত্বা, পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা,
 প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তৃষ্ণীমর্গৌ হৃত্বা, সর্ব্বকর্ম্ম-
 সাধারণং শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম সমাপ্য,
 কর্ম্মকারয়িত্ব-পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দজ্যাৎ।

ইতি সামবেদীয় নামকরণম্।

অথ পৌষ্টিককর্ম্ম।

জননাৎ সংবৎসরপর্য্যন্তং মাসি মাসি জন্মতিথৌ পৌর্ণমাস্যাং

অমুকদাস' অমুক'—ইত্যাদি নাম বলিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণেও ঐ নাম
 বলিবে। অনন্তর পূর্বে মাতার কোলে দিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহা-
 ব্যাহতিহোম করিয়া, প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমল্লক
 নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত
 উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে।
 ইতি সামবেদীয় নামকরণ ॥

(১২) অথ পৌষ্টিক-কর্ম্ম।—জন্ম হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে

বা প্রাতঃকৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুর্চনঃ পিতা স্বস্তিধ্বনিং (ওঁ স্বস্তি
নো গোবিন্দ ইত্যাদি) কৃত্বা, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি, ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চি-
দানন্দঘন' ইতি চ পৃষ্ঠিত্বা, বলদ-নামান্নমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজ-
পান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্ষ্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং
স্বতাক্তাং সমিধং তুষণীমর্গো হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ ।
ততঃ—'ওঁ অচ্যুতানস্তাভ্যাং স্বাহা, ওঁ দামোদর-পুরুষোত্তমমাভ্যাং
স্বাহা, ওঁ বাসুদেব-বামন-বিষ্ণু বৈকুণ্ঠাদিভ্যঃ স্বাহা' ইতি আহতি-
ত্রয়ং দত্ত্বা, নামকরণোক্তক্রমবিপর্যয়েণ জন্মতিথিদেবতা-নক্ষত্র-
দেবতয়োর্হোমং কুর্যাৎ । প্রথমং তিথিদেবতায়ৈ (বিষ্ণবে),
ততস্তিথয়ে । ততঃ প্রথমং নক্ষত্রদেবতায়ৈ (বিষ্ণবে), ততো
নক্ষত্রায় । যথা, প্রতিপদি জাতস্য—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুঃ আততং ওঁ বিষ্ণবে প্রতিপত্তিথি-
দেবতায়ৈ স্বাহা' ; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ, ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ওঁ
বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা' ; ততঃ—'ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ॥' এবং
নক্ষত্রেষু চ । যথা—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সুরয়ো দিবীব চক্ষুঃ আততং, ওঁ বিষ্ণবে অশ্বিনীনক্ষত্র-দেবতায়ৈ

জন্মতিথিতে অথবা পূর্ণিমাতিথিতে পিতা প্রাতে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুপূজা
ও স্বস্তিপাঠ করিয়া, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' এবং 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করিবে । তারপর বলদ-নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া, প্রকৃতকর্ষ্মের
প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্, অমন্ত্রক হোম করিয়া মহাব্যাহতি-
হোম করিবে । তারপর 'ওঁ অচ্যুতানস্তাভ্যাং' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে
তিনটি আহতি প্রদানানন্তর নামকরণে কথিত ক্রমের বিপরীতভাবে

স্বাহা'; ততঃ—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—ইত্যাদি মন্ত্রেণ—'ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ
স্বাহা; ততঃ—'ওঁ অশ্বিনৌ স্বাহা' ॥ ইথং জুহুয়াৎ । ততঃ—
'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ—ইত্যেনেন', 'ওঁ কৃষ্ণে বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ'
ইত্যেনেন চ যথাশক্তি হোমং কুর্যাৎ । ততো মহাব্যাহৃতিহোমং
কৃৎস্বা, প্রাদেশ-প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তৃষ্ণীমর্গো হুত্বা, প্রকৃতং
কর্ম সমাপ্য, সর্বকর্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যাস্ত-
মুদীচ্যং সমাপ্য, কর্মকারয়িতৃ-পাঞ্চরাত্রিকায় দক্ষিণাং দত্বাৎ ।

ইতি কুমারশ্চ সামবেদীয়-পৌষ্টিককর্ম ।

অথ অন্নপ্রাশনম্ ।

অথ ষষ্ঠেহর্ষত্রে বা মাসি পুংসঃ, দ্বিতীয়াস্ত পঞ্চমে সপ্তমে বা
মাসি, শুভ দিনে কৃতপ্রাতঃকৃত্যঃ স্নাতঃ কৃতেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ
কৃতসাদ্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা শুচি-নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষ-
জন্মতিথিদেবতা ওঁ নক্ষত্রদেবতার হোম করিবে । হোমবিধি মূলে দ্রষ্টব্য ।
তারপর 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ', ইত্যাদি এবং 'ওঁ কৃষ্ণে বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি
মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে । অতঃপর মহাব্যাহৃতিহোম ও অমন্ত্রক
প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ-হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম সমাপনপূর্বক
সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানাস্ত উদীচ্য-কর্ম সমাপ্ত
করিয়া কর্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । ইতি সাম-
বেদীয় পৌষ্টিক কর্ম ॥

(১৩) অথ অন্নপ্রাশন ।—পুল্লের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, কত্তার পঞ্চম
বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া

জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকর্নারস্তে প্রাদেশপ্রমাণাং
 ঘৃতান্তাং সমিধং তৃষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং
 কুর্যাৎ । যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ
 স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
 দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্ণুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
 ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা
 ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা’ ॥
 ততঃ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা
 পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুষ্পথে অগ্নৌ অনন্তাভিমুখস্য আজ্যহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ মহাপ্রসাদান্নং বৈ একং ছন্দস্যং, তৎ হি একং
 ভূতেভ্যঃ ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্যার্থস্য চতুষ্পথে অগ্নৌ
 অনন্তাভিমুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীঃ বৈ এষাৎ যৎ
 সত্বানো বিরোচনে সর্ঘণো ময়ি সৎং অবদধ্যতু স্বাহা ॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষা-

ইষ্টদেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চনানন্তর সাংক্রিয়বুদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া শুচিনামক
 অগ্নি সংস্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া, প্রকৃত-
 কর্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতান্ত সমিধ অমল্লক হোম করিয়া ব্যস্ত-

ধিপত্যার্থস্য চতুস্পথে অর্গো অনন্ত্যভিমুখস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ
 ওঁ অন্তস্য স্মৃতমেব রসঃ তেজঃ-সম্পদর্থো তদনন্তায় জুহোমি স্বাহা ॥
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা
 মহাপ্রসাদসেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্ত্যর্থস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে, বিনি-
 যোগঃ ওঁ বিষ্ণবে ক্ষুধে স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা মহাপ্রসাদসেবন-বৃত্ত্যবিচ্ছিত্ত্যর্থস্য
 সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্ধুট্টোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণবে ক্ষুৎপিপা-
 সাভ্যাং স্বাহা ॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ওঁ
 সমানায় স্বাহা ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥,—

ইত্যাহতীজু ছয়াৎ । ততো ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমঃ কৃত্বা,
 প্রাদেশপ্রমাণাং স্মৃতাক্তাং সমিধং তুষ্টীমর্গৌ ছত্ত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম
 সমাপ্য, সৰ্বকৰ্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-
 মুদীচ্যং কৰ্ম সমাপ্য, অনেন মন্ত্রেণ কুমারস্য মুখে সোপকরণ-
 সজলমহাপ্রসাদান্নং দজ্জাৎ,—“ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী
 ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনি-
 যোগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্তপতে, অন্তস্য নো ধেহি অনবীমস্য শুশ্লিণঃ,
 প্রদাতারং তারিষঃ; উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুস্পদে স্বাহা, ওঁ
 প্রাণায় স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ

সমস্ত-মহাব্যাহতিহোম করিবে । তারপর “ওঁ প্রজাপতিঃ ওঁ ব্যানায়
 স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে । তদনন্ত । ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-
 হোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশ-প্রমাণ স্মৃতাক্ত সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া প্রকৃত
 কৰ্ম সমাপ্ত করিবে এবং সৰ্বকৰ্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-

শ্রীজনার্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ
 ওঁ জনার্দন অন্নপতে কৃণুত অন্নং, নো ধেহি পীযুষরসাক্তং তেহন্নং,
 যদ্যৎ যুগে নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ অপানায়
 স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীলক্ষ্মী-
 নারায়ণো দেবতে কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণো অন্নপতী অন্নং অমৃতং নো ধেহি কমলাসংস্কৃতং,
 তে ভুক্তশেষং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ সমানায়
 স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীযজ্ঞো
 দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে
 যজ্ঞ অন্নং অধিযজ্ঞং ত্বদীয়ং নো ধেহি সর্বদুর্লভং মানুষ্ঠং বৈ
 সুধায়ুতং, নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা ॥৪॥
 ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দনো দেবতা
 কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে জনার্দন
 ষড়্‌রসমমৃতসিক্তং নিবেদিতং তে সদন্নং নো ধেহি কিন্দিষাপহং,
 নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥৫॥ ইতি
 পঞ্চকৃত্বোহন্নপ্রাশনং কুমারং কারয়িত্বা কৰ্ম্মকারয়িত্ব-পাঞ্চরাত্রিক-
 বৈষ্ণবায় অপর-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ । তথা

গানান্ত উদীচ্য-কৰ্ম্ম সমাপন কবিবে । তারপর মূলোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে
 কুমারের মুখে উপকরণ-জল-সহিত মহাপ্রসাদান্ন দিবে । শিশুকে
 পাঁচবার অন্নপ্রাশন করাইয়া—কৰ্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও
 অগ্ন্যত্র ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে । কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা এবং মহা-

কাঞ্চাদিবৈষ্ণবসেবামপি কুৰ্য্যাৎ । যথাশক্তি জীবসন্তুর্পণঞ্চ ।
ততোহন্নপ্রাশনানন্তরং পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্ণাণঞ্চ ॥

ইতি অন্নপ্রাশনম্ ।

অথ নৈমিত্তিকং পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্ণাণম্ ।

তত্রান্নপ্রাশনানন্তরমাশীর্বাদসময়ে, অথবা চিরপ্রবাসাদাগতঃ
পিতা কৃতপাদশৌচঃ কৃতাচমনঃ শুচিঃ পূর্বাভিমুখঃ জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমেণ
হস্তাভ্যাং পুত্রমূর্দ্ধানং পরিগৃহ্য মন্ত্রত্রয়ং পঠিত্বা পুত্রমস্তকাষ্ণাণং
কুৰ্য্যাৎ । যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ
শ্রীপদ্মনাভো দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জুপে বিনিয়োগঃ,
ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সংভবসি (সংভবসি বা) হৃদয়াৎ অধিজায়সে,
প্রাণং তে প্রাণেন সংদধামি, জীব মে যাবদায়ুষম্ ॥১॥ ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পুত্রমূর্দ্ধানং
উপসংগৃহ্য জুপে বিনিয়োগঃ ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াৎ
অধিজায়সে, বেদো, ঐব পুত্রনামাসি, সংজীব শরদঃ শতম্ ॥২॥
ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা

প্রসাদাদিদ্ধারা সর্বজীবের সন্তোষ বিধান করিবে । অন্নপ্রাশনের পর
পুত্রের মূর্দ্ধাভিষ্ণাণ করিবে । ইতি অন্নপ্রাশন ॥

(১৪) অথ পুত্রের মূর্দ্ধাভিষ্ণাণ ।—অন্নপ্রাশনের শেষে আশীর্বাদ-
কালে, অথবা দীর্ঘকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পিতা পাদ-
প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া পবিত্র হইয়া পূর্বমুখ হইয়া জ্যেষ্ঠ-পুত্রাদিক্রমে

পুত্রমূর্দ্ধানং উপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অস্মা ভব, পরশু:
ভব, হিরণ্যং অমৃতং ভব, আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ, সংজীব শরদঃ
শতম্ ॥'৩॥ ততোহনেন মন্ত্রেণ পুত্রস্য শিরঃপিপ্তা জিষতি,—‘ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা
পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ, ওঁ পশূনাং হ্রা হিংকারেণ অভি-
জিঘ্রামি অমূক দাস ॥'৪॥ অত্রামুকেতিস্থানে সংবোধনান্তং পুত্রনাম
প্রয়োজ্যম্ । ততো বামদেব্যং (ওঁ কয়া নঃ চিত্র ইত্যাদি) গীত্বা
অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ । অথ পিতা যদি প্রবাসং ন গতঃ, গৃহ এব
তিষ্ঠতি, তদা পুত্রো যদা মমাং পিতা ইতি জানাতি তদৈতৎকর্ম
কর্তব্যম্ । যদি তদা ন কৃতং তদোপনয়নানন্তরং কর্তব্যম্ ।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণং কর্ম ।

অথ চূড়াকরণম্ ।

তত্র কুলাচারবশাৎ প্রথমে তৃতীয়ে যা বর্ষে, পঞ্চমাদে বা
চূড়াকরণং কর্তব্যম্ । তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেষ্টিবিষ্ণু-

পুত্রের মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়া মূলোক্ত ১-৩-সংখ্যক তিনটি
মন্ত্র জপ করিবে । তারপর ৪-সংখ্যক মন্ত্রে পুত্রের মস্তক আব্রাণ
করিবে । অনন্তর বামদেব্য-গানপূর্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । যদি
পিতা প্রবাসী না হইয়া গৃহেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে পুত্র যখন
পিতাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে, তখন এই কর্ম অনুষ্ঠান
করিবে । সেই সময়ে যদি ইহা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে উপনয়নের
পর ইহা কর্তব্য । ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ ॥

বৈষ্ণবার্চনঃ কৃত সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা সত্যনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য,
 বিরূপাক্ষজপাস্ত্রাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্য, অগ্নেদক্ষিণতঃ একবিংশতিঃ
 দর্ভাপিঞ্জলীঃ সপ্তসপ্তভিরেকীকৃত্য কুশান্তরেণ বেষ্টিয়িত্বা, উষেগাদক-
 সহিতং কাংশুপাত্রং, তাম্রনির্মিতং ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা,
 লৌহক্ষুরপাণিং নাপিতঞ্চ; অগ্নেরুত্তরতঃ বৃষগোময়ং, তিল-তণ্ডুল-
 মাষসিদ্ধং কৃশরঞ্চ; অগ্নে: পূর্বতঃ মিশ্রিতব্রীহিষবপূরিতং
 পাত্রত্রয়ং, মিশ্রিততিলতণ্ডুলমাষপূরিতং পাত্রত্রয়ঞ্চ স্থাপয়েৎ ।
 ততো মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ক্রোড়ে নিধায়
 অগ্নে: পশ্চিমতো ভর্গু: বামপার্শ্ব উত্তরাগ্রেষু কুশেষু
 প্রাণ্‌মুখী উপবিশতি ।

ততঃ পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং ঘটাক্ষাং সমিধং
 তুষণীমগ্নৌ হুত্বা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ—‘ওঁ প্রজা-
 পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-

(১৫) অথ চূড়াকরণ ।—কুলাচারানুসারে প্রথম, তৃতীয় অথবা পঞ্চম
 বর্ষে চূড়াকরণ কর্তব্য । পিতা প্রথমে প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্টদেবতা ও
 বৈষ্ণবের অর্চনপূর্বক সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে । অনস্তর সত্য-নামক
 অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপাস্ত্র কুশাণ্ডিকা সমাপন করিবে । তারপর
 অগ্নির দক্ষিণ দিকে এক এক গুচ্ছে সাত সাতটি করিয়া কুশান্তর দ্বারা
 পরিবেষ্টিত একুশটি দর্ভাপিঞ্জলী (কুশান্তর-বেষ্টিত প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্র-
 ছয়), উষেগাদকসহিত কাংশুপাত্র, তাম্রনির্মিত ক্ষুর, অথবা তদভাবে দর্পণ
 এবং লৌহক্ষুরহস্তে নাপিতকে স্থাপন করিবে । অগ্নির উত্তর দিকে
 বৃষগোময় ও তিল-তণ্ডুল-মাষের দ্বারা প্রস্তুত কৃশর (খিচুড়ী) স্থাপন

মহাবাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-
 বাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-
 বাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহা-
 বাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥

ততঃ পিতা উথায় প্রাণ্ মুখঃ কুমারস্ত মাতুঃ পৃষ্ঠতোহবস্থিতঃ
 ক্ষুরপাণিং নাপিতং পশ্যন্ সর্বেশ্বরং শ্রীভগবন্তং মনসা ধ্যায়ন্
 জপতি—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ সর্বেশ্বরঃ
 শ্রীভগবান্ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ অয়মগাৎ
 সর্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্, কুরু কুমারমেনং ত্ববতু বৈ মুণ্ডনং
 মন্ত্রাবশয়িনা ক্ষুরেণ ॥'১॥ ততঃ উষোদকসহিতং কাংশুপাত্রং
 পশ্যন্ শ্রীবিষ্ণুঃ মনসা ধ্যায়ন্ জপতি—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ওঁ

করিবে। অগ্নির পূর্বদিকে মিশ্রিত-ব্রীহি-ববের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি
 পাত্র এবং মিশ্রিত তিল-তণুল-মাষের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র স্থাপন
 করিবে। মাতা শুদ্ধবস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া কোলে লইয়া অগ্নির
 পশ্চিমদিকে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখী হইয়া বসিবে।

তদনন্তর পিতা প্রকৃতকর্মেব প্রারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ্
 অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাবাহুতিহোম করিবে।
 তারপর পিতা পুত্রের জননী পশ্চাতে পূর্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষুর-হস্ত

আ অয়ং অগাৎ শ্রীবিষ্ণুঃ, কুরু. কুমারমেনং অবতু বৈ মুণ্ডনং
 উষ্ণোদকেন ॥'২॥ ততঃ কাংশ্রপাত্রস্থিতোষ্ণোদকেন দক্ষিণকর-
 গৃহীতেন দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশং অনেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ ক্লেদয়তি ।
 [কপুষ্ণিকাশব্দেন* দক্ষিণেত্তরতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরস্ উভয়-
 পার্শ্বস্থঃ কর্ণাভিমুখোচ্চদেশঃ উচ্যতে ।] 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ আপ উন্দম্ভু জীবসে ॥'৩॥ ততস্তাত্রক্ষুরং তদভাবে দর্পণং
 বা পশ্যন্ জপতি,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ দংষ্ট্রোহসি,
 কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ মুণ্ডনং ক্ষুর ॥'৪॥
 ততঃ কুশবন্ধসপ্তদর্ভপিঞ্জলীগৃহীত্বা ক্লিন্নদক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে
 বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ উর্দ্ধমূলা নিদধ্যাৎ,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতানন্তনারায়ণা দেবতাঃ চূড়াকরণে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুতানন্তনারায়ণাঃ কুর্বন্ত কুমারমেনং চির-
 জীবিনং, ওষধে ত্রায়স্ব এনম্' ॥৫॥ ততো বামহস্তগৃহীত-
 দুর্ভ-পিঞ্জলীসহিত-দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে দক্ষিণহস্তগৃহীতং তাত্র-
 ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ,—'ওঁ

নাপিতের দিকে তাকাইয়া সর্বেশ্বর শ্রীভগবান্কে অন্তরে ধ্যান করিয়া
 মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তারপর উষ্ণোদকসহিত কাংশ্র-
 পাত্রের দিকে তাকাইয়া অন্তরে শ্রীবিষ্ণুচিন্তাপূর্বক মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্র
 জপ করিবে। অতঃপর কাংশ্রপাত্র হইতে দক্ষিণহস্তে উষ্ণজল লইয়া

* "কপুষ্ণিকাভিতঃ কেশা মুচ্ছি পশ্যাৎ কপুচ্ছলে" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে ।

প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা
 চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণঃ কুরু কুমারমেনং অবতু বৈ
 মুগুনং, স্বধিতে মৃ এনং হিংসীঃ ॥৬॥ ততঃ কেশচ্ছেদো যথা
 ন ভবতি তথা তাম্রকুরং দর্পণং বা তত্রৈব দক্ষিণকপুক্ষিকাদেশে
 বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ প্রেরয়েৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন
 পুরুষোত্তমঃ বাসুদেববিষ্ণোরচ্যুতশ্চ চাবপৎ তেন তে বপামি
 বৈকুণ্ঠেন জীবাভাবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চসে’ ॥৭॥
 ততো বারদ্বয়ং তুষণীং প্রেরয়েৎ । ততো লৌহকুরেণ কপুক্ষিকা-
 দেশস্থিতান্ কেশান্ ছিত্বা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সহ আচারতো
 বালকমিত্রধৃতপাত্রস্বরূষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ ।

মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্রে উহা দ্বারা পুত্রের দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থান ভিজাইবে ।
 [মন্তকের শিখাস্থানের নীচে দক্ষিণ ও বাম উভয়পার্শ্বে কর্ণের দিকে উচ্চ-
 স্থানকে ‘কপুক্ষিকা’ বলে ।] তদনন্তর তাম্রকুর বা দর্পণের দিকে
 তাকাইয়া ৪-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । তারপর পুত্রের উষ্ণজলসিক্ত
 দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে কুশবদ্ধ সাতটি দর্ভপিঞ্জলী মূলোক্ত ৫-সংখ্যক মন্ত্রে
 উদ্ধমূল করিয়া স্থাপন করিবে । অতঃপর ঐ দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে উক্ত
 দর্ভপিঞ্জলী বামহস্তে ধরিয়া রাখিয়া দক্ষিণহস্তে তাম্রকুর বা দর্পণ মূলোক্ত
 ৬-সংখ্যক মন্ত্রে তথায় স্থাপন করিবে । তারপর কেশচ্ছেদ না হয়,—
 এইরূপভাবে ঐ তাম্রকুর বা দর্পণ সেই দক্ষিণ কপুক্ষিকাস্থানে মূলোক্ত
 ৭-সংখ্যক মন্ত্রে পাঠপূর্বক পরিচালন করিবে । বিনামন্ত্রে আরও দুইবার
 উহা পরিচালিত করিবে । অনন্তর লৌহকুরের দ্বারা দক্ষিণ কপুক্ষিকা-

ততঃ কপুচ্ছলদেশবিষয়েহপি [কপুচ্ছলশব্দেন পশ্চিমতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরসো মাতৃক্রোড়াভিমুখোচ্চদেশোহভিধীয়তে] পূর্ববৎ তত্তন্বস্ত্রেণ (১) নাপিতদর্শনং, (২) কাংশুপাত্রস্থোক্ষোদকাবলোকনং, (৩) কপুচ্ছলদেশস্য কেশচ্ছেদনং, (৪) তাত্রক্ষুরস্য দর্পণস্য বা দর্শনং, (৫) কপুচ্ছলদেশে দর্ভপিঞ্জলীস্থাপনং, (৬) তত্র তাত্রক্ষুরস্য দর্পণস্য বা নিধানং, (৭) তত্র ক্ষুরস্য দর্পণস্য বা প্রেরণম্। ততো বারদ্বয়ং তুষণীং প্রেরণম্। ততঃ লৌহক্ষুরেণ কপুচ্ছলকেশানাং ছেদনং গোময়োপরি নিক্ষেপশ্চ ॥

ততস্তথা তথা পূর্ববৎ কৃৎয়া বামকপুষ্ণিকাকেশান্ অপি ছিত্বা গোময়োপরি নিদধ্যাৎ। ততঃ পিতা কুমারস্য শিরঃ করাভ্যামুপসংগৃহ্য জপেৎ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষিক্ ছন্দঃ শ্রীজমদগ্নি-কশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাঃ চূড়ীকরণে বিনিয়োগঃ,

স্থিত কেশ ছেদনপূর্বক উহা দর্ভপিঞ্জলীসহ আচারানুসারে কুমারের কোন বন্ধুকর্তৃক ধৃত পাত্রে বৃষ-গোময়ের উপর নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর কপুচ্ছল-স্থানের কেশচ্ছেদন। [মস্তকের শিখাস্থানের নীচে-পশ্চাত্তার্গে মাতার কোলের দিকে উচ্চস্থানকে কপুচ্ছলদেশ কহে।] ইহাতেও দক্ষিণ কপুষ্ণিকার কেশচ্ছেদনের ন্যায় সেই সেই মন্ত্রে যথাক্রমে (১) নাপিতদর্শন, (২) কাংশুপাত্রস্থ উষজল অবলোকন, (৩) কপুচ্ছল-স্থানের কেশ ভিজান, (৪) তাত্রক্ষুর বা দর্পণ দর্শন, (৫) কপুচ্ছলস্থানে দর্ভপিঞ্জলী স্থাপন, (৬) কপুচ্ছলস্থানে তাত্রক্ষুর বা দর্পণ স্থাপন, (৭) তথায় ক্ষুর বা দর্পণের পরিচালন করিবে। তারপর বিনামন্ত্রে ছুইবার ক্ষুর বা দর্পণ পরিচালন এবং লৌহক্ষুরদ্বারা কপুচ্ছলস্থানের কেশ ছেদন

ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং ওঁ কশ্যপস্ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্ত্র্যায়ুষং,
ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তত্তেহস্ত্র্যায়ুষম্। ততোহগ্নেরুন্তর-
দেশং নীহ্না, পুষ্পাচ্ছলঙ্কতো নাপিতঃ পূর্বমুখমুত্তরমুখং বা
কুমারং মুণ্ডয়তি। সর্বমেব কেশং বৃষগোময়োপরি নিধায়
অরণ্যে বংশবিটপে বা স্থাপয়েৎ।

অগ্নিন্ সময়ে কর্ণবেধোহপি কর্তব্যঃ। ততঃ পিতা পূর্ববৎ
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃৎস্না, প্রাদেশপ্রমাণাং স্বীতাক্তাং
সমিধং অগ্নৌ তুষণীং ছত্না, শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-
মুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য, কৰ্ম্মকারয়িতৃপাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় অপর-
বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দত্বাৎ। অথ কাঞ্চাদিবৈষ্ণবসেবাং চ
কুৰ্য্যাৎ। কৃশর-শ্রীহি-যব-তিল তণ্ডুল-মাষান্ নাপিতায় দত্বাৎ ॥
ইতি চূড়াकरणम् ॥

করিয়া উহা তাদৃশ বৃষগোময়োপরি সেইভাবে নিক্ষেপ করিবে।
অতঃপর সেই সেই ক্রমে ও নিয়মে বাম, কপুষ্কিকাস্থানের কেশও ছেদন
করিয়া পূর্বোক্তভাবে বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর পিতা
ছই হস্তে কুমারের মস্তক ধারণ করিয়া “ওঁ প্রজাপতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র
জপ করিবে। তারপর পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির
উত্তরদিকে লইয়া গিয়া এবং পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া মুণ্ডিত করিবে।
সমস্ত কেশ বৃষগোময়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া বনে অথবা বাঁশের শাখায়
স্থাপন করিবে।

এই সময়ে কর্ণবেধও কর্তব্য। অনন্তর পিতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-

অথ উপনয়নম্ ।

গর্ভাস্টমে অষ্টমে বাহুকে ব্রাহ্মণশ্রোপনয়নং কর্তব্যম্ । তত্র তদসম্ভবে ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ, অতঃপরং সাবিত্রী-পতিতো ব্রাহ্মণো ন্যেপনেতব্য ইতি ।

তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতেষ্টবিষ্ণুবৈষ্ণবার্চনঃ কৃতসাদ্বিক-
বুদ্ধিশ্রদ্ধঃ পিতা, তথোক্তেন পিত্রা বৃতোহন্যো বা আচার্য্যঃ,
তদভাবে মাণবকবৃতো বা আচার্য্যঃ সমুদ্ভব-নামানং অগ্নিং
সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশশিকুং সমাপ্য মাণবকং প্রাত-
ভোজয়িত্বা অগ্নেরুত্তরতো নীত্বা শিখয়া বিনা মুণ্ডিতং স্নাপিতং
কুণ্ডলাঘলকৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাদ্যসম্ভবে শুভ্রকার্পাসৈকবস্ত্রাবৃতং
স্বদক্ষিণে (পূর্ব্বাভিমুখং) নিধায় প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-

হোম কল্পিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে এবং
শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মকারক
পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অগ্ন্যত্র বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। কৃষ্ণভক্ত
বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। কৃষ্ণ-ত্রীহি-যব-তিল-তণ্ডুল-মাষগুলি
স্নাপিতকে দিবে। ইতি চূড়াकरण ॥

(১৬) অথ উপনয়ন।—গর্ভসঞ্চার হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে,
অথবা জন্মগ্রহণ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য। কোন
कारणे তাহা সম্ভবপর না হইলে, ষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত যে-কোন সময়ে
শুভদিনে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে। ইহার পর ব্রাহ্মণ সাবিত্রীচ্যুত
হয় এবং তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। [মতান্তরে পঞ্চম
বর্ষেও ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি আছে। বিপ্রের পঞ্চম হইতে ষোড়শ,

প্রমাণং ঘৃতাক্তাং সমিধং তৃণীগর্গো ছত্রা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি-
হোমং কুর্যাৎ,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ
স্বাহা । ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো
দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ।
ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্ত-
সমস্ত-মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ॥’

তত আচার্য্য-হোতা পঞ্চভিন্নৈঃ পঞ্চাজ্যাহতীজু ছয়াৎ—‘ওঁ
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়ন-

ক্রিয়ের ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশ, বৈশ্বের অষ্টম হইতে চতুর্বিংশ বর্ষ পর্যন্ত
উপনয়নাধিকার ।]

উপনয়নদিনে পিতা প্রাতঃকালে স্নাত হইয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণুদেবতার
অর্চন ও সাংস্কৃতিকবুদ্ধিশ্রদ্ধা সমর্পন করিবে । তারপর পিতা স্বয়ং, অথবা
তৎকর্তৃক বৃত অথ আচার্য্য, অথবা তদভাবে মাণবক-কর্তৃক বৃত আচার্য্য
সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপন-পূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে
মাণবককে প্রাতে কিছু প্রসাদ ভোজন করাইয়া এবং শিখা ব্যতীত
মুণ্ডিত, স্নাত, কুণ্ডলাগুলকৃত, ক্ষৌমবস্ত্রের অভাবে একখানি শুভ্র কাপাস-
বস্ত্র পরিধান করাইয়া, অগ্নির উত্তরদিষ্ দিয়া আনিয়া নিজের দক্ষিণ-
দিকে (পূর্বমুখভাবে) বসাইবে । অতঃপর প্রকৃত কর্মের আরম্ভে
প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত-

হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে
 প্রব্রবীমি তৎ শকেয়ং, তেন ঋধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং
 অন্তাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
 অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং,
 তেন ঋধ্যাসং ইদং অহং অন্তাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥২॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্কুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা
 উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি,
 তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং, তেন ঋধ্যাসং ইদং অহং অন্তাৎ
 সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ বৃহতী
 ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত
 ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং তেন
 ঋধ্যাসং, ইদং অহং অন্তাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৪॥ ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ, পঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা
 উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণ ব্রতানং ব্রতপতে ব্রতং
 চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং তেন ঋধ্যাসং, ইদং
 অহং অন্তাৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৫॥

এবমাজ্যাহুতীঃ হুত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমতো আচার্য্য উদগগ্রেষু
 কুশেষু কৃতাজলিঃ প্রাঙ্গুখ উর্দ্ধস্থিষ্ঠেৎ । অগ্ন্যাচার্য্যায়োর্মধ্যে
 মাগবকোহপি কৃতাজলিরাচার্য্যাভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু উর্দ্ধ-
 মহাব্যাহুতিহোম করিবে । তারপর আচার্য্য-হোতা মূলোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে
 পাঁচটি আজ্যহোম করিবে । আজ্যহোমের পরে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিম-

স্থিষ্ঠেৎ । ততো মাণবকস্য দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান্ পাঞ্চ-
 রাত্রিকো ব্রাহ্মণো মাণবকস্যাঞ্জলিমুদকেন পূরয়তি, পশ্চাদাচার্য্য-
 স্যাপি । ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যঃ গৃহীতোদকাঞ্জলিং
 মাণবকং পশ্যন্ জপতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্-
 ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে
 আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আগস্তা
 সমগন্মহি, প্র স্মর্ত্যং যুযোতন, অরিষ্টাঃ সঞ্চুরেমহি, স্বস্তি
 সঞ্চরতাৎ অয়ম্ ॥’৬॥ ততো গৃহীতোদকাঞ্জলিরাচার্য্যঃ গৃহীতো-
 দকাঞ্জলিং মাণবকং পাঠয়তি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবক-
 পাঠনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ব্রহ্মচর্য্যং আগাম্, উপ মা নয়স্ব ॥’৭॥
 ততঃ আচার্য্যো মাণবকং নামধেয়ং পৃচ্ছতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবক-
 নামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কো নাম অসি ॥’৮॥ ততো মাণবকঃ
 স্ব-নাম (প্রাগাচার্য্যকল্পিতং নাম বা) কথয়তি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ

দিকে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাজলি ও পূর্বমুখ হইয়া দাঁড়াইবে ।
 মাণবকও অগ্নি এবং আচার্য্যের মধ্যস্থলে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর
 কৃতাজলিপুটে আচার্য্যকে সন্মুখে করিয়া দাঁড়াইবে । অনন্তর কোন
 মন্ত্রবান্ অর্থাৎ দীক্ষিত পাঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ মাণবকের দক্ষিণভাগে
 দাঁড়াইয়া প্রথমে মাণবকের, পরে আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া দিবে ।
 আচার্য্য হস্তে জলাঞ্জলি লইয়া জলাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান মাণবককে দর্শন-
 পূর্বক মূলোক্ত ৬-সংখ্যক মন্ত্র স্বয়ং জপ করিবে এবং ৭-সংখ্যক মন্ত্র

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য
নামকথনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অমুকদেবশর্মনামা অস্মি ॥৯॥* তত
আচার্য্যমাণবকৌ, পূর্বগৃহীতাদকাঞ্জলী ত্যজ্জেতাম্ ।

তত আচার্য্যো দক্ষিণুপাণিনা মাণবকস্য সাক্ষুষ্ঠং দক্ষিণং
পাণিমেনন মন্ত্ৰেণ গৃহ্নাতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণা দেবতা উপনয়নে
আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্য তে বিষ্ণোঃ
প্রসবে, নারায়ণ-বাসুদেবয়োঃ বাহুভ্যাং সঙ্কর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং
গৃভ্ণামি অমুক ॥১০॥ অত্র অমুকস্থানে অমুকদেবশর্মন
ইতি মাণবক-নাম প্রয়োক্তব্যম্ । ততো গৃহীত-মাণবকহস্ত
আচার্য্যো জপতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
শ্রীবিষ্ণুদেবতা উপনয়নে গৃহীতমাণবকহস্তস্য আচার্য্যস্য
জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ তে হস্তং অগ্রহীৎ, নারায়ণো মহা-
বিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মুকুন্দো প্রভবিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মিত্রঃ
ত্বং অসি কর্ষণা, বিষ্ণুঃ আচার্য্যঃ, তব ॥১১॥ ততো মাণবকং

মাণবককে পাঠ করাইবে । তারপর আচার্য্য ৮-সংখ্যক মন্ত্ৰে মাণবকের
নাম জিজ্ঞাসা করিবে । তদন্তরে মাণবক ৯-সংখ্যক মন্ত্ৰে আচার্য্যকে
স্বীয় নাম বলিবে । অনন্তর উভয়ে হস্তস্থিত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে ।

তারপর আচার্য্য মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্ৰ পাঠপূর্বক নিজ দক্ষিণ-
হস্তদ্বারা মাণবকের অক্ষুষ্ঠসহিত দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিবে এবং তৎপরে

* “অমুকনামা কৃষ্ণদাসোহহং”—ইহা বক্তব্য ।

† “অমুক কৃষ্ণদাস”—ইহা বক্তব্য ।

আচার্য্যোহনেন মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা প্রাণ্ মুখং কৰোতি—
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মাণবকস্য
 আবর্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অঘ্রাবর্তস্ব শ্রীঅমুক-
 দেবশৰ্মন ॥’ ১২ ॥ ততো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বাবতীর্গেন
 দক্ষিণপাণিনা অব্যবহিতং (বস্ত্রাব্যবহিতং) নাভিদেশং অনেন
 মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-নাভিদেশস্পর্শনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিঃ অসি, মা বিশ্বসঃ, অচ্যুত তুভ্যং
 ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশৰ্মাণম্ ॥’ ১৩ ॥ ততো মাণবকস্য
 নাভেরুপরিদেশমেনে মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু
 ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভা-
 পরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ, তুভ্যং ইদং পরিদদামি
 শ্রীঅমুকদেবশৰ্মাণম্ ॥’ ১৪ ॥ ততো মাণবকস্য হৃদয়দেশমেনে
 মন্ত্রেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীজনার্দনো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ জনার্দন, তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশৰ্মাণম্ ॥’ ১৫ ॥
 তত আচার্য্যো দক্ষিণপাণিনা মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃশন্
 জপতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ উপনয়নে

১১-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১২-সংখ্যক মন্ত্রে
 মাণবককে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরাইয়া পূর্কমুখ করিবে। তারপর আচার্য্য
 স্বীয় দক্ষিণহস্ত মাণবকের দক্ষিণ-স্কন্ধ স্পর্শপূর্কক নামাইয়া মূলোক্ত ১৩-

ব্রহ্মচারিদক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে^১ বিনিয়োগঃ, ও^২ বিষণ্বে প্রজাপতয়ে
ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥'১৬॥ ততো বামেন পাণিনা
মাণবকস্ত্র বামস্কন্ধঃ স্পর্শন্, আচার্যো জপতি,—‘ও^৩ প্রজাপতিঃ
বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-
বামস্কন্ধ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ, ও^৪ বিষণ্বে দামোদরায় ত্বা পরি-
দদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ॥'১৭॥

তত^৫ আচার্যো মাণবকমনেন মন্ত্রেণ সম্বোধয়তি—‘ও^৬ প্রজা-
পতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে
ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ, ও^৭ ব্রহ্মচারী অসি শ্রীঅমুকদেব-
শর্মন্ ॥'১৮॥ ততঃ সম্বোধিতং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রেষয়তি,—‘ও^৮
প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে
ব্রহ্মচারি-প্রেষণে বিনিয়োগঃ, ও^৯ সমিধং অধেহি, [ব্রহ্মচারী—
ও^{১০} বাঢ়ম্] ; ও^{১১} অপঃ অশান, [ব্রহ্মচারী—ও^{১২} বাঢ়ম্] ; ও^{১৩} কস্ম
কুরু, [ব্রহ্মচারী—ও^{১৪} বাঢ়ম্] ; ও^{১৫} মা দিবা স্বাপ্সীঃ, [ব্রহ্মচারী—
ও^{১৬} বাঢ়ম্] ॥’ ব্রহ্মচারী সর্বত্র ‘ও^{১৭} বাঢ়ং’ ইতি ক্রয়াৎ ।

সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের অনাচ্ছাদিত নাভিদৈশ স্পর্শ^{১৮} করিবে। তদনন্তর
আচার্য্য মূলোক্ত ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের নাভির উপরিস্থান স্পর্শ
করিবে, তারপর মাণবকের হৃদয়স্থান মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক মন্ত্রে স্পর্শ
করিবে ; ১৬-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। অতঃপর
বামহস্তে মাণবকের বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য মূলোক্ত ১৭-সংখ্যক
মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মূলোক্ত ১৮-সংখ্যক মন্ত্রে মাণবককে
সম্বোধন করিবে। তারপর আচার্য্য মাণবককে মূলোক্ত বাক্যে প্রেরণা বা

ততোহ্নৈরুত্তরতঃ গংগা আচার্য্য উদগগ্ৰেষু কুশেষু প্রাঙ্গুখ
 উপবিশতি । মাণবকোহপি পাতিতদক্ষিণজানুঃ উদগগ্ৰেষু কুশেষু
 আচার্য্যাভিমুখ উপবিশতি । অত্থৈনং মাণবকং আচার্য্যস্ত্রিঃ
 প্রদক্ষিণাং ত্রিবৃত্তাং মোঞ্জমেখলাং পরিধাপয়ন্ মন্ত্রদ্বয়ং বাচয়তি—
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 উপনয়নে মেখলা পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং দুৰুক্তাৎ
 পরিবাধমানা, বর্ণং পবিত্রং পুনতী মে আগাৎ ; প্রাণাপানাভ্যাং
 বলং আবহন্তী, স্বসা দেবী স্তভগা মেখলা ইয়ং ॥১৯॥ ওঁ ঋতস্ত
 গোপত্রী তপসঃ পরস্বী, স্নতী রক্ষঃ, সহমানা অরাতীঃ ; সা মা
 সমন্তঃ অভিপর্য্যেহি ভদ্রে, ধর্ত্তারঃ তে মেখলে মা রিষাম’ ॥২০॥
 তত আচার্য্যো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং মাণবকং
 পরিধাপয়েৎ । তত্র প্রথমং যজ্ঞোপবীতাদানং,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতা-
 দানে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞোপবীতং অসি, যজ্ঞস্ত ত্বা যজ্ঞো-
 পবীতেন উপনহ্যামি’ ॥২১॥ ইত্যনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীতং আদায়

আদেশ করিবে । মাণবক সৰ্বত্র ‘ওঁ বাচং’ বলিয়া আদেশ গ্রহণ করিবে ।

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্র কুশাসনে পূৰ্বমুখ
 হইয়া বসিবে । মাণবকও উত্তরাগ্র কুশাসনে দক্ষিণজানু পাতিয়া
 আচার্য্যাভিমুখ (পশ্চিমমুখ) হইয়া বসিবে । অনস্তর আচার্য্য মাণবককে
 ত্রিগুণ মুঞ্জমেখলা তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (অর্থাৎ ডান্দিক হইতে
 ঘুরাইয়া তিন ফেরে) পরাইতে পরাইতে মূলোক্ত ১৯-২০-সংখ্যক
 মন্ত্রদ্বয় পড়াইবে । তারপর আচার্য্য মাণবককে কৃষ্ণসার অজিন-সহিত

আচার্য্যস্তুতঃ,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য যজ্ঞোপবীত-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতেঃ যৎ, সহজং পুরস্তাৎ ;
 আয়ুষ্যং অগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ, শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং, বলং অস্ত
 তেজঃ’ ॥২২॥ ইতি (জপ্তা মাণবকং) যজ্ঞোপবীতং (স্বয়ং)
 পরিধাপয়েৎ । ততঃ (আচার্য্যঃ মাণবকহস্তে অজিনং দত্ত্বা)—
 ‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্, ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 উপনয়নে মাণবকস্য অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ মিত্রস্য
 চক্ষুঃ বরুণঃ বলীয়ঃ তেজোযশস্বি স্ববিরং সমিদ্ধং ; অনাহনস্যং
 বসনং জরিষ্ণু পরি ইদং বাজি অজিনং দধে অহং’ ॥২৩॥ ইতি
 (মন্ত্রং মাণবকং বাচয়িত্বা) অজিনং পরিধাপয়েৎ ।

ততো মাণবক, আচার্য্যস্য উপসন্নো ব্রবীতি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ অধীহি ভোঃ, সাবিত্রীং মে ভবান্ অনু-
 ব্রবীতু’ ॥২৪॥ ততস্তমুপসন্নং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং

যজ্ঞোপবীত, পরাইবে। প্রথমে আচার্য্য মূলোক্ত ২১-সংখ্যক মন্ত্রে যজ্ঞো-
 পবীত গ্রহণ করিবে ; পরে ২২-সংখ্যক মন্ত্র জপপূর্বক মাণবককে স্বয়ং
 ঐ যজ্ঞোপবীত পরাইবে। অতঃপর আচার্য্য মাণবকের হস্তে অজিন
 দিয়া মূলোক্ত ২৩-সংখ্যক মন্ত্র মাণবককে পাঠ করাইয়া অজিন
 পরিধান করাইবে।

তারপর মাণবক আচার্য্যের উপসন্ন (কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখস্থ) হইয়া
 মূলোক্ত ২৪-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে

ততোহর্কমর্কং, ততঃ কৃৎস্নাং সাবিত্রীমধ্যাপয়েৎ । যথা—‘ওঁ
 প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জপোপ-
 নয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং’ ইতি প্রথমং পাদং
 বারত্রয়ম্ ॥ ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ (প্রতিবারং প্রতিমন্ত্রং বাচ্যাঃ) ।
 ‘ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি’ ইতি দ্বিতীয়ং পাদং বারত্রয়ম্ । ‘ওঁ
 ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’ ইতি তৃতীয়ং পাদং বারত্রয়ম্ ।
 ‘ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি’ ইতি পূর্বার্কে
 বারত্রয়ম্ । ‘ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’ ইত্যন্তর্কার্কে
 বারত্রয়ম্ । ‘ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো
 যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ’ ইতি সর্বামেব গায়ত্রী বারত্রয়ং
 পাঠয়েৎ । ততো মাণবকমাচার্যো মহাব্যাহৃতিঃ পৃথক্ পৃথক্
 কৃৎস্না ওঁকারপূর্বিকা ওঁকারান্তাশ্চ (ওঁকারপুটিভাঃ) অধ্যাপয়েৎ ।
 যথা,—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা
 মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুঃ ওঁ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ উমিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে
 বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্

এক চরণ করিয়া, তারপর অর্ধেক করিয়া, পরিশেষে সম্পূর্ণ সাবিত্রীমন্ত্র
 অধ্যয়ন করাইবে । যথা—মূলোক্ত বিধিতে প্রথম পাদ তিনবার, দ্বিতীয়
 পাদ তিনবার, তৃতীয়পাদ তিনবার ; পুনঃ পূর্বার্কে তিনবার, শেষার্কে
 তিনবার ; তারপর সম্পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে । তদনন্তর
 আচার্য্য মাণবককে মহাব্যাহৃতি পৃথক্ পৃথক্ ও ওঁকারপুটিত (অর্থাৎ
 আগে পরে ওঁকারযুক্ত) করিয়া পাঠ করাইবে । ব্যাহৃতি-পাঠক্রম মূলে

ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ
 ওঁ ॥ ততঃ সপ্রণবব্যাহতিকং প্রণবাস্তাং গায়ত্রীমধ্যাপয়েৎ
 বারত্রয়ং—‘ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ
 দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎ
 সবিতুর্বরেন্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ
 ওঁ ॥’ ততো বৈষ্ণং পালাশং বা মাগবকপরিমাণং দণ্ডং
 মাগবকায় প্রযচ্ছন্নার্চার্যো মাগবকং বাচয়তি—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ পঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মাগবক-
 দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু, যথা ত্বং
 সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষু এবং অহং সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু
 ভূয়াসম্ ॥২৫॥ (ইতি দণ্ডং গ্রাহয়েৎ) । অথ গৃহীতদণ্ডো
 ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রার্থয়তি । তত্র প্রথমং মাত্বরং—‘ওঁ ভবতি
 ভিক্ষাং দেহি’ ইতি । ততো লক্খভিক্ষো মাগবকঃ—‘ওঁ স্বস্তি,
 ইতি ক্রয়াৎ ; এবং সর্বত্র । ততো মাতৃবন্ধুস্ত্রিয়ঃ । ততঃ
 পিতরং—‘ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি’ ইতি প্রার্থয়েৎ । ততোহন্যাংশ্চ
 প্রার্থয়েৎ । সর্বং ভিক্ষালক্খমাচার্যায় নিবেদয়েৎ ।

দ্রষ্টব্য । ব্যাহতি পাঠ করাইবার পর—আচার্য্য মাগবককে সপ্রণব-
 ব্যাহতিসহ প্রণবাস্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবে । তারপর আচার্য্য
 মাগবকের হস্তে বিষ্ণ বা পালাশের দণ্ড প্রদানকালে মাগবককে মূলোক্ত
 ২৫-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইয়া দণ্ড গ্রহণ করাইবে । দণ্ডগ্রহণ-পূর্বক
 ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে । ভিক্ষা প্রার্থনার বাক্য মূলে দ্রষ্টব্য ।

ততঃ পূর্ববদাচার্য্যো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশ প্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধং তৃষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-মুদীচ্যং কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বৰ্ত্ত্য দক্ষিণাং কৰয়েৎ । তত্র যদি পিতৈ-বাচার্য্যস্তদা কৰ্ম্ম কারয়িত্ত পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণবায় দক্ষিণাং দত্বাৎ । অপরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দত্বাৎ । তথা কাৰ্ঘ্যাদিবৈষ্ণব-সেবাঞ্চ কুৰ্য্যাৎ । ব্রহ্মচারী তু তত্রৈব স্থানে দিনান্তং যাবৎ বাগ্‌যতস্তিষ্ঠেৎ । ততঃ প্রাপ্তায়াং সন্ধ্যায়াং তাং উপাস্ত্ব কুশ-শিকোক্তবিধিনা সমুদ্ভবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য,—‘ওঁ ইহঁ এব অয়ং ইতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ইতি জপ্ত্বা, দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণ উদকা-ঞ্জলিসেকুং অগ্নিপৰ্য্যক্ষণঞ্চ কৃত্বা (কুশশিকোক্তায়াং দ্রষ্টব্যং) সমিদ্ধোমং * কুৰ্য্যাৎ । তত্র প্রাদেশপ্রমাণাং স্মৃতান্তং সমিলয়ং

সৰ্ব্বাগ্রে মাতার নিকট, তারপর মাতৃবন্ধু জীগণের নিকট, তারপর ক্রমে পিতা ও পিতৃবন্ধুগণের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ স্নানস্ত্র জুব্য আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিবে।

অতঃপর আচার্য্য পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোম করিয়া, প্রাদেশ-প্রমাণ স্মৃতান্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া প্রকৃতকৰ্ম্ম সমাপন-পূর্বক সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা করাইবে। যদি পিতা স্বয়ং আচার্য্য হন, তাহা হইলে

* কার্য্যতঃ,—ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম ও অমন্ত্রক সমিধ্ হোমের পর ব্রহ্মচারি-দ্বারা সমিদ্ধোম করাইয়া যথাবিধি উদীচ্য কৰ্ম্ম করিবে।

গৃহীত্বা প্রথমং একাং তুষীমর্গো জুহুয়াৎ । ততঃ—‘ওঁ প্রজাপতিঃ
 বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অর্গো সমিদাধানে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো অগ্নয়ে সমিধং আহাৰ্ষং, বৃহতে জাতবেদসে,
 যথা অগ্নিঃ সমিধা সমিধ্যতি এবং অহং আয়ুষা মেধয়া বর্চসা
 প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন ধনেন অন্নাচ্চেন সমেধিষীয় স্বাহা’
 ২৬ ॥ ইত্যনেন দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ । ততস্তৃতীয়াং তুষীং জুহুয়াৎ ।
 ততঃ কৰ্মশেষোক্তবিধিনা পুনরগ্নিপৰ্য্যক্ষণং, দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-
 ক্রমেণ উদকাঞ্জলিসেক্ষ কুৰ্য্যাৎ । ততঃ—‘ওঁ অমুকগোত্রঃ
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাহং ভোঃ ভিবাদয়ে’—ইত্যগ্নিমভিবাচ—‘ওঁ
 ক্ষমস্ব’ ইত্যগ্নিং বিসৃজেৎ ।

ততঃ অতীতায়াম্ সন্ধ্যায়াম্ ভিক্ষালক্ষমন্নং ক্ষারলবণবর্জিতং
 সঘৃতং (চরুশেষং) উদকেনাভ্যক্ষ্য, —ওঁ অমৃতোপস্তুরণমসি

কৰ্মকাৰক’ পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । অগ্নাচ্চ বৈষ্ণব-
 ব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিবে এবং কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগুণের সেবা করিবে ।
 ব্রহ্মচারী, সেই স্থানেই সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া
 থাকিবে । সন্ধ্যা হইলে সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে
 সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপনপূর্বক ‘ওঁ ইহৈরাং’ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ
 করিবে এবং দক্ষিণ জালু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরদিকক্রমে
 উদকাঞ্জলিসেক ও অগ্নিপৰ্য্যক্ষণ করিয়া সমিধ্ হোম করিবে । ব্রহ্মচারী
 প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি ঘটাক্ত সমিধ্ লইয়া তাহা হইতে প্রথমে একটি
 সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিবে, তারপর মূলোক্ত ২৬-সংখ্যক মন্ত্রে দ্বিতীয়
 সমিধ্ হোম করিয়া তৃতীয় সমিধ্টি অমন্ত্রক হোম করিবে । তারপর

স্বাহা' ইত্যাপোহশনং কৃৎয়া মধ্যমানামিকাজুষ্ঠ-ত্রিপর্ব-গৃহীতে-
নানেন—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায়
স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা'—ইতি পঞ্চালতীর-
ভ্যবহৃত্য. সর্বত্র প্রাণালতিশেষঃ ভূর্মা নিক্ষিপ্য, বামহস্তবিধৃত
ভোজনপাত্রে বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত। ভোজনানন্তরং—'ওঁ অমৃত-
পিধানমসি স্বাহা'—ইতি পুনরাপোহশনং কৃৎয়া আচামেৎ।
এতচ্চগ্নিকার্য্যং ব্রহ্মচারিণা সমাবর্তনপর্য্যন্তং প্রত্যহং সায়ং প্রাতঃ
কর্তব্যম্। ভোজনং চানেন ক্রমেণ যাবজ্জীবং কর্তব্যম্ ॥ ইতি
উপনয়নকর্ম্ম ॥

অথ চতুর্থহহনি সাবিত্রীচরুহোমঃ। তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ
পিতা, পিতৃবৃতে ব্রহ্মচারিবৃতে বা অগ্নৌ বাচার্য্যঃ সমুদ্ভব-

উদীচ্যকশ্মোক্তে বিধিতে পুনরায় অগ্নিপৰ্য্যক্ষণ ও উদকাজলিসেক করিয়া
মূলোক্ত বিধানে অগ্নিকে নমস্কারপূর্বক বিসর্জন করিবে।

সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষুর-লবণবর্জিত সয্যত ভিক্ষার জলের দ্বারা
অভ্যক্ষণ করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রে আপোহশন (গণ্ডুষ) করিয়া, মধ্যমা-
অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রাণায়'
ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে এবং প্রত্যেক গ্রাসের অবশেষ
কিছু অন্ন ভূমিতে ত্যাগ করিবে। তারপর বামহস্তে ভোজনপাত্র ধরিয়া
নীরবে ভোজন করিবে। ভোজনান্তে অমৃতাপধান-মন্ত্রে পুনঃ গণ্ডুষ
করিয়া আচমন করিবে। সমাবর্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায়
এইরূপ অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত নিয়মে যাবজ্জীবন ভোজন
করিতে হইবে। ইতি উপনয়ন ॥

নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনানন্তরং প্রাঙমুখ উপবিষ্টস্তস্মিন্নে-
বাগ্নৌ চক্ৰং স্থাপয়েৎ ।

তস্থানুষ্ঠানং যথা—অগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি প্রাগগ্রান্-
কুশান্ আস্তীৰ্য্য তদুপরি প্রক্ষালিতানীতং বারুণমুদুখলমূষলং,
বৈণবঞ্চ সূৰ্পং বারুণচমস স্ফজলপ্রোক্ষিতং সংস্থাপ্য, ত্রীহিন্ যবান্
বা সূৰ্পে নিধায়,—‘ওঁ সবিত্রে ত্বা যুক্তং নিৰ্ব্বপামি’ ইতি কাংশ্চ-
পাত্রে চক্ৰস্থাল্যাং বা গৃহীত্বা উদুখলে স্থাপয়েৎ । দ্বিস্তৃষ্ণীং ।
ততো দক্ষিণহস্তং উপরি কৃত্বা মূষলেনাবহত্য শূৰ্পেণ প্রস্ফোটয়েৎ ।
ইথমেব বারুণত্রয়ং কৃত্বা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য চক্ৰস্থাল্যাং অমন্ত্রকং কৃতো-
ত্তরাগ্রং পবিত্রং নিক্ষিপ্য, তদুপরি প্রক্ষালিততণ্ডুলান্ নিধায়,
দুগ্ধং নিক্ষিপ্য স্তোকং স্তোকং উদকং দত্ত্বা, তন্মধ্যে খদিরপলাশো-
দুস্বরাণামন্যতমশ্চ প্রাদেশপ্রমাণাং অগ্রে উভয়তঃ সাদ্ধ্বীকৃতপর্ব-

অথ চতুর্থদিবসে সাবিত্রীচক্ৰহোম ।—স্নাত পিতা, অথবা পিতৃকর্তৃক
বৃত, বা ব্রহ্মচারিকর্তৃক বৃত আচার্য্য সমুদ্ভব-নামক অগ্নি স্থাপনানন্তর ব্রহ্ম-
স্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া পূৰ্ব্বমুখে বসিয়া, সেই অগ্নিতে চক্ৰ পাক করিবে ।

তদনুষ্ঠানং যথা—অগ্নির পশ্চিম দিকে পূৰ্ব্বাগ্রভাবে কুশ বিছাইয়া
তাহার উপর ধৌত বারুণকাষ্ঠনির্ম্মিত উদুখল ও মূষল এবং বারুণকাষ্ঠ-
নির্ম্মিত চমসের (কোশার) জলে প্রোক্ষিত বংশনির্ম্মিত সূৰ্প (কুলা)
স্থাপন করিবে ; ঐ কুলায় ত্রীহি বা যব রাখিয়া, ‘ওঁ সবিত্রে’ ইত্যাদি
মন্ত্রে উহার কিয়দংশ কাংশ্চপাত্র বা চক্ৰস্থানীতে গ্রহণপূৰ্ব্বক উদুখলে
স্থাপন করিবে । অবশিষ্টাংশ বিনামন্ত্রে দুইবারে উদুখলে রাখিবে ।
তারপর উপরে দক্ষিণহস্তে ধৃত মূষলের দ্বারা উহা আঘাত করিয়া কুলা-

প্রমাণং চতুষ্কোণপুঙ্করং মেক্ষণং দক্ষিণাবর্তেন ভ্রাময়িত্বা তথা
পচেৎ যথা অন্তরুন্ননা পাকো ভবতি সম্যক্, মণ্ডগালনং দাহশ্চ
ন ভবতি । সম্যক্ পাকে ভূতে মধ্যে স্নাতক্রবদ্বয়ং দ্বা প্রাগাদি-
দিক্চিহ্নিতাং চরুস্থালীমবতার্য্য অর্গেকৃত্তরতঃ কুশোপরি স্থাপয়িত্বা
পুনর্মধ্যে স্নাতক্রবং দত্বাৎ ।

ততো ভূমিজপাদি স্রবসংস্কার পর্য্যন্তং কৰ্ম্ম কৃত্বা, অগ্নেঃ
পশ্চিমতঃ আস্তরণকুশোপরি পূর্বমাজ্যং পশ্চাচ্চরুং নিধায়,
উদকাঞ্জলিসেকং কৃত্বা, বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্য,
প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং স্নাতান্তাং সমিধং তুষ্ণীমর্গো

দ্বারা প্রক্ষোভন করিবে অর্থাৎ ঝাড়িয়া লইবে। এইরূপ তিনবার
করিবার পর উহা তিনবার প্রক্ষালন করিবে। চরুস্থালীতে অমন্ত্রক পবিত্র
(প্রাদেশপ্রমাণ দুইগাছী কুশ) উত্তরাগ্রভাবে স্থাপন করিয়া তাহার উপর
প্রক্ষালিত তণ্ডুল স্থাপনপূর্বক দুই টালিয়া দিবে এবং (পাককালে) অল্প
অল্প করিয়া জল দিয়া মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্তে ঘূটিয়া এইরূপভাবে পাক
করিবে যাহাতে মধ্যস্থ তাপে (অর্থাৎ তাপে) সম্যক্ পাক হইয়া যায়
অথচ মণ্ড গালিতে হয় না ও পোড়া লাগে না। ঐ মেক্ষণ (হাতা)
খদির, পলাশ বা উড়ুঘরু কাঠের হইবে, উহা প্রাদেশপ্রমাণ দীর্ঘ হইবে,
উহার অগ্রভাগে পুঙ্করটা (মুখটা) উত্তরদিকে দেড় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ও
চতুষ্কোণ হইবে। সম্যক্ পাক হইলে তাহাতে দুইক্রব স্নাত প্রক্ষেপ
করিয়া পূর্বাতিদিক্চিহ্নযুক্ত চরু (চরুস্থালী) নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে
কুশের উপর রাখিয়া তন্মধ্যে পুনঃ একক্রব স্নাত দিবে।

তদনন্তর কুশাণ্ডিকাস্তর্গত ভূমিজপ হইতে স্রবসংস্কার পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম
অনুষ্ঠান করিয়া, অগ্নির পশ্চিম দিকে বিস্তৃত কুশের উপর আগে আজ্য,

প্রক্ষিপেৎ । আজ্যহোমোপক্রমবিহিতস্ত মহাব্যাহতিহোমশ্চরু-
 হোমত্বাৎ অস্ত্য প্রথমং ন কর্তব্যঃ, অন্তে তু কর্তব্য এব বিহিতত্বাৎ ।
 যদি সংক্ষেপোহপেক্ষিতঃ জুহুর্বা ন প্রাপ্যতে, তদা চরুমধ্যে
 স্নতশ্ৰবং দত্ত্বা, তত্রৈব মেক্ষণেন সকৃদন্নং গৃহীত্বা, অগ্নিমধ্যে—
 'ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রৈ স্বাহা' ইতি জুহুয়াৎ । অথ প্রবরসংখ্যায়া
 পঞ্চ বা ত্রয়ো মেখলাগ্রস্থয়ঃ কর্তব্যঃ । অথ চেৎ ফলভূয়স্ত্বং
 অপেক্ষিতঃ, জুহুশ্চ প্রাপ্যতে, তদা ভার্গবাদিপ্রবরাণাং জুহুবাং
 পঞ্চ স্নতশ্ৰবান্ দত্ত্বা, ইতরপ্রবরাণাং স্নতশ্ৰবচতুর্ফয়ং দত্ত্বা,
 অগ্নেৰুক্তরে প্রাগ্গামিনীং আজ্যধারীং—'ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা'—
 ইত্যনেন ছত্বা, তথৈবাগ্নেদক্ষিণভাগে—'ওঁ অনস্তায় স্বাহা'
 —ইতি জুহুয়াৎ । অথ যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গরপ্রবরো (বা)
 ব্রহ্মচারী, তদা জুহুবাং স্নতশ্ৰবমেকং চরুমধ্যে, স্নতশ্ৰবমেকং দত্ত্বা

পরে চরু স্থাপন করিবে এবং উদকাজলিসেক করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত
 কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্বক প্রকৃতকন্ধের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ স্নতান্ত
 সমিধ্ অমস্তক হোম করিবে । আজ্যহোমের প্রারম্ভে মহাব্যাহতিহোম
 বিহিত বলিয়া, এই চরুহোমের প্রথমে উহা কর্তব্য নহে, কিন্তু পরে
 উহা করিতে হইবে । যদি কার্যসংক্ষেপে অভিপ্রেত হয়, কিম্বা জুহু না
 পাওয়া যায়, তাহা হইলে চরুমধ্যে একশ্রব স্নত প্রক্ষেপ করিয়া, সেখান
 হইতেই মেক্ষণদ্বারা একবার অন্ন লইয়া, উহা 'ওঁ সবিত্রৈ স্বাহা' মন্ত্রে
 অগ্নিতে হোম করিবে ।

অনন্তর প্রবরসংখ্যানুসারে পাঁচটি বা তিনটি মেখলাগ্রস্থি করিবে ।
 যদি ফলাধিক্যে অভিপ্রেত হয় এবং জুহুও পাওয়া যায়, তাহা হইলে

তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ ; অবদান-
স্থানে চ চরৌ ঘৃতশ্ৰবং দত্বাৎ । ততশ্চরোঃ পূৰ্ব্ভাগে ঘৃতশ্ৰবং
দত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং স্থাপয়েৎ ;
অবদানস্থানে চ চরৌ ঘৃতশ্ৰবং দত্বাৎ । ততশ্চরোঃ পশ্চিমে ভাগে
ঘৃতশ্ৰবং দত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় অন্নং পুনরপি জুহ্বাং
স্থাপয়েৎ ; অবদানস্থানে চ চরৌ ঘৃতশ্ৰবং দত্বাৎ । ততো জুহ্বাং
সৰ্ব্বোপরি ঘৃতশ্ৰবং দত্বা অগ্নিমধ্যে—‘ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা’
—ইতি জুহ্বাৎ । যদি অগ্ন্যগোত্রোহগ্ন্যপ্রবরো বা তদাচরোঃ
পশ্চিমভাগে ঘৃতশ্ৰবং দত্বা অবদানং ন কর্ত্ববাম্ । ক্ষিপ্ত জুহ্বা
ঘৃতশ্ৰবং দত্বা, চক্রমধ্যে প্রাগাবর্তনমেব, চরোরুপরি ঘৃতশ্ৰবং

ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে পাঁচ শ্ৰব ঘৃত দিয়া, অগ্ন্যগোত্র-
প্রবর ব্রহ্মচারী চারি শ্ৰব ঘৃত দিয়া, ‘ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নির
উত্তরাংশে পূৰ্বাগ্র ঘৃতধারা দিবে । ‘ওঁ অনস্তায় স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নির
দক্ষিণাংশে পূৰ্বোক্তপ্রকারে ঘৃতধারা দিবে । অতঃপর ভৃগুগোত্র বা
ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে একশ্ৰব ও চক্রমধ্যে একশ্ৰব ঘৃত দিয়া,
চক্রর সেই স্থান হইতে মেক্ষণদ্বারা অন্ন (অবদান) গ্রহণ করিয়া জুহুতে
স্থাপন করিবে এবং চক্রর অবদানস্থানেও একশ্ৰব ঘৃত দিবে । তারপর
চক্রর পূৰ্ব্ভাগে একশ্ৰব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে মেক্ষণদ্বারা অন্ন অবদান
করিয়া উহা জুহুতে স্থাপনানন্তর চক্রর অবদানস্থানে একশ্ৰব ঘৃত দিবে ।
পুনরায় চক্রর পশ্চিমভাগে ঐরূপে একশ্ৰব ঘৃত দিয়া ঐ স্থান হইতে অন্ন
অবদান করিয়া জুহুতে স্থাপনপূৰ্ব্বক চক্রর অবদানস্থানে ঘৃতশ্ৰব দিবে ।
তারপর জুহুতে সমস্ত অন্নের উপর একশ্ৰব ঘৃত দিয়া ‘ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে

দত্তা হোতব্যম্ । ততো ভার্গবাদিপ্রবরো যদি ব্রহ্মচারী, তদা জুহ্বাং স্মৃতশ্ৰবদ্বয়ং দত্তা, চরোঃ পূর্বেত্তরভাগে স্মৃতশ্ৰবং দত্তা, মেক্ষণেন চরোঃ বহুত্তরমন্নং গৃহীত্বা জুহ্বাং স্থাপয়েৎ ; অবদান-স্থানে চরো স্মৃতশ্ৰবং ন দত্তাৎ । ততো জুহুশ্চরোরুপরি স্মৃত-শ্ৰবদ্বয়ং দত্তাগ্নেঃ পূর্বেত্তরভাগে—‘ওঁ স্বস্তিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা’—ইতি জুহুয়াৎ । যদ্যগ্নগোত্রোহগ্নপ্রবরস্তদা প্রথমমেক এব স্মৃতশ্ৰবো জুহ্বাং দ্যাতব্যঃ (অন্তঃ সর্বং সমানম্ ।)

ততস্তু ষষ্ঠীমর্গো মেক্ষণং ছত্বা মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা তুষ্ণীং প্রাদেশপ্রমাণসমিৎপ্রক্ষেপান্তঃ প্রকৃতং কশ্ম সমাপ্য সর্বকশ্ম-

স্বাহা’ মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে । ব্রহ্মচারী অগ্নগোত্র-প্রবর হইলে চক্রর পশ্চিমভাগে অবদান করিবে না । কিন্তু জুহুমধ্যে একশ্রব স্মৃত দিয়া স্থালীস্থ চক্রমধ্যে (পশ্চিমভাগ ব্যতীত) পূর্ব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়া জুহুস্থ চক্রর উপরে একশ্রব স্মৃত দিয়া পূর্ববৎ হোম করিবে । অতঃপর ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহুতে দুইশ্রব স্মৃত দিয়া, চক্রর পূর্বেত্তরভাগে (দৈশান কোণে) একশ্রব স্মৃত দিয়া, মেক্ষণদ্বারা ঐ স্থান হইতে অনেক অন্ন উঠাইয়া লইয়া জুহুতে স্থাপন করিবে, কিন্তু চক্রর অবদান-স্থানে আর স্মৃতশ্রব দিতে হইবে না । তারপর জুহুস্থ চক্রর উপর দুইশ্রব স্মৃত দিয়া অগ্নির পূর্বেত্তর ভাগে ‘ওঁ স্বস্তিকৃতে অচ্যুতায় স্বাহা’ মন্ত্রে হোম করিবে । অগ্নগোত্র-প্রবর হইলে, জুহুতে প্রথমে একশ্রব স্মৃত দিবে । (অপর সমস্ত কার্য একরূপ) ।

অনন্তর মেক্ষণটী অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিয়া, মহাব্যাহতি হোম করিয়া, অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ সামিধ্ নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কশ্ম

সাধারণঃ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানাস্তং উদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য
আচার্য্যায় দক্ষিণাং দত্বাৎ । পিতৈবাচার্য্যশ্চেৎ কৰ্ম্মকারয়িত্ব
পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবায় ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দত্বাৎ ॥ ইতি সাবিত্রী-
চরুহোমঃ ॥

অথ সমাবর্তনম্ ।

অথ কৃতবেদাধ্যয়নং আচার্য্যানুমতং মাণবকং সমাবর্তয়েৎ ।
তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবিষ্ণুপূজনঃ কৃতসাদ্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা,
কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা বৃতো, ব্রহ্মচারিবৃতো বাহন্যঃ এবাচার্য্য-
স্তেজোনামানমগ্নিঃ সংস্থাপ্য, বিরূপাক্ষজপাস্তাং কুশণ্ডিকাং
সমাপ্য, মাণবকং দক্ষিণে নিধায়, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং
ঘৃতান্তাং সমিধমগ্নৌ তুষণীং লত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ ।
তত আচার্য্যঃ পঞ্চালতীজু লুয়াৎ যথা—‘ওঁ প্রুজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ
গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ
অনন্ত ব্রতপতে ব্রতঃ অচারিষ্ণু তৎতে প্রব্রবীমি, তৎ অশিকং
তেন অরাৎসং, ইদং, অহিং অনুতাৎ সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥১॥ ওঁ

সমাপন-পূৰ্ব্বক সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্য গানাস্ত উদীচ্য
কৰ্ম্ম শেষ করিবে এবং আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে । পিতাই আচার্য্য হইলে
কৰ্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে । ইতি সাবিত্রীচরুহোম ॥

(১৭) অথ সমাবর্তন । — আচার্য্যের অনুমতিক্রমে অধীতবেদ মাণবকের
সমাবর্তন কর্তব্য । সমাবর্তন দিনে পিতা স্নানান্তর বিষ্ণুপূজা ও সাদ্বিক

পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা সমাবর্তনহোমে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে
 প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃত্যং সত্যং
 উপাগাং স্বাহা ॥২॥ ওঁ সন্নক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীচতুর্ভুজো
 দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ চতুর্ভুজ ব্রতপতে ব্রতং
 অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং
 অহং অনৃত্যং সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥৩॥ ওঁ সনৎকুমার ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসর্বেশ্বরো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ সর্বেশ্বর ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ
 অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং অনৃত্যং সত্যং উপাগাং
 স্বাহা ॥৪॥ ওঁ আয়ুস্মান্ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা
 সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং অচারিষং,
 তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ অশকং, তেন অরাৎসং, ইদং অহং
 অনৃত্যং সত্যং উপাগাং স্বাহা ॥৫॥

ততঃ আচার্য্য উদগ্রেষু কুশেষু উত্তরাভিমুখ উপবিশতি ।
 ব্রহ্মচারী তু আচার্য্যস্ত পশ্চিমোত্তরকোণে উদগ্রেষু কুশেষু
 বুদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া, অথবা বুদ্ধিশ্রদ্ধ করিবার পর পিতা-কর্তৃক বৃত অগ্নি
 আচার্য্য, অথবা ব্রহ্মচারি-কর্তৃক বৃত অগ্নি আচার্য্য তেজো'-নামক অগ্নি
 সংস্থাপন-পূর্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া মাণবককে
 নিজ দক্ষিণে বসাইয়া, প্রকৃতকন্দারস্তে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্-
 অমল্লক হোম করিয়া, মহাব্যাহতি হোম করিবে। তারপর আচার্য্য
 মূলোক্ত পাঁচটা মন্ত্রে পাঁচটা আজ্যহোম করিবে।

প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। ততঃ শীতোষ্ণমিশ্রিতাভিরস্তির্বীহিব-
 মাষমুদ্গাছোষধিদ্রব্যযুক্তাভিশ্চন্দনাদিগন্ধবাসিতাভিঃ পাত্রান্তর-
 স্থিতাভিঃ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতোহনেন মন্ত্রেণ
 ভূমৌ উদকাঞ্জলিং ত্যজেৎ,—‘ওঁ শৌনক ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীনারায়ণানস্তাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ অপ্স্ব অন্তঃ নারায়ণানস্তাদয়ঃ প্রবিষ্ঠাঃ, গোহ
 উপগোছো মযুখো মনোহাঃ খলো বিরুজঃ তনুদুষ্টিঃ ইন্দ্রিয়হা
 অতি তানৎ অগ্নীন্ সৃজামি ॥’১॥ ততঃ পুনস্তাভিরঞ্জলিং পূরয়িত্বা
 অনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ,—‘ওঁ ব্যাসদেব ঋষিঃ বিষ্ণাট ছন্দঃ
 শ্রীমহাবিষ্ণু দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ যদপাং ঘোরং, যদপাং ক্রুরং, যদপাং অশান্তং, অতি তৎ
 সৃজামি ॥’২॥ ততো ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতস্তাভিরস্তিঃ স্বাঞ্জলিং
 পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ আত্মানমভিষিক্তেৎ—‘ওঁ সনাতিন ঋষিঃ
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবরাহো দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিসেকে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ বরাহি ভূমিহী ভব, তেনাহং আত্মানং অভিষিক্তামি’
 ॥৩॥ ততঃ পুনরপি পূর্ববৎ স্বাঞ্জলিং পূরয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণাঃ

অনন্তর আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশাসনে উত্তরমুখ হইয়া বসিবে। ব্রহ্মচারী
 আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বমুখ হইয়া বসিবে।
 তারপর ব্রহ্মচারী বীহি-যব-মাষ-মুদ্গ প্রভৃতি ওষধি-সহিত ও চন্দনাদি-
 দ্বারা সুবাসিত, কোন পাত্রস্থিত শীতোষ্ণমিশ্রিত জলে নিজের অঞ্জলি
 পূর্ণ করিয়া আচার্য্যের আদেশক্রমে মূলোক্ত ১-সংখ্যক মন্ত্রে ঐ জলাঞ্জলিঃ

ত্বানমভিষিক্ণেৎ,—‘ও শ্রীনারদ ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো
 দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসে
 তেজসে ব্রহ্মবর্চস্মায় বলায় ইন্দ্রিয়ায় বীৰ্য্যায় অন্নাভায় রায়-
 স্পোষায় ত্বিষ্টে অ্যুপচিষ্টে ॥’৪॥ ততঃ পুনরপি পূৰ্ববদঞ্জলিং
 গৃহীত্বা অনেন মন্ত্ৰেণাত্বানমভিষিক্ণেৎ—‘ও পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী
 ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিসেকে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ যেন কৃষঃযশোগানং যেন শয্যা, যেন আসনং,
 যেন উপানং যেন ছত্রং ব্যজনং সূত্রং বসনং, যৎ যৎ সেবা যশঃ
 তে সৰ্ব্বং, তেন মাং অভিষিক্ণ ত্বম্ ॥’৫॥ ততঃ পুনরপি ব্রহ্মচারী
 তাদৃশেনাঞ্জলিনা তৃষ্ণীমাত্বানং অভিষিক্ণেৎ ।

ততোহভিষেকানন্তরং ব্রহ্মচারী উথায় প্রাঙ্কুখে শ্রীনারায়ণং
 পশ্যন্ চতুর্ভিম্বৈষ্ণুপতিষ্ঠেত—‘ওঁ বেদব্যাস ঋষিঃ বিরাট ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণঃ
 বিরাজন্ ভ্রাজভৃষ্ণুঃ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ অশ্বাৎ প্রাতঃ যাবতিঃ পার্শ্বদৈঃ

ভূমিতে ত্যাগ করিবে। পুনরায় ঐরূপ জলে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া
 মূলোক্ত ২-সংখ্যক মন্ত্ৰে উহা ভূমিতে ত্যাগ করিবে। অতঃপর ব্রহ্মচারী
 আচার্য্যাদেশে ঐ জলে নিজ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মূলোক্ত ৩-সংখ্যক মন্ত্ৰে
 নিজকে অভিষিক্ত করিবে। পুনরায় ঐভাবে অঞ্জলি পূর্ণ-পূৰ্ব্বক
 মূলোক্ত ৪-সংখ্যক মন্ত্ৰে নিজকে অভিষিক্ত করিবে। পুনরায় ৫-সংখ্যক
 মন্ত্ৰে নিজকে পূৰ্ব্বক অভিষিক্ত করিবে। তারপর আর একবার
 বিনা মন্ত্ৰে ঐরূপ অঞ্জলি-দ্বারা নিজকে অভিষিক্ত করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মচারী পূৰ্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ দর্শনপূৰ্ব্বক

দশসনিঃ অসি, দশসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ
 ৥৬॥ ওঁ বৈশম্পায়ন ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীসহস্রশীর্ষা পুরুষো
 দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণো, বিরাজন্
 ভ্রাজভৃষুঃ ইন্দ্রো মরুদ্ভিঃ অস্বাৎ দিব্য যাবতিঃ আবরণৈঃ, শতসনিঃ
 অসি, শতসনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥৭॥ ওঁ
 শ্রীসনন্দন ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীহৃষীকেশো দেবতা শ্রীনারায়ণো-
 পস্থানে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণো বিরাজন্ ভ্রাজভৃষুঃ ইন্দ্রো
 মরুদ্ভিঃ অস্বাৎ সায়াং যাবতিঃ সখিভিঃ, সহস্রসনিঃ অসি, সহস্র-
 সনিং মা কুরু, আ ত্বা বিশামি, আ মা বিশ ॥৮॥ ওঁ সনাতন
 ঋষিঃ ত্রিষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবিশ্বস্তুরো দেবতা, শ্রীনারায়ণোপস্থানে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্ত-
 রাত্মা । কস্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেত কেবলো নিগুণশ্চ ॥
 ওঁ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো
 বিদধাতি কামান্ । তং পীঠগং যে অনুভজন্তি ধীরাঃ তেষাং সুখং
 শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ওঁ নমো নমস্তভ্যং নারায়ণায় ॥৯॥

ততো ব্রহ্মচারী মেখলামনে মন্ত্রেণ অধস্তান্মোচয়েৎ—ওঁ
 হরি ঋষিঃ অনুষ্টিপ্ ছন্দঃ শ্রীবসুদেবাত্মজো দেবতা মেখলামৌচনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশং অস্বাৎ অব অধমং বি মধ্যমং
 শ্রথায় । অথঃ বিষ্ণো ব্রতে বয়ং তব অনাগসঃ শ্রিঠৈ
 স্ত্যাম ॥১০॥ তত আচার্য্যো বৈষ্ণং পালাশং বা দণ্ডং অর্গো

মূলোক্ত ৬-৯-সংখ্যক চারিটি মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তারপর ব্রহ্মচারী
 মূলোক্ত ১০-সংখ্যক মন্ত্রে মেখলা নীচের দিক্ দিয়া খুলিবে। তারপর

ক্ষিপ্তা, মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাক্তাং
 সমিধং তৃষ্ণীমর্গৌ ছত্বা প্রকৃতং কৰ্ম সমাপ্য, সৰ্বকৰ্মসাধারণঃ
 শাট্যায়নহোমাদি, বামদেব্যাগানান্তং উদীচ্যং, কৰ্ম সমাপয়েৎ।
 ততো ব্রহ্মচারী কাষ্ঠাদিরৈষ্যবান্ ব্রাহ্মগান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ং
 ভুক্ত্বা শিখাবর্জ্জং কেশ-শ্মশ্রু নখানাং স্ফোটনং কারয়িত্বা স্নাত্বা
 অহতে বাসসী পরিধায় কৃতালঙ্কার অনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞোপবীত-
 দ্বয়ং পরিদধ্যাৎ,—‘ওঁ সনন্দন ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ
 দেবতা সমাবর্তনে যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞো-
 পবীতং অসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেন উপনহামি’ ॥১১॥
 [কালান্তরেহপি হিন্নং যজ্ঞোপবীতং জলে ত্যক্ত্বা অপরং
 এতন্নদ্রাভিমদ্বিতং গৃহীয়াৎ।] ততঃ স্নাতকৌহনে মন্ত্রেণ
 মূর্দ্ধি স্রজং বধ্নীয়াৎ,—‘ওঁ করভাজন ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
 শ্রীভাগবতী দেবতা, স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীঃ অসি,
 ময়ি ভাগবতী রমস্ব’ ॥১২॥ ততো স্নাতকঃ অনেন মন্ত্রেণ চর্ম-
 পাটুকায়ুগলে চরণৌ নিদধ্যাৎ—‘ওঁ জমদগ্নিঃ ঋষিঃ বিরাদ্
 গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীউপেন্দ্রাচ্যুতৌ দেবতে উপানৎ-পরিধানে

আচার্য্য বিশ্ব বা পলাশের দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম
 করিয়া, প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া প্রকৃতকৰ্ম
 সমাপন-পূৰ্ব্বক সৰ্বকৰ্মসাধারণ শাট্যায়নাদি বামদেব্যাগানান্ত উদীচ্যকৰ্ম
 শেষ করিবে।

অতঃপর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া
 এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া, শিখা ব্যতীত কেশ-শ্মশ্রু-লোম-নখ কাটাইয়া

বিনিয়োগঃ, ওঁ নেত্রৌ শ্বে, নয়ত মাম্ ॥১৩॥ ততো স্নাতক
 আত্মপরিমিতং বৈগবং দণ্ডমেনেন মন্ত্ৰেণ গৃহ্নাতি—‘ওঁ পরমেশ্বর
 ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকেশবো দেবতা, দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ নারায়ণস্য ত্বং বিহিতো, গন্ধর্বেবাহসি, উপ মা অব’ ॥১৪॥
 ততস্ত্যক্তং কৃষ্ণসারাজিনং যজ্ঞোপবীতঞ্চ দণ্ডোপরি নিদধ্যাৎ ।
 ততো স্নাতক আচার্য্যসমীপং গত্বা সপরিষদমাচার্য্যমনেন মন্ত্ৰেণ
 পশ্যেৎ—‘ওঁ সনন্দন ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঈশ্বরার্চাচার্য্যো
 দেবতা, আচার্য্যপরিষদ-বীক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ
 প্রিয়ো কো ভূয়াসম্ ॥১৫॥ অথ স্নাতক আচার্য্যসমীপং গত্বা
 উপবিশ্য প্রসারিতাঙ্গুলিনা দক্ষিণহস্তেন মুখমাচ্ছাণ্ড মুখভবং
 প্রাণবায়ুং সংস্পর্শন্ ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—‘ওঁ করভাজন ঋষিঃ
 সাবিত্রী ছন্দঃ সনাতনো দেবতা, মুখ্যপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ,
 ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী, দন্তপরিমিতঃ পরিঃ, জিহবে মা, বিহ্বলো
 বাচং, চারু মা ত্বেহৃ বাদয়’ ॥১৬॥ আচার্য্যস্তুং পাণ্ডুদিভিরচ্চয়েৎ ।

স্নান করিবে, নূতন বস্ত্রদ্বয় ও স্নানকারী পরিধান করিবে এবং মূলোক্ত
 ১১-সংখ্যক মন্ত্রে দুইটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে । [অপর সময়েও
 ছিন্ন যজ্ঞোপবীত জলে ফেলিয়া দিয়া উক্ত মন্ত্রে নূতন উপবীত ধারণ
 করিবে] । তারপর স্নাতক মূলোক্ত ১২-সংখ্যক মন্ত্রে মস্তকে মালা
 ধারণ করিবে । তদনন্তর স্নাতক মূলোক্ত ১৩-সংখ্যক মন্ত্রে চর্মপাদুকাতে
 নিজ চরণদ্বয় স্থাপন করিবে । অতঃপর স্নাতক স্বপ্রমাণ দীর্ঘ বংশদণ্ড
 ১৪-সংখ্যক মন্ত্রে গ্রহণ করিবে । পরিত্যক্ত কৃষ্ণসারাজিন ও যজ্ঞোপবীত
 দণ্ডোপরি স্থাপন করিবে । তারপর স্নাতক আচার্য্যসমীপে গিয়া

ততো স্নাতকো গোযুগসহিতস্ত রথস্ত সমীপং গত্বা, পক্ষস্-শব্দ-
 বাচ্যং কুবরবাহুশব্দবাচ্যং বা রথাবয়বদ্বয়ং স্পৃশন্ অনেন মন্ত্রেণ
 পাদত্রয়েন রথমারৌহেৎ—‘ওঁ, নারদ ঋষিঃ’ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ
 শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা, রথাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বনস্পতে বীড়ুল্লো
 হি ভূয়াঃ, অশ্বৎসথা প্রতরণঃ সুবীরঃ, গোভিঃ সুলঙ্কোহসি
 বীড়য়স্ব’ ॥১৭॥ ততোহনেন মন্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি—
 ‘ওঁ পরমেশ্বর ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা রথোপবেশনে
 বিনিয়োগঃ, ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেহানি’ ॥১৮॥ ততঃ প্রাঙ্-
 মুখ উদঙ্-মুখো বা স্নাতকে রথেন গত্বা দক্ষিণেন পুরাবৃত্যা-
 চার্য্যসমীপমাগচ্ছতি। আচার্য্যঃ পুনস্তস্মৈ পাছাদিকং দত্বাৎ।
 ততো যদি পিতৃবাচার্য্যস্তদা কৰ্ম্মকারয়িত্ব পাঞ্চরাত্ৰিক-বৈষ্ণবায়,

সগোষ্ঠী আচার্য্যকে মূলোক্ত ১৫-সংখ্যক মন্ত্রে দর্শন করিবে। তদনন্তর
 স্নাতক আচার্য্যের নিকট আসিয়া, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীসকল প্রসারণপূর্ব্বক
 ঐ দক্ষিণহস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া, মুখোদগাত প্রাণবায়ু স্পর্শ করিয়া
 মূলোক্ত ১৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। আচার্য্য, তখন পাছাদিদ্বারা
 স্নাতকের অর্চন করিবে। অনন্তর স্নাতক গো-যুগল-সহিত রথের নিকট
 গিয়া পক্ষ ও কুবর নামক রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করিয়া, মূলোক্ত
 ১৭-সংখ্যক ত্রিপাদবিশিষ্ট মন্ত্রে রথে আরোহণ করিবে গবং মূলোক্ত
 ১৮-সংখ্যক একপাদবিশিষ্ট মন্ত্রে রথে উপবেশন করিবে। তারপর স্নাতক
 রথে চড়িয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে কিছুদূর গিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ফিরিয়া
 আচার্য্যের নিকটে আসিবে। আচার্য্য পুনরায় তাহাকে পাছাদি অর্পণ
 করিবে। তারপর পিতা আচার্য্য হইলে কৰ্ম্মকারক পাঞ্চরাত্ৰিক বৈষ্ণবকে,

যদি অন্ম এষ আচার্য্যঃ কৃতস্তদা তস্মৈ, অন্তোভ্যো বৈষ্ণব-
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ। ততঃ কাষাাদিবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-
সেবাং, জীবসন্তর্পণঞ্চ কুর্যাৎ। বৈষ্ণব্যপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণনাম
যথাশক্তি জপেৎ। দণ্ডবৎ প্রণতিঞ্চ কুর্যাৎ। ইতি সমাবর্তনম্।

• ইতি শ্রীসংক্রিয়াসারদীপিকা সমাপ্তা

অন্ম আচার্য্য হইলে সেই আচার্য্যকে এবং অপর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকেও
দক্ষিণা দিবে। অনন্তর কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের সেবা ও জীব-সন্তর্পণ
করিবে। বৈষ্ণব্যপ্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণনাম যথাশক্তি জপ করিবে।
শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবৃক্ক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ইতি সমাবর্তন ॥

ইতি শ্রীসংক্রিয়াসার-দীপিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাগবতী বাণী

নেহ যৎ কৰ্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।

ন তীৰ্থপদসেবায়ৈ জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥ (ভাঃ ৩।৩।৫৬)

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কৰ্ম ধৰ্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধৰ্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, বাহার সেই ধৰ্ম্ম নিকাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য বাহার তীৰ্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা ।

ধৰ্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম ॥ (ভাঃ ১।২।৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা কৃচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধৰ্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথা শ্রম-মাত্র ।

ধৰ্ম্মশ্চ হ্যাপবর্গশ্চ নার্থোহর্থাযোপকল্পতে ।

নার্থশ্চ ধৰ্ম্মৈকান্তশ্চ কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ (ভাঃ ১।২।৯)

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈকধৰ্ম্ম্য ধৰ্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধৰ্ম্মের যে অব্যক্তিচারী অর্থ, তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই ।

কামশ্চ নেন্দ্রিয়প্রীতীর্লাভে জীবতে ব্যবতা ।

জীবশ্চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কৰ্ম্মভিঃ ॥ (ভাঃ ১।২।১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিনই জীবন থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি ফল প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ।

সংক্রিয়াসার-দীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
সংক্রিয়াসার-রচনার উদ্দেশ্য	১	স্বতন্ত্র-ঈশ্বরত্ব-নিষেধ	১০
উহার মূলে মাধু-আজ্ঞা	১	সর্বর্ষি-শব্দের বিষয়	১০
উহার মূলভূত শাস্ত্রসমূহ	২	দিক্শব্দের বিষয়	১৪
সম্বন্ধ-শ্লোকার্থ	২	অধঃ-শব্দের বিষয়	১৪
প্রণাম-শ্লোকার্থ	৩	উর্ক্-শব্দের বিষয়	১৪
পরমানন্দ-শব্দের ব্যাখ্যা	৪	মূর্ত্ত-শব্দের বিষয়	১৪
প্রয়োজন-শ্লোকার্থ	৪	অমূর্ত্ত-শব্দের বিষয়	১৫
অনন্ত-শব্দের তাৎপর্য	৪	অস্তঃ-শব্দের বিষয়	১৫
গৃহি-দ্বিজাদিপদের বিষয়	৪	বহিঃ-শব্দের বিষয়	১৫
ভগবদ্বাক্তের ও ভগবদ্বাক্তাস্তর্গত		সর্বমিদং নারায়ণঃ—ইহার	
পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা	৫	তাৎপর্য	১৬
বিষয়-শ্লোকার্থ	৬	নারায়ণই একমাত্র দেবতা—ইহার	
গোবিন্দভক্ত-শব্দের বিষয়	৭	তাৎপর্য	১৭
পিতৃ-দেবার্চন-নিষেধে প্রমাণসমূহ	৭	সামুখ্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
অনন্তশরণভক্তের পিতৃদেবার্চন		অব্যয়-বিষ্ণু	১৮
শাস্ত্রনিষিদ্ধ	৭	সালোক্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
নারায়ণোপনিষৎ	৮, ১০৪	পদ-বিষ্ণু	১৮
নারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যা	১০	সান্নিধ্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ শ্রীনারায়ণ	১২	পার-বিষ্ণু	১৮
নারায়ণব্যতীত অপর সকল দেবতার		সারূপ্যাভিলাষীর প্রাপ্য	
		পরম-বিষ্ণু	১৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
অব্যয়-পদ-বিষ্ণুর অর্থ	১৯	মুকুন্দসেবাধারা সর্ববিধ ঋণমুক্তি	৩২
ভগবৎপূজাধারা সকলের	০	সর্বাঅনা-পদের তাৎপর্য	৩২
পূজা ও তুষ্টি	২০, ২২	শুদ্ধান্তঃকরণতা	৩৩
আদিপুরুষ-পদের অর্থ	২১	ঋণি-কিঙ্কর-শব্দের অর্থ	৩৪
দশ প্রাণ	২২	অন্যদেবাদির-অর্চনের নশ্বরতা	৩৫
অচ্যুত-শব্দের অর্থ	২৩	দেবব্রত ও পিতৃব্রতগণের গতি	৩৬
কৃষ্ণোপনিষৎ	২৪	কৃষ্ণভক্তগণের পিতৃসেবা	৩৬
কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব	২৫	ভূতব্রতগণের গতি	৩৭
পুরুষোত্তমত্ব-ব্যাখ্যা	২৬	কৃষ্ণের অনন্যশরণসেব্যত্ব	৩৭
কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের		পিতৃদেবার্চননিষেধে—	
তুষ্টি রতা	২৬	তৃতীয় প্রমাণ	৩৮
কৃষ্ণের সর্বকর্মমূলতা	২৮	বৈষ্ণব-শব্দের অর্থ	৩৮
কৃষ্ণেরই একমাত্র পূজ্যত্ব	২৯	পিতৃদেবার্চননিষেধে—	
কাশংকদাদীশমুখপ্রভুপূজা		চতুর্থ প্রমাণ	৩৯
বাক্যের অর্থ	২৯	অন্যদেবতাপূজনে বিষ্ণুভক্তের	
কৃষ্ণভক্তের প্রত্যবায়ান্ত্রব	৩০	পতন	৩৯
পিতৃদেবার্চন-নিষেধে—		পিতৃদেবার্চননিষেধে—	
দ্বিতীয় প্রমাণ	৩০	পঞ্চম প্রমাণ	৪০
পিতৃ-দেবার্চনাদি-শব্দের অর্থ	৩০	বৈষ্ণবের স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তনিষেধ	৪১
সঙ্কল্প-শব্দের অর্থ	৩১	সাত্বত-প্রায়শ্চিত্ত-বিধান	৪১
দান-শব্দের অর্থ	৩১	নারদপঞ্চরাত্রে উহার ব্যবস্থা	৪২
মহুগ্যমাত্রের ছয় ধরণ ও উহার		অনন্যশরণতা-বিবেক	৪৩
অধীনতার শাস্ত্র-প্রমাণ	৩১	পিতৃদেবার্চননিষেধে বর্ষ প্রমাণ	৪৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
কশ্মিগণের সর্বদেবতা যজনের আবশ্যকতা	৫৬	কৃষ্ণই একমাত্র শরণ	৬১
সর্বদেবতা-যজনের ন্যূনতায় কশ্মের বিফলতা	৪৬	অনন্তশরণতা-বিবেক	৬৩
এ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৪৬	ভগবন্তজনেই নৈকস্ম্য	৬৪
" " দ্বিতীয় প্রমাণ	৪৭	গোবিন্দবহিষ্কৃতগণের আতিথ্যাতিরিক্ত সেবায়	
" " তৃতীয় প্রমাণ	৪৯	নামাপরাধ	৬৫
" " চতুর্থ প্রমাণ	৫০	অন্তদেবতার নিন্দা-স্তুতি অকর্তব্য	৬৬
অসম্পূর্ণ-ক্রিয়াকরণে কশ্মীর প্রত্যবায়	৫১	অন্তশেষ-ধারণ-নিষেধের অর্থ	৬৭
শুদ্ধভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ	৫১	গোবিন্দবহিষ্কৃতের সহিত ব্যবহার-বিধি	৬৮
সর্বেশ্বর শ্রীহরি বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের একমাত্র পূজা	৫২	ব্রাহ্মণের আদিবৈষ্ণবতা	৬৯
দেবতাস্তর-যজ্ঞন অবিধি	৫৩	ব্রাহ্মণের চাণ্ডালতা	৬৯
অবিধিপূর্বক ভগবন্তজুন	৫৩	দেবতাস্তর পূজায় অবৈষ্ণবের ও অপরাধ	৭০, ৭০
ভক্তস্তাবিধিপূর্বকং-শ্লোকের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা	৫৪	এ বিষয়ে ১-২য় প্রমাণ	৭০, ৭১
শুদ্ধস্ব কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ	৫৭	বিষ্ণুসেবাকালে 'সদগুরু-লাভ ও পতিনিষ্ঠরূপে বিষ্ণুভক্তি	৭২
দেবতাস্তরপূজার তুচ্ছতা	৫৭	ভগবন্তজের সদগ্রহণের কর্তব্যতা	৭৩
একমাত্র কৃষ্ণই পরিপূর্ণকাম কৃষ্ণমায়ামুগ্ধ ব্যক্তির দেবতাস্তর ভজন ও মূর্ততা	৫৯	সৎ-শব্দের ব্যাখ্যা	-৩
চতুর্দশভুবনে একমাত্র শ্রীহরিরই পূজ্যত্ব	৬০	সস্তাবপদের সাত প্রকার অর্থ	৭৪
		সাধুভাব পদের অর্থ	৭৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রশস্তকর্ম পদের পাঁচ প্রকার		অভক্ত কর্মী সর্কপাপকারী কেন	৮৫
অর্থ	৭৬	ভক্তকৃত পাণ্ডা ধর্ম—	
বিষ্ণুযজ্ঞ সর্কদিবসব্যাপী	৭৬	ইহার তাৎপর্য	৮৬
সং-শব্দে—বিষ্ণুযজ্ঞ, তপস্যা,		সর্ককর্মীহুষ্ঠাতা অভক্তের	
দান, তদর্থীয় কর্ম	৭৭-৭৮	নরক-প্রাপ্তি	৮৬
শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র কর্তব্য	৭৮	বিষ্ণুভক্তমাত্রের	
দেব-পিতৃগণের অবশ্যপূজ্যত্ব	৭৯	সর্বোত্তমতা	৮৭
গোবিন্দপূজাতে সকলের		বর্ণসকলের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্ব	৮৮, ৮৯
পূজা	৭৯	সঙ্করাস্ত্যজাদির উত্তমতার হেতু	৮৮
ঐ বিষয়ে প্রথম প্রমাণ	৭৯	শুদ্ধ একাদশ প্রকার	৮৮
ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৮০	ব্রাহ্মণের ভাগবতোক্ত	
" " তৃতীয় প্রমাণ	৮২	অষ্ট ও দ্বাদশ গুণ	৯০
" " চতুর্থ প্রমাণ	৮৪	ব্রাহ্মণের মহাভারতোক্ত	
হরি-নাম-কীর্তনপূজাতে		দ্বাদশ গুণ	৯০
সর্কসম্পূর্ণতা	৮০	বার্মপৈক্ষা আশ্রমের	
হরিকীর্তন কি কি ?	৮০	ক্রমিক শ্রেষ্ঠতা	৯৩
কলিযুগে কৃতার্থতার		সাধারণ গৃহস্থের কর্তব্য	৯৩
উপায়	৮১	সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ	৯৪, ৯৯
কলিতে সর্কধর্মত্যাগেও		সন্ন্যাসের অর্থ	৯১, ৯৯
কৃতার্থতা	৮৩	নিকাম কর্মের ও ফলোদয়বিষয়ে	
কৃষ্ণভক্তের সর্কধর্মীহুষ্ঠান	৮৪	প্রথম প্রমাণ	৯৬
কৃষ্ণভক্তের সর্কপাপীহুষ্ঠান	৮৪	ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ	৯৭
অভক্ত কর্মী কে ?	৮৫	ঐ বিষয়ে তৃতীয় প্রমাণ	৯৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলাচরণ	১০০	গবোপস্থাপন	১২৭
ছায়ামণ্ডপ ও বেদী	১০০	জামাতাকে বিষ্টরাদি-অর্পণ	১২৭
বিষ্ণুস্মরণ	১০১	সম্প্রদান-বিধি	১৩১
পুরুষস্কৃত	১০২	সম্প্রদানবাক্য	১৩২
স্বস্তিবাচন	১০৬	বৈষ্ণবীগায়ত্রী	১৩৩
মঙ্গলবাচন	১০৭	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণ	১৩৪
অধিবাস	১০৯	কামস্ততি	১৩৪
স্মার্তনান্দীমুখ-নিষেধ	১১৪	দক্ষিণা-বিধি	১৩৪
সাত্ত্ব-নান্দীমুখ	১১৪	বরকচার গ্রহিবন্ধন	১৩৫
বাসুদেবার্চন-ব্যবস্থা	১১৫	গবীমোক্ষণ	১৩৬
গণেশাদি-পূজা-নিষেধ ১১৬-১৭, ২৩		অচ্ছিন্নবাচন	১৩৬
বিষ্ণুর আবরণ-দেবতা প্রভৃতি ১১৭		বৈষ্ণব্যসমাধান	১৩৬
আবরণাদিরূপ অবগু পূজ্যগণ ১২১		কুশণ্ডিকা-প্রকরণ	১৩৭
পঞ্চমহাভাগবত (পার্শদ) ১২১		কুশণ্ডিকাবেদিকা	১৩৭
নবযোগেন্দ্র (পূজ্য) ১২২		অভ্যক্ষণ-ঘট	১৩৭
ভাগবতোত্তমগণ (পূজ্য) ১২২		স্বপ্নিল	১৩৮
বৈষ্ণবীগণ (পূজ্য) ১২২		অগ্নিস্থাপন-বিধি-	১৩৮
রাধাকৃষ্ণোপাসকের পূজ্য		পঞ্চরেখা	১৩৮
পার্শদগণ ১২৩		উৎকরনিরসন	১৩৯
বাসুদেব-পূজার মন্ত্রব্যবস্থা ১২৩		রেখাভ্যক্ষণ	১৩৯
জ্ঞাতিকর্ম ১২৪		অগ্নিসংস্কার	১৪০
সম্প্রদান-প্রকরণ ১২৫		অগ্নিস্থাপন	১৪০
বরণপদ্ধতি (জামাতা) ১২৬		ব্রহ্মস্থাপন	১৪২

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিজপ	১৪৪	বরবধূর মহাপ্রসাদ ভোজন	১৬৬
অগ্নিসম্বলীকরণ	১৪৫	দম্পতীর ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্যা	১৬৭
পরিসমূহন	১৪৫	বধূর পতিগৃহে গমন	১৬৭
স্বস্তিক নিবেদন	১৪৬	বধূর গৃহে প্রবেশ	১৬৮
বিংশতিকাপ্তিকাহোম	১৪৭	ধৃতিহোম	১৬৮
আজ্যসংস্কার	১৪৭	চতুর্থীহোম	১৬৯
ক্ষবসংস্কার	১৪৮	উদীচ্যকর্ম	১৭৪
উদকাঞ্জলিসেক (কুশণ্ডিকা)	১৪৯	বৈষ্ণবহোম-ক্রম	১৭৬
অগ্নিপৰ্য্যাক্ষণ	১৪৯	উদকাঞ্জলিসেক (উদীচ্য)	১৮০
বিরূপাক্ষজপ	১৫০	দর্ভজুটিকাহোম	১৭১
পাণিগ্রহণ-প্রকরণ	১৫১	পূর্ণাহুতি	১৮১
অহত বজ্র	১৫২	শান্তিদান	১৮১
মহাব্যাহুতিহোম	১৫৩	গর্ভাধান	১৮৩
ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহুতিহোম	১৫৫	অর্থ্যানুষ্ঠান-প্রমাণ	১৮৩
লাজ্যহোম	১৫৬	পুংসবন	১৮৬
কন্তাপরিণয়ন	১৫৬	সীমস্তোত্রয়ন	১৮৮
সপ্তপদীগমন	১৫৯	দর্ভপিঞ্জলী	১৯০
পতির আশীর্বাদ	১৬০	শোষাস্তীহোম	১৯৩
অভ্যাগত-আমন্ত্রণ	১৬১	জাতকর্ম	১৯৫
পাণিগ্রহণ	১৬১	নিজ্জামণ	১৯৬
উত্তর বিবাহ	১৬৪	নামকরণ	১৯৯
ঋবাদি-দর্শন	১৬৫	তিথিহোম (নামকরণ)	২০১
ভোজনাদি-ধৃতিহোম	১৬৬	নক্ষত্রহোম (নামকরণ)	২০১

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পৌষ্টিক কৰ্ম	২০১	অজিন-পরিধাপন	২২৪
অন্নপ্রাশন	২০৩	সাবিত্রী-অধ্যাপন	২২৫
মূৰ্দ্ধাভিষ্ণাণ	২০৮	ব্রহ্মচারীর ভিক্ষা	২২৬
চূড়া করণ	২০৯	ব্রহ্মচারীর হোম	২২৭
কপুষ্ণিকা	২১২	সাবিত্রীচক্ৰহোম	২২৮
কপুচ্ছল	২১৪	সমাবর্তন	২৩৫
উপনয়ন	২১৬	সমাবর্তনহোম	২৩৫
উপনয়নহোম	২১৭	নারায়ণোপস্থান	২৩৮
ব্রহ্মচারি-প্রষণ	২২২	মেথলাত্যাগ	২৩৯
মেথলাদান	২২৩	উপবীতধারণমন্ত্র	২৪০
উপবীতপরিধাপন	২২৪		

শ্লোক-সূচী

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অ		অথ নিত্যো.....ভাব্যম্	৯
অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং	১০৬	অনন্তশরণো নিত্যং	৬৩
অতসীকুসুমোপমেয়	১০৭	অনন্তশরণো ভক্তো	১১৭
অতোহস্মি লোকে	২৫	অনন্তসাধনার্থশ্চ	৬৩
অত্র পিওপ্রদো	২৭	অবিশ্মিতং তং	৫৮
অথ নিত্যো দেব.....		অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষা	৬৪
বশিচং	৯, ১০৫	অম্বরীষঞ্চ জনকং	১১৮

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অরমুক্তো বিধির্দানে	১৩১	ঋ	
অর্চয়েদ্বিবুধাংশ্চৈতু	১২০	ঋণী শ্রান্তদধীনুশ্চ	৩১
অর্চয়েন্নম্নরত্নেন	১১৭		
অর্চিতাঃ পিতরো দেবা	৭২	এ	
অর্চিতে দেবদেবেশ	৭২	এতশ্রাবরণত্নেন	১১৮
অশুকা ব্রহ্মকুজাশ্চা	১১২		
অশ্বস্তি পিতরস্তশ্চ	১১৭	ও	
অষ্টৌ ধ্বজাঃ	১০১	ওঁ অথ.....প্রলীয়ন্তে	৮, ১০৪
অস্ত তৎসর্কং	১৩৬	ওঁ অস্তাঃ সরঃ	১০৪
অস্পৃশ্যং তু	১১২	ওঁ এতাবানশ্চ	১০২
অহকারবিমূঢ়াশ্চা	২, ৩৩	ওঁ কর্মফলাপ্তঃ.....যজন্তুর্দৈ	৪৭
অহো রূপমহো	১১২	ওঁ কৃষ্ণানস্ত	১৪১
অহো স্তুনির্মলা	১১২	ওঁ কৃষ্ণো বৈ.....কৃতা	২৪-২৫
আ		ওঁ চন্দ্রমা মনসো	১০৩
আর্য্যাংর্ভে সম্প্রদাতা	১৩১	ওঁ চিদানন্দ হৃবীকেশ	১৮৪
ই		ওঁ জগন্নাথ মহাবাহো	১৮৪
ইতরেষাং দেবানাং	৩২	ওঁ তং যজ্ঞং	১০৩
ইতরেষাং তু দেবানাং	১১৭, ১১২	ওঁ তৎ সবিতুঃ	২২৫, ২২৬
উ		ওঁ তদ্বান.....সন্ন্যাসঃ হে হীতি	২৪
উতামৃতত্বস্যোশানো	১০২	ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং	১০১,
উপদেবাং স্তথা	১১১	ওঁ তস্মাৎ বিরাজায়ত	১০৩
উ		ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ...জঞ্জিরে	১০৩
উরুঃ তদশ্চ যবৈশ্চঃ	১০৩	ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ...পৃষদাজ্যম	১০৩

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ওঁ তস্মাদশ্বাহজায়ন্ত	১০৩	ক	
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ	১০৩	কদাচিন্নার্চয়েৎ	১১৭
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায়	১৩৩	কথা প্রদন্ত সর্ষত্র	১৩১
ওঁ দানবন্ধো	১৮৪	করোতু স্বস্তি মে	১০৭
ওঁ নাভ্যাসীদন্তুরিষ্কং	১০৩	কর্তা সর্ষত্র স্মতরাং	১০৮
ওঁ নারায়ণ হরে রাম	১৮৪	কর্মকারস্তাষু লিকো	৮৮
ওঁ নারায়ণায়	১৩৩	কশ্ব চৈব তৃদর্ষীয়ং	৭৬
ওঁ নিত্যো নিত্যানাং	২৩২	কলাঃ সর্ষে	১৬
ওঁ পুরুষ এবৈদম্	১০২	কল্পকোটিসহস্রাণি	১১২
ওঁ প্রজাপতিশ্চ	১০৪	কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে	১১৭
ওঁ বিশ্বাত্মন	১৮৪	কামসঙ্কল্পরহিতঃ	৪০
ওঁ বেদাহমেতং	১০৪	কাম্যানাং কশ্বাং	২৪
ওঁ ব্রাহ্মণোহস্ত	১০৩	কাষাদয়শ্চ কুর্ষন্ত	১০৭
ওঁ যঃ জেন	১০৪	কালিন্দীজলকল্লোল	১০৭
ওঁ যৎ পুরুষং	১০৩	কৃত্য যাপ্যানিকন্ধেন	২
ওঁ যৎ পুরুষণ	১০৩	কৃত্যেয়ং পদ্ধতিঃ	২
ওঁ যো দেবেভ্যঃ	১০৪	কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং	১০৭
ওঁ রুচং ব্রাহ্মং	১০৪	কৃষ্ণ মমৈব সর্ষত্র	১০৭
ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ	১০৪	খ	
ওঁ সপ্তাশ্রাসন	১০৪	খর্পরান্নারকেশাস্থি	১০০
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ	১০২	গ	
ওঁ স্বস্তি.....দধাতু	১০৬	গঙ্গা কলিন্দতনয়া	১১৮
ওঁ হরে কৃষ্ণ	১৩৪	গন্ধগুবাক-পুষ্পাণি	১৮৭

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
গাবো হ জঞ্জিরে	১০৩	তথৈব চ সদা কার্ষিঃ	১০৭
গয়ায়াং বিরঞ্জে চৈব	৯৭	তদদাতি হি	১১৯
গায়ত্রী তুলসী	১১৮	তদ্ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং	১১৭
গোপালোপাসকশ্চৈব	১১৮	তদ্বুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ	১১৯
		তন্নো কৃতে প্রত্যবায়ী	৪৯
ঘ		তমেব বিদিত্বা	১০৪
ঘটাশ্চ চিত্রিতাঃ	১০০	তস্মাৎস্বমেব বিপ্রাণাং	১২০
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে	৮২	তস্মাদত্তং পরিত্যজ্য	১১৭
		তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদো	১১৭
চ		তস্মাদ্ধৈ ব্রাহ্মণো	১১৯
চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টি	১০০	তস্মাৎ তৃপ্তা	১০৪
		তস্মাৎ পাদোদকং	১১৬
ছ		তস্মাৎ যোনিং	১০৪
ছন্দাংসি জঞ্জিরে	১০১	তস্মাৎ শাস্ত্রঙ্গলং	১০৮
		তস্মাৎ বরণপূজায়াং	১১৭
জ		তাপিত্রয়েণাপি হতস্ম	৬১
জগদ্রবকুলাদীনাং	১০০	তাস্মৈ লীকৃত্বা শূদ্রাঃ	৮৯
		তেহপি মামেব কোশ্চয়	৫৩
ত		তেন দেবা অযজন্ত	১০৩
তং পীঠগং যে	২৩৯	তে পাষণ্ডত্বমাপন্বাঃ	১১৯
ততঃ কুর্যাৎ প্রযত্নেন	১০০	তেষাং ন ভক্ষ্যৎ	৪০
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ	১০৩	তে হ নাকং	১০৪
ততো ভীগবতং	১১৮	ত্বৎপাদসলিলং	১১৯
তত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ	১১৯		
তত্র ছায়ামণ্ডপোর্কঃ	১০১		
তত্র প্রপূজয়েৎ	১১৭		
তথা ত্যক্ত্বা হরিং	৫৯		
তথা মুকুন্দানস্তাদীন্	১০৮		
তথা সীতারাময়োশ্চ	১৩৫		

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অহুতোচ্ছিষ্টশেষং	১১৯	ন দর্ভধারণং	৪৫
অং শুক্লসত্ত্বগুণবান্	১১৯	ন পশ্যেত্তান্ গায়ৈচ্চ	৪০
অং হি নারায়ণঃ	১২০	ন পশ্যেন্ন চ	৬৩
অমেব সেব্যো	১২০	ন বঁগো পবধ্ববিলাসশালী	১০৭
অমেব হি সূদা	১২০	নবপুষ্পোৎসবে মেহর্ষ্যং	১৮৪
ত্যক্তামৃতং স মুঢ়ায়া	৭০	ন রাজসী	১১৮
দ		নানাপুষ্পাদিরচিত	১০১
দময়ন্তীনলকয়োঃ	১৩৫	নানাবর্ণপতাকাশ্চ	১০০
দানং পূর্বমুখঃ	১৩১	নাশ্চঃ কশ্চিৎ	১১৯
দেবতাঃ পিতরঃ	৫০	নাশ্চঞ্চ পূজয়েদেবং	৬৩
দেবতানাঞ্চ পিতৃণাম্	১২০	নাশ্চদেবং নিরীক্ষ্যেত	১১৯
দেবতাপিতৃবন্ধুনাং	৩১	নাশ্চপ্রসাদং ভূঞ্জীত	১১৯
দেবাসভূতাপ্তনুগাং	৩২	নাশ্চান্ কদাচিৎ	১১৮
দেবহুতিকর্দময়োঃ	১৩৫	নাশ্চেষাং বিত্ততে	১১৯
দেবাদিদেবং গোবিন্দম্	১২০	নাশ্চোচ্ছিষ্টঞ্চভূঞ্জীত	৬৪
দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যেহং	২৩	নারায়ণকুলাঃ শাস্তাঃ	১২১
দেবা যদ্ যজ্ঞং	১০৪	নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম	১১৬
দৈবং কশ্ম	৩৮	নিঃশেষকশ্মকর্তা	৮৬
ধ		নিত্যং নৈমিত্তিকং	৩৮,২৫
ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ	৯০	নিত্যে নৈমিত্তিকে	১২০
ন		নিবেদিতং তব	১১৯
ন কাম্যং	৪৫	নির্মাল্যং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা	১১৭
ন তজ্জনানাং	৪০	নির্মাল্যং শঙ্করাदीনাং	১১৭

श्लोक	पत्रांक	श्लोक	पत्रांक
नैसर्गिकं शुभं	११२	पूर्वो यो देवेभ्यो	१०४
न्याः श्यानिफलं	५०	प्रणम्य सच्चिदानन्दं	२
प		प्रत्याहं यज्ञिकीलज्जः	२७
पङ्कवर्णकृतैश्चूर्णैः	१०३	प्रयाति परमं	२, १०५
पङ्कामृतं पङ्कगवां	१८७	प्रशस्ते कर्मणि	१७
पतन्ति पितरस्तु	११२	प्रसादाय वै	१११
पद्मतिं तां	२	प्राङ्मुखः सर्वदानेषु	१७१
पद्म्याः भूमिर्दिशः	१०७	प्राणोपहारात्	२२
परं स्वस्त्यनं नृणां	१०८	प्रायश्चित्तं नो वागः	४०
पलङ्गस्तम्बवायो	८८	ब	
पशुंस्तान्चक्रे	१०७	वक्ति गृहिद्विजादीनां	२
पश्चामि नाग्रच्छरणं	७१	वराय प्राङ्मुखश्चेह	२७२
पश्चिमाभिमुखीं कञ्चां	१७१	वर्णाश्रमास्त्यादीनां	२
पादोऽस्य विश्वा	१०२	वसन्तो अश्वानीषाञ्जां	१०७
पापं भवति धर्मोऽपि	८७	वासुदेवं जगन्नाथम्	१०८
पितृभृतप्रजेशादीन्	१२१	वासुदेवं परित्यज्य	१०
पितृभ्याश्चैव तदग्र्यां	११७	वासुदेवपरा मर्त्यांस्ते	८२
पुण्डरीकाक्ष गोविन्द	१०८	विदूरमति विप्रश्च	७८
पूजयन् वृद्धश्रेष्ठा	१११	विनोपसर्पत्यपरं	५८
पूजयेत् विधिना काष्ठी	११८	विप्राणां वेदविद्वेषां	११२
पूज्याद् ब्राह्मणानां	१२०	विश्वक्सेनं ससनकं	१११
पूज्याः सर्वे तु	४७	विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं	१०१
पूर्वादि क्रमतश्चाष्टौ	१०१	विष्णुः सर्वगतो	१२०

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
বিষ্ণুভক্তস্ত কুরুতে	৩৯	ভগবদ্ধর্মরক্ষার্থং	১
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো	৮৭	ভট্টশ্রীভবদেবেন	২
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেৎ	৫০	ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোহপি	৬০
বিষ্ণুচ্চারণমাত্রেণ	১০৮	ভুবনে সর্বলোকানাং	৬০
বিষ্ণোনিবেদিতং	১:৬	ভূতানি যান্তি	৩৫
বিষ্ণুর্চনে তত্র তত্র	১:৭	ভূমৌ কুর্যাৎ	১০০
বিষ্ণুর্থাৎ পদং	৯	ভূস্বর্যাং চ	১১৯
বৈষ্ণবশ্চ ন সঙ্কল্পো	৪০	ম	
বৈষ্ণবান্ ভজ্য কোত্তেয়	১২১	মঙ্গলং ভগবান্	১০৮
বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং	১১৮	মঙ্গলং হৃষীকেশোহয়ং	১০৮
বৈষ্ণবো নাশ্চবিবুধান্	৪০	মঙ্গলাচরণং চৈতৎ	১০১
বোধঞ্চ স্মরতিং	৯, ১০৫	মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণঃ	১০৮
ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ	১২০	মৎপূজনেন সর্কার্চা	২৩
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো	১১৬	মহুং স্বায়ম্ভুবং	১১৮
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতিঃ	২১৬	মন্দোদরীরাবণয়োঃ	১৩৫
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ	১১৯	মহাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৈঃ	২
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি	৯৬	মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং	১০৮
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো	৮৭	মাধবো মাধবো বাচি	১০৭
ব্রাহ্মণস্তে বভূবুস্তে	১২০	মামৃতেহত্যাংস্ত বিবুধান্	১২১
ব্রাহ্মণানাং স্বমেবেশো	১১৯	মুখং কিমশ্চ	১০৩
ব্রাহ্মণোহপি মুনিজ্ঞানী	৬৮	মুখবর্ত্তৈর্ললুলাঠৈঃ	১০১
		মুখাদিল্পশ্চাপ্লিশ্চ	১০৩
ভ		মুচ্যতে সর্লপাপেভ্যঃ	৯৮
ভক্তপ্রেমবশক্রিয়া	১৪১		

श्लोक	पत्राङ्क	श्लोक	पत्राङ्क
यमुक्त्वो घोररूपान्	१२१	यस्मात् करं	२५
युद्धिवाभिः पवित्राभिः	१००	यस्मिंश्च प्रलम्बं	१२
मोहाद् यः पूजयेदश्वं	११७, १२०	यस्मिन्नवग्रहा अर्च्याः	१११
मोहाद् यो ब्राह्मणो	१२०	यान्ति देवव्रता	३५
मोहेन कुरुते वस्तु	७८	युगे युगे च	११८
य		येर्त्तयन्ति सुरानश्वान्	११२
यः कश्चित् पुरुषो	२८	येह्यप्यश्वदेवता भक्ता	५३
यं ब्रह्म वेदास्तुविदो	१०१	येषामिन्दीवरश्यामो	१०१
यज्जश्च दानक	२०	यो न दद्यात्	१११
यज्जे तपसि दाने च	११७	र	
यत्पूजनेन विबुधाः	२०	रक्षोयकपिशाचानां	१११
यतः सर्वाणि	१२	रजस्तमः प्रकृतयः	२१
यत्र मातृगणाः	११८	राधाकान्त हरस्तसंमृति	१११
यत्र यज्जस्ति विधिना	१११	रुक्मिण्याश्वस्तथा	११८
यत्र यत्र सुराः	१११	रूपमश्विनोव्याजं	१०८
यथा ह्यलयागे तमयोः	१०५	ल	
यथा तरौमूल	२२	ललितुाश्वः सहचरीः	११८
यथा धृत्वा शूनः पूच्छं	५२	लाभस्तेषां जयस्तेषां	१०१
यद्गत्वा न निवर्तन्ते	१८	शङ्खघण्टादीनां घोषैः	१०१
यदि मोहात् तु	१२०	शतरूपाश्वयजुवयोः	१०५
यद्यर्चयेदवैश्वान्	१२१	शुक्लपूतः सदा कामः	८०
यत्सेव ब्राह्मणो	१०८	शुक्लसद्वमयो विष्णुः	११७
यस्तु विष्णुः परित्यज्य	११	शुक्लाभिर्मातृकाभिश्च	१००

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দঃ	১	সদাশিবং বৈনতেয়ং	১১৭
শ্রীকৃষ্ণোপাস কস্ত	১১৮	সনন্দুসনংকুমারো	১১৭
শ্রীগোপীজনবল্লভ	১৪১	সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণাং	২৫
শ্রীদ্রোপদীপাণ্ডবয়োঃ	১৩৫	স ভূমিং বিশ্বতো	১০২
শ্রীনারায়ণভট্টেন	২	স হেমরাশিমুৎসৃজ্য	৭১
শ্রীবিষ্ণোঃ পূজয়েৎ	১১৭	সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং	২৪
শ্রীমদগোপালভট্টোহয়ং	১	সৰ্বকৰ্ম্মশ্চ রাজেন্দ্র	৪৬
শ্রীমদগোবিন্দভক্তানাং	২	সৰ্বত্র প্রাঙ্কুথো দাতা	১৩১
শ্রীমদগোবিন্দানন্দেন	২	সৰ্ববিঘ্নানি নশ্বন্তি	১০৮
শ্রীযশোদা দেবহুতিঃ	১১৮	সৰ্বাত্মনা যঃ শরণং	৩২
শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ	১৩৫	সৰ্বে গ্রহাঃ	২০
শ্রীসীতা দ্রোপদী	১১৮	সৰ্বেষাং পিতৃদেবানাং	৪২
স		সৰ্বেষাং ভূস্বরাণাং	১১২
সংস্কৃতায়ামুক্তমায়াং	১০০	সৰ্বেষামেব দেবানাং	১২০
স এব পূজ্যো	১২৬	সাধেয্যা বিচিত্রিতাং	১০১
স কৰ্ত্তা সৰ্বধৰ্ম্মাণাং	৮৪	স্বৰ্গাপবৰ্গদং	১১৬
স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানাং	৮৪	স্বৰ্গাদেব কৃষ্ণশ্চ	১১৬
সকৃদেব হি যোহশ্নাতি	১৫৭	স্বরস্তি সাধবঃ সৰ্বে	১০৭
হ			
সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং	৩০	হরিত্রা কুঙ্কুমং	১৮৩
স জাতো অত্যরিচ্যত	১০৩	হরিনামপরা যে চ	৮০
সত্যং কলিযুগে বিপ্র	১০৮	হরিপূজাপরা যে চ	৮০
সদৃভাবে সাধুভাবে চ	৭৩	হরেরর্ঘ্যাং ভবেৎ	১৮৩
সদাগ্রদেবতাভক্তিঃ	৬৮	হরেরাম	১৩৪
সদা ভগবতী	১১৮	হর্ষাৰ্চনে বন্দেন্নিত্যং	১১৮

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সংক্রিয়ামার-দীপিকা-পরিশিষ্টে

সংস্কার-দীপিকা

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ানুমোদিতা বেদাশ্রয়পদ্ধতিঃ)

শ্রীগৌরপার্বদপ্রবরণ

শ্রীমদগোপালভট্টগোষামিনা

কৃত

বঙ্গভাষানুবাদসমলঙ্কিতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-দশমাধস্তনপুরুষবর্ষণ শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষকেণ পরমহংসপরিব্রাজকচার্যেণ শ্রীকৃষ্ণানুপ্রবরণেণ ঙ্গবিষ্ণুপাদাষ্টৌত্তর-
শতশ্রী শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোষামিপ্ৰভুণা

সম্পাদিতা

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠতো বিষ্ণাভূষণোপাধিকেন

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারিণা প্রকাশিতা চ

গোরাঙ্গা: ৪৪৯

[তৃতীয়-সংস্করণম্

ঢাকা, মনোমোহন প্রেসে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সংক্রিয়াসারদীপিকা-পরিশিষ্টে

সংস্কার-দীপিকা

গার্হস্থ্যকৃত্যসংপ্রাপ্তৌ নরমাত্রাধিকারিতা ।
ব্রহ্মচর্যাদিকৃত্যে তু ত্রৈবর্গিকমপেক্ষান্তে ॥১॥
ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশামাশ্রমো বিধিবোধিতঃ ।
স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধ নামাশ্রমঃ প্রতিষেধিতঃ ॥২॥

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ৮০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাসুধির্যন্তমহং প্রপদ্যে ॥

তস্ত পাদূজমধুপং গোপালভট্টদেশিকম্ ।

সংস্কারদীপিকাগ্রন্থকর্তারং প্রণমাম্যহম্ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা-পাত্র শ্রীবেঙ্কটভট্টের পুত্র গোস্বামী শ্রীমদ-
গোপালভট্ট মহোদয় স্বীয় প্রভুবরের আঞ্জাজক্রেমে সংক্রিয়াসারদীপিকা-নাম্নী
পুস্তিকা রচনা করিয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিকে প্রদান করিয়াছেন। এই
দীপিকার প্রথমাংশে গৃহস্থ-বৈষ্ণবের যাবতীয় স্মার্ত্ত-পদ্ধতি অর্থাৎ

সংস্কারাদিবিহীনত্বাৎ শুচনাৎ শূদ্র উচ্যতে ॥

স কস্মাদ্ ব্রহ্মচর্যাদি-সংস্কারাদিকমর্হতি ॥৩॥ (ইতি)

নিষেধবচনং যদ্যৎ পুরাণে শ্রীয়েত স্কুটম্ ।

অবৈষ্ণবপরং শুভদ্বিজৈরং তদ্বাদিভিঃ ॥৪॥

সংস্কারাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পরিশিষ্টে সংস্কার-দীপিকা-নামক গ্রন্থে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের তিষ্ণুশ্রম-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর সময় হইতে এই পর্য্যন্ত তিষ্ণুশ্রমগত মহাপুরুষগণ এই গ্রন্থ-সম্মত সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আচার্য্যবর ভট্টগোস্বামীর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আর কোনপ্রকার অজ্ঞানজনিত উৎপাত ঘটবে না, আশা করি।

গৃহস্থ-কৃত্য-লাভে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিন আশ্রমের কর্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের অপেক্ষা আছে, অর্থাৎ উক্ত তিন আশ্রমে এই তিন বর্ণের অধিকার ॥১॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রবিহিত। স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজ বন্ধু অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণের আশ্রমাধিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ॥২॥

শূদ্র সংস্কারাদিবিহীন এবং জ্ঞানাভাবে শোকের বশীভূত হয় বলিয়া শূদ্র-নামে অভিহিত হয়। তাদৃশ শূদ্র কিরূপে ব্রহ্মচর্য্যাদি ও সংস্কারাদির অধিকার পাইবার যোগ্য হইবে? ৩। (১ম-৩য় শ্লোক পর্য্যন্ত পূর্বপক্ষ) ।

(উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—শূদ্রের অশ্রমাধিকারাদি) সম্বন্ধে যে-সমস্ত নিষেধ-বাক্য পুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্বাদিগণ (অর্থাৎ তাৎপর্য্যবিচারপরায়ণগণ) সেই সমস্তকে স্পষ্টই অবৈষ্ণবপর বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ ঐ সকল যাবতীর নিষেধ-বাক্য

সংস্কার-দীপিকা

বৈষ্ণবস্তু দ্বিধা প্রোক্তঃ,—সামান্যঃ, সাম্প্রদায়িকঃ ।

সামান্যস্তাত্ত্বিকো জ্ঞেয়ো, বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ ॥৫॥

সম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্মাৎ — গৃহি-ন্যাসি-প্রভেদতঃ ।

তাপাদি-পঞ্চসংস্কারগ্রহণাদ্ গৃহী সংজ্ঞিততঃ ।

তাপাদি-দশসংস্কারসম্পন্নো ন্যাসী সম্মতঃ ॥৬॥

অবৈষ্ণব শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে । শূদ্রকূলে উৎপন্ন পুরুষ বা স্ত্রী যদি কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধা অনগ্না ভক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে সে-সমস্ত নিষেধ-বাক্য প্রযোজ্য নহে । শূদ্র স্বভাবতঃ মুর্থ, অতঙ্ক ও শোকাবিষ্ট । যদি কোন শূদ্র কোন ভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ব্রহ্ম-ধর্ম-স্বভাব লাভ করেন, তখন তিনি আর শূদ্র নহেন । এই সিদ্ধান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রের 'ন শূদ্র ভগধন্তজা' ইত্যাদি সহস্র বচনে এবং সত্যকাম-জাবালি প্রভৃতির বৈদিক স্মৃতিসূত্র হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে * । সংক্রিয়া-সারদীপিকায়,—গৃহস্থশ্রম হইতে সন্ন্যাসপর্য্যন্ত যে উর্দ্ধোর্ধ্বক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কেবল অন্তঃপ্রবেশই সন্ন্যাস-লাভের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্তরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজকূলে জাত পুরুষ যখন সন্ন্যাসধর্মের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি গৃহ ত্যাগ করিতে পারেন । সেই যোগ্যতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্বদেহই গৃহস্থশ্রমে বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য ॥৪॥

জগতে বৈষ্ণব দুই প্রকার—'সামান্য' ও 'সাম্প্রদায়িক' । 'সামান্য'-বৈষ্ণব উত্তমগুরু অর্থাৎ সদৃগুরুর অভাবে 'তাত্ত্বিক' বলিয়া পরিচিত । 'সাম্প্রদায়িক'-বৈষ্ণবগণ সদৃগুরুপরম্পরার আশ্রয়ে আচার্য্যের বলে 'বৈদিক' ॥ অর্থাৎ তাঁহারা সাত্বত-তত্ত্বমতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা

*এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার'-গ্রন্থের ১৪শ বহু 'বর্ণধর্মতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য ।

সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবান্দো—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরুষসরঃ ।
 ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো দশনামা * প্রসিধ্যতি ।
 বৈষ্ণবো ভক্তিমান্ন্যাসী সদা বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥৭॥
 অবিচো বা সবিচো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ ।
 বৈষ্ণবোহহং গুরুরহমনচো মৎপরায়ণঃ ।
 ত্যক্তবর্ণাশ্রমোহনচ্যস্ত্যক্তস্তদ্বর্ষ্ম এব সঃ ॥৮॥†

করিলেও বেদতত্ত্বজ্ঞান-বলে বৈদিক বলিয়া আখ্যাত হন ॥৫॥

সৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে দুই প্রকার । ষাঁহার দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি পঞ্চ সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া অনন্ত কৃষ্ণোপাসক, তাঁহারাই গৃহী । আর ষাঁহার দৈব-বর্ণাশ্রমে তাপাদি দশ-সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া অনন্ত কৃষ্ণোপাসক চতুর্থাশ্রমী, তাঁহারাই সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকৃত ॥৬॥

সন্ন্যাসী প্রথমতঃ দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী । মায়া-বাদ আশ্রয়পূর্বক নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ দশনামী সন্ন্যাসিগণ—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী । ভক্তিমাগ আশ্রয়পূর্বক সর্বদা বিষ্ণুসেবাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ—বৈষ্ণব বা বিষ্ণু-সন্ন্যাসী ॥৭॥

* তীর্থাশ্রম-বনারণ্যগিরি-পর্বত-সাগরাঃ ।

সরস্বতী ভারতী চ পুরীনামানি বৈ দশ ॥

† আদিপুরাণে যথা—অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ ব্রহ্মামি সর্বদা ॥ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্ । সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ॥

অত্র ব্রাহ্মণমাত্রস্য শরীরেণ নির্দেশাৎ গুরুবৈষ্ণবয়োস্তুল্য-
বর্ণাশ্রময়োৰুদাসীনসন্ন্যাসি- পরমহংসাবধূতয়োরাশ্রয়রূপেণ
নির্দেশো মহত্মমৰ্য্যাদয়া স্বয়ং ভগবতৈব কৃত ইত্যতো গৃহি-
বৈষ্ণবাদপ্যনয়োৰ্বর্ণচিহ্নধৰ্ম্মত্যাগেন, সন্ন্যাসগতচিহ্নাদিত্যাগেনা-
বধূতপরমহংসস্ত চ মহান্নাহাঅ্যং সূচিতম্ ॥৯॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—“বিদ্যাযুক্তই হউন, আর বিদ্যাহীনই হউন,
ব্রাহ্মণ আমার দেহস্বরূপ; অনন্ত মৎপরায়ণ বৈষ্ণব-গুরু—আমি, অর্থাৎ
আমার আত্মস্বরূপ। যিনি আমারই জন্ত বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম ত্যাগ
করিয়াছেন, তিনি অনন্ত।”

এস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রভেদ জানা আবশ্যিক। অবিদ্যাহেতুই
জীবের সংসার, বিদ্যাধারাই জীবের সংসারমুক্তি। সংসারী ব্রাহ্মণ
বেদজ্ঞানালঙ্কৃত হইয়া সংসারী জগতে গুরুরূপে বর্তমান। সন্ন্যাস করিলেও
বর্ণাভিমানের কিছু কিছু অবশেষ থাকে বলিয়া তিনি শুদ্ধ আত্মস্বরূপে
অবস্থিত হইতে অক্ষম। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভগবানের শরীররূপে গ্রাহ্য
হইলেও অনেক স্থলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না। কিন্তু অন্তঃভাবে
ভগবৎপরায়ণ ভগবন্তুল্য যে-কোন বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইলেও সৰ্বলজীবের
গুরু এবং ভগবানের আত্ম-স্বরূপ। কারণ, তাদৃশ ভগবন্তুল্য বর্ণাশ্রম ও
বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মকে অর্থাৎ সৰ্বল মায়িক অভিমানকে ভগবানেরই জন্ত সৰ্বতো-
ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণতার সহিত সঙ্কর্মের সংযোগ হইলে
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা হয়। আর, ব্রাহ্মণত্বাভিমান পরিত্যাগপূৰ্বক
সঙ্কর্ম গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয়। সুতরাং সকল বর্ণ হইতেই
পারমাণ্বিক ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা লাভ করা যাইতে পারে ॥ ৮ ॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্রং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥১০॥

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাদিধারিণঃ ।

সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভূঃ ॥১১॥

এহলে ব্রাহ্মণমাত্রকে ভগবানের শরীররূপে নির্দেশহেতু 'বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগপূর্বক' উদাসীন-সন্ন্যাসী ও পরমহংস অবধূত গুরু-বৈষ্ণবকে স্বয়ং ভগবান্‌ই (গুরু-বৈষ্ণবের) মহত্বের মর্যাদা প্রদানপূর্বক নিজের আত্ম-স্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং বর্ণচিহ্ন ত্যাগহেতু ইহাদের গৃহ-বৈষ্ণব অপেক্ষা এবং সন্ন্যাসচিহ্ন ত্যাগহেতু অবধূত-পরমহংসের (সন্ন্যাসী অপেক্ষা) পরম মাহাত্ম্য সূচিত হইল ॥৯॥

সংক্রিয়াসার-দীপিকা-লক্ষণাবিত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদি মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভগবানের দেহবিশেষ—ইহা নিশ্চিত আছে । শরীর বলিলে বাহ্য সম্মান বুঝিতে হইবে । যে গৃহস্থ-বৈষ্ণব অধিকারী হইয়া বর্ণচিহ্ন ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হইবেন, তিনি বর্ণী ব্রাহ্মণ হইতে স্নানস্তম্ভে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি ভগবানের আত্মস্বরূপ, প্রিয় । আবার যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম আচরণ করিতে করিতে অধিকার লাভকরতঃ সন্ন্যাস-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস-অবধূত হইবেন, তাঁহাকে ভগবানের অতীব প্রিয় জানিতে হইবে । সর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সবিষ্ঠ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সামান্ত বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রাপ্তাধিকার সন্ন্যাসী গৃহী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পরমহংস অবধূত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণভক্তির পরিমাণই শ্রেষ্ঠতার হেতু ।

যে রূপ কাঁসা রসবিধান অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা

তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্ ॥১২॥

ন শূদ্রা ভগবন্তুক্তাস্তেহপি ভাগবতোক্তমাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তাঃ জনার্দিনে ॥১৩॥

চণ্ডালোহপি মুনিশ্চেষ্ঠে। হরিভুক্তিপরায়ণঃ ।

হরিভুক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥১৪॥ †

স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (সদগুরু নিকট পাণ্ডুরাত্রিকী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা (যে-কোন বর্ণের) নরমাত্রেয়ই বিপ্রত্ব সাধিত হয় ॥১০॥

তাহার (সেই ভক্ত রাজার) রাজ্যে অন্ত্যজগণও শঙ্খ-চক্রচিহ্নাদি ধারণপূর্বক বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের স্থায় শোভাশালী হইয়াছিলেন ॥১১॥

এই পুরাণবাক্যে প্রমাণিত হয় যে, যে-কোন বর্ণোৎপন্ন বা অন্ত্যজ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বভাব লাভকরতঃ বৈষ্ণব-সদগুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের সহিত সমান অধিকার লাভ করেন ।

তপশ্চা, শ্রুতি অর্থাৎ বেদজ্ঞান এবং যোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকূলে জন্ম— এই তিনটি ব্রাহ্মণত্বের সাধারণ হেতু । অর্থাৎ যাহারা এই লক্ষণত্রয়যুক্ত, তাহারা সামান্তঃ ব্রাহ্মণ ॥১২॥

এই সামান্ত ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু । সেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্বিজত্ব লাভ করেন । দ্বিজত্বে যদি বৈরাগ্যধর্মের উদয় হয়, তবে তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী হন । ব্রাহ্মণকূলে জন্ম না হইলেও যিনি ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিবেন, তিনিও পরমার্থ-বিচারে ব্রাহ্মণ । মহাভারতের বনপর্ক, ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ, মনু, জাবালোপনিষৎ ও

† "বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাৎ...ভূরিমানঃ"—(ভাঃ ৭।২।১০)

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভুজতে মামন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥১৫॥

বজ্রসূচিকোপনিষদের বাক্যসকুল বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রমাণিত হইবে। বিশেষতঃ কলিকালে যোনি-লক্ষণটির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তপঃ ও শ্রুতি ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গৃহীত না হইলে শাস্ত্রীয় ধর্ম আরু থাকে না।

অতএব শূদ্রগৃহে জাত ব্যক্তি অকপট ও উত্তম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিলে ভাগবতোত্তম হইতে পারেন। সকল বর্ণমধ্যেই যাহারা ভগবদ্ভক্ত নহেন, তাহারাও শূদ্র ॥১৩॥

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণও হরিভক্তিবিহীন হইলে চণ্ডালেরও অধম হন ॥১৪॥

এস্থলে একরূপ পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা আছে,—কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি নিরূপণ এবং সন্ন্যাসাদির অধিকার বিচার করিবার প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতীত সঙ্গশে জন্মলাভহেতু যে-সকল সদাচার বংশানুক্রমে লভ্য হয় এবং লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে, হঠাৎ উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তিতে কিরূপে তাহার সম্ভাবনা হইতে পারে? তদন্তরে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন যে,—সর্বত্রই প্রকৃত সাধুর মাহাত্ম্যাদিক্য, বংশগত সদাচার লাভ করিয়াও যদি হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিলেশ না থাকে, তাহা হইলে উহাতে কি ফল? ভগবদ্ভক্তিই জীবের সাধুত্বের একমাত্র লক্ষণ। যাহার অনন্ত ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই সাধু। সদাচার শিক্ষা করিয়াও অনেকে কপটতাপূর্বক ভক্তি-শূণ্য হইতে পারেন। সুতরাং সমস্ত সদাচার থাকা-সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির

সংস্কার-দীপিকা

মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্ম্যাঃ পাপযোনয়ঃ ।

(স্বিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্) ॥১৬॥*

শূদ্রজাতি-বিদুরশ্চাশ্রমাস্তুরং হি দৃশ্যতে ॥১৭॥

অহোবত স্বপচোহত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।

তেপুস্তপাস্তে জুহ্বুঃ সন্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্না গন্তি যে তে ॥১৮॥

হৃদয় ভগবদ্ভক্তিশূণ্ণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন প্রকারেই সাধু বলা যাইতে পারে না ।

পক্ষান্তরে অসৎশে জন্মহেতু অতি চরাচার ব্যক্তিও (অর্থাৎ সদংশ-সুলভ সামাজিক ও শারীরিক আচার-বিষয়ে অতি হীন ব্যক্তিও) যদি অনগ্রচিত্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে । কারণ, তিনি সর্বতোভাবে ব্যবসিত অর্থাৎ সুবিচারিত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥১৫॥

যিনি অনগ্রভক্তিক্রমে সর্বদা ভগবদাশ্রয় করিতেছেন, তাঁহার কোন কোন প্রকারের স্বাভাবিক অসদাচার থাকিলেও তিনি ভক্তিহীন কপট সদাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও সাধু । তাঁহার ব্যবসায় সমস্তই সম্যক বলিয়া জানিতে হইবে ।

অতএব ভগবান্ বুলিয়াছেন,—হে অর্জুন ! যে-সকল পাপজাতি (এবং স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও) আমাকে অনগ্ররূপে আশ্রয় করে, তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

শূদ্রকুলে জাত বিদুরেরও আশ্রমাস্তুরগ্রহণ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হইতে অবধূতাশ্রমপ্রাপ্তি—দেখা যায় ॥১৭॥

* ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াস্বা প্রিয়ঃ সতাম্ । ভক্তিঃ পুনাতি মনিস্থা স্বপাকানপি সমুবাৎ ॥—(ভাঃ ১১।১৪।২১)

স্বর্ভব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্ভব্যো ন জাতুচিৎ ।

সর্বৈ বিধিনিষেধাঃ স্ম্যরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥১৯॥

সর্বত্রাস্থলিতাদেশঃ, সপ্তরীপৈকদগুধুকু ।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥২০॥

আহা ! যে চাণ্ডালের জিহ্বাগ্রে তোমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমার নাম নিরন্তর বিরাজ করে, তিনি এই কারণে অতি শ্রেষ্ঠ । যাহারা তোমার নাম কীর্তন করেন, সেই সকল আর্য্য—সকল তপস্বী, সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থস্থান, সমগ্র বেদাধ্যয়ন বহু পূর্বে পূর্বেই নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৮॥

সর্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না । শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি-নিষেধ এই দুই মুখ্য বিধি-নিষেধেরই কৈঙ্কর্য্য করিবে ॥১৯॥

শাস্ত্রের সাহ্যার্থ এক প্রকার এবং নিগূঢ়ার্থ অল্প প্রকার । যিনি নিগূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণে সক্ষম, তিনি সারগ্রাহী এবং যিনি কেবল বাহ্যার্থ লইয়াই ব্যস্ত, তিনি ভারবাহী । কৃষ্ণভক্তিই সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং বর্ণ্যশ্রমাঙ্গি-বোধক সমস্ত স্তার্থ ই বাহ্য । জগতে ভারবাহী লোকই অধিক । স্মৃতরাং সাধারণের নিকট বাহ্যার্থই প্রবল এবং তদ্ব্যতীত উহাদের গত্যন্তরও নাই । নিষ্ঠার সহিত বাহ্যার্থের অনুসরণ করিলে ক্রমে সারগ্রাহি-গ্রাহ্য তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা উদিত হয় । স্মৃতরাং বাহ্যার্থের প্রাধান্য আশ্রয়পূর্ব্বক যে-সকল দান, ব্রত, ধর্ম্ম, হোম ইত্যাদি ভারবাহীদের জন্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সেই সকল অধিকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় ; তথাপি সারগ্রাহি-প্রবৃত্তির উদয়কালে উহাদের আদর স্বতঃই খর্ব্ব হইয়া পড়ে । ভারবাহিগণের জন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি-নিষেধ

অতএব শ্রীভগবদ্দীক্ষাদিনা স্বরূপতো দিজহাদিসম্ভবাৎ
গেহাদৌ বৈরাগ্যেণ বিষ্ণুসন্ন্যাসাচ্যুতগোত্রাদিকং সিদ্ধমেব ।
তত্তচ্ছিত্যাগেনাবধৃতপরমহংসাদিহ্মপি সিদ্ধমিত্যবিরুদ্ধম্ ।
 এবংপ্রকারেণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকৃষ্টিঃ শ্রীশালগ্রামসেবনাদৌ
 দত্তাধিকারাগ্নাং মধ্যে স্ত্রীণামপি কোপীনং বিনা সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব-
 করণশুবিজ্ঞেন গুরুণা দত্ত-বহির্বাসবদ্-ভেকাঙ্গভূতচীরখণ্ডযুগা-
 বসনাদিধারণেন ব্রহ্মচর্য্যাচ্ছাশ্রমাদিকমপ্যবিরোধসিদ্ধিমিতি ॥২১॥

ব্যবস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্তের মূল তাৎপর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ।
 উহাদের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, —নিরস্তর কৃষ্ণস্মৃতি হউক এবং কৃষ্ণবিস্মৃতি
 যেন কখনও হয় না । সারগ্রাহী ব্যক্তি এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য সর্বক্ষণ
 অবশ্য স্মরণ করিবেন । ভারবাহীদিগের উত্তেজনার কখনই উহা
 বিস্মৃত হইবেন না । অতএব যে বর্ণেই জন্ম হউক না কেন, যদি
 কাহারও স্মৃতিফলে সারগ্রাহীর প্রবৃত্তির উদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদ্ভিত হয়,
 তবেই শাস্ত্রতত্ত্বের বিদ্বৎপ্রতীতি হইল বলিয়া জানিবে । তখন বিদ্বৎ
 ব্রাহ্মণতা, বিদ্বৎসন্ন্যাস, বিদ্বৎপরমহংসতা প্রভৃতি অবস্থা স্বয়ং উপস্থিষ্ট হয় ।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরে এবমাত্র শাসনদণ্ডধারী বৈষ্ণব-মহারাজের আদেশ
 ব্রাহ্মণকুল ও অচ্যুতগোত্রীয় পুরুষে ব্যতীত অপর সকল স্থানেই সর্বদা
 অস্থলিত ছিল ॥২০॥

✓ অতএব পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষা-বিধানে সদগুরুকর্তৃক শ্রীভগবান্নাম-মন্ত্রে
 দীক্ষাদির দ্বারা স্বরূপতঃ বিপ্রত্বাদি সম্ভব বলিয়া তাদৃশ দৈক্ষ-ব্রাহ্মণের
 গৃহাদিতে বৈরাগ্যফলে বিষ্ণু-সন্ন্যাস ও অচ্যুতগোত্রাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে ।
 পরে সেই সকল সন্ন্যাস-চিহ্নাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবধৃত-পরমহংসত্বাদি

যথা শ্রীমহাপ্রভোঃ পার্শ্বদস্ত্র শ্রীদামোদরস্ত্র শিখাসূত্রত্যাগেন
কৌপীনধারণেন চ (কিন্তু) যোগপটং বিনা সন্ন্যাসেন স্বরূপাখ্যা
অভূৎ । যথা শ্রীমাধবীবৈষ্ণৱী অপীতি । এষং শ্রীমন্নিত্যানন্দেন
প্রভুণা স্বয়মেব শ্রীঋষুনাথদাসগোস্বামিনে কৌপীনাদিকং দত্ত-
মিতি ॥২২॥ কিঞ্চ,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্বতনৈর্মহর্ষিভিঃ ।

অহং তর্কিষ্যামি হুরন্তপারং তমো মুকুন্দাজিৎ নিষেবয়েব ॥২৩॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্তুক্তো বাহনপেক্ষকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥২৪॥

অবস্থা লভ্য হয় । ইহা সর্বতোভাবে অবিরুদ্ধ । এই প্রকারে 'শ্রীহরি-
ভক্তিবিলাস'কার কর্তৃক ঠাঁহাদিগকে শ্রীশালগ্রাম-সেবাঁদির অধিকার প্রদত্ত
হইয়াছে, ঠাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীলোকগণকেও সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবতা-
সম্পাদনে সুবিজ্ঞ গুরুদেব বহির্বাসের শ্রায় ভেকের অঙ্গীভূত দুই খণ্ড
চীর-বস্ত্র প্রদান করিয়া প্ৰাকেন । ঐরূপ চীরখণ্ডদ্বয় ধারণ-দ্বারা জীলোকেরও
ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম অবিরোধে সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে ॥২১॥

যেমন, শ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্বদ শ্রীদামোদরের যোগপট্ বাতীত শিখা-
সূত্র ত্যাগ ও কৌপীন ধারণের দ্বারা সন্ন্যাস-গ্রহণে 'স্বরূপ' আখ্যা হইয়া-
ছিল । যেমন, শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীও—ইনি গৃহে থাকিয়া চীরখণ্ডদ্বয়
গ্রহণ-পূর্বক সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন । এই প্রকারে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু
শ্রীঋষুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বয়ং কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন ॥২২॥

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপদামোদর সম্বন্ধে,—

সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ ।

যোগপট্ট না দিল, নাম হইল স্বরূপ ॥

এতামিতি কৌপীনকন্থাদিরূপাম্ ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি যথোক্তমুদয়নাচার্য্যেণ —

কন্থাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে গর্দভৈরপি দুর্ব্বহীম্ ।

শিখা যজ্ঞোপবীতং তে কস্মাদ্ ভাষায়তে বদ ॥২৫॥

মাধবীদেবী সম্বন্ধে,—

মাহিতির ভগিনী নাম মাধবীদেবী ।

বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥

প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ ।

জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।

শিখিমাহিতি তিন, আর ভগিনী অর্ধ জন ॥

এই সফল দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানিতে হইবে যে, অধিকারী ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক ও কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষাশ্রমের অধিকারী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন ।

“আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত পর্যাঅনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-দ্বারাই এই ছরস্তপার তমুঃ অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ॥,২৩॥

জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ হউন, অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত হউন, তিনি আশ্রমচিহ্ন-সহিত সকল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর অর্থাৎ বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন ॥২৪॥

ভাগবতে এই কৃষ্ণাজ্ঞা সন্ন্যাসাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে পরমহংস-অবধূত হইবার জ্ঞা বিধি-বাক্য । জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্তগণ মায়াবাদ-বিচারে

কিঞ্চেত্যাদিবচনাৎ শ্রীহরিদাসাদীনাং বিধিপূর্বকব্রহ্মচর্যাদি-
গ্রহণং লোকসংগ্রহমাত্রং, বস্তুতস্ত মুকুন্দাজিষু নিষেবরৈবেতি ।
সংসারতরণাবধারণীং যথাকথঞ্চিৎপ্রকারেণ তত্তচ্ছিত্তাদিধারণেন
তত্তদ্বর্ণাশ্রমাভিমানত্যাগেন চ শ্রীভগবন্তুজনমেব বিধেয়মিতি তত্ত্বং
সূচিতম্ ॥২৬॥

তস্মাদেব তত্ত্বংপুত্রভূতীনাং তাংস্তানুদ্दिश्य বৈদিক-পৈত্রাদিকৃত্য-
মপ্যানুচিতং তৎকৃত্যেন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিসম্ভবাদিতি দিক্ ॥২৭॥

ব্রহ্ম-সন্ন্যাস এবং নিরপেক্ষ ভগবন্তুজগণ বিষ্ণু-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক চরমে
পরমহংস-অবধূতাবস্থা লাভের জন্তু সাধন করিবেন। পারমহংসীসংহিতা
শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে বাস্তব সুনির্মল পারমহংস্য-পদ কেবল ঐকান্তিকী
শুদ্ধা হরিভক্তিক্রমেই লভ্য হইয়া থাকে।

‘এতাং সমাস্থায়’ ইত্যাদি শ্লোকে ‘এতাং’-শব্দে কোপীন-কহ্বাদি-রূপ
সন্ন্যাস-চিহ্নসকলকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী
উভয়েরই সন্ন্যাস-চিহ্ন—কোপীন-কহ্বাদি। কৰ্ম্মী উদয়নাচার্য্য সন্ন্যাসের
প্রতি স্বাভাবিক দ্বেষবশতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—
হে ছর্কুন্ধে ! গদর্ভেরও ছর্কুন্ধ কহ্য তুমি বহন করিতেছ। শিখা ও বজ্রো-
পবীত তোর নিকট ভার বলিয়া বোধ হইতেছে কেন বল দেখি ? ॥২৫॥

‘কিঞ্চ’ ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ‘শ্রীহরিদাস প্রভৃতির
বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যাদিগ্রহণ—কেবল লোকশিক্ষার জন্তু। কিন্তু মুকুন্দ-
পাদপদ্ম সেবাস্বারাই বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাস প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সংসার
উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত হইলে, বিবিধ আশ্রমচিহ্ন ধারণ, অথচ যাবতীয়
বর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যে-কোন প্রকারে একমাত্র ভগবন্তুজনই
কর্তব্য—এই তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংসশ্চমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।

যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিকৃতং *

তচ্ছৃণু সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥২৮॥

এবমাদি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যবৈষ্ণবানাং বাচ্যতগোত্রত্বং,
পরমহংসত্বং বিহিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বম্ । তস্মাৎ
পারমহংস-জ্ঞানত্বেন পরমহংসত্বমপি তেষামেব নাশ্বেষাম্ ।

একান্তভাবে হরিভজন করার নামই সন্ন্যাস । তবে লোকসংগ্রহের
জন্তু কোপীনাদি ধারণপূর্বক সংসারী-অভিমান পরিত্যাগ করা—সেই
মহৎকার্যের দৃঢ়তা প্রদর্শন-মাত্র । অতএব সন্ন্যাসের বাহুচিহ্নসকল
সংসারবন্ধন ছেদনের প্রধান উপায়রূপে বিধেয় ।

সেই কারণেই তাদৃশ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের পুত্রপ্রভৃতিকর্তৃক
তঁাহাদের উদ্দেশ্যে বৈদিক-পৈত্রাদি কন্মানুষ্ঠানও অহুচিত । কারণ, সেই
সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনঃ সংসারবন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় । উক্ত
বিচারের ইহাই দিগ্‌দর্শন ॥২৭॥

শ্রীমদ্ভাগবত—অমূল পুরাণ । ইহা বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয় । ইহাতে
একমাত্র অমল পরম পারমহংসজ্ঞান গীত হইয়াছে । ইহাতে জ্ঞান-বিরাগ-
ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই ভাগবতের শ্রবণ, শ্রু-
পাঠ ও বিচারপরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারা লোক মায়াযুক্ত হইবে । ॥২৮॥

উক্তপ্রকার অনেক ভাগবত-বচনের দ্বারা বৈষ্ণবদিগেরই অচ্যুতগোত্রত্ব

* গোপালপূর্বতাপত্তাং—ভক্তিরন্তু ভজনম্ । তদিহানুজ্ঞোপাধিনৈরাগেনাস্মিন্
মনঃকল্পনম্ । এতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্ ।

যতশ্চতুর্বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাণ্ডেকতরোহপি কশ্চিদচ্যুতগোত্রো-
 ৩মিতি ন ক্রতে । চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেকধারিণস্ত সর্বেহপ্য-
 চ্যুতগোত্রোহমিতি° বদন্তি °(, ইতি) লৌকিক-শাস্ত্রীয়ব্যবহার-
 নিস্পত্তৌ ন কিঞ্চিদনুপপন্নমিতিস্থিতম্ । তস্মাদেব শ্রীরামানুজা-
 চার্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং
 বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদিবালকানপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং
 কারয়িত্বা, স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং কৃত্বা, পূর্বাচার্যাদীন্ বিধিবৎ
 সম্পূজ্য চ, তান্ বলিকাদিকান্ পঞ্চ সংস্কারান্ ধারয়িত্বা দ্বিজত্ব-
 মাসাচ্চ, পশ্চাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত-পদ্ধতিমতানুসারেণ গর্ভাধানাদ্য-
 পনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা, বেদমাতরং সাবিত্রীমপি
 দীক্ষয়িত্বা, পশ্চাৎ স্ব-সম্প্রদায়ি-মন্ত্রঞ্চ দীক্ষায়িত্বা,—শ্রীগুর্বাদীন্

ও পরমহংসত্ব বিহিত হইয়াছে । কারণ, ভাগবত-প্রীতি বৈষ্ণবদিগেরই
 আছে । সেই ভাগবত-কথিত পরমহংস-জ্ঞানদ্বারা পরমহংসত্বলাভও
 বৈষ্ণবেরই, অপর কাহারও নহে । যেহেতু, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি
 কোন ঋণের কেহই 'আমি অচ্যুতগোত্র'—এই কথা বলেন না । পক্ষান্তরে
 ঠারিটি শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে ভেকধারী সকলেই 'আমি অচ্যুতগোত্র'—ইহা
 বলিয়া থাকেন । ইহাতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার-সম্পাদনে কিছুমাত্র
 অযৌক্তিকতা হয় না, ইহাই ব্যবস্থা । এই বিচারে শ্রীরামানুজাচার্য
 প্রভৃতির মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ প্রথমে যাগাদির স্থানের ব্যবস্থা করেন ;
 পরে শূদ্রাদি যে-কোন বর্ণ হইতে প্রাপ্ত বালকদিগকে ক্ষৌরাদি করাইয়া,
 স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদি সম্পাদন করিয়া এবং পূর্বাচার্যগণকে যথাবিধি পূজা
 করিয়া সেই বালকগণের পঞ্চসংস্কার প্রদান-পূর্বক দ্বিজত্ব বিধান করেন ।

শ্রীশালগ্রামাদীনপার্ব্বয়িত্বা, পশ্চাৎ ভিক্ষুপযোগি-কৌপীন-বহি-
ক্বাস-ঝুলি-কস্থা-সন্ন্যাসমন্ত্রানপি দত্ত্বা পুনঃ সন্ন্যাসিনঃ কুর্ষ্বন্তীতি
প্রসিদ্ধং সর্বৈঃ দৃষ্টং শ্রুতক্ষেতি ॥২৯॥

অস্মাকস্তু শ্রীমন্মাহাপ্রভোরনুমতেন শ্রীগোস্বামিচরণাদয়ঃ

(১) প্রথমতঃ শ্রীভগবদালয়াদিষু গৃহাদিস্থানানি সংশোধ্য,
তত্র শ্রীবিষ্ণুহোমং কৃত্বা, বিধিবদাচার্যাদীন্ সম্পূজ্য চ শূদ্রাদিকান্
যথাবৎ দীক্ষিতাংশক্রিরে । কিম্বা (২) তত্র কেবলমাসনাদীন্
সংস্থাপ্য শ্রীমধ্বাচার্যাদীন্ সপার্বদ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদীংশ্চ পক্ষেণ-
পচারৈঃ পূজয়িত্বা, কিম্বা (৩) তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমল্লিত্যানন্দ-
শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসান্ পঞ্চতত্ত্বাত্মকান্ পাদ্যাদিভিঃ
পক্ষেণপচারৈর্বিষ্ণুং সম্পূজ্য, স্ত্রী-শূদ্রাদি-বালকাদিকান্ যান্
কানপি সংগৃহ্য ক্ষৌর-স্নানাদিকং কারয়িত্বা, তাপ-পুণ্ড্রাদিকঞ্চ

পরে যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত পদ্ধতি-অনুসারে গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত
সংস্কার করাইয়া বেদমাতা সহবিদ্রীমন্তে দীক্ষিত করেন । পরে নিজ-
নিজ সাম্প্রদায়িক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীশালগ্রামাদি
অর্চন করেন । পরে ভিক্ষুর উপযোগী বহির্ক্বাস-ঝুলি-কস্থা-সন্ন্যাসমন্ত্র
প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী করেন । এই প্রসিদ্ধ প্রথা সকলে দেখিতেছেন
ও শুনিতেছেন ॥২৯॥

আমাদের শ্রীগোড়েশ্বর-সাম্প্রদায়ের প্রথা এই,—শ্রীগোস্বামিবর্গ
শ্রীমন্মাহাপ্রভুর অনুমতি-ক্রমে (১) প্রথমতঃ শ্রীভগবন্নিরাদিতে গৃহাদি
স্থান শোধনপূর্ব্বক তথায় শ্রীবিষ্ণুহোম ও যথাবিধি আচার্য-পরম্পরার
পূজা করিয়া শূদ্রাদি সকলকেই (অধিকার বিচার-পূর্ব্বক) দীক্ষিত

ধারণিয়া শ্রীহরেনামোপদিশ্য চ, পশ্চাৎ ষড়ক্ষরাদ্যষ্টাদশাক্ষরা-
 স্তেষু মন্ত্ৰেষু মধ্যে কমপি ভগবনম্ভ্রমুপদিশ্য, তান্ বৈষ্ণবান্ বিধায়,
 তৎপূর্বকালীন বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তান্ বা, বৈষ্ণবত্বেন দ্বিজত্বসিদ্ধেঃ
 পুনস্তাংস্তান্ শ্রীভগবদেবাদ্যনুমতেন বিধিনা গর্ভাধানাদ্যুপনয়নাস্ত-
 সংস্কারান্ কারয়িত্তেব ভিক্ষুপয়োগি-সন্ন্যাসসংস্কারাদিকং ধারয়-
 স্তীতি প্রথা ॥৩০॥

তত্রাদৌ পূজায়াং আচার্যাদীন যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্ হরি-মাধবান্ ।

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধু-দয়ানিধীন্ ।

শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্ভয়ম্ ।

পুরুষোদ্ভিন্ন-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।

করিয়া আসিতেছেন । (২) অথবা তথায় (শ্রীভগবদ্গৃহাদিতে) আসনাদি
 স্থাপন-পূর্বক শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণ ও সুপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
 প্রভৃতির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, (৩) অথবা তথায় পঞ্চতত্ত্বরূপ
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমন্নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাস প্রভুগণকে পাছাদি
 পঞ্চোপচারে ষথাবিধানে পূজা করিয়া, — শ্রী-শূদ্র-বালক প্রভৃতি যে-
 কোন ব্যক্তিকে (অধিকারী বিবেচনায়) গ্রহণপূর্বক তাহাকে ক্ষৌর-
 ষ্মানাদি এবং (শীতল) স্নান ও উর্দ্ধ পুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া শ্রীহরির নাম
 উপদেশ করিয়া থাকেন । পরে ষড়ক্ষর হইতে অষ্টাদশাক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র-
 সকলের মধ্যে কোন একটা কৃষ্ণমন্ত্র উপদেশকরতঃ তাহাদিগকে বৈষ্ণব
 করেন । বৈষ্ণবতা-দ্বারা দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় । স্মরণ্যং ইহাদিগের অথবা

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ।
 তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরুন ।
 দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।
 নিমাঞ্যাচ্চাখ্যা যোহর্সৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
 দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দং জগদ্গুরুম্ ।
 শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং শ্রীবাসং ভক্তবর্ষ্যকম্ ।
 শ্রীগুরুং পূজয়িত্বা চ গৌরান্ধপার্ষদাংস্ততঃ ।
 সংস্কারান্ কারয়েদ্ বালান্ যথাযোগ্যং সমস্ততঃ ॥৩১॥

পূর্বে সৎগুরুর নিরুপকৃত পঞ্চসংস্কারে দীক্ষাবিধানে বৈষ্ণবত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ভবদেবভট্ট প্রভৃতির অনুমোদিত বিধানানুসারে গৌরীধানাди উপনয়নাস্ত সংস্কারসকল সম্পাদন-পূর্বক তাহাদিগকে ভিক্ষুর উপযোগী সন্ন্যাস-সংস্কারাদি প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩০॥

পূজায় সর্বাণ্ডে আচার্য্যবর্গের অর্চন 'কর্তব্যং শ্রীগুরুপূর্ণমুপরা যথা,—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিদ্ধ, দয়ানিধি, বিজ্ঞানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মগুরু, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ; ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি নিমাই-নামে জগতে বিখ্যাত এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিতরণের দ্বারা জগৎকে নিস্তার করিয়াছেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস ও শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ-

তত্র তাবৎ প্রণবশিরস্ক-তত্তনাম চতুর্থ্যন্তমস্ত্রেণাদৌ গুর্বাদীন্
পূজয়েৎ । যথা,—এতদাসনং ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ,—ইত্যাদি
ক্রমেণ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েৎ । (ততুঃ)—ইদমাসনং ওঁ
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, ইদমাসনং ওঁ শ্রীনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ, এতদাসনং
ওঁ শ্রীব্রহ্মণে নম ইত্যাদি । তদনন্তরং—(ইদমাসনং) ওঁ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যায় নম ইত্যাদি । (এবং) সর্বান্ পূজয়েৎ ॥৩২॥

যথা 'স্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজ্ঞেত, কৃষ্ণ-কেশী ব্রাহ্মণোহগ্নিনা
আদধীতেতি' বিধিবাক্যং কর্মকাণ্ডাদাবপেক্ষ্যতে, তদ্বৎ স্যাসোহপি
বিধিবাক্যমপেক্ষতে চ ।—“তদ্ যথেষ্ট কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত
এবমেবাত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি পরীক্ষ্য লোকান্
কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন”; [তেন
কৃতেন কর্মণা অকৃতং মোক্ষো নাস্তীতি ভাষ্যম্ ।] “যদহরেব

গণের পূজা করিবে । পরে ষোড়শ বালকের সকল সংস্কার করিবে ॥৩১॥

ন্যামের আদিতে প্রণব ও পরে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করিয়া ঐ মন্ত্রে
সর্বাংশে শ্রীগুরুবর্গের পূজা করিবে । যথা,—“এতদাসনং ওঁ শ্রীগুরবে
নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । তারপর মূলোক্ত
ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতির পূজা ॥৩২॥

কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে যে রূপ শাস্ত্রাদেশ বা বিধি-বাক্যের প্রয়োজন
আছে, সন্ন্যাসেও তদ্রূপ বিধিবাক্য প্রয়োজনীয় । অতএব শ্রুতিতে
এইরূপ সন্ন্যাস-বিধি-বাক্য আছে,—‘এই সংসারে কর্মার্জিত লোক
যে রূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জিত লোকও ক্ষীণ হইয়া থাকে ;
এইরূপে কর্মফল-লভ্য লোকসকলের (নশ্বরতা) পর্য্যালোচনা করিয়া

বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিতি” চ বিধিঃ । গেহাদিবিরক্তিমান্
 গুরুং প্রার্থয়েত,—ভো গুরো ! সম্প্রদায়সাধ্যসাধনানুষ্ঠানপ্রাজ্ঞ !
 অস্মিন্ ভারতে সংস্কারান্নাং ত্রাহি, সন্ন্যাসং দেহীতি । অতঃ
 স্বমতসম্প্রদায়িসন্ন্যাসধর্মসাধ্যসাধনানুষ্ঠানাপ্রাজ্ঞস্য সন্ন্যাসধর্ম-
 গ্রহণসংস্কারাপ্রাজ্ঞত্বাৎ গৃহিগুরুণা কৃতঃ সন্ন্যাসো নিরস্ত ॥৩৩॥

তত্র সংস্কারা যথা,—

মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যাত্তীর্থস্নানং দ্বিতীয়কম্ ।
 তৃতীয়ং হরিমন্দির-তিলকং ভাল-শোভিতম্ ।
 চতুর্থং চন্দ্রনৈর্গাত্রে নামমুদ্রাদিধারণম্ ।
 পঞ্চমং কোপীনশুদ্ধিং, ষষ্ঠং প্রাণপ্রতিষ্ঠকম্ ।

ব্রাহ্মণ নির্কিন্ন হইবেন (কারণ) কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অকৃত
 অর্থাৎ মোক্ষ লভ্য হয় না । ‘যে দিনেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে,
 সেই দিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ।’ গৃহাদির প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন
 ব্যক্তি গুরুর নিকট প্রার্থনা করিবেন,—‘হে গুরুদেব ! সাম্প্রদায়িক
 সাধ্য-সাধনানুষ্ঠান-তত্ত্বে প্রাজ্ঞ ! এই ভারতে (সুংসারে) পতিত অস্মি,
 সংসার হইতে আমাকে ত্রাণ করুন, আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করুন ।’
 ইহা হইতে গৃহী গুরুর সন্ন্যাস-প্রদান নিরস্ত হইল, যেহেতু তিনি নিজ-
 ইষ্ট সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ধর্মের সাধ্যসাধনানুষ্ঠানতত্ত্বে অনভিজ্ঞ এবং
 সন্ন্যাস-গ্রহণে সংস্কারাদি সঙ্ক্লেও অজ্ঞ ।

দীক্ষাদানে শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত যোগ্যতা থাকিলে গৃহী গুরু মন্ত্রদীক্ষা
 দিতে পারেন । কিন্তু যিনি সন্ন্যাসধর্ম স্বয়ং কখনই অনুভব (আচরণ)
 করেন নাই, তিনি কিরূপে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে পারেন ? সন্ন্যাস-দানে

সপ্তমং হরিদাসাদি-নামমাত্রপ্রকল্পনম্ ।
 অষ্টমং বামকর্ণেহগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রস্ত ধারণম্ ।
 অষ্টাদশাক্ষরশ্চৈব পঞ্চপদাদিভেদিনঃ ।
 নবমং চাচ্যতগোত্রস্বীকারং সর্ববপূজিতম্ ।
 শালগ্রামার্চনং ভক্ত্যা দশমং পরিকীর্তিতম্ ।
 এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈর্বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবঃ ।
 তাপাদিপঞ্চসংস্কারৈর্জ্ঞাতব্যো গৃহী বৈষ্ণবঃ ।
 সংস্কারভেদ-সম্প্রাপ্ত্যা সংজ্ঞাভেদো ভবেদ্ ঘয়োঃ ॥৩৪॥

গুরুর যোগ্যতা বিচার করা অতীব প্রয়োজন । শিষ্যেরও যোগ্যতা না থাকিলে গুরু তাদৃশ শিষ্যকে কখনই সন্ন্যাস প্রদান করিবেন না ॥৩৩॥

সন্ন্যাসের সংস্কার, যথা—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। হরিমন্দির-
 তিলকাদি ধারণ, ৪। গাত্রে চন্দনাদিধারা হরিনাম-মুদ্রা-ধারণ, ৫।
 বিশুদ্ধ কোপীন, ৬। উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ৭। হরিদাসাদিনাম গ্রহণ, ৮।
 বামকর্ণে পঞ্চপদে অষ্টাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র ধারণ, ৯। সর্বজনবন্দিত অচ্যুত-
 গোত্রগ্রহণ, ১০। ভক্তিপূর্বক শালগ্রামের অর্চন। এই দশ সংস্কার-দ্বারা
 বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণব এবং তাপাদি পঞ্চ সংস্কার-দ্বারা গৃহী বৈষ্ণব বলিয়া
 জানিবে। বৈষ্ণব একই তত্ত্ব, সংস্কারভেদেই উঁহাদের (গৃহী ও সন্ন্যাসী)
 নামের ভেদমাত্র ।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে,—তাপ-পুণ্ড্র-নাম-মন্ত্র-যাগ—এই পাঁচটা
 সংস্কারের নাম—পঞ্চ-সংস্কার। গৃহী যদি সদ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ
 করেন, তখন তিনি ঐ পঞ্চ-সংস্কার প্রাপ্ত হন। পঞ্চসংস্কার-প্রাপ্ত পুরুষ যদি
 সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহেন, তখন সন্ন্যাস-গুরু ঐ ব্যক্তিকে পঞ্চসংস্কার

তত্র প্রথমঃ সংস্কারঃ—ক্ষৌরার্থে প্রার্থনং

“মস্তকং মুণ্ডয় মুণ্ডিন্ শিখাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ।

শ্রদ্ধা মে কৃষ্ণচৈতন্যপাদাজে বিক্রয়ঃ স্থিরঃ ॥

মাতৃ-পিতৃসমাঃ সর্বৈ বান্ধবা মে হিতৈষিণঃ ।

আশীঃকুরুত তৎপাদে ভক্তিঃ স্মাদ্ভবকৃত্তনৌ ॥

শ্রীচৈতন্য দয়াসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক !

দাসো ভবামি, গৃহাতু, পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥”

ইত্যুক্ত্বা মুণ্ডনং কারয়েৎ ॥৩৫॥

ততো দ্বিতীয়ঃ সংস্কারঃ—তীর্থস্নানং

ততো জলাশয়ে গত্বা প্রথমমাচম্য করন্যাসমঙ্গন্যাসং
প্রাণায়ামঞ্চ কৃৎস্না স্নানং কুৰ্ব্যাৎ । গুরুস্ত মন্ত্রানুচার্য্য স্নানং

প্রাপ্ত জ্ঞানিয়া অবশিষ্ট পাঁচটা সংস্কার প্রদান করেন। সেই পাঁচটা সংস্কার
এই—১। মুণ্ডন, ২। তীর্থস্নান, ৩। কোপীনগ্রহণ, ৪। কোপীন-প্রাণ-
প্রতিষ্ঠা, ৫। অচ্যুত-গোত্র স্বীকার ॥৩৪॥

প্রথম সংস্কার—ক্ষৌরপ্রার্থনা। গুরুর আশ্রমের নিকট যে নরসুন্দরকে
পাওয়া যায়, তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়।—‘হে নরসুন্দর!
যত্নপূর্ব্বক শিখা সংরক্ষণ করিহা। আমার মস্তক মুণ্ডন কর। শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যের পাদপদ্মে স্থির বিক্রয় হউক,—আমার এইরূপ শ্রদ্ধা। আমার
মাতৃপিতৃতুল্য হিতৈষী বান্ধবসকল আমাকে আশীর্বাদ করুন—শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য-চরণে আমার ভবখণ্ডিনী ভক্তি উদ্দিত হউক। হে ভক্তানুগ্রহকারি,
দয়াসিন্ধো শ্রীচৈতন্যপ্রভো! আমি তোমার দাস, আমাকে গ্রহণ কর,
পতিতকে উদ্ধার কর।’ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মুণ্ডন করাইবে ॥৩৫॥

কারয়েৎ । (ক) আচমনমাহ,—প্রথমং হস্তৌ ধৌ প্রক্ষাল্যা-
 চমনং কুৰ্যাৎ । (তদ্ যথা,)—দক্ষিণহস্তে জলং সংস্থাপ্য ‘ওঁ
 কেশবায় নমঃ’ ইত্যুক্ত্বা, আচম্য তজ্জলং ত্যজেৎ । ‘ওঁ
 নারায়ণায় নমঃ’ ইত্যুক্ত্বা, আচম্য তদ্বৎ ত্যজেৎ । এবং ‘ওঁ
 মাধবায় নমঃ’ ইত্যুক্ত্বা, আচম্য ত্যজেদেব । ততঃ ‘ওঁ গোবিন্দায়
 নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং ধৌ হস্তৌ প্রক্ষাল্য, ততঃ
 ‘ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং মুখং
 সংযুজ্য, ততঃ ‘ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ’ ইতি দ্বাভ্যাং
 অধরৌ সংযুজ্য, ততঃ ‘ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ’ ইত্যনেন হস্তৌ
 পুনঃ প্রক্ষাল্য, ততঃ ‘ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ’ ইত্যনেন পাদদ্বয়ং
 প্রক্ষাল্য, ততঃ ‘ওঁ দামোদরায় নমঃ’ ইত্যনেন মস্তকং সংপ্রোক্য,
 ততঃ ‘ওঁ বাসুদেবায় নমঃ’ ইত্যনেন (পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্রেণ) মুখং

তারপর দ্বিতীয় সংস্কার—তীর্থস্নান । মুণ্ডনের পর জলাশয়ে গিয়া
 আচমন, করতাস, অঙ্গতাস ও প্রাণায়াম করিয়া স্নান করিবে । আচার্য্য
 মন্ত্রপাঠ করাইয়া স্নান করাইবেন । (ক) আচমন—প্রথমে দুই হস্ত
 প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে । যথা,—দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া ‘ওঁ
 কেশবায় নমঃ’ মন্ত্রে পান করিয়া অবশেষ ত্যাগ করিবে । পুনঃ ‘ওঁ
 নারায়ণায় নমঃ’ মন্ত্রে তদ্রূপ করিবে । আবার ‘ওঁ মাধবায় নমঃ’ মন্ত্রেও
 ঐরূপ করিবে । তারপর ‘ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’ বলিয়া দুই
 হস্ত প্রক্ষালন ; ‘ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ’ মন্ত্রে মুখ মার্জন ;
 ‘ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ’ মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জন ; ‘ওঁ হৃষীকেশায়
 নমঃ’ বলিয়া পুনঃ হস্তদ্বয় প্রক্ষালন ; ‘ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ’ বলিয়া পদদ্বয়

সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রহ্যায় নমঃ' ইতি
 দ্বাভ্যাং (তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ) দক্ষিণক্রমেণ নাসিকে সংস্পৃশ্য, ততঃ
 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং
 (অনামিকাস্থুষ্ঠাগ্রেণ) দক্ষিণক্রমেণ নেত্রে সংস্পৃশ্য, ততঃ
 'ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ' ইতি দ্বাভ্যাং
 (কনিষ্ঠাস্থুষ্ঠেণ) দক্ষিণক্রমেণ কর্ণে সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ
 অচ্যুতায় নমঃ' ইত্যেনে (করতলে) নাভিঃ সংস্পৃশ্য, ততঃ
 'ওঁ জনার্দিনায় নমঃ' ইত্যেনে (পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্রেণ) হৃদয়ে সংস্পৃশ্য,
 ততঃ 'ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ' ইত্যেনে (পঞ্চাঙ্গুল্যাগ্রেণ) শিরঃ
 সংস্পৃশ্য, ততঃ 'ওঁ হরয়ে নমঃ' ইত্যেনে দক্ষিণবাহুং সংস্পৃশ্য,
 ততঃ 'ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যেনে বামবাহুং সংস্পৃশ্যেৎ ।

ততঃ (খ) কর্ণাসং কুর্যাৎ, যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
 নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্,
 বল্লভায় অনামিকাভ্যাং ছং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।

প্রক্ষালন ; 'ওঁ দামোদরায় নমঃ' মস্ত্বে মস্তক প্রোক্ষণ ; 'ওঁ বাসুদেবায়
 নমঃ' মস্ত্বে মুখ স্পর্শ ; 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রহ্যায় নমঃ' বলিয়া
 (দক্ষিণ-ক্রমে) নাসিকাধর স্পর্শ ; 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায়
 নমঃ' বলিয়া (দক্ষিণ-ক্রমে) নেত্রদ্বয় স্পর্শ ; 'ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ও
 নৃসিংহায় নমঃ' মস্ত্বে (দক্ষিণ-ক্রমে) কর্ণদ্বয় স্পর্শ ; 'ওঁ অচ্যুতায় নমঃ'
 মস্ত্বে নাভি স্পর্শ ; 'ওঁ জনার্দিনায় নমঃ' মস্ত্বে হৃদয় স্পর্শ ; 'ওঁ উপেন্দ্রায়
 নমঃ' মস্ত্বে মস্তক স্পর্শ ; 'ওঁ হরয়ে নমঃ' মস্ত্বে দক্ষিণ বাহু স্পর্শ ; 'ওঁ কৃষ্ণায়
 নমঃ' মস্ত্বে বামবাহু স্পর্শ করিবে ।

ততঃ (গ) (ষড়্) অঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ, যথা—ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হ্রং, বল্লভায় নেত্রায় বষট্, স্বাহা অঙ্গন্যয় ফট্ ।

অথবা, প্রকারান্তরে • করন্যাসাঙ্গন্যাসাবাহ । করন্যাসো যথা,—ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জনীভ্যাং নমঃ, ক্লৈং মধ্য-মাভ্যাং নমঃ, ক্লৌং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লুং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ অঙ্গন্যাসো যথা, ক্লীং উদরায় নমঃ, ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লুং কণ্ঠকূপায় নমঃ, ক্লৈং শিরসে স্বাহা, ক্লৌং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৌং কবচায় হ্রং, ক্লুং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

ততঃ (ঘ) প্রাণায়ামঃ । কামবীজেন প্রণবেন কুর্য্যাৎ ।—
ওঁ কামবীজস্য প্রজাপতি ঋষিঃ, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতেন্য দেবতা, ক'-কারো বীজং, ল-কারঃ কীলুকং, ঙ'-কারঃ
শক্তিঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ, [এবং ঋষ্যাদিকং স্মৃত্বা বীজম-
ভ্যশ্চেৎ ।] অস্য ন্যাসঃ,—ওঁ কামবীজায় নমঃ, শিরসি প্রজা-
পত্যুষয়ে নমঃ, শিখায়ৈ দেবী গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, আশ্বে শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য দেবতায়ৈ নমঃ, হৃদি ক'-কারবীজাত্মনে নমঃ, দক্ষিণকুচে
ল-কারকীলকায় নমঃ, বামকুচে ঙ'-কারশক্তয়ে নমঃ, হৃদি
প্রাণায়ামবিনিয়োগায় নমঃ । পুনঃ হৃদি পূরকো স্বাত্ৰিংশৎ,
কুস্তকশ্চতুষষ্টিঃ, রেচকঃ ষোড়শঃ ॥৩৬॥

(খ) তারপর মূলোক্ত ক্রমে ও মন্ত্রে করন্যাস করিবে । (গ) অন্তর
মূলোক্ত ক্রমে ও মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে । অথবা মূলোক্ত প্রকারান্তর-
বিধিতে করন্যাস করিবে । (ঘ) অতঃপর মূলোক্ত ক্রমে কামবীজের

ততস্তৃতীয়ঃ সংস্কারঃ—হরিমন্দিরতিলকং
 ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ ।
 দ্বাদশাঙ্গেষু ত্রিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥৫
 দ্বাদশতিলকবিধিঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে, যথা—
 ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।
 বক্ষঃস্থলে মাধবস্ত গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
 বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।
 ত্রিবিক্রমং কঙ্করে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥
 শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশস্ত কঙ্করে ।
 পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং গ্রাসেৎ ॥
 তৎপ্রক্ষালনতোয়স্ত বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি ॥
 কিঞ্চ—উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্ ।
 ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণস্ত বিধীয়তে ॥
 আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তঃ লিখন্মদা ।

দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। পুনরায় হৃদয়ে ছাত্রিংশ, বীজসংখ্যায় পূরক, চৌষষ্টি সংখ্যায় কুম্ভক এবং ষোড়শ সংখ্যায় রেচক করিবে ॥৩৬॥

তৃতীয় সংস্কারে—হরিমন্দিরতিলক করাইবে। বৈষ্ণবগণ কেশবাদি দ্বাদশ বিষ্ণু নামদ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে বিধি-অনুসারে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে দ্বাদশতিলকবিধি—‘ওঁ ললাটে কেশবায় নমঃ’ ইত্যাদি। আরও কথিত আছে—সকলের পক্ষেই ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পরমবিধি। ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া ধারণ করা বিধি। নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটান্ত পর্য্যন্ত মৃত্তিকাদ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র

নাসিকায়াজ্জয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥

(সমারভ্য ভ্রবোমূলং অন্তরালং প্রকল্পয়েৎ) ।

তথাচ—আ-কুর্যাদূর্দ্ধরেখে ষ্ণে কুর্য্যাৎ কেশসমন্তিকে ।

তমালমূলবচ্ছিরো রেখাধরস্বযোজিতম্ ॥

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ ।

মধ্যে বিষ্ণুঃ বিজানীয়াৎ তস্মান্নধাং ন লেপয়েৎ ॥

নাসাদিকেশপর্য্যন্তদূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্ ।

মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিছাঙ্করিমন্দিরম্ ॥

হরিমন্দিরামিত্যেবং মণ্ডতে তত্ত্ববিজ্ঞনঃ ।

পুণ্ড্রং স্মাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং, তৎ শাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্ ॥

অশ্বখপত্রসঙ্কাশং, বেণুপত্রাকৃতি তথা । ৩

পদ্মকুটালসম্ভিভং, মোহনং তৃতীয়ং স্মৃতম্ ॥

মোহনমিতি কৈশ্চিদতিশোভনমভিপ্রেতং, কৈশ্চিন্মোহ-
কারিত্বাধ্বিরুদ্ধক্ষেতি, দীপশিখাকারতয়া চান্ধ্যাজ্জে পুণ্ড্রমক্ষিতম্ ।

করিবে। নাসিকার তিন ভাগকে, নাসামূল বলিয়া থাকে। (ভ্রুর মূল হইতে অন্তরালি অঙ্কন করিবে) । আরও—দুইটা রেখা বরাবর কেশ-পর্য্যন্ত অঙ্কন করিবে। রেখাধরকে স্বযোজিত করিয়া তমালমূলের গায় শির করিবে। উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু আছেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না। নাসামূল হইতে কেশপর্য্যন্ত দীর্ঘ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, সুদৃশ্য উর্দ্ধপুণ্ড্রকে ‘হরিমন্দির’ বলিয়া জানিবে। তত্ত্ববিদ ব্যক্তি ইহাকে হরিমন্দিরই বলেন। ‘পুণ্ড্র’-শব্দে উর্দ্ধপুণ্ড্রই বুঝায়, শাস্ত্রে উহা বহুবিধ বলিয়া কথিত। যথা,—

অশ্রু চ বিষ্ণুপঞ্জরস্থাসে প্রণবপূর্বস্রুং সবিন্দুকারাদিদ্वादशवर्णैः
 द्वादशादित्यैश्च * सहितानि केशवादिद्वादशनामानि श्रुसेत् ।
 यथा—(१) ॐ अं धातुसहिताय केशवाय नमः ललाटे, (२) ॐ
 आं अर्यामासहिताय नारायणाय नमः उदरे, (३) ॐ इं मित्र-
 सहिताय माधवाय नमः वक्षसि, (४) ॐ ईं वरुणसहिताय
 गोविन्दाय नमः कर्णकूपके, (५) ॐ उं अंशुसहिताय विष्णवे
 नमः दक्षिणकुक्षौ, (६) ॐ उं भगसहिताय मधुसूदनाय नमः
 दक्षिणबाहौ, (७) ॐ झं विवस्वत्सहिताय त्रिविक्रमाय नमः
 दक्षिणकक्षरे, (८) ॐ झं इन्द्रसहिताय वामनाय नमः वामपार्श्वके,
 (९) ॐ ञं पृषसहिताय श्रीधराय नमः वामबाहौ, (१०) ॐ
 ञं पर्जन्त-सहिताय ह्यषीकेशाय नमः वामकक्षरे, (११) ॐ एं
 वृष्टेसहिताय पुद्गनाभाय नमः पृष्ठे, (१२) ॐ एं विष्णुसहिताय
 दामोदराय नमः कट्यां ॥ इति ॥

अश्रुपत्राकार, वंशपत्राकार, पद्मकुट्टमलाकार । तृतीय प्रकारটিকে
 'मोहन' বলে । 'मोहन' पुण्ड्र अति सुन्दर बलिष्ठ काहारও कर्णहारও
 অভিপ্রেত, মোহকারী বুলিয়া ইহাকে কেহ কেহ বিরুদ্ধ মনে করেন ।
 অশ্রু অঙ্গে দীপশিখাকার পুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে ।

हरिमन्दिर-तिलकेर विष्णुपञ्जरस्थसे प्रणवपूर्वक, सविन्दु द्वादश-
 स्वरवर्णं ० द्वादश-आदित्यनामेर सहित द्वादश-केशवादि विष्णुनामेर श्रुस

* द्वादशादित्याः,—धाताव्या च मित्रश्च वरुणोऽंशुर्भगस्तथा ।

विवस्थानिन्द्रः पूषा च पर्जन्त वृष्टे विष्णवः ॥ इति ॥

এবং শ্রাসং সমাচর্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

শ্রাসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মুক্তি সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

তৎপ্রক্ষালনতোয়েন যথা—ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-
কুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত - পীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষঃস্থল-
শ্রীভূমিসহিতস্বায়জ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো
নমঃ ॥৩৭॥

তত্চতুর্থসংস্কারঃ—নাম-মুদ্রাদিধারণম্

অত্র নামপদেন হরেকৃষ্ণাদি-হরিনামরূপমন্ত্রগ্রহণম্, তথা
শ্রীহরিনামাদি-ভগবনাম্না নির্মিতমুদ্রাদিধারণঞ্চ বিহিতম্
যদুক্তং প্রাচীনৈঃ,—

অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ ।

সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধ্যানি নিত্যং প্রমোদতে ॥

পঞ্চ সংস্কারা যথা,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

করিবে । যথা—মূলে উষ্টব্য । সাম্প্রদায়িক বিধিক্রমে এইরূপে শ্রাস
করিয়া সর্বার্থসিদ্ধির জন্তু মন্ত্ৰকে কিরীটমন্ত্র শ্রাস করিবে । মূলোক্ত 'ওঁ
কিরীট-কেয়ূর' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠপূর্বক প্রক্ষালন জল মন্ত্ৰকে দিবে ॥৩৭॥

অতঃপর চতুর্থ সংস্কারে—নাম-মুদ্রাদি-ধারণ । এইস্থলে নাম-অর্থে
হরেকৃষ্ণাদি হরিনামরূপ মন্ত্র-গ্রহণ ; হরিনামাদি ভগবনাম-নির্মিত মুদ্রা-
ধারণও বিহিত । প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—যিনি পঞ্চসংস্কারে
দীক্ষিত এবং বৈধ ওঁ রাগামুগা দ্বিবিধ ভক্তি অর্জন করিয়াছেন, তিনি

তাপোহত্র তপ্তচক্রাদি-মুদ্রাধারণমুচ্যতে ।

তেনৈব হরিনামাদি-মুদ্রা চাপ্যপলক্ষ্যতে ॥

তথাচ স্মৃতৌ,—

হারনামাক্ষরৈর্গাত্রমক্ষয়েচ্চন্দনাদিভিঃ ।

স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

শ্রীগোপীচন্দনেনৈব চক্রাদীনি বুধোহম্বহম্ ।

ধারয়েচ্ছয়নার্দৌ চ তপ্তানি কিল তানিহি ॥

শ্রীমন্নারায়ণাখ্যস্য মন্ত্রদীক্ষয়মীদৃশী ।

মৎশ্রাদীনাং তথা তত্তন্নান্নাস্ত্রমুদ্রিকা শুভা ॥

শ্রীকৃষ্ণোপাসকানন্তকাঞ্চানাং শীতমুদ্রিকা ।

গোপীমূদাদিনা ধার্য্যা শ্রীকৃষ্ণনামনির্মিতা ॥

তাপ ইতি প্লাদ্যোত্তরখণ্ডাদৌ । অমী তাপাদিযঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ ।
তাপাদীন্ ব্যাচক্ষে তেনেতি,—তাপাদিধারণেনচ তপ্তচক্রাদিধুতিং

শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করুতঃ তাঁহার ধামে নিত্য আনন্দ লাভ করেন । পঞ্চসংস্কার যথা—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার পরম একান্তিষ্ঠ লাভের হেতু । এস্থলে 'তাপ' বলিতে তপ্ত চক্রাদির মুদ্রা-ধারণকে বুঝায়; ইহার দ্বারা হরিনামাদির মুদ্রাও উপলক্ষিত ॥ স্মৃতিতে তদ্রূপ আছে—যিনি চন্দনাদিদ্বারা হরিনামাক্ষর-মুদ্রা অঙ্গে ধারণ করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীহরির ধাম প্রাপ্ত হন । পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা দেহে চক্রাদি ধারণ করিবেন । ঐ সকল চক্রাদির তপ্ত মুদ্রা ধারণ শয়নাদি দ্বাদশীতিথিতে কর্তব্য । শ্রীনারায়ণ-মন্ত্রে দীক্ষায় এইরূপ তপ্তমুদ্রাদি ধারণের বিধি আছে । শ্রীমৎশ্রাদি

✓ কলিমলিনমনসাং দুষ্করাং মন্থানঃ পতিতানা মুন্ধিধীষুর্ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দনাদিনা ভগবনামমুদ্রাদিধৃতিং প্রাচামপি
স্বীকৃতামুপাদীক্ষৎ। সা পঞ্চসংস্কারবাক্যে তপ্তচক্রাদিধারণেনো-
 পলক্ষিতেতি ভাবঃ। পুণ্ড্রমিতি হরিমন্দিরাদিতিলকম্।
 তিলকং তমালপত্রচিত্রযুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রমিতি হলায়ুধঃ।
 ✓ যথা শয়নার্দৌ তানি চক্রাদীনি তপ্তানীতুক্তং তথাপি শিষ্টাচারা-
 ভাবান্ন ব্যবহ্রিয়তে ॥৩৮॥

ততঃ পঞ্চমঃ সংস্কারঃ—কৌপীনশুদ্ধিঃ—

কৌপীনকরণপ্রমাণং যথা—তত্রৈব,

স্তনাৎ স্তনান্তরং প্রস্থং দীর্ঘস্ত কটি-বেষ্টিণম্।

গ্রন্থ্যর্থঃ মুষ্টিযুগলং পট্টযুগবিনির্মিতম্ ॥

অবতারগণের মঙ্গলদীক্ষাতেও সেই সকল ভগবদবতারের শুভ নাম ও
 অস্ত্রের মুদ্রাধারণ বিধি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসক সকল কৃষ্ণভক্তের পক্ষে
 গোপীচন্দনাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামের শীতল মুদ্রা ধারণ বিহিত।

‘তাংপঃ পুণ্ড্রং’ ইত্যাদি বাক্য পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্রে
 দৃষ্ট হয়। এই তাংপাদির নাম পঞ্চ সংস্কার। ‘তাপোহত্র’ ইত্যাদি শ্লোক
 হইতে তাংপাদির ব্যাখ্যা। ‘তেন’ ইত্যাদি বাক্যের তাংপর্য্য এই—

তাংপাদি-ধারণের বিধিহেতু তপ্ত-চক্রমুদ্রাদি ধারণ কলিকলুষিতচিত্ত

ব্যক্তিগণের পক্ষে হুঁসাধা বিচার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

পতিতজীবের উদ্ধার-মানসে প্রাচীন আচার্য্যগণেরও স্বীকৃত চন্দনাদি দ্বারা

ভগবানের নাম-মুদ্রাদি ধারণের বিধান করিয়াছেন। ইহা পঞ্চসংস্কার-

বাক্যে তপ্তচক্রাদিধারণ-শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে। ‘পুণ্ড্র’ অর্থে হরি-

কৌপীনস্বাধিষ্ঠাতৃদেবতামাহ,—

লজ্জারূপা ভগবতী কৌপীনং ভবতারণম্ ।

ডোরশ্চানন্তরূপোহসৌ ধারণে শুভদায়কঃ ॥

ভাবভক্তিজনৈর্ধার্য্যং কৌপীনং যোনিসম্মতম্ ।

দক্ষিণগ্রন্থিসংযুক্তং অনন্তরূপডোরকম্ ॥

চতুর্দশমুষ্টিদীর্ঘং প্রশস্তং প্রাদেশমাত্রকম্ ।

কৃষ্ণা তু তৎ প্রযত্নেন সংস্কারং কারয়েত্তৃতঃ ॥

কৌপীনং পৃথ্বরূপোক্তং ডোরশ্চানন্ত এব হি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব বাসুকী পবনোহনলঃ ॥

সোমঃ শুক্রঃ সুরাচার্য্যঃ কৌপীনে নব দেবতাঃ ।

মন্দিরাদি তিলক হলায়ুধ বলেন,—তমালপত্রের চিত্রযুক্ত তিলকের পর্যায়-শর্ক বিশেষক, পুণ্ড্র । যদিও শয়নাদি বাদণী তিথিতে তপ্তচক্রাদি ধারণ বিহিত, তথাপি অধুনা শিষ্টাচারভাবে তাহার ব্যবহার নাই ॥৩৮॥

অনন্তর পঞ্চম সংস্কারে—কৌপীন । কৌপীন করিবার প্রমাণ, যথা উক্ত শাস্ত্রেই—হুইখণ্ড বস্ত্রে কৌপীন হয় । ইহার প্রশস্ত—একস্তন হইতে অগ্নস্তন পর্যন্ত ব্যবধানের পরিমাণ, দৈর্ঘ্য—কটি-বেষ্টন পরিমাণ ও গ্রন্থির জন্ত হুই মুষ্টি অধিক । কৌপীনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কথিত হইতেছে,—লজ্জারূপা ভগবতী ভবতারণ কৌপীন, অনন্তরূপী ডোর ধারণে শুভপ্রদ । ভাবভক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ যোনি-সম্মত দক্ষিণগ্রন্থিবুক্ত, অনন্তরূপ ডোরসহিত কৌপীন ধারণ করিবেন ; চতুর্দশ মুষ্টি দীর্ঘ, প্রাদেশমাত্র প্রশস্ত কৌপীন সযত্নে প্রশস্ত করিয়া উহার সংস্কার করিবে । কৌপীন—পৃথিবীরূপী, ডোর—অনন্তরূপী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকী, পবন, অগ্নি,

কৈশ্চিদত্র ত্রয়ঃ প্রোক্তং ব্রহ্মাণা নাপরাঃ কিল ॥

গ্রহ্মিমধ্যে স্থিতো বিষ্ণুঃ পার্শ্বে চ ব্রহ্মরুদ্রকৌ ।

বহির্বাসো বিষ্ণুশক্তিস্তয়াচ্ছাণ্ডং স্ত্রয়ত্ততঃ ॥

এতচ্চ কোপীনং ভোরং ব্রহ্মিতং হরিচন্দনৈঃ ।

চন্দনেনাপি সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধার্থং শোধয়েৎ পুনঃ ॥

“গঙ্গাদিসর্বতীর্থানি যানি লোকগতানি তু ।

কৌপীনং পরিশুদ্ধ্যন্তু সর্বসিদ্ধিকরণি ভোঃ ॥”

ঋক্পরিশিষ্টে বৈরাগ্যথণ্ডে চ সপত্রিকরং কোপীনং নির্দিষ্টং—

কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্ ।

শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥

বাসো বহির্বাসঃ । শরীরত্রাণেতি—ঝুলি-শিরস্রবসনম-
পীতিজ্জয়ম্ ।

‘ওঁ কোপীনশুদ্ধিমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, অনুষ্ঠুপ্, ছন্দঃ, হংসো
দেবতা, ব্রহ্ম বীজং, বৈষ্ণবী শক্তিঃ, কোপীনশুদ্ধিবিধানার্থং জপে
বিনিয়োগঃ, ওঁ কোপীনাধিষ্ঠাতৃ-লজ্জানন্তরূপায় নমঃ’—ইতি
দশধা জপ্ত্বা, পুনঃ ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কোপীনাধিষ্ঠাতৃলজ্জানন্ত-

চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি—কোপীনে এই নয় দেবতা বিরাজমান । কাহারও
মতে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় কোপীনে অবস্থিত, অপর দেবতাগণ নহে ।

গ্রহ্মিমধ্যে বিষ্ণু এবং দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও রুদ্র অবস্থিত । বহির্বাস—
বিষ্ণুশক্তি, উহা দ্বারা কোপীনকে অতিষত্রে আচ্ছাদন করিবে । এই

কোপীন ও ভোরকে হরিচন্দনে মাখিয়া শুদ্ধির জন্তু চন্দনে প্রোক্ষণ করিয়া
‘গঙ্গাদি-সর্বতীর্থানি’ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পুনঃ শোধন করিবে ।

রূপায় নমঃ' ইতি সম্পূজ্য প্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ ।—‘ও’ কেপীনা-
ধিষ্ঠাতৃদেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি,
ইহাবরুন্তু স্ব ইহাবরুন্তু স্ব, ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু, ইহ
কৌপীনেহধিষ্ঠানং কুরু স্বাহা ॥৩৯॥

ততঃ ষষ্ঠঃ সংস্কারঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবং সংশোধ্য তৎ সৰ্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ, ততঃ
প্রাণপ্রতিষ্ঠানন্তরং স্বেষ্টদেবেহস্ত সমর্পণম্ । তৎ সৰ্বমিত্যনেন
কৌপীনাঙ্গভূত-দণ্ডাদিকমপি সংগৃহীতং, তদ্ যথা—

পালাশং বৈণবং বিল্বং ত্রিদণ্ডমুপজীবয়েৎ ।*

তেষামেকতরং কিম্বা বৈণং বাপি সমাচরেৎ ॥

কমণ্ডলুং তথাহনুবা তুষ্ণি-কার্যাদিনির্মিতম্ ।

এতদনুষ্ঠ তৎসৰ্বং বিপত্তৌ চ সমাচরেৎ ॥

কৌপীনাঙ্গভূতহাদেভেবাং শুদ্ধিঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা চ কৌপীনশ্চেব
তত্তৎকরণেন সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ম্ ।

ঋক্-পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে সপরিষ্কর কৌপীন নির্দিষ্ট হইয়াছে,—
কৌপীন, যুগল-বস্ত্র, শীতনিবারণী কছা“(ধারণ করিবে) ; শরীর-রক্ষার্থে
পাছকা পরিধানপূর্বক গমন করিবে । বাসঃ-শব্দে বহির্কাস । “শরীরত্রাণ
ইত্যাদি পদ হইতে ঝুলি, শিরেবস্ত্রও বুঝিতে হইবে ।

মূলোক্ত মন্ত্রে কৌপীনের পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিবে ॥৩৯॥

* প্রভু বলে—“যাহে সৰ্বদেব-অধিষ্ঠান ।

সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান ।” (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২২৫)

উহার বিবৃতি—গুণাবতারত্রয়ের অর্চামূর্তিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে চিন্ময়বিচারে
পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয় ।

সংস্কার-দীপিকা .

অথ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাহ,—

‘ওঁ অস্ম কোপীন-প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য পুলস্ত্য ঋষিঃ গায়ত্রী
ছন্দঃ, সাবিত্রী দেবতা, কামো বীজং, বারাহী শক্তিঃ, কোপীন-
প্রতিষ্ঠাজপে বিনিয়োগঃ, বর্ণধর্মাদিবিহীনকারিণি কোপীনেহস্মিন্
ওঁ আং হ্রীং ক্রৌং হ্রীং সর্বে প্রাণাঃ সর্বানীন্দ্রিয়াণি চ মহাত্মনা
সুখং প্রতিষ্ঠন্তু স্বাহা’—ইতি অষ্টোত্তর-দশধা জপ্ত্বা, পশ্চাৎ
‘ওঁ আং ক্রৌং হ্রীং স্তুসিদ্ধায় কোপীনায় এতদ্ গন্ধপুষ্পাদিকং
নমোহস্তু স্বাহা’ ইতি ।

কোপীনধার্য্যাধিকারী যথা,—

বিজিতষড়্-গুণে * যস্ত দস্তহিংসাদিবর্জিতঃ ।

মৈত্র-কারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

অতঃপর ষষ্ঠসংস্কার—প্রাণপ্রতিষ্ঠা । পূর্বোক্ত প্রকারে তৎসমস্ত
সংশোধন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর নিজ-ইষ্টদেবে
উহা সমর্পণ করিবে । ‘তৎ-সর্কং’ এই পদে কোপীনের অঙ্গীভূত দণ্ডাদিও
গ্রহণীয় । দণ্ডাদির ব্যবস্থা, যথা—পলাশু, বেণু ও বিল্ব,—এই তিন
প্রকারের তিনটা দণ্ডে মিলিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে, অথবা ইহাদের যে-
কোন একটীর, অথবা কেবল বেণুর ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে । তদ্রূপ
কমণ্ডলু, তুষ্টি বা কাষ্ঠাদি নিশ্চিত (জলপাত্র) গ্রহণীয় । বিপদকালে

Sup
35-36
প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এই সমস্ত অঙ্গরূপও গ্রহণ করা যাইতে পারে ।
কোপীনের অঙ্গীভূত এই সকলের শুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোপীনের
শ্রায় সেই সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে ।

* ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহো জরামৃত্যু ষড়্-গুণঃ । (ভাঃ ১১:১১:৩১ স্বামি-টীকা) ।

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ ।

তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ ॥

বিপক্ষে চ—

দস্তায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে ।

ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্মনাশনম্ ॥

এতদ্বর্জনবৎ দোষযুক্ত-কৌপীনাদিবর্জনমপি কুর্য্যাৎ,—

কুৎসিতং মলিনং বাসো বর্জনীয়ঃ বিশেষতঃ ।

কষায়রহিতং বস্ত্রং বহির্কাসাদিকং শুভম্ ॥

~~অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—মূলোক্ত~~

অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—মূলোক্ত বিধি ও মন্ত্রে কৌপীনাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও অর্চন করিবে।

কৌপীনধারণে অধিকারী বিচার, যথা—যিনি ষড়্গুণজয়ী, দস্তহিংসাদি শূণ্ণ, মৈত্র ও কারুণ্যগুণে পূর্ণ, নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবদ ভক্ত্যাদি সাধনে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রার্থনাক্রমে সম্বন্ধে কৌপীন দেওয়া যাঁহঁতে পারে। নিষেধপক্ষে—দাস্তিক, ভক্তিহীন, শঠ, পরহিংসক ব্যক্তিকে কখনই দিবেন না, দিলে গুরুধর্মনাশ হইবে।

কৌপীনধারী সন্ন্যাসী দুই প্রকার—বিষ্ণু-সন্ন্যাসী ও বিবিৎসা-সন্ন্যাসী। বিষ্ণিতষড়্গুণ ইত্যাদি গুণে যিনি স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু-সন্ন্যাসী। তাঁহার কৌপীন শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামীর আয় অত্যন্ত সুলভ। যিনি পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া সাধনক্রমে দস্তত্যাগ, ভক্তিলাভ, সরলতা অর্জন ও পরহিংসা বর্জন করিতেছেন, তিনি তাঁহার বৈরাগ্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত শাস্ত্রোক্ত এই সংস্কারক্রম গ্রহণ-পূর্বক বিবিৎসা-সন্ন্যাসী হইয়া ক্রমোন্নতিতে পরমহংসত্বও লাভ করিতে

কৌপীনডোরং সূচীবেধযুক্তং কষায়িতং তন্মালিনঞ্চ বাসঃ ।

এতন্ন পূতং মুনিভিঃ প্রগীতং ধ্বং ভবেৎ শোভনকাচিকঃ পরম্ ॥

যত্নপাত্র সন্ন্যাসার্থং দশসংস্কারমুক্তং, তথাপি তাপাদি-
যাগান্তং দীক্ষাকৃতং, তদুপরঞ্চ সন্ন্যাসাকৃতম্ । তস্মাদেব
পূর্বপ্রাপ্তপঞ্চসংস্কারং বা তৎকালগৃহীতপঞ্চসংস্কারং বা যোগ-
পট্টাদিকং ধারয়েৎ ।

সন্ন্যাসার্থং প্রার্থনং, যথা—

কৌপীনং ব্রহ্মনির্মিতমনস্তাৎ প্রাপ্তবাংশ্চিবঃ ।

ততোহস্মান্নারদঃ প্রাপ্তো মহাযোগী ভবেৎ স্বয়ম্ ॥

শৌনকাদি ঋষিস্তস্মান্ততঃ কেশবভারতী ।

তস্মাৎ প্রাপ্তে গৌরচন্দ্রঃ স দর্দো ভক্তশ্মথিনি ॥

পারেন,—ইহাই তাৎপর্য্য । অভক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীন-
গ্রহণে মহা অনর্থ উৎপন্ন হয় ।

এইরূপ অনধিকারীর বর্জনের স্থায় দেয়যুক্ত কৌপীনাদিও বর্জনীয় ।
কুৎসিত মলিন বস্ত্র, শাখারহিত বস্ত্র এবং সুন্দর বহির্কাসাদি বিশেষভাবে
বর্জন করিবে । সূচীবিদ্ধ ও কষায়িত ডোর-কৌপীন, মলিন বস্ত্র—এই
সকলকে মুনিগণ অপবিত্র বলেন । এ সকল ধারণ করিলে শোভনকাচিক
(সুন্দরপোষাকধারী অভিনেতা) হইতে হয় ।

যদিও এস্থলে সন্ন্যাসের নিমিত্ত দশসংস্কার বিহিত হইয়াছে, তথাপি
তন্মধ্যে তাপ হইতে যাগ-পর্য্যন্ত পাঁচটি দীক্ষার অন্তর্ভূত, অপর পাঁচটি
সন্ন্যাসের অন্তর্ভূত । অতএব পূর্বে পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত, অথবা সেই সময়ে
পঞ্চসংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যোগপট্টাদি দিবে ।

সংস্কার-দীপিকা
৩৮
২৫
৩৬

এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত শাখাশাখানুভেদতঃ ।
ধারয়িত্বা মহাযোগী ভবেৎ কিল ন সংশয়ঃ ॥

“মায়াভরঙ্গে স্তংসারে পতিতং মাং সমুদ্বহ ।
কৌপীনং দেহি শুদ্ধার্থং ভবতীপ্তনিবারণম্ ॥
কৌপীনগ্রহণেনাহং পূতোহস্মীত্যচিরাদিহ ।”

প্রৈষেতুচ্চারণাৎ পূর্বং ত্যক্তং কিঞ্চিন্ন গৃহীয়াৎ ॥

ইত্যুক্তাদিশা “পৈষ” ইত্যুচ্চারয়িত্বা যোগপট্টাদিকং গ্রাহয়ে-
দেব । ‘ভো গুরো ! ভিক্ষুপযোগং যোগপট্টাদিকং মাং গ্রাহয়’
ইতি প্রার্থিতস্তং বদেৎ—“বদ্যেবং তর্হি ‘পৈষ’ ইতি ত্রিবারত্রয়ং
পঠস্ব ভদ্র ।” “প্রৈষোহস্মি” ইতি ত্রিবারমুক্ত্বা করপুটাঞ্জলী-
ভূয় স্থিতেন তেজ গুর্বাদিস্বেষ্টদেবতান্তান্ সর্বান্ পূজয়িত্বা,—
ততঃ স্বেচ্ছদেবাণু পূর্বম্ভ্যস্তং কৌপীনাদিকং সংপ্রার্থ্য, সংগ্রাহ্য,
তদানীং তত্র সন্ন্যাসিনঃ স্পর্শয়িত্বা চ প্রার্থকং ধারয়েৎ ।

সন্ন্যাসের নিমিত্তপ্রার্থনা, যথা—শ্রীসদাশিব অনন্তদেব হইতে প্রস-
নির্মিত কৌপীন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নিকট হইতে নারদ প্রাপ্ত
হইয়া স্বয়ং মহাযোগী হন। তাহার পর শৌনকাদি ঋষি, তৎপরে কেশব-
ভারতী প্রাপ্ত হন। শ্রীগৌরমুন্দের কেশব-ভারতী হইতে উহা প্রাপ্ত
হইয়া তাহার ভক্তবৃক্ষকে (অর্থাৎ ভক্তগণকে) দিয়াছেন। এইরূপে
শাখানুশাখাক্রমে পরম্পরাপ্রাপ্ত কৌপীন ধারণ করিয়া নিঃসন্দেহে মহা-
যোগী হইতে পারা যায়। “মায়াভরঙ্গময় সংসারে পতিত আমাকে
উদ্ধার করুন। আমার সংশোধনের জন্ত আমাকে ভবতাপনিবারক
কৌপীন প্রদান করুন। কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই সংসারে আমি অচিরে

ধারণানন্তরঞ্চ—

‘ওঁ ক্লীং গোপীভাবাশ্রয়ায় স্বাহা’ ইতি সন্ন্যাসমন্ত্রং দচ্চাৎ ।
 ততঃপরং ত্রিগৃহং সঞ্চগৃহং সপ্তগৃহং বা ভিক্ষয়ৎ । ভিক্ষা যথা,—
 প্রথমতো গৃহিণো গৃহং গচ্ছ—‘ভো মাতর্ভগবতি ভিক্ষাং দেহি’
 ইত্যুক্ত্বা ভিক্ষাং কৃত্বা প্রত্যাগত্য, প্রাপ্তং যদৈক্ষ্যং বস্ত্র তৎ
 সন্ন্যাসদাত্রে গুরবে সমর্পা যথাবদাশ্রমধর্মান্ কুর্যাৎ ॥৪০॥

ততঃ সপ্তমঃ সংস্কারঃ—নামকরণং

নামাত্র কথিতং সঙ্ঘি হরেভৃত্যত্নবোধকম্ ।

হরিদাসাদিকমিতি কৃষ্ণদাসাদিকং তথা ॥

পবিত্র হই।” প্রৈষ-বাক্য উচ্চারণের পূর্বে পরিত্যক্ত কোন কিছুই
 আর গ্রহণ করিবে নহু। উক্ত দিগ্‌দর্শনানুগারে গুরু প্রৈষ-বাক্য উচ্চারণ
 করাইয়া যোগপটাদি গ্রহণ করাইবেন। “হে গুরুদেব! ভিক্ষু পয়োগী
 যোগপটাদি আমাকে প্রদান করুন,—শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু
 বলিবেন,—“বর্দি তোমার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তবে হে ভদ্র! তিনবার
‘প্রৈষ’ বল।” শিষ্য ‘প্রৈষোহস্মি’ এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়া
কৃত্যঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলে, গুরুদেব তাহার ধীরা গুরু হইতে নিজ
ইষ্টদেব পর্য্যন্ত সকলেয় পূজা করাইবেন। অনন্তর পূর্বস্থাপিত কোপীনাদি
 নিজ ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করাইয়া গ্রহণ করাইবেন এবং তত্রস্থ
 সন্ন্যাসীদিগকে স্পর্শ করাইয়া প্রার্থীকে পরিধান করাইবেন।

কোপীনধারণের পর মূলোক্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিবেন। তারপর
 তিন, পঞ্চ বা সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করাইবেন। ভিক্ষার বিধি—প্রথমে
 গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া ‘মাতঃ ভগবতি! ভিক্ষা দিন’ বলিয়া ভিক্ষা

‘নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্বং যেষাং হৃৎকর্ণিকালয়ে ।
 তেয়াং দাসানুদাসোহহং, প্রসীদন্তু সদৈব হি ॥’
 গুণজ্ঞব্রাহ্মণে দাসশ্চুল্লীভট্টপ্রয়োগতঃ ।
 দীয়তেহস্মৈ, দাস্য দানে ইতি রূপং বিদ্ববুধাঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণসেবী বিপ্রস্তু দাসাখ্যং ধারয়েৎ সুধীঃ ।
 সনৎকুমারতন্ত্রোক্তত্বাদত্যন্তুঞ্চ শোভনম্ ॥৪১॥
 ততঃ অষ্টমঃ সংস্কারঃ—বিষ্ণুমন্ত্রধারণং,
 শ্রাসপ্রকরণে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যাসগ্রাহকশ্চ যঃ ।
 যচ্চেদষ্টাদশার্গন্তু বামকর্ণে ভবান্তুকম্ ॥

করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিফালক্ৰ জব্য সন্ন্যাসদাতা গুরুকে সমর্পণ-পূর্বক
 সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম আচরণ করিবে ॥৪০॥

অনন্তর সপ্তম সংস্কার—নামকরণ । এই বিষয়ে সাধুগণ শ্রীহরির
 ভৃত্যত্ববোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামের উপদেশ করিয়াছেন ।
 ‘যাহাদের হৃদয়কর্ণিকায় শ্রীনিত্যানন্দের চরণযুগল নিত্যবিরাজিত, আমি
 তাহাদের দাসানুদাস, তাহারা সর্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’—(ইহাই
 নামের তাৎপর্য) । শুল্লীভট্টের প্রয়োগানুসারে—গুণজ্ঞ ব্রাহ্মণের ‘দাস্য’-
 উপাধি হয় । দাস্য ধাতুর অর্থ—দান করা, যাহাকে দান করা যায়—এই
 অর্থে দাস-পদ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণসেবক সুধী-ব্রাহ্মণ
 দাস-পদবী গ্রহণ করিবেন, যেহেতু ইহা সনৎকুমার-তন্ত্রসম্মত, ইহা অতীব
 শোভন ॥৪১॥

তাৎপর্য এই—কলিকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মের চিদ-স্বরূপ ধারণা করিতে
 না পারিয়া ব্রহ্মের দাসত্ব স্বীকার করেন না । কিন্তু চিত্ততত্ত্ব ব্রাহ্মণগণ

মন্ত্রে যথ্যা—

“ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।”

গোপীভাবাশ্রিতো মন্ত্রঃ সন্ন্যাসে শক্তিবোধকঃ।

যোক্তাকৃতিধরণেন তদ্ভাবসাধকো যতঃ ॥

✓ “শ্রীকৃষ্ণতোষমাত্রার্থং গোপীভাবসমন্বিতম্।

এতদ্বক্ষ্যং সমাশ্রিতো ক্রয়াদ্বারত্রয়ং জনঃ ॥৪২॥

ততো নবমঃ সংস্কারঃ—অচ্যুতগোত্রস্বীকরণং (তচ্চ তিলকাদি-
ধারণেন নির্ণেয়ং), সুসিক্ত আশ্রমধর্মে তু সতি ‘জ্ঞাননিষ্ঠো
বিরক্তো বা মদ্বক্তো বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা
চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ইতি (ভাঃ ১১।১৮।২৮) বচনাৎ চতুরাশ্রমা-
তীতাবধূতাপরপরব্যায়পরমহংসো ভবেদिति চরমঃ। ‘মদ্বক্তঃ
স্বেচ্ছয়া চরে’দিত্যাদপীতি। কিন্তু সামান্যবৈষ্ণবচিহ্নঞ্চ মালা-
মুদ্রাতিলকাদিকং অনাপদি ন ত্যজেদেব।

ভগবদ্ভক্তি স্বীকারপূর্বক আপনাদিগকে ভগবদ্দাসত্বে অভিষিক্ত করেন।
জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস চ সন্ন্যাসগ্রহণেও সেই দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন
সম্পত্তি নাই।

অতঃপর অষ্টম সংস্কার—বিষ্ণুমন্ত্র-ধারণ। সন্ন্যাস-বিধিতে প্রাজ্ঞ ও
সন্ন্যাস-প্রদাতা আচার্য্য শিষ্যের বামকর্ণে ভবনাশক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান
করিবেন। মন্ত্র—মূলে জপ্তব্য। সন্ন্যাসে গোপীভাবাশ্রিত মন্ত্র শক্তিবোধক,
যেহেতু ইহা কোপীন-ধারণদ্বারা সেই গোপীভাব সাধন করিয়া দেয়।
‘শুধু শ্রীকৃষ্ণতোষণের জন্মই আমি গোপীভাবাশ্রিত এই সন্ন্যাসধর্ম
আশ্রয় করিলাম’—সন্ন্যাসগ্রহণকারী ইহা তিনবার বলিবে ॥৪২॥

যজ্ঞোপবীতবৎ ধার্যা তুলসীকাষ্ঠমালিকা ।
 তুলসীমালিকোরক্ষং ন স্পৃশেয়ুর্ষমোন্তটাঃ ॥
 যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমাঙ্গা .
 যে বা ললাটফলকে লসদূর্ধ্বপুণ্ড্রাঃ ।
 যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা-
 স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥

বিপক্ষে দোষশ্চ—

ন ধারয়ন্তি যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।
 নরকান্ন নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥
 বিশেষতো মাধ্যাহ্নিকাদৌ হরিপূজাদাবাবশ্যকমেব পঞ্চ
 মালাধারণম্ । যথা,—

গুণ্ডা পঞ্চত্রী চ পদ্মাক্ষং শ্যামা চ পৃষ্ঠডোরিকা ।

অমীর্ণিনিশ্চিতাং মালামাহ্নিকে ধারয়েৎ স্বধীঃ ॥ ইতি ॥

তারপর নবম সংস্কার—অর্চাতগোত্র-স্বীকার (তাহা তিলক-মালাদি
 ধারণ-দ্বারা নিরূপণীয়) । সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম সুসিদ্ধ হইলে—“বিরক্ত
 জ্ঞানী অথবা নিরপেক্ষ মীড়ন্ত আশ্রম-চিহ্ন-সহিত আশ্রমধর্ম পরিত্যাগ-
 পূর্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন”—এই ভাগবত-
 প্রমাণানুসারে চারি আশ্রমের অতীত অবধূত পরমহংস হইবে,—ইহাই
 চরম অবস্থা । ‘আমার ভক্ত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করেন’—এই প্রমাণ
 হইতে ও উহা বিচারিত হয় । কিন্তু পরমহংসাবস্থায়ও সর্বসাধারণ বৈষ্ণব-
 চিহ্ন মালা-মুদ্রা-তিলকাদি আপদকাল ব্যতীত কখনও তাগ করিবে না ।

স্বাস্থ্যসধর্মহীনস্ত ন পরমহংসকো ভবেৎ ।

অস্মাদ্ধর্মাৎ পরো ধর্মো নাস্তি সন্নিহুযাং মতঃ ॥

স্বস্বস্থোৎপাদিকা তল্লির্ঘেবাং কৃষ্ণে ন বিদ্বতে ।

তেষাং যো ধর্মসম্পন্নঃ স স্মাৎ পরমহংসকঃ ॥

কিন্তু ত্রৈব হরিভক্তানাং চাতগোত্রত্বং মুখাং অন্যত্র গোণমিত্যপি
বোদ্ধব্যম্ ।

“যদ্ গোত্রমাশ্রিতেনাপি কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।

অধুনা তৎ পরিত্যজ্য ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ ॥

পিতৃগোত্রাদ্ যথা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিতা ।

তথৈবাচ্যুতগোত্রেণ ভবাম্যচ্যুতগোত্রকঃ ॥

‘ওঁ অচ্যুতগোত্রায় স্বাহা’ ইতি, ‘অচ্যুতগোত্রোহিমস্মি’ ॥”

ইতি বদেচ্চ ।

অচ্যুতগোত্রস্ত মহিমা, যথা সপ্তম স্কন্ধে—

সর্বত্রাস্থলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ ।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥৪৩॥

তুলসীকাষ্ঠমালিকা যজ্ঞোপবীতেয় গ্ৰায় (নিত্য কণ্ঠে) ধারণ করা
কর্তব্য । ষাঁহার কণ্ঠে তুলসীমালা, যনদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে
পারে না । তুলসী ও পদ্মবীজের মালা ষাঁহাদের কণ্ঠে লগ্ন, ষাঁহাদের
ললাটফলকে উর্দ্ধপুণ্ড্র শোভা পায়, ষাঁহাদের বাহুমূল শঙ্খ-চক্র-পরিচিহ্নিত,
সেই সকল বৈষ্ণব জগৎকে আশু পবিত্র করেন । বিপক্ষে দোষ এই—
যে-সকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি ব্যক্তি তুলসী-মালিকা ধারণ করে না, তাহারা
শ্রীহরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে নিস্তার পায় না ।

ততো দশম সংস্কারঃ—যাগ (শালগ্রামাংগ)

স হি শ্রীহরিপূজনপ্রকারঃ সৰ্বাশ্রমগতঃ সাধারণঃ স্মি এব।

ইতি ॥৪৪॥

গৃহীতসম্প্রদায়িসন্ন্যাসবৈষ্ণবানাং পঞ্চত্বপ্রাপ্তৌ শরীরত্যাগে
তু তদানীং দেহে সমাধিমন্ত্রং লিখেৎ—

‘ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং লবণমৃদুযুজি ভুবি শ্বভ্রে স্বাহা।

পশ্চাত্তীর্থোদকে ভূবিবরে তদেহং স্থাপয়েৎ। বিবরপরি-

বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আঙ্কিকাদি কার্যে ও হরিপূজাদিতে পঞ্চমালা ধারণ
আবশ্যক। যথা—গুঞ্জা, ধাত্রী (আমলকী), পদ্মবীজ, তুলসী ও পট্টডোর ;
ইহাদের দ্বারা গ্রথিত মালা স্মৃধী ব্যক্তি আঙ্কিককালে ধারণ করিবেন।

সন্ন্যাস-বিহীন ব্যক্তি কখনও পরমহংস হইতে পারেন না। সজ্জন
বিজ্ঞগণের ন্যে সন্ন্যাসধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর নাই। কৃষ্ণপাদ-
পদ্মে ষাঁহাদের নিজ-স্বধোৎপাদিকা ভক্তি নাই, তাঁহাদের মধ্যে যিনি
(সন্ন্যাস) ধর্মসম্পন্ন, তিনিই পরমহংস হইতে পারেন; এই স্বধোই
হরিভক্তগণের মুখ্যতঃ অচ্যুতগোত্রিত্ব, অপরের গোণ—ইহাই বুঝিতে
হইবে। “বেই গোত্রের আশ্রমে আমি এতাবৎকাল শুভাশুভ করিয়াছি,
তাহা পরিত্যাগপূর্বক এখন আমি অচ্যুতগোত্র হইলাম।” কথা যেরূপ
পিতৃগোত্র পরিত্যাগপূর্বক স্বামি-গোত্রে গোত্রিত হয়, তক্রূপ আমিও
অচ্যুতগোত্রে প্রবেশপূর্বক অচ্যুতগোত্রীয় হইলাম। ওঁ অচ্যুতগোত্রায়
স্বাহা. ওঁ অচ্যুতগোত্রোহমস্মি” ইহা বলিবে। অচ্যুতগোত্রের মহিমা
ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে, যথা—সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধারীর আদেশ ব্রাহ্মণ-
কুল ও অচ্যুতগোত্রীয় ভিন্ন অস্ত্র সকলের উপর অপ্রতিহত ছিল ॥৪৩॥

মাংসাদিখাদ্যাদিকপুরুষপরিমিতম্ । দহেচ্ছেৎ তৎ, তথাপি
 কিঞ্চিদপ্যদাশ্রয়াদিকং তীর্থাদৌ সমাজ-সংজ্ঞকে ভূববরে
 সংস্থাপয়েচ্চ,—‘নিবাসো ধারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ’
 ইত্যনুসারেণ ॥৪৫॥

সংস্কারদীপিকানাম্নী সন্ন্যাসার্থা সতাং মতা ।

নিশ্চিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্মসিক্ষয়ে ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিকৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা
 সংস্কারদীপিকা সমাপ্তা ।

অনন্তর দশম সংস্কার—যাগ (শালগ্রামার্চন),—শ্রীহরির অর্চনই
 যাগ । হরিপূজাবিধি সর্বাশ্রমগত সাধারণ ধর্মমাত্র ॥৪৪॥

সাম্প্রদায়িক-সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের পঞ্চম প্রাপ্তিতে শরীরত্যাগকালে
 দেহে তখন সুমাধিমন্ত্র লিখিবে। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য । পরে সর্বজলে ভূগর্ভে
 সেই দেহ স্থাপন করিবে। গর্ভের পরিমাণ পুরুষপরিমাণ হইতে এক
 পাদভাগ অধিক । যদি দেহ দগ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও ‘দ্বারকাদি
 ধায়ে, গঙ্গা প্রভৃতিরও সন্নিকটে বাস কর্তব্য’—এতদনুসারে উহার
 অস্থ্যাদি তীর্থাদিতে ও সমাজ-নামক ভূগর্ভে সংস্থাপন করিবে ॥৪৫॥

শ্রীগৌরদাসগণের ঐকান্তিক-ধর্ম-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধুসম্মত সন্ন্যাস-
 বিষয়ক এই সংস্কারদীপিকা গ্রন্থ রচিত হইল ।

শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি-কৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকার অন্তর্গত সংস্কার-
 দীপিকা সমাপ্ত ।

মহাভাগবত-পরমহংস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সংস্কার-দীপিকার বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
আশ্রমাদিনিষেধ অবৈষ্ণবপর	২	অঙ্গস্তাস	২৬
সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক বৈষ্ণব	৩	প্রাণায়াম	২৬
গৃহীর সংজ্ঞা	৩	হরিমন্দিরতিলক (৫)	২৭
সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা	৩	বিষ্ণুপঞ্জরস্তাস	২৯
দশনামা ব্রহ্মসন্ন্যাসী	৪	নাম-মুদ্রাধারণ (৪)	৩০
পরমহংস অবধূতের মহিমা	৫	পঞ্চ সংস্কার	৩০
বৈষ্ণবীদীক্ষায় বিপ্রস্ব	৬	কোপীনশুদ্ধি (৫)	৩২
স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম	১১	প্রাণপ্রতিষ্ঠা (৬)	৩৫
শূদ্রাদিরও সন্ন্যাস-ব্যবস্থা	১৬	কোপীনাধিকারী	৩৬
গুরুপরম্পরা	১৮	সন্ন্যাস-প্রার্থনা	৩৮
সন্ন্যাসের বিধিবাক্য	২০	নামকরণ (৭)	৪০
সন্ন্যাসের সংস্কার	২১	বিষ্ণুমন্ত্রধারণ (৮)	৪১
ক্ষৌর-সংস্কার (১)	২৩	অচ্যুতগোত্র স্বীকার (৯)	৪২
তীর্থস্নান (২)	২৩	শালগ্রামার্চন (১০)	৪৫
আচমন	২৪	সমাধিমন্ত্র	৪৫
করন্যাস	২৫		

সংস্কৃত-দীপিকা শ্লোক-সূচী

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
অ		এ	
অক্ষোভ্য-জয়তীর্ণ	১৮	এতচ্চ কোপীনং ভোরং	৩৪
অধুনা তৎ পরিত্যজ্য	৩৪	এতদগ্ৰচ্চ তৎসৰ্বং	৩৫
অস্ত্যজা অপি তজাষ্ট্রে	৬	এতদ্বর্শং সমাশ্রিতো	৪২
অগ্ৰত্র ব্রাহ্মণকুলাৎ	১০, ৪৪	এতন্ন পূতং মুনিভিঃ	৩৮
অপি চেৎ সূতরাচারো	৮	এতাং সমাস্থায়	১২
অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো	৩০	এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈঃ	২২
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা	৪	এবং ত্যাসং সমাচর্য	৩০
অবৈক্যবপরং	২	এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং	৩২
অমীভিনিশ্চিতাং	৪৩	ক	
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ	৩০	কস্থাং বহসি দুৰ্ব্বুদ্ধে	১৩
অশ্বখপত্রসঙ্কাশং	২৮	কমণ্ডলুং তথাহগ্ৰদা	৩৫
অষ্টমং বামকর্মেহিগ্রে	২২	কাষায়রহিতং বজ্রং	৩৭
অষ্টাদশাঙ্করসৈব	২২	কুৎসিতং মলিনং বাসো	৩৭
অশ্মাঙ্কিয়াং পরো ধর্মো	৪৪	কুহা তু তৎ প্রযত্নেন	৩৩
অহং ত্রিষ্যামি হরন্তপারং	১২	কৈশ্চিদত্র ত্রয়ঃ প্রোক্তা	৩৪
অহোবত ঋপচোক্তঃ	৯	কোপীনং দৈশি শুদ্ধার্থং	৩২
আ		কোপীনং পরিশুদ্ধাস্ত	৩৪
অ-কুর্গাদৃক্ধরেখে	২৮	কোপীনং পৃথ্বীরূপোক্তং	৩২
আরভ্য নাসিকামূলং	২৭	কোপীনং ব্রহ্মনিশ্চিতং	৩৮
আশীঃ কুরুত তৎপাদে	২৩	কোপীনং যুগলং বাসঃ	৩৪
উ		কোপীনগ্রহণেনাহং	৩২
উর্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে	২৭	কোপানডোরং সূচীবেধবৃক্তং	৩৮

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
গ		ততো দ্বাদশভিঃ	২৭
গঙ্গাদিসর্বতীর্থানি	৩৪	ততো লক্ষ্মীপতিঃ	১২
গার্হস্থ্যকৃত্যসংপ্রাপ্তৌ	১	তৎপ্রফালনতোয়ন্ত	২৭
গুপ্তা ধাত্রী চ পদ্মাকং	৪০	তথা দীক্ষাবিধানেন	৬
গুণজ্ঞব্রাহ্মণো দাসঃ	৪১	তথৈবাচ্যাতগোত্রেন	৪৪
গৃহীতবিষ্ণুর্দীক্ষাকো	৩৭	তপঃ ক্রতিশ্চ যোনিশ্চ	৭
গোপীভাবাশ্রিতো মন্ত্রঃ	৪২	তমালমূলবচ্ছিরো	২৮
গোপীমৃদাদিনা	৩১	তস্মাৎ প্রাপ্তৌ গৌরচন্দ্রঃ	৩৮
গ্রহ্মিধ্যে স্থিতো বিষ্ণুঃ	৩৩	তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন	৩৭
গ্রহ্মার্থং মুষ্টিযুগলং	৩২	তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম	৩০
চ		তাপাদিদশসংস্কার	৩
চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো	৭	তাপাদিপঞ্চসংস্কার	৩
চতুর্থং চন্দনৈর্গাত্রে	২১	তাপাদিসংস্কারৈঃ	২২
চতুর্দশমুষ্টিদীর্ঘং	৩২	তাপোহত্র তপ্তচক্রাদি	৩১
চন্দনেনাপি সংপ্রোক্ষ্য	৪৪	তুলসীমালিকোরস্বং	৪৩
জ		তৃতীয়ং হরিশন্দিরং	২১
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো	১২	তেনৈব হরিনামাদি	৩১
ড		তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ	৯
ডোরশ্চানন্তরূপোহসৌ	৩৩	তেষাং দাসানুদাসোহহং	৪১
ড		তেষাং যোদ্ধির্শর্মসম্পন্নঃ	৪৪
তচ্ছিষ্যান্	১২	তেষামেকতরং কিম্বা	৩৫
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্	১৫	ত্যক্তবর্ণাশ্রমো	৪
ততোহন্নান্নারদঃ	৩৮	ত্রিবিক্রমং কঙ্করে	২৭

শ্লোক

পত্রাঙ্ক

শ্লোক

পত্রাঙ্ক

দক্ষিণগ্রহসংযুক্তং
 দন্তায় ভক্তিহীনায়
 দাসো ভবামি
 দীর্ঘতেহস্মৈ, দাস্য দানে
 দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং
 দেবমীশ্বরশিষ্যং
 দ্বাদশাঙ্গেষু

৬৩
 ৩৭
 ২৩
 ৪১
 ১৯
 ১৯
 ২৭

নিষেধমচনং বদ্যৎ
 গ্রসেৎ কিরীটমস্তম্বক
 গ্রাসপ্রকরণে প্রাজ্ঞঃ
 প
 পঞ্চমং কৌপীনশুদ্ধিঃ
 পদ্মকুটুলসন্নিভং
 পালাশং বৈণবং
 পিতৃগোত্রাদ্ যথা কণ্ঠা
 পুণ্ড্রং স্যাদুর্দ্ধপুণ্ড্রং
 পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য
 পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভক
 প্রৈষেত্যুচ্চারণাৎ পরমং

২
 ৩০
 ৪১
 ২১
 ২৮
 ৩৫
 ৪৪
 ২৮
 ১৮
 ২৭
 ৩৯

ধ

ধারয়িত্বা মহাযোগী
 ধ্যেয়ম্ চক্ষয়নাদৌ

৩৯
 ৩১

ন

ন দাতব্যং ন দাতব্য
 ন ধারয়ন্তি যে মাল্যং
 নবমঃ স্যাদুর্দ্ধগোত্র
 নরকান্ন নিবর্তন্তে
 ন শূদ্রা ভগবন্তজ্ঞাঃ
 নামাত্র কথিতং সক্তিঃ
 নাসাদিকেশপর্যন্তম্
 নাসিকায়াজ্বরো ভাগা
 নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
 নিমাঞ্যাঋথ্যয়া
 নিশ্চিতা গৌরদাসানাম্

৩৭
 ৪৩
 ২২
 ৪৩
 ৭
 ৪০
 ২৮
 ২৮
 ৪১
 ১৯
 ৪৫

ব

বক্ষঃস্থলে মাধবস্ত
 বহির্দ্বাসো বিষ্ণুশক্তিঃ
 বামপার্শ্বে স্থিতো
 বিজিতবড্ গুণেঃ বস্ত
 বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ
 বৈষ্ণবস্ত দ্বিধা প্রোক্তঃ
 বৈষ্ণবোহহং
 বৈষ্ণবো ভক্তিমান্যাসী
 ব্রহ্মচর্যাদি কৃতো তু
 ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো

২৭
 ৩৪
 ২৮
 ৩৬
 ২৭
 ৩
 ৪
 ৪
 ২
 ৫

শ্লোক	পত্রাঙ্ক	শ্লোক	পত্রাঙ্ক
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব	৩১	যোত্মাকৃতিধারণেন	৪২
ব্রাহ্মণশ্চত্রিবিশাম্	৩১		
ভ		লজ্জাক্রুপা ভগবতী	৩২
ভাবভক্তিজনৈর্ধার্য্যং	৩২	ললাটানিষ্ক্রমেণৈব	২৭
ম		ললাটে কেশবং	২৭
মৎস্তাদীনাং তথা	৩১		
মধ্যে ছিদ্ৰসমাযুক্তং	২৮	শ	
মধ্যে বিষ্ণুঃ বিজানীয়াৎ	২৮	শরীরত্রাগকামো	৩৪
মস্তকং মুণ্ডয় মুণ্ডিন্	২৩	শালগ্রামার্চনং	২২
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	শিখা যজ্ঞোপবীতং	১৩
মাতৃ-পিতৃসমাঃ	২৩	শূদ্রজাতিবিছরশ্চ	৯
মায়াতরঙ্গে সংসারে	৩৯	শৌনকাদিঋষিঃ	৫৮
মুণ্ডনং	২১	শ্রদ্ধা মে কৃষ্ণচৈতন্য	২৩
মৈত্র কারুণ্যশীলশ্চ	৩৬	শ্রীকৃষ্ণতোষমাংসার্থং	৪২
ব		শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন	১৯
যচ্ছেদষ্টাদশার্ণব	৪১	শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি	১৮
যজ্ঞোপবীতবং ধার্য্য	৪৩	শ্রীকৃষ্ণসেবী নিপ্রস্তু	৪১
যত্র জ্ঞানবিরাগ	২৫	শ্রীকৃষ্ণোপাসকানাশ্চ	৩১
যথা কাঞ্চনতাং যাতি	৬	শ্রীগুরুং পূজয়িত্বা	১৯
যদ্ গোত্রমাশ্রিতেনাপি	৪৪	শ্রীগোপীচন্দনেনৈব	৩১
যস্মিন্ পারমহংসশ্চ	১৫	শ্রীচৈতন্য দয়াসিক্ধো	২৩
যে কণ্ঠলগ্নতুলসী	৪৩	শ্রীধরং বামবাহৌ	২৭
যে বাহুলপরিচিহিত	৪৩	শ্রীক্ষিণ্যানিধি-রাজেন্দ্র	১৮
		শ্রীমন্ডাগবত পুরাণমমলং	১৫

শ্লোক	পত্রাক	শ্লোক	পত্রাক
শ্রীমধ্ব-শ্রী মাত	১৮	সর্বে রিধিনিষেধাঃ	১০
শ্রীমন্নারায়ণাখ্য	৩১	স লিঙ্গ-মাশ্রমাংস্ত্যক্তা	১২, ৪২
শ্রীলাবৈতং গদাধরং	১২	স লোকপাবনো	৩১
স		সাক্ষাৎকৃত্য হরিং	৩০
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং	৬	সাধুরেব স মস্তব্যঃ	৮
সংস্কারদীপিকানাম্নী	৪৫	সামাশ্রুস্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো	৩
সংস্কারভেদসম্প্রাপ্ত্যা	২২	সোমঃ শুক্রঃ সুরাণাঘাঃ	৩২
সংস্কারাদিবিহীন গাং	২	স্তনাং স্তনাস্তরং	৩২
সংস্কারান্ বারয়েদ্	১২	জিয়ো বৈশ্বাস্তথা	৯
স কস্মাদ্ ব্রহ্মচর্যাাদি	২	জী-শূদ্র-বিজবন্ধুনাং	১
সনৎকুমারতস্ত্রোক্ত	৪১	স্বস্বখোৎপাদিকা ভক্তিঃ	৪৪
সন্ন্যাসধর্মহীনস্ত	৪৪	স্বস্তব্যঃ সততং	১০
সন্ন্যাসী চ বিধিরাশী	৪		
সপ্তমং হরিদাসাদি	১২	হ	
সমাশ্রুভ্য ক্রবেশ্বিঃ	২৮	হরিদাসাদিকমিতি	৪০
সম্প্রদায় বিভেদঃ সাং	৩	হরিনামাকরৈঃ	৩১
সর্বত্রাখলিতাদেশঃ	১০, ৪৪	হরিভক্তিবিহীনশ্চ	৭
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা	৭	হরিমন্দিরমিত্যেবং	২৮